



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
November 2019

"মিষ্টি বাচ্চারা - নিজের উপরে সম্পূর্ণ নজর রাখো, কোনোরকম বেকায়দা আচরণ করবে না (শ্রীমতের বিপরীত) । শ্রীমতের উল্ক্ষন করলে পতন নিশ্চিত"

প্রশ্ন :- - পদ্মপদমপতি হওয়ার জন্য কীরূপ সতর্কতা প্রয়োজন ?

উত্তর : - সর্বদা খেয়াল রাখতে হবে - যেমন কর্ম আমরা করবো, আমাদের দেখে অন্যরাও করতে শুরু করবে। কোনো বিষয়েই যেন মিথ্যা অহংকার না আসে। মানসে - বচনে - কর্মে সতর্কতা অবলম্বন করো। এই চোখ যদি ধোঁকা না দেয়, তবে পদম গুণ জমা করতে পারবে। এর জন্য অন্তর্মুখী হয়ে বাবাকে স্মরণ করো আর বিকর্ম করা থেকে বেঁচে যাও।

ওম্ শান্তি । আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে বাবা বুঝিয়েছেন - এখানে বাচ্চারা তোমাদের এই ভাবনা নিয়ে অবশ্যই বসতে হয় যে, ইনি যেমন বাবা, তেমনই তিনি টিচারও আবার সঙ্করও। আর এটাও অনুভব করো যে - বাবাকে স্মরণ করতে করতে পবিত্র হয়ে, পরমধামে গিয়ে উপস্থিত হবো। বাবা তোমাদেরকে বুঝিয়েছেন যে, পরমধাম থেকেই তোমরা নীচে নামো। তার নামই হল পবিত্র ধাম। সত্যপ্রধান থেকে তারপর সত্য, তমো, রজো... । এখন তোমরা বুঝেছো যে, আমাদের পতন হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা এখন বেশ্যালেয়ে রয়েছো। যদিও তোমরা সঙ্গমযুগে রয়েছ, কিন্তু জ্ঞান প্রাপ্ত করে তোমরা জেনেছো যে, আমরা দূরে সরে এসেছি, তবুও যদি আমরা শিববাবার স্মরণে থাকি, তবে শিবালয় দূরে নয়। শিববাবাকে স্মরণ না করলে শিবালয় অনেক দূরে। সাজা যদি খেতে হয়, তবে তো শিবালয় অনেক দূর হয়ে যাবে। অতএব বাবা বাচ্চাদেরকে বেশি কষ্ট ভোগ করতে দেন না। এক তো বলেন, মানসে - বাচা-তে - কর্মে পবিত্র হতে হবে । এই চোখও খুব ধোঁকা দিয়ে দেয়। এর থেকে অত্যন্ত সামলে চলতে হবে। বাবা তোমাদের বুঝিয়েছেন, ধ্যান আর যোগ হল সম্পূর্ণ আলাদা। যোগ অর্থাৎ স্মরণ। চোখ খোলা রেখেও তোমরা স্মরণ করতে পারো। ধ্যানকে যোগ বলা যাবে না। ভোগ নিয়েও যদি যাও, সে-ও ডাইরেকশান অনুসারেই যেতে হবে। এতে মায়ারও খুব প্রবেশ ঘটে। মায়ী এমনই যে একেবারে ব্যাতিব্যস্ত করে ছাড়ে। যেমন বাবা বলবান, তেমনি মায়ারও কম বলবান নয়। এতই বলবান যে, সমগ্র দুনিয়াটাকেই বেশ্যালেয়ে ঠেলে দিয়েছে। সেইজন্য এতে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হয়। বাবাকে যথাযথ ভাবে নিয়মিত ভাবে স্মরণ করতে হবে। বেকায়দায় কোনো কাজ করলে একেবারে নীচে ফেলে দেবে। ধ্যান অর্থাৎ সাক্ষাৎকার ইত্যাদির কোনো ইচ্ছা রাখা উচিত নয়। ইচ্ছা মাত্রই অবিদ্যা.... বাবা তোমাদের সকল ইচ্ছা চাইবার পূর্বেই পূর্ণ করে দেন, যদি তোমরা বাবার আঞ্জা অনুসারে চলো। আর যদি বাবার আঞ্জা না মেনে উল্টো পথে চলো, তবে দেখা যাবে স্বর্গের পরিবর্তে নরকেই এসে পড়বে। কথায়ও আছে, "গজকে কুমীর গিলে ফেলেছিল" (কিন্তু গজ পরমাত্মাকে শেষ মুহূর্তে কায়মনোবাক্যে স্মরণ করায় বেঁচে যায়) । অনেক আত্মাকে জ্ঞান শুনিয়েছে, ভোগ নিবেদন করেছে, তারা এখন কোথায় ! কারণ যথাযথ নিয়ম অনুসারে না চলার কারণে মায়ার কবলে পড়ে যায়। দেবতা হতে গিয়েও দানব হয়ে যায়। বাবা জানেন যে, ভালো ভালো পুরুষার্থী, যাদের মধ্যে দেবতা হওয়ার সম্পূর্ণ গুণ ছিল, তারা এখন অসুর হয়ে অসুরদের সাথেই থাকে। ট্রেটর (বিশ্বাসঘাতক) হয়ে যায় । বাবার হওয়ার পরে আবার মায়ার হয়ে যায়, তাদেরকে ট্রেটর বলা হয়। নিজের প্রতি সতর্ক থাকতে হয়। শ্রীমতের উল্ক্ষন করলেই পতন।

বুঝতেও পারবে না। বাবা তো বাচ্চাদেরকে সাবধান করতে থাকেন যে, এমন আচরণ করো না যে রসাতলে পৌঁছে যাও।

গতকালও বাবা বুঝিয়েছেন - অনেক গোপ (ভাই) নিজেরাই কমিটি ইত্যাদি গঠন করে, বা যা কিছুই করুক, শ্রীমৎ অনুসরণ করে করে না, ফলে সেটা ডিস-সার্ভিস হয়ে যায়। শ্রীমৎ অনুসারে না করলে পতন হতেই থাকবে। বাবা প্রথমে কমিটি গঠন করেছিলেন, তা ছিল মাতা-দের নিয়ে। কেননা কলস তো মাতাদেরই প্রাপ্ত হয়। "বন্দে মাতরম্" বলা হয় না ! যদি গোপেরা (কেবল ভাইরা) কমিটি গঠন করে, তবে বন্দে গোপ তো বলা হবে না। শ্রীমৎ অনুসারে না থাকলে মায়ার জেলে ফেঁসে যাবে। বাবা মাতাদের নিয়ে কমিটি বানিয়েছিলেন, তাদেরকেই সব কিছু সঁপে দিয়েছিলেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পুরুষরাই দেউলিয়া হয়, নারীরা নয়। তাই বাবাও কলস মাতাদের উপরেই রাখেন। এই জ্ঞান মার্গে মাতা-রা দেউলিয়া হতে পারে। পদ্মপদমপতি যারা হতে চায়, তারা মায়ার কাছে হেরে গিয়ে দেউলিয়া হয়ে যেতে পারে। এই নারী - পুরুষ উভয়ই চাইলে দেউলিয়া হয়ে যেতে পারে আর হয়ও। কত কত মায়ার কাছে হেরে গিয়ে চলে গেছে, অর্থাৎ কিনা দেউলিয়া হয়ে গেছে। বাবা বোঝান যে, ভারতবাসী তো একেবারেই দেউলিয়া হয়ে গেছে। মায়া যে কী সাংঘাতিক, মানুষ বুঝতেও পারে না যে আমরা কোথায় ছিলাম, কোথা থেকে একদম নীচে এসে পড়েছি। এখানেও উর্ধ্বে যেতে যেতে শ্রীমতকে ভুলে নিজের মতে চলতে থাকে, তারপর দেউলিয়া হয়ে যায় । তারা তো দেউলিয়া হয়ে গিয়ে তারপর ৫-৭ বছর পর আবার উঠে দাঁড়ায়। এখানে তো ৮৪ জন্মের জন্য দেউলিয়া হয়ে যায় । উঁচু পদ লাভ করতে পারে না। দেউলিয়া হয়ে যেতে থাকে। বাবার কাছে ছবি থাকলে দেখাতে পারতেন। তোমরা বলবে, বাবা তো ঠিক বলছেন। ইনি কত বড় মহারথী ছিলেন, অনেক আত্মাকে উপরে উঠতে অনুপ্রাণিত করতেন, কিন্তু আজ তারা নেই। দেউলিয়া হয়ে গেছে। বাবা পুনঃ পুনঃ বাচ্চাদেরকে সতর্ক করতে থাকেন। নিজেদের মত অনুযায়ী কমেটি ইত্যাদি বানানো, এতে কোনো লাভ নেই। নিজেরা মিলে পরনিন্দা পরচর্চা করা, এ এটা করতো, অমুকে ওটা করতো ইত্যাদি ইত্যাদি সারাদিন এই সবই করতে থাকে। বাবার সাথে বুদ্ধি যোগ স্থাপন করলে তবেই সতোপ্রধান হতে পারবে । বাবার হলে তারপর যদি বাবার সাথে যোগ না থাকে, বারে বারে পতন হতে থাকবে। তারপর কানেকশনই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। লিঙ্ক যদি বিচ্ছিন্ন হয়, তাতে ঘাবড়ানো উচিত নয়। মায়া আমাদের কেন এত বিরক্ত করে ! বারংবার চেষ্টা করে বাবার সাথে লিঙ্ক জোড়া উচিত। নইলে ব্যাটারী চার্জ হবে কীভাবে । বিকর্ম হলে ব্যাটারী ডিস-চার্জড হয়ে যায়। যজ্ঞের প্রারম্ভিক কালে কত কত জন এসে বাবার হয়েছিল। ভাঙিতে এসেছিল, তারা আজ কোথায়। তাদের পতন ঘটেছে, কারণ পুরানো দুনিয়ার কথা মনে পড়ে গেছে। এখন বাবা তোমাদেরকে বলেন, আমি তোমাদের অসীমের বৈরাগ্য প্রদান করি, এই পুরানো দুনিয়ার প্রতি হৃদয় দিও না। হৃদয় যদি দিতে হয় স্বর্গের প্রতি স্থাপন করো। যদি এমন লক্ষ্মী-নারায়ণ হতে চাও, তবে তার জন্য পরিশ্রম করতে হবে। বুদ্ধিযোগ একমাত্র বাবার সাথেই যেন থাকে। পুরানো দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য। সুখধাম আর শান্তিধামকে স্মরণ করো। যতটা সম্ভব উঠতে বসতে, চলতে ফিরতে বাবাকে স্মরণ করো । এটা তো একেবারেই সহজ। তোমরা এখানে এসেছোই নর থেকে নারায়ণ হওয়ার জন্য। সবাইকে বলতে হবে - এখন তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে হবে । কেননা রিটার্ন জার্নি হয়ে থাকে । ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি রিপোর্ট হওয়ার অর্থ হল নরক থেকে স্বর্গ, আবার স্বর্গ থেকে নরক। এই চক্র আবর্তিতই হতে থাকে।

বাবা বলছেন এখানে স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে বসো। এ'কথা স্মরণ করে বসো যে, আমরা কতো বার এই চক্র পরিক্রমণ করেছি। এখন পুনরায় দেবতা হতে চলেছি। এই দুনিয়ার কেউই এই রহস্যটিকে বুঝতে পারে না। এই জ্ঞান দেবতাদেরও নেই। তারা তো হলই পবিত্র। তাদের মধ্যে তো জ্ঞানই নেই যে শঙ্খধ্বনী করবে। তারা হলেন পবিত্র, তাদের হাতে এই সব দেওয়ার প্রয়োজনই নেই। সিংহল হাতে দেওয়ার প্রয়োজন তখনই পড়ে, যখন দুটোই (জ্ঞান ও যোগ) একসাথে থাকে। তোমাদের (ব্রাহ্মণদের হাতে) হাতেও সিংহল দেওয়া হয় না, কারণ তোমরা আজ দেবতা হতে হতে কাল অসুর হয়ে যাও। বাবা দেবতা বানান আর মায়া অসুর বানিয়ে দেয়। বাবা যখন বোঝান, তখনই জানতে পারা যায় যে, সত্যি সত্যিই আমাদের অবস্থার পতন ঘটেছে। কত কত জন শিববাবার খাজানায় জমা করবার পরে, সেগুলো আবার ফেরত চেয়ে অসুর হয়ে যায়। এর পিছনে কারণই হল যোগ একেবারেই কম। যোগের দ্বারাই পবিত্র হতে হবে। আহ্বানও করে থাকে বাবাকে – বাবা এসো, আমাদের পতিত থেকে পবিত্র বানাও, যাতে আমরা স্বর্গে যেতে পারি। স্মরণের যাত্রাই হল পবিত্র হয়ে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করার জন্য। যাদের মৃত্যু হয়, তাও তারা যেটুকু শুনেছে, তাতে শিবালয়ে অবশ্যই যাবে। তা পদ যেমনই পাক। এক বার স্মরণ করলে স্বর্গে অবশ্যই যাবে। উঁচু পদ হয়ত পাবে না। স্বর্গের নাম শুনে তো আনন্দ হওয়ার কথা। ফেল করে পাই পয়সার পদ পেলাম, এতে খুশি থাকা উচিত নয়। ফিলিংস তো আসবেই যতই হোক আমি চাকর। পরে তোমাদের সব সাক্ষাৎকার হবে কে কী হবে, আমাদের দ্বারা কী কী বিকর্ম হয়েছে, যার ফলে এমন পরিণতি হয়েছে। আমি তবে মহারানী কী হব না ! পদে পদে সাবধানে পা ফেললে তোমরা পদ্মপদমপতি হতে পারো। মন্দিরে দেবতাদের চরণের চিহ্ন রাখা হয়। একের সাথে অন্যের পদ মর্যাদার তফাৎ হয়ে যায়। বর্তমানে যারা ক্ষমতার গদিতে বসে, তাদের কতই না রাজকীয়তা, তাও কেবল অল্পকালের জন্য। চিরকালের জন্য রাজা তো হতে পারবে না ! অতএব, বাবা এখন বলেন – তোমরা যদি লক্ষ্মী-নারায়ণ হতে চাও, তবে পুরুষার্থও তেমনই চাই। আমরা কতটা অন্যদের কল্যাণ করি ? অন্তর্মুখী হয়ে কতটা সময় বাবার স্মরণে থাকি ? এখন আমরা যাচ্ছি আমাদের সুইট হোমে। আবার আসবো সুখধামে। এই সব জ্ঞানের মন্তন যেন ভিতরে চলতে থাকে। বাবার মধ্যে জ্ঞান ও যোগ দুই-ই রয়েছে। তোমাদের মধ্যেও তাই-ই থাকা উচিত। তোমরা জানো যে বাবা আমাদের পড়ান, তাহলে জ্ঞানও হল আর স্মরণও হল। জ্ঞান আর যোগ একসাথে চলে। এমন নয় যে, যোগে বসলে, বাবাকে স্মরণ করছো অথচ নলেজ ভুলে গেছো। বাবা যোগ শেখান, তো নলেজ ভুলে যান নাকি ? সমগ্র নলেজ ওঁনার মধ্যেই থাকে। বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যেও নলেজ থাকা উচিত। পঠন-পাঠন অবশ্যই করতে হবে। যেমন কর্ম আমি করব, আমাকে দেখে অন্যরাও করবে। আমি মুরলী না পড়লে অন্যরাও পড়বে না। মিথ্যা অহংকার এসে গেলে মায়া সাথে সাথে আক্রমণ করে বসবে। কদমে কদমে বাবার শ্রীমৎ নিতে হবে। নচেৎ কিছু না কিছু বিকর্ম হয়ে যাবে। অনেক বাচ্চাই ভুল করার পর বাবাকে বলে না, ফলে নিজেরই ক্ষতি করে বসে। গাফিলতি হলে মায়া থাপ্পড় লাগিয়ে দেয়। ওয়ার্থ নট এ পেনি (অপদার্থ) বানিয়ে দেয়। অহংকারে এলে মায়া অনেক বিকর্ম করতে থাকে। বাবা কী কখনো বলেছেন যে, এমন এমন কমিটি বানাও ? কমিটিতে অবশ্যই দুই একজন সুবুদ্ধি সম্পন্ন কন্যাদের রাখতে হবে, যাদের মতানুসারেই অগ্রচালিত হতে হবে। কলস তো লক্ষ্মীর হাতেই রাখা হয়, তাই না ! গাওয়াও হয় – অমৃত পান করানো হচ্ছিল, কোথা থেকে আবার সেই যজ্ঞে বিঘ্নও চলে আসতো। নানান ভাবে বিঘ্ন আসে। সারাদিন তারাই পরনিন্দা পরচর্চা করতে থাকে। এসব হল অত্যন্ত খারাপ। যা কিছুই হবে, বাবাকে অবশ্যই রিপোর্ট করতে হবে। সংশোধন করে দেওয়ার জন্য সেই একজনই রয়েছেন। তোমরা আইন নিজেদের হাতে ভুলে নেবে না। তোমরা

বাবার স্মরণে থাকো। সবাইকে বাবার পরিচয় দিতে থাকো, তবেই এমন হতে পারবে। মায়া বড়ই কড়া। কাউকেই ছাড়ে না। সব সময় বাবাকে সমাচার লেখা উচিত। বাবার কাছ থেকে সব সময় ডাইরেকশান নেওয়া উচিত। এমনিতে তো ডাইরেকশান তো তোমরা পেয়েই থাকো। তখন তোমরা বুঝতে পারো যে, বাবা তো নিজেই আমাকে এ বিষয়ে বুঝিয়ে দিলেন, বাবা তো অন্তর্যামী। বাবা কিছু বলেন না। বাবা বলেন, আমি তো তোমাদের পড়াই। এতে অন্তর্যামী হওয়ার কোনো ব্যাপারই নেই। তবে হ্যাঁ, এটা জানি যে, এরা সবাই হল আমার সন্তান। প্রত্যেকটি শরীরের ভিতরে আমার বাস্কারা রয়েছে। তবে এ'কথা কখনোই ঠিক নয় যে, বাবা সবার মধ্যে বিরাজমান। মানুষ তো উল্টোই বুঝে নেয়। বাবা বলেন, আমি জানি যে, সকলেই নিজ নিজ ক্রকুটি রূপী সিংহাসনে বিরাজমান। এটা তো একেবারেই সহজ ব্যাপার। সকল চৈতন্য আত্মারা নিজ নিজ (ক্রকুটি রূপী) সিংহাসনে বসে আছে। তা সত্ত্বেও বলে দেয় পরমাত্মা হলেন সর্বব্যাপী। এ হল এক বিরাট ভুল। সেই কারণেই ভারতের এতো পতন ঘটেছে। বাবা বলেন, তোমরা আমার অনেক গ্লানি করেছো। যিনি তোমাদের বিশ্বের মালিক বানান, তাকেই তোমরা অপমান করেছ (গালি দিয়েছ)। সেই কারণেই বাবা বলেন - "যদা যদাহি..."। বাইরের লোকেরা এই সর্বব্যাপীর জ্ঞান ভারতবাসীর থেকেই শেখে। যেমন ভারতীয়রা তাদের থেকে কারিগরি বা শিল্প কৌশল শেখে, তারা আবার উল্টোটা শেখে। তোমাদের তো কেবল একমাত্র বাবাকে স্মরণ করতে হবে আর বাবার পরিচয় সবাইকে দিতে হবে। তোমরা হলে অন্ধের লাঠি। লাঠির সাহায্যে পথ দেখানো হয়, তাই না ! আচ্ছা !

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাস্কারদের প্রতি মাতাপিতা - বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত।
আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মারূপী বাস্কারদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মূখ্য সার :-

১) বাবার আশ্রয় অনুসারে প্রতিটি কাজ করতে হবে। কখনোই যেন শ্রীমতের উলঙ্ঘন না হয়, তবেই সকল মনোকামনা প্রার্থনার পূর্বেই পূরণ হয়ে যাবে। ধ্যান বা সাক্ষাতের ইচ্ছা রাখবে না। ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা হতে হবে।

২) নিজেরা মিলে পরনিন্দা পরচর্চা (একে অপরের পর চিন্তন) করবে না। অন্তর্মুখী হয়ে নিজেকে যাচাই করতে হবে যে, আমি বাবার স্মরণে কতটা সময় থাকি ? ভিতরে ভিতরে কী জ্ঞানের মন্ডন চলতে থাকে ?

বরদানঃ - বিন্দু রূপে স্থিত হয়ে অন্যদেরকেও এই অবিনাশী ড্রামার স্মৃতি জাগ্রতকারী বিঘ্ন বিনাশক ভব

যে বাস্কারা কোনো বিষয়েই প্রশ্ন চিহ্ন তোলে না, সর্বদা বিন্দু রূপে স্থিত থেকে সকল কার্যে অন্যদেরকেও অবিনাশী ড্রামার বিন্দু স্মরণ করিয়ে দেয় - তাকেই বিঘ্ন বিনাশক বলা হয়। তারা অন্যদেরকেও সমর্থ বানিয়ে সফলতার লক্ষ্যের সমীপে নিয়ে আসে। তারা এই জাগতিক সফলতার প্রাপ্তিকে দেখে খুশি হয় না, বরং আধ্যাত্মিক সফলতার প্রতিমূর্তি হয়। সদা একরস, এক শ্রেষ্ঠ স্থিতিতে স্থিত থাকে। তারা নিজের সফলতার স্ব-স্থিতির দ্বারা অসফলতাকেও পরিবর্তন করে দেয়।

স্লোগান: - আশীৰ্বাদ (দুয়া) নাও আর আশীৰ্বাদ দাও - তবেই অতি শীঘ্রই মায়াজীং হয়ে যাবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা এসেছেন বাচ্চারা, তোমাদের শৃঙ্গার (সুসজ্জিত) করতে, পবিত্রতার সাজ হলো সর্বোত্তম সজ্জা"

প্রশ্ন :- যারা পুরো ৮৪ বার জন্ম গ্রহণ করবে, তাদের প্রধান লক্ষণ কি হবে ?

উত্তর :- ১) তারা বাবার সাথে টিচার এবং সদগুরু - তিনজনকেই স্মরণ করবে। এমন নয় যে, বাবাকে স্মরণ করলে টিচারকে ভুলে যাবে। তিনজনকে স্মরণ করলেই কৃষ্ণপুরীতে যেতে পারবে, অর্থাৎ আদিকাল থেকে ভূমিকা পালন করতে পারবে।

২) কোনো মায়াবী তুফান তাদেরকে কখনো হারাতে পারবে না।

ওম্ শান্তি। সবার আগে বাবা বাচ্চাদেরকে বলছেন - তোমরা এটা ভুলে যাও না তো যে, তোমরা বাবার সামনে, টিচারের সামনে এবং সদগুরুর সামনে বসে আছ ? বাবা মনে করেন যে, সবাই এইরকম স্মৃতিতে বসে নেই। তবুও বাবার কর্তব্য হলো বোঝানো। এটাই হলো অর্থ সহ স্মরণ করা। আমাদের বাবা একদিকে যেমন অসীম জগতের পিতা, সেইরকম টিচারও। আবার সদগুরু রূপে বাচ্চাদেরকে সাথে করে নিয়েও যাবেন। বাবা বাচ্চাদেরকে সাজানোর জন্যই এসেছেন। পবিত্রতার সাজে সাজানোর জন্যই তিনি আসেন। অসীম ধন-সম্পত্তিও দেন। যেখানে তোমাদেরকে যেতে হবে, সেই নুতন দুনিয়ার জন্যই ধন-সম্পত্তি দেন। এইসব কথা বাচ্চাদেরকে স্মরণে রাখতে হবে। কিন্তু বাচ্চারা গাফিলতি করার জন্য ভুলে যায়। যতটা খুশি হওয়া উচিত, ততটা হয় না। এইরকম বাবা তো কখনোই পাওয়া যাবে না। তোমরা জানো যে আমরা তো অবশ্যই বাবার সন্তান। তিনি আবার আমাদেরকে শিক্ষাও দেন। তাই তিনি হলেন আমাদের টিচার। আমাদের এই পড়াশুনা নুতন দুনিয়া অর্থাৎ অমরপুরীর জন্য। এখন আমরা সঙ্গমযুগে রয়েছি। এটা অবশ্যই বাচ্চাদেরকে স্মরণে রাখতে হবে। যথাযথ ভাবে স্মরণ করতে হবে। তোমরা জানো যে, এখন তোমরা কংসপুরী অর্থাৎ আসুরি দুনিয়াতে রয়েছ। ধরে নাও কারোর সাক্ষাৎকার হলো। কিন্তু সাক্ষাৎকার হলেই তো কেউ কৃষ্ণপুরী অর্থাৎ তার সাম্রাজ্যে যেতে পারবে না। বাবা, টিচার এবং গুরু তিনজনকে একসাথে স্মরণ করলেই যেতে পারবে। এইসব কথা তো আত্মাদেরকেই বলা হচ্ছে। আত্মারাই বলে - হ্যাঁ বাবা, তুমি তো ঠিকই বলছ। তুমি একদিকে যেমন পিতা, সেইরকম আবার শিক্ষক বা টিচার। সুপ্রিম আত্মাই শিক্ষা দেন। লৌকিক পড়াশুনাও তো আত্মাই শরীরের দ্বারা করে। কিন্তু ওই আত্মাও পতিত এবং শরীরটাও পতিত। দুনিয়ার মানুষ তো জানেই না যে আমরা আসলে নরকবাসী। তোমরা এখন বুঝেছ যে আমরা তো এবার আমাদের স্বদেশে যাব। এটা তোমাদের স্বদেশ নয়। এটা তো রাবণের দেশ বা বিদেশ। তোমাদের স্বদেশে তো অসীম সুখ থাকে। কংগ্রেসীরা এইরকম মনে করে না যে, পরের রাজত্বে রয়েছে। আগে মুসলমানদের রাজত্বে ছিল, তারপর খ্রিস্টানদের রাজত্বে ছিল। এখন তোমরা জানো যে আমরা নিজেদের রাজত্বে যাচ্ছি। আগে আমরা রাবণের রাজ্যকে নিজের রাজ্য ভাবতাম। আমরা যে আগে রাম রাজ্যে ছিলাম সেটাই ভুলে গিয়েছিলাম। তারপর ৮৪ বার জন্মগ্রহণ করার ফলে রাবণের রাজ্যে, দুঃখের দুনিয়ায় এসে গেছি। পরের রাজত্বে তো দুঃখই হয়। এইসব জ্ঞানের বিষয়গুলো মনে রাখতে হবে। বাবার কথা তো অবশ্যই মনে থাকবে। কিন্তু তিনজনকেই স্মরণ করতে হবে। এই জ্ঞান তো মানুষই বুঝতে পারবে। জন্তু-জানোয়ার তো পড়বে না। তোমরা বাচ্চারা বুঝেছ যে ওখানে কেউ ব্যারিস্টার হওয়ার পড়াশুনা করবে না। বাবা এখানেই তোমাদেরকে

মালামাল করে দিচ্ছেন। কিন্তু সকলে তো রাজা হবে না। সব রকমের কাজই হবে কিন্তু ওখানে তোমাদের কাছে অসীম সম্পত্তি থাকবে। কারোর কোনো লোকসান হবে না। ওখানে কোনো ছিনতাই হয় না। নামটাই হলো স্বর্গ। বাচ্চারা, এখন তোমাদের স্মরণে এসেছে যে আমরা স্বর্গে ছিলাম এবং তারপর পুনর্জন্ম নিতে নিতে নীচে নেমেছি। বাবা ওদেরকেই এইসব কাহিনী শোনান। বাবা এটাও বোঝাচ্ছেন যে যারা ৮৪ জন্ম নেয়নি তাদেরকে মায়া হারিয়ে দেবে। মায়াবী তুফান খুবই শক্তিশালী। অনেককেই মায়া হারানোর চেষ্টা করে। ভবিষ্যতে তোমরা এইরকম অনেক দেখবে, অনেক শুনবে। যদি বাবার কাছে সবার ছবি থাকত তবে তোমরা দেখে অবাক হয়ে যেতে যে অমুক বাচ্চা এতদিন ধরে বাবার জ্ঞানে চলার পরেও মায়া খেয়ে নিয়েছে। ওরা মরে গেছে, মায়ার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। এখন কেউ দেহত্যাগ করলে এই দুনিয়াতেই আবার জন্ম নেয়। তোমরা শরীর ছাড়ার পড়ে বাবার সঙ্গে সসীম জগতের উর্ধ্বে যে আত্মাদের ঘর, সেখানে যাবে। ওখানে বাবা, মাম্মা এবং সকল বাচ্চারা থাকবে। পরিবার তো এইরকমই হয়। মূলবতনে তো বাবা এবং ব্রাতৃস্বের সম্পর্ক। অন্য কোনো সম্বন্ধ নেই। এখানে বাবা এবং ভাই-বোনের সম্পর্ক থেকে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়ে চাচা, মামা ইত্যাদি অনেক সম্বন্ধ হয়ে যায়। সঙ্গমযুগে তোমরা প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান হও। তাই তোমরা হলে ভাই-বোন। যখন শিববাবাকে স্মরণ করো, তখন তোমরা হলে ভাই-ভাই। এইসব বিষয়গুলো ভালো ভাবে মনে রাখতে হবে। অনেক বাচ্চাই ভুলে যায়। বাবা তো বোঝাচ্ছেন। বাবার কর্তব্য হলো বাচ্চাদেরকে মাথায় বসানো। সেইজন্যই তিনি নমস্কার করেন। সবকিছু অর্থ সহ বোঝাচ্ছেন। ভক্তিমার্গের সাধু-সন্তরা তোমাদেরকে জীবনমুক্তির উপায় বলতে পারবে না। ওরা তো কেবল মুক্তির আশায় পুরুষার্থ করে। ওরা হলো নিবৃত্তি মার্গের পথিক। ওরা কিভাবে তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাবে ? রাজযোগ কেবল প্রবৃত্তি মার্গের জন্যই। প্রজাপিতা ব্রহ্মার চারটে হাত দেখানো হয়। এটা তো প্রবৃত্তি মার্গের-ই প্রতীক। এখানে বাবা এনাদেরকে দত্তক নিয়ে নাম রেখেছেন ব্রহ্মা এবং সরস্বতী। লক্ষ্য করো - ড্রামাতে কেমন সবকিছু পূর্ব-নির্ধারিত রয়েছে। বানপ্রস্থ অবস্থায় ৬০ বছর হয়ে গেলে মানুষ গুরু করে। এনার মধ্যেও ৬০ বছর বয়সে বাবা প্রবেশ করেছেন এবং বাবা, টিচার, গুরু হয়েছেন। আজকাল তো নিয়ম পাল্টে গেছে। ছোটো বাচ্চাদেরকেও গুরু করিয়ে দিচ্ছে। ইনি তো নিরাকার। ইনি হলেন তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের পিতা, শিক্ষক এবং সদগুরু। নিরাকার দুনিয়াকে আত্মাদের দুনিয়া বলা হয়। এমন নয় যে কোনো দুনিয়াই নেই। ওটাকে শান্তিধাম বলা হয়। ওখানে আত্মারা থাকে। যদি বলা হয় যে পরমাত্মার নাম, রূপ, দেশ, কাল কিছুই নেই তবে তাঁর সন্তানেরা এলো কোথা থেকে ? তোমরা বাচ্চারা এখন বুঝতে পেরেছ যে এই অসীম জগতের ইতিহাস-ভূগোল কীভাবে আবর্তিত হয়। হিন্দি তো কোনো চৈতন্য ব্যক্তির হয়ে থাকে, আর জিওগ্রাফি হয় জড় বস্তু। তোমরা আত্মারা জানো যে, আমরা কতদিন রাজত্ব করি। পরে কাহিনীর আকারে সেই ইতিহাসের বর্ণনা করা হয়। জিওগ্রাফি তো কোনো দেশের হয়। কোনো চৈতন্য ব্যক্তিই তো রাজত্ব করেছে। জড় বস্তু তো করেনি। অমুক ব্যক্তির রাজত্ব কতদিন ছিল, খ্রিস্টানরা ভারতে কতদিন রাজত্ব করেছিল...ইত্যাদি। কিন্তু এই অসীম জগতের ইতিহাস-ভূগোল তো কেউই জানে না। বলে দেয় যে, কয়েক লক্ষ বছর আগে সত্যযুগ ছিল। ওখানে কে কত সময় ধরে রাজত্ব করেছিল সেইসব কেউই জানে না। এটাকেই হিন্দি বলা হয়। আত্মা হল চৈতন্য আর শরীর হলো জড়। গোটাটাই জড় আর চৈতন্যের খেলা। মানুষ জন্মটাকে সর্বোত্তম জন্ম বলা হয়। মানুষেরই জনগণনা করা হয়। জন্তু-জানোয়ারের সংখ্যা তো গোনাই সম্ভব নয়। গোটা খেলাটাই তোমাদেরকে কেন্দ্র করে। ইতিহাস-ভূগোলের কাহিনীও তোমরাই শোনো। এনার মধ্যে এসে বাবা তোমাদেরকে সকল বিষয় বুঝিয়ে দেন। এইসব হলো অসীম জগতের ইতিহাস-ভূগোল। এইসব জ্ঞান ছিল না বলে

তোমরা কতো নির্বোধ হয়ে গিয়েছিলে। মানুষ হয়ে যদি দুনিয়ার ইতিহাস-ভূগোলকেই জানলো না, তবে সেই মানুষ কোনো কাজের নয়। এখন তোমরা বাবার কাছ থেকে বিশ্বের ইতিহাস-ভূগোল শুনছ। এটা খুবই সুন্দর বিষয়। কে পড়াচ্ছেন ? বাবা। বাবা-ই তো সর্বশ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত করান। লক্ষ্মী-নারায়ণের এবং যারা ওদের সঙ্গে স্বর্গে থাকে তাদের পদ সর্বশ্রেষ্ঠ। ওখানে তো কেউ ওকালতি করবে না। ওখানে কেবল কিছু কৌশল শিখতে হবে। নাহলে ঘর-বাড়ি বানাতে কিভাবে। একে অপরকে কৌশল শেখাবে। নাহলে এত ঘর-বাড়ি কে বানাতে ? নিজে থেকে তো নিশ্চয়ই হবে না। বাচ্চারা, এইসব রহস্য এখন তোমাদের বুদ্ধিতেও পুরুষাথের ক্রমানুসারে রয়েছে। তোমরা জানো যে এই চক্র ক্রমাগত আবর্তিত হয়। এত সময় ধরে আমরা রাজত্ব করি, তারপর রাবণের রাজত্ব আসি। দুনিয়ার মানুষ জানেই না যে, আমরা রাবণের রাজত্ব রয়েছে। কেবল আকুতি করে - বাবা, আমাকে রাবণের রাজত্ব থেকে উদ্ধার করো। কংগ্রেসীরা তো খ্রিস্টানদের রাজত্ব থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করেছে। কিন্তু তারপরেও বলতে থাকে - হে গড ফাদার, আমাকে মুক্তি দাও। সেইসব কথা কি মনে পড়ে ? কেউই জানে না যে, সবাই কেন এইরকম বলে। তোমরা এখন বুঝেছ যে, গোটা বিশ্বের ওপরেই রাবণের রাজত্ব। সকলেই রাম রাজ্য চাইছে। তাহলে কে মুক্তি দেবে ? ওরা মনে করে গড ফাদার মুক্তি দেবে এবং গাইড হয়ে নিয়ে যাবে। ভারতবাসীদের এতটা বুদ্ধি নেই। একেবারে তমোপ্রধান হয়ে গেছে। ওরা এত দুঃখও পায় না, আর অত সুখও পায় না। ভারতবাসীরাই সবথেকে বেশি সুখী হয় এবং দুঃখীও হয়। সবই হিসাব অনুসারে। এখন তো কতো দুঃখ। যারা ধার্মিক মনোভাবাপন্ন তারা গড ফাদার, মুক্তিদাতাকে স্মরণ করে। তোমাদের অন্তরেও রয়েছে যে বাবা এসে আমাদের দুঃখ হরণ করে সুখধামে নিয়ে যাবেন। ওরা তো বলে শান্তিধামে নিয়ে চলো। তোমরা বলো যে শান্তিধামে আর সুখধামে নিয়ে চলো। এখন যেহেতু বাবা এসেছেন, তাই অনেক খুশি হতে হবে। ভক্তিমার্গে তো অনেক কানরস রয়েছে। কোনো সত্য ঘটনার বর্ণনা ওখানে নেই। থাকলেও আটা মাথার সময় যেটুকু নুনের প্রয়োজন, সেইটুকুই রয়েছে। চন্ডিকা দেবীর পূজাতেও মেলা হয়। চন্ডিকা দেবীর জন্য মেলা কেন হয় ? কাকে চন্ডী বলা হয় ? বাবা বুঝিয়েছেন যে এখান থেকেই কেউ চন্ডাল হয়ে জন্ম নেবে। যারা এখানে থেকে সারাদিন ভালোমন্দ খাওয়া-দাওয়া করে, সামান্য কিছু দান করার পর বলে - আমি যা দিয়েছি সেগুলো আমাকে ফেরৎ দাও, আমি এইসব মানি না। যদি সংশয় চলে আসে, তবে সে ওখানে গিয়ে কি হবে ? এইরকম চন্ডিকার পূজাতেও মেলা হয়। হাজার হোক, সত্যযুগে তো আসবে, তাই না ? সামান্য সময়ের জন্য সহযোগী হলেও স্বর্গে আসতে পারবে। ওইসব ভক্তরা তো এইগুলো জানে না। কারোর কাছেই কোনো জ্ঞান নেই। ওদের কাছে যে গীতা রয়েছে তাতে চিত্র রয়েছে। ওইসব থেকে কত রোজকার করে। আজকাল তো মানুষ ছবি খুব ভালোবাসে। ঐগুলোকেই আর্ট মনে করে। কিন্তু মানুষ জানবে কি করে যে দেবী-দেবতাদের চিত্র আসলে কেমন। বাস্তবে তোমরা খুবই সুন্দর ছিলে। কিন্তু এখন কেমন হয়ে গেছ। ওখানে কেউ এইরকম অঙ্ক হবে না। দেবতাদের মধ্যে একটা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য থাকবে। ওখানে সবার এইরকম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য থাকবে। সবকিছু বোঝানোর পর বাবা বলছেন - বাচ্চারা, বাবাকে স্মরণ করো। বাবা হলেন পিতা, শিক্ষক এবং সদগুরু। তিনটে রূপেই স্মরণ করলে তিনটে উত্তরাধিকারই পেয়ে যাবে। অন্তিমে যারা আসবে তারা তিনটে রূপে স্মরণ করতে পারবে না। ওরা কেবল মুক্তিতে যাবে। বাবা বুঝিয়েছেন, সুস্বভাবনে যাকিছু দেখতে পাও, সেগুলো তো কেবল সাক্ষাৎকার হয়। হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি তো পুরোটাই এখানকার। এর আয়ু কত সেটা কেউই জানে না। বাচ্চারা, তোমাদেরকে এখন বাবা বুঝিয়েছেন এবং তোমরা এরপর অন্য যেকোনো ব্যক্তিকে বোঝাতে পারবে। আগে তো বাবার পরিচয় দিতে হবে। ইনি হলেন অসীম জগতের পিতা বা পরমপিতা। লৌকিক পিতাকে

কখনো পরমাত্মা বা সুপ্রীম আত্মা বলা হয় না। সুপ্রীম তো একজনই, ওঁনাকেই ভগবান বলা হয়। তিনি নলেজফুল বলে তোমাদেরকেও শিক্ষা দেন। ঈশ্বরীয় নলেজ হলো সোর্স অফ ইনকাম। নলেজও উত্তম, মধ্যম এবং কনিষ্ঠ হয়। যেহেতু বাবা সর্বশ্রেষ্ঠ, তাই তাঁর শিক্ষাও সর্বোত্তম এবং প্রাপ্ত পদটাও শ্রেষ্ঠ। হিন্দি-জিওগ্রাফি তো সহজেই জেনে যায়। কিন্তু স্মরণের যাত্রাতেই যুদ্ধ চলতে থাকে। এই বিষয়ে যদি তোমরা হেরে যাও তবে নলেজের বিষয়তেও হেরে যাবে। হেরে গিয়ে যদি চলে যায় তবে জ্ঞানটাকেও ছেড়ে দেয়। তখন সেই আগের মতোই হয়ে যায়। তার থেকে আরও খারাপ হয়ে যায়। বাবার সামনে বাচ্চার আচরণ দেখেই বোঝা যায় কার মধ্যে দেহ-অভিমান রয়েছে। যদিও ব্রাহ্মণদেরও মালা আছে, কিন্তু কেউ কেউ তো একেবারে বোঝেই না যে আমি এখানে কিভাবে ক্রমানুসারে বসে আছি। অনেক দেহ-অভিমান রয়েছে। যার নিশ্চয় আছে, সে খুব খুশি হবে। কে কে নিশ্চিত যে আমি এই শরীরটা ছাড়ার পরেই রাজকুমার হব ?(সকলেই হাত উঠিয়েছে) বাচ্চারা খুব খুশি হয়। যখন তোমরা নিশ্চিত, তাহলে তো তোমাদের সবার মধ্যেই সকল দিব্যগুণ থাকা উচিত। নিশ্চিত হওয়ার অর্থ বিজয় মালায় স্থান পাওয়া অর্থাৎ শাহজাদা হওয়া। এমন একদিন অবশ্যই আসবে যখন অন্য সব তীর্থ ত্যাগ করে বিদেশিরাই সবথেকে বেশি আবুতে আসবে। ওরা ভারতের রাজযোগ শিখতে আগ্রহী। প্যারাডাইস কে স্থাপন করেছিল। পুরুষার্থ করা হয়। যদি আগের কল্পে হয়েছিল তবে অবশ্যই এই কল্পেও মিউজিয়াম তৈরি হবে। বোঝাতে হবে যে আমরা সবদিনের জন্য এইরকম প্রদর্শনী লাগিয়ে রাখতে চাই। ৪-৫ বছরের জন্য লিজে বাড়ি নিয়েও করতে পারো। সুখধাম বানানোর জন্য আমরা ভারতের সেবা করছি। এতে অনেকের কল্যাণ হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত।
আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্যসার :-

১) অসীম খুশিতে থাকার জন্য সর্বদা স্মৃতিতে রাখতে হবে যে, স্বয়ং বাবা আমাদেরকে সাজাচ্ছেন। তিনি আমাদেরকে অগাধ ধন-সম্পত্তি দেন। আমরা নুতন দুনিয়া বা অমরপুরীর জন্য পড়াশুনা করছি।

২) বিজয়মালাতে স্থান পাওয়ার জন্য নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে দিব্যগুণ ধারণ করতে হবে। যা কিছু দিয়েছি সেইসব ফেরত নেওয়ার কথা যেন কখনো চিন্তাতেও না আসে। বুদ্ধিতে সংশয় তৈরি করে নিজের পদ ব্রষ্ট করা উচিত নয়।

বরদান :- বিঘ্নগুলোকে মনোরঞ্জনের খেলা বলে জেনে, সেগুলোকে অতিক্রম করতে সক্ষম নির্বিঘ্ন এবং বিজয়ী ভব

বিঘ্ন যদি আসে, তবে সেটা ভালো কথা, কিন্তু বিঘ্ন যেন হারিয়ে না দেয়। বিঘ্ন তো মজবুত বানানোর জন্যই আসে। তাই বিঘ্ন এলে ঘাবড়ে যাওয়ার পরিবর্তে ওগুলোকে মনোরঞ্জন খেলা বলে জেনে অতিক্রম করো। তাহলেই নির্বিঘ্ন এবং বিজয়ী বলা যাবে। যখন সর্বশক্তিমান বাবা সাথে রয়েছেন, তখন ঘাবড়ানোর কোনো প্রশ্নই আসে না। যদি কেবল বাবার স্মরণে এবং সেবাতে ব্যস্ত

থাকো, তবেই নির্বিল্ল থাকবে। বুদ্ধি ফ্রি হলেই বিল্ল বা মায়ার আগমন হয়। সর্বদা ব্যস্ত থাকলে মায়া বা বিল্ল দূরে চলে যাবে।

স্লোগান :- সুখের খাতায় জমা করার জন্য মর্যাদাপূর্ণ ভাবে অন্তর থেকে সবাইকে সুখী করো।

০৩-১১-১৯ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "অব্যক্ত বাপদাদা" রিভাইসঃ ০২-০৩-৮৫ মধুবন

বর্তমান ঈশ্বরীয় জন্ম এক অমূল্য জন্ম

আজ রত্নাকর বাবা তাঁর অমূল্য রত্নরাজি দেখছেন। এটা অলৌকিক অমূল্য রত্নদের দরবার। প্রত্যেক রত্নই অমূল্য। এই বর্তমান সময়ের বিশ্বের সমস্ত প্রপাটি বা বিশ্বের সমগ্র ভান্ডার যদি তোমরা একত্রিত কর, সেই সবার তুলনায় প্রত্যেক ঈশ্বরীয় রত্ন অনেক বেশি অমূল্য। তোমাদের এক রত্নের সামনে বিশ্বের সমস্ত ভান্ডার কিছুই না। এতই অমূল্য রত্ন তোমরা। এই অমূল্য রত্ন সঙ্গমযুগ ব্যতীত সারা কল্পে পাওয়া যায় না। সত্যযুগী দেব-আত্মার পাট এই সঙ্গমযুগী ঈশ্বরীয় অমূল্য রত্ন হওয়ার পাটের সামনে সেকেন্ড নম্বর হয়ে যায়। তোমরা এখন ঈশ্বরীয় সন্তান, সত্যযুগে দৈবী সন্তান হবে। ঈশ্বরের যেমন শ্রেষ্ঠ নাম, মহিমা, জন্ম, কর্ম আছে, ঠিক সেইরকমই ঈশ্বরীয় রত্নরাজির বা ঈশ্বরীয় সন্তান আত্মাদের মূল্য সর্বশ্রেষ্ঠ। এই শ্রেষ্ঠ মহিমার বা শ্রেষ্ঠ মূল্যের স্মরণিক এখনও নবরত্ন রূপে গায়ন ও পূজন হয়। নবরত্নের বিবিধ বিঘ্ন-বিনাশক রত্ন হিসেবে গায়ন হয়ে থাকে। বিঘ্ন অনুসারে বিশেষত্বযুক্ত রত্নের আংটি বানিয়ে তারা পরে বা লকেটে রাখে অথবা সেই বিশেষ রত্ন যেকোনও রূপে তাদের বাড়ীতে রেখে দেয়। এখনও তোমাদের লাস্ট জন্মে, বিঘ্ন-বিনাশক রূপে নিজেদের স্মারকচিহ্ন দেখছ। নম্বর অনুক্রমে নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু তবুও, নম্বরানুক্রমিক হয়েও সবাই অমূল্য আর বিঘ্ন-বিনাশক। এমনকি আজও, আত্মারা তোমাদের শ্রেষ্ঠ স্বরূপে তোমরা সব রত্নকে সম্মান দেয়। অনেক ভালোবাসা আর স্বচ্ছতার সাথে সম্মিলে রাখে, কেননা, তোমরা সবাই যেমনই হও, এমনকি যদি নিজেদের তেমন যোগ্য মনে না কর, বাবা কিন্তু তোমরা সব আত্মাকে যোগ্য বিবেচনা করেই তাঁর নিজের বানিয়েছেন। তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন, 'তুমি আমার, আমি তোমার।' যে আত্মার উপর বাবার দৃষ্টি পড়ে, সে প্রভু-দৃষ্টির কারণে অবশ্যই অমূল্য হয়ে যায়। পরমাত্ম দৃষ্টির কারণে এমন আত্মা ঈশ্বরীয় সৃষ্টির, ঈশ্বরীয় সংসারের শ্রেষ্ঠ আত্মা হয়েই যায়। যখন তোমরা পরেশনাথের সম্বন্ধে এসেছ, তখন পরশের রঙ লেগেই যায়, সেইজন্য পরমাত্ম ভালোবাসার দৃষ্টি লাভে সারা কল্প তোমাদের স্মরণিক বিদ্যমান থাকে। হয় তা' চৈতন্য দেবতা রূপে বা হয় অর্ধেক কল্প জড় চিত্রের রূপে অথবা বিভিন্ন স্মারকচিহ্ন রূপে, যেমন রত্নরূপেও তোমাদের স্মরণিক আছে, নক্ষত্র রূপেও তোমাদের স্মরণিক বিদ্যমান। যে রূপেই তোমাদের স্মরণিক আছে, সারা কল্প তোমরা সবার ভালোবাসা পেয়েছ, কারণ অবিনাশী ভালোবাসার সাগরের ভালোবাসার দৃষ্টি সারা কল্পের জন্য তোমাদের ভালোবাসার অধিকারী বানিয়ে দেয়, সেইজন্য ভক্তরা এক-আধ মুহূর্তের দৃষ্টির জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে, যাতে এক ঝলকের দৃষ্টিতে তারা সবকিছুর উর্ধ্বে যেতে পারে। এই কারণে ভালোবাসার দৃষ্টি অবিনাশী ভালোবাসার যোগ্য বানায়। অবিনাশী প্রাপ্তি নিজে থেকেই হয়ে যায়। তিনি ভালোবাসার সাথে তোমাদের স্মরণ করেন, ভালোবাসার সাথে রাখেন। ভালোবাসার সাথে দেখেন।

দ্বিতীয়তঃ, স্বচ্ছতা অর্থাৎ পবিত্রতা। তোমরা এই সময় বাবার থেকে পবিত্রতার জন্মসিদ্ধ অধিকার প্রাপ্ত কর। তোমরা জান যে পবিত্রতা তথা স্বচ্ছতা তোমাদের নিজ স্বধর্ম। সেইজন্য পবিত্রতা আপন করে নেওয়ার কারণে যেখানে তোমাদের স্মারকচিহ্ন হবে, সেখানে পবিত্রতা বা স্বচ্ছতা স্মারক রূপে এখনও বিদ্যমান। আর অর্ধেক কল্প তো আছেই পবিত্র পালনা, পবিত্র দুনিয়া। সুতরাং, অর্ধেক কল্প পবিত্রতায় জন্ম হয়, পবিত্রতার সাথে প্রতিপালিত হও আর অর্ধেক কল্প পবিত্রতার মাধ্যমে পূজিত হও।

তৃতীয়তঃ, তিনি তাঁর গভীর হৃদয়ের ভালোবাসা দিয়ে, তোমাদের শ্রেষ্ঠ এবং অমূল্য গণ্য করে লালন করেন, কারণ এই সময় স্বয়ং ভগবান মাতাপিতা রূপে তোমরা সব বাচ্চাকে দেখাশোনা করেন অর্থাৎ প্রতিপালন করেন। সুতরাং, তোমাদের লালন-পালন অবিনাশী হওয়ার কারণে, অবিনাশী স্নেহের সাথে দেখভাল হওয়ার কারণে সারা কল্প অতুষ্ক রয়্যালটির সাথে, স্নেহে, রিগার্ড সহ তোমরা প্রতিপালিত হয়ে থাক। এইভাবে ভালোবাসা, স্বচ্ছতা, পবিত্রতা আর স্নেহের সাথে অবিনাশীরূপে প্রতিপালিত হওয়ার পাত্র হয়ে ওঠো তোমরা। অতএব, বুঝেছো কত অমূল্য তোমরা! প্রত্যেক রক্তের কত মূল্য! সেইজন্য আজ রক্তাকর বাবা প্রত্যেক রক্তের মূল্য দেখছিলেন। সমগ্র দুনিয়ার অক্ষৌহিনী আত্মারা একদিকে, কিন্তু তোমরা পাঁচ পাণ্ডব অক্ষৌহিনী আত্মাদের থেকে শক্তিশালী। সেই অক্ষৌহিনী তোমাদের একেরও সমান নয়, তোমরা এতই শক্তিশালী। অতএব, তোমরা কত মূল্যবান হয়ে গেছ! তোমরা তোমাদের এত মূল্য জান? নাকি কখনো কখনো নিজেদের ভুলে যাও? যখন তোমরা নিজেদের ভুলে যাও তো অধোগামী হও। নিজেকে ভুলে যেয়োনা। সদা নিজেকে অমূল্য মনে করে এগিয়ে চলো। কিন্তু খুব ছোট ভুলও করনা। তোমরা অমূল্য, কিন্তু বাবার সাহচর্যের কারণে তোমরা অমূল্য। বাবাকে ভুলে শুধু নিজের ভাবনা করলে সেটাও রং অর্থাৎ ভুল হবে। যিনি তোমাকে বানিয়েছেন তাঁকে বিস্মৃত হ'য়োনা। তোমরা হয়েছ ঠিকই, কিন্তু যিনি বানিয়েছেন তাঁর সাথে হয়েছ, এটা বোধশক্তিসম্পন্ন হওয়ার বিধি। যদি বিধি ভুলে যাও তো বোধ-বুদ্ধি, অনুভূতি-শক্তিহীন রূপে পরিবর্তিত হয়ে যায়। তারপরে আসে আমিষ বোধ। বিধি ভুলে গেলে সাফল্যের অনুভব হয় না, সেইজন্য বিধিপূর্বক নিজেকে মূল্যবান জেনে বিশ্বের পূর্বজ হয়ে যাও। মনকে পীড়িত কোরো না। এই চিন্তা করে যে, তুমি তো কিছুই না। না এটা ভাবো, 'আমি কিছুই না', না এটা মনে কর যে 'আমিই সবকিছু'। দুটোই রং। আমিই সেই, কিন্তু আমি সেই রচয়িতারই নির্মাণ। বাবাকে সরিয়ে দিলে পাপ হয়ে যায়। বাবা আছেন তো পাপ নেই। যেখানে বাবার নাম আছে সেখানে পাপের লেশমাত্র নেই। আর যেখানে পাপ আছে সেখানে বাবার চিহ্নমাত্র নেই। সুতরাং বুঝেছ নিজের মূল্য!

ভগবানের দৃষ্টির যোগ্য পাত্র হয়েছ, সাধারণ ব্যাপার নয়। পালনার পাত্র হয়েছ। অবিনাশী পবিত্রতার জন্মসিদ্ধ অধিকারের অধিকারী হয়েছ, সেইজন্য জন্মসিদ্ধ অধিকার প্রাপ্ত করা কখনও কঠিন হয় না, সহজে প্রাপ্ত হয়। এইরকমই তোমরা নিজেরা অনুভাবী হয়েছ যে যারা অধিকারী বাচ্চা তাদের পবিত্রতা বজায় রাখতে কঠিন মনে হয় না। পবিত্রতা যাদের কঠিন মনে হয় তারা বেশি টালমাটাল অবস্থা হয়। পবিত্রতা স্বধর্ম, এটা তোমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার এবং সেইজন্য সদা সহজ মনে হবে। দুনিয়ার লোকেও এড়িয়ে যায়, সেটা কেন? পবিত্রতা কঠিন মনে হয়। যে আত্মারা অধিকারী নয়, তাদের কাছে কঠিন লাগবে। অধিকারী আত্মা আসার সাথে সাথেই দৃঢ় সঙ্কল্প করে, বাবার থেকেই তাদের পবিত্রতার অধিকার, সেইজন্য পবিত্র হতেই হবে। পবিত্রতার প্রতি সদা তাদের হৃদয় আকৃষ্ট হবে। যদি চলতে চলতে মায়া কোনও রূপে তাদের সঙ্কল্পে, স্বপ্নে পরীক্ষা নিতেও আসে, তখন অধিকারী আত্মা নলেজফুল হওয়ার কারণে বিচলিত হবে না। কিন্তু নলেজের শক্তি দ্বারা তাদের সঙ্কল্প পরিবর্তন করে দেবে। একটা সঙ্কল্প থাকতে অনেক সঙ্কল্প তারা উৎপন্ন করবে না। কোনকিছুর অংশ, বংশ রূপে উপস্থাপিত করবে না। 'কি হয়েছে, এটা হয়েছে.....' এইসবই বংশ। তোমাদের বলা হয়েছিল, তোমরা 'কেন' দিয়ে 'কু' তৈরি করে ফেল। এইভাবে বংশের উৎপত্তি হয়। কিছু এলো আর সদাসর্বদার জন্য চলে গেল, তোমাদের পেপার হিসেবে এলো আর তোমরা পাস হয়ে গেলে, সেটা সমাপ্ত। মায়া কেন এসেছে, কোথা থেকে এসেছে? এখান থেকে এসেছে, ওখান থেকে এসেছে। তার আসা উচিত ছিল না। কেন এসেছে! এই বংশ হওয়া উচিত নয়। আচ্ছা এসেই পড়েছে যদি, তাকে বসতে

দিয়ো না । তাকে হাঁকিয়ে দাও ! সে কেন এসেছে . . . এইরকম যদি ভাবো তাহলে তো সে বসেই যাবে । সে এসেছে তোমাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে, পেপার নিতে । ক্লাসে অগ্রসর হতে এবং তোমাদের অনুভাবী বানাতে । কেন সে এসেছে, এইভাবে এসেছে, সেইভাবে এসেছে - এইরকম ভাবো না । তারপরে তোমরা ভাবো, মায়ার এমনও রূপ হয় ! 'লাল, সবুজ, হলুদ !' এই বিস্তারে তোমরা চলে যাও । এর মধ্যে যেয়োনা । ঘাবড়ে যাও কেন ? অবদমন কর । পাস উইথ অনার হয়ে যাও । তোমাদের নলেজের শক্তি আছে, তোমাদের অন্ত্র । তোমরা সর্বশক্তিমান, ত্রিকালদর্শী, ত্রিবেণী । কম কি আছে ! এত তাড়াতাড়ি বিচলিত হ'য়োনা ! এমনকি, একটা পিঁপড়ে আসলেও তোমরা হতবুদ্ধি হয়ে যাও । তোমরা বেশি চিন্তা কর । চিন্তা করা অর্থাৎ মায়াকে আতিথেয়তা করা । তারপরে সে সেখানে ঘর বানায় । রাস্তায় চলতে চলতে নোংরা কিছু যদি নজরেও আসে তখন কী করবে ! দাঁড়িয়ে কী ভাববে কে এটা ফেলেছে, কেন-কী হয়েছে ! এমন হওয়া উচিত ছিল না । তোমরা এই সবই ভাববে নাকি পাশ কাটিয়ে চলে যাবে ? ব্যর্থ সঙ্কল্পের বংশ বেশি উৎপত্তি হতে দিয়োনা । অংশের আকারে অর্থাৎ ব্যর্থ সঙ্কল্পের অকুরোদ্ধমেই সমাপ্ত করে দাও । প্রথমে এটা সেকেন্ডের ব্যাপার থাকে, তারপরে সেটাকে ঘন্টায়, দিনে, মাসে তোমরা বাড়িয়ে দাও । আর একমাস পরে যদি তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হয় কী হয়েছিল, তখন বিষয়টা এক সেকেন্ডের হবে, সেইজন্য ঘাবড়িয়োনা । গভীরে যাও - জ্ঞানের গভীরে যাও, পরিস্থিতির গভীরে যেয়োনা । বাপদাদা এত শ্রেষ্ঠ মূল্যবান রত্নদের মাটির ক্ষুদ্র কণিকা দিয়ে খেলতে দেখে ভাবেন, এই রত্ন যারা রত্নের সাথে খেলে, তারা ধূলিকণা দিয়ে খেলছে ! তোমরা রত্ন, সেইজন্য রত্ন দিয়ে খেল ।

বাপদাদা কত স্নেহ ভালোবাসা দিয়ে তোমাদের প্রতিপালিত করেছেন, তাহলে ধূলিকণার সাথে কীভাবে তোমাদের খেলতে দেখতে পারবেন ! ধূলিমলিন হয়ে আবার বলো, আমাদের এখন অমলিন কর, অমলিন কর । তোমরা শঙ্কিত হও । এখন আমি কী করি, কীভাবে করি ! কাদামাটি দিয়ে খেলতেই বা যাও কেন, তাও ক্ষুদ্র ধূলিকণায়, যা ভূমিতে পড়ে থাকে ! অতএব, সদা নিজের মূল্য জানো ।

সারা কল্পের এইরকম মূল্যবান আত্মাদের, প্রভুপ্রেমের উপযুক্ত আত্মাদের, প্রভু পালনার যোগ্য আত্মাদের, পবিত্রতার জন্মসিদ্ধ অধিকারের অধিকারী আত্মাদের, সদা বাবার সাথে একীভূত হওয়ার বিধিতে সিদ্ধিপ্রাপ্ত করে এমন আত্মাদের, সদা অমূল্য রত্ন হয়ে রত্নের সাথে খেলে এমন রয়্যাল বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

পাটিদের সাথে -

১) নিজেদের সদা বাবার নয়নে সমাহিত হওয়া আত্মা মনে কর ? নয়নে কে সমাহিত হয়ে থাকে ? যে খুব হালকা বিন্দু । তোমরা তো সদাই বিন্দু, আর বিন্দু হয়ে বাবার নয়নে সদাসর্বদা মিশে আছে । বাপদাদা তোমাদের নয়নে সমাহিত হয়ে আছেন আর তোমরা সবাই সমাহিত আছ বাপদাদার নয়নে । যখন বাপদাদা তোমাদের নয়নেই আছেন, তো তোমরা অন্য কিছু দেখতে পাবে না । সুতরাং, সদা এই স্মৃতি বজায় রেখে ডবল লাইট থাক, 'আমি সদাই বিন্দু ।' বিন্দুর কোনও বোঝা থাকে না । এই স্মৃতির স্বরূপ সবসময় তোমাদের সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে । যদি চোখের মাঝখানে দেখ তো সেখানে শুধুই বিন্দু । বিন্দুই দেখা যায় । যদি বিন্দু না থাকে তাহলে চোখ থাকা সত্ত্বেও দেখতে পারবে না । সুতরাং, সদা এই স্বরূপ স্মৃতিতে রেখে উড়তি কলার অনুভব কর । বাপদাদা বাচ্চাদের বর্তমান আর ভবিষ্যতের ভাগ্য দেখে উৎফুল্ল হন, বর্তমান হলো কলম, যা দিয়ে তোমরা তোমাদের

ভবিষ্যৎ ভাগ্য তৈরি করতে পার। বর্তমানকে শ্রেষ্ঠ বানানোর সাধন, বড়দের থেকে সদা সংকেত গ্রহণ করে নিজেদের পরিবর্তন করে নেওয়া। এই বিশেষ গুণ দ্বারা বর্তমান আর ভবিষ্যৎ ভাগ্য শ্রেষ্ঠ হয়ে যায়।

২) সবার ললাটভাগে ভাগ্য-নক্ষত্র ঝলমল করছে, তাই না ! সবসময় জাঙ্গল্যমান ? কখনও টিমটিমে হয় না তো ? অথল্ড জ্যোতি বাবার সাথে তোমরাও সব অথল্ড জ্যোতি সদা দীপ্তিমান নক্ষত্র হয়ে গেছ। এইরকম অনুভব কর তোমরা ? বায়ুর কারণে কখনো দীপক বা নক্ষত্র দপদপ করে না তো ? যেখানে বাবার স্মরণ আছে, সেই নক্ষত্র অবিনাশী প্রদীপ্ত নক্ষত্র, মিটমিট করে না। লাইটও যখন দপদপ করে, তখন সুইচ বন্ধ করে দেওয়া হয়, কারও ভালো লাগে না। সুতরাং, এখানেও সদা দীপ্তিমান নক্ষত্র। সদা গ্তানসূর্য বাবার থেকে আলো নিয়ে তোমরা অন্যদের আলো দাও। সেবার প্রতি তোমাদের উত্সাহ-উদ্দীপনা কয়েম থাকে। তোমরা সবাই শ্রেষ্ঠ আত্মা, শ্রেষ্ঠ বাবার শ্রেষ্ঠ আত্মা।

স্মরণের শক্তি দ্বারা সহজে সফলতা প্রাপ্ত হয়। তোমাদের যতটা স্মরণ আর সেবা একসাথে থাকে, সেই স্মরণ আর সেবার ব্যালেন্স নিজে থেকেই সদাসর্বদার জন্য সফলতার আশীর্বাদ প্রাপ্ত করায়, সেইজন্য সদা শক্তিশালী স্মরণ স্বরূপের বাতাবরণ তৈরি হওয়ায় শক্তিশালী আত্মারা আহূত হয় এবং সফলতা লাভ হয়। লৌকিক কার্য শুধুই নামেমাত্র, কিন্তু নির্ঠা বাবা এবং সেবার প্রতি। লৌকিক কার্যও সেবার্থে, আকর্ষণ থেকে কর না, ডিরেকশন অনুযায়ী কর, সেইজন্য বাবার স্নেহের হাত এমন বাচ্চাদের সাথে থাকে। সদা খুশিতে গাও, নাচো এটাই সেবার সাধন। তোমাদের খুশি দেখে অন্যেরাও খুশি হবে, সুতরাং এটাই সেবা হয়ে যাবে। বাপদাদা বাচ্চাদের সদা বলেন, যত মহাদানী হবে, ততই ভাল্ডার বাড়তে থাকবে। মহাদানী হও আর ভাল্ডার বাড়তে থাক। মহাদানী হয়ে অনেক দান কর, এই দেওয়াই নেওয়া। যখন কোনও ভালো জিনিস পাও, তা' অন্যকে না দিয়ে তোমরা থাকতে পার না।

তোমাদের ভাগ্যকে দেখে, সদা মহানন্দে থাক। কত বড় ভাগ্য তোমরা লাভ করেছ ! ঘরে বসে ভগবানকে পেয়েছ, এর থেকে বড় ভাগ্য আর কী হতে পারে ! এই ভাগ্য স্মৃতিতে রেখে উৎফুল্ল থাক। সুতরাং, সদাসর্বদার জন্য দুঃখ আর অশান্তির অবসান হবে। তোমরা সুখস্বরূপ শান্তস্বরূপ হয়ে যাবে। যাদের ভাগ্য স্বয়ং ভগবান বানিয়েছেন তা' কত শ্রেষ্ঠ ! সুতরাং সদা নিজের মধ্যে নতুন আগ্রহে, নতুন উদ্যমে অনুভব করতে করতে সামনে এগিয়ে চলো, সঙ্গমযুগের প্রতিদিন নতুন উদ্যম, নতুন উৎসাহ থাকে।

যেভাবে চলছে নয় ! বরং সদা নতুন উৎসাহ, নতুন উদ্দীপনা সদা সামনে এগিয়ে নিয়ে যায়। প্রতিদিন নতুন। সদা নিজের মধ্যে অথবা সেবায় কোনও না কোনও নতুনত্বের প্রয়োজন। যত নিজেদের উৎসাহ-উদ্দীপনায় রাখবে, ততই নতুন নতুন টাচিং হতে থাকবে। নিজে যদি অন্য কোনো বিষয়ে বিজি থাক তো নতুন টাচিংও হয় না। মনন করলে নতুন উদ্যমের উন্মেষ ঘটে।

যারা বন্ধনে আবদ্ধ (বন্ধেলী) তাদের স্মরণ-স্নেহ দেওয়ার কালে - যারা বন্ধনে আবদ্ধ তাদের স্মরণ তো সদা বাবার কাছে পৌঁছায়, আর বাপদাদা বন্ধনে আবদ্ধ সবাইকে এটাই বলেন, যোগ অর্থাৎ স্মরণের একাগ্রতাকে অগ্নিরূপ বানাও। যখন একাগ্রতা অগ্নিরূপ হয়ে যায় তখন অগ্নিতে সব

ভস্ম হয়ে যায়। সুতরাং এই বন্ধনও একাগ্রতার অগ্নিতে সমাপ্ত হয়ে যাবে আর স্বতন্ত্র আত্মা হয়ে যে সঙ্কল্প করবে সেটার সাফল্য প্রাপ্ত করবে। তোমরা স্নেহী, স্নেহের স্মরণ বাবার কাছে পৌঁছায়। স্নেহের রেসপন্সে তোমরা স্নেহই লাভ কর। কিন্তু তোমাদের স্মরণ এখন অগ্নিরূপ হতে দাও। তারপরে সেইদিন আসবে যখন তোমরা সমক্ষে এসে যাবে।

বরদান - সদা আত্মিক স্থিতিতে থেকে অন্যদেরও আত্মারূপে দেখে আধ্যাত্ম গোলাপ ভব আধ্যাত্ম গোলাপ (রুহে গুলাব) অর্থাৎ যার মধ্যে সদা আত্মিক সুগন্ধি বিদ্যমান। যারা আত্মিক-সৌরভান্বিত তারা যেখানেই দেখবে, যাকেই দেখবে তারা আত্মাকেই দেখবে, শরীর নয়। সুতরাং তোমরা নিজেরাও সদা আত্মিক স্থিতিতে থাক আর অন্যদেরও আত্মারূপে দেখ। যেমন বাবা উঁচু থেকেও উঁচুতম, সেইরকম তাঁর বাগিচাও সর্বাপেক্ষা উঁচু, যে বাগিচার বিশেষ অলঙ্করণ সুরভিত গোলাপ তোমরা বাস্কারা। তোমাদের আত্মিক সৌরভ অনেক আত্মার কল্যাণ করবে।

স্নোগানঃ - মর্যাদা ভেঙে অর্থাৎ গৌরব হানি করে অন্যকে সুখ দিলে সেটাও দুঃখের খাতায় সঞ্চিত হয়ে যাবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা সকলকে সর্বপ্রথমে অল্ফ-এর (আল্লা) পাঠ সুদূত করাও, তোমরা আত্মা ভাই - ভাই"

প্রশ্ন:- কোন্ একটি বিষয়ে শ্রীমৎ আর মনুষ্য মত সম্পূর্ণ বিপরীত?

*উত্তর:- মনুষ্য মত বলে, আমরা মোক্ষ লাভ করব (মোক্ষ লাভ হলে আর জন্ম হবে না বলে তাদের মত)। শ্রীমৎ বলে এই ড্রামা অনাদি - অবিনাশী। যদিও কেউ বলে এই অভিনয় করা আমাদের পছন্দ নয়, তবুও মোক্ষ কেউই পেতে পারে না। এতে কিছুই করা যাবে না। এই অভিনয় করতে আসতেই হবে। এই শ্রীমতই তোমাদের শ্রেষ্ঠ করে। মনুষ্য মত তো অনেক প্রকারের।

ওম্ শান্তি। এখন এ তো বাচ্চারা জানেই যে, আমরা বাবার সামনে বসে আছি। বাচ্চারা, তোমরা এ কথাও জানো যে, বাবা আমাদের শিক্ষা দেন, যা আমাদের আবার অন্যদের দিতে হবে। প্রথমদিকে তো বাবারই পরিচয় দিতে হবে, কেননা সবাই বাবাকে আর বাবার শিক্ষাকে ভুলে গেছে। বাবা এখন যা পড়াচ্ছেন তা আবার পাঁচ হাজার বছর পর পাওয়া যাবে। এই জ্ঞান আর কারোরই নেই। মূখ্য হলো বাবার পরিচয়, এরপর এইসবও বোঝাতে হবে। আমরা সকলেই ভাই - ভাই। সম্পূর্ণ দুনিয়ায় যে সব আত্মারা আছে তারা নিজেদের মধ্যে সব ভাই - ভাই। সবাই এই শরীরের দ্বারা তাদের প্রাপ্ত পার্টের ভূমিকা পালন করছে। বাবা তো এখন এসেছেন, আমাদের নতুন দুনিয়ায় নিয়ে যাওয়ার জন্য, যাকে স্বর্গ বলা হয়, কিন্তু আমরা এখন সকল ভাইয়েরাই পতিত, একজনও পবিত্র নয়। সকল পতিতদের একমাত্র বাবাই পবিত্র বানান। এ হলো পতিত বিকারীদের দুনিয়া। রাবণের অর্থ হলো - পাঁচ বিকার স্ত্রীর আর পাঁচ বিকার পুরুষের। বাবা খুবই সহজভাবে বোঝান। তোমরাও এইভাবেই বোঝাতে পারো। তাই প্রথমে এই বোঝাও যে, আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের বাবা হলেন তিনি, আর সকলেই ভাই - ভাই। জিজ্ঞেস করো - এ কথা কি ঠিক? লেখো, আমরা সকলেই ভাই - ভাই। আমাদের বাবাও একজন। আমাদের সকল সোলদের তিনি হলেন সুপ্রীম সোল। তাঁকে বাবা বলা হয়। এই কথা দৃঢ়ভাবে মাথায় বসাও তাহলে সর্বব্যাপী ইত্যাদির আবর্জনা দূর হয়ে যাবে। প্রথমে অল্ফ (আল্লা) সম্বন্ধে পড়াতে হবে। তোমরা বলো, এইকথা প্রথমে খুব ভালোভাবে বসে লেখো - আগে সর্বব্যাপী বলতাম, এখন বুঝতে পারি সর্বব্যাপী নয়। আমরা সকলেই ভাই - ভাই। সব আত্মারাই বলে - গড ফাদার, পরমপিতা, পরমাত্মা, আল্লাহ। প্রথমে তো এই নিশ্চয় করতে হবে যে, আমরা হলাম আত্মা, পরমাত্মা নয়, না আমাদের মধ্যে পরমাত্মা ব্যাপকভাবে আছে। সকলের মধ্যেই আত্মা ব্যাপকভাবে আছে। আত্মা এই শরীরের আধারে ভূমিকা পালন করে। এই কথা সুদূত করাও। আত্মা, তাহলে ওই বাবা সৃষ্টিচক্রের আদি, মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান শোনান। বাবাই শিক্ষক রূপে বসে বোঝান। এ তো লাখ বছরের কথা নয়। এই চক্র অনাদি এবং তৈরী। চারটি যুগ সমান সমান কীভাবে - সেটা জানতে হবে। সত্যযুগ, ত্রেতাযুগ অতীত হয়ে গেছে -- নোট করো। একে বলা হয় স্বর্গ এবং সেমি স্বর্গ। ওখানে দেবী - দেবতাদের রাজ্য চলতো। সত্যযুগে ছিলো ১৬ কলা আর ত্রেতা যুগে ১৪ কলা। সত্যযুগের প্রভাব খুবই বেশী। নামই হলো স্বর্গ বা হেভেন। নতুন দুনিয়াকে সত্যযুগ বলা হয়। তারই মহিমা করতে হবে। নতুন দুনিয়াতে থাকে একমাত্র আদি - সনাতন দেবী - দেবতা ধর্ম। নিশ্চয় করানোর জন্য তোমাদের কাছে চিত্রও আছে। এই সৃষ্টির চক্র ঘুরতেই থাকে। এই কল্পের আয়ুই হলো পাঁচ হাজার বছর। সূর্যবংশী - চন্দ্রবংশী তো এখন বুদ্ধিতে বসে গেছে। বিষ্ণুপুরীই পরিবর্তন হয়ে রাম - সীতাপুরী হয়। তাঁদেরও তো সাম্রাজ্য চলে, তাই না। দুই যুগ অতীত হলে আসে দ্বাপর যুগ। রাবণের রাজ্য। দেবতারা বামমার্গে চলে যায় তখন বিকারের সিস্টেম তৈরী হয়ে যায়। সত্যযুগ এবং ত্রেতা যুগে সকলেই নির্বিকারী থাকে। সেখানে এক আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম থাকে। চিত্র দেখিয়েও যেমন বোঝাতে হবে তেমনই মুখেও বোঝাতে হবে। বাবা শিক্ষক হয়ে আমাদের এইভাবে পড়ান। বাবা নিজে এসেই তাঁর নিজের পরিচয় পেশ করেন। তিনি নিজেই বলেন - আমি আসি পতিতদের পবিত্র করার জন্য, তাই আমার অবশ্যই শরীরের প্রয়োজন। না হলে কিভাবে কথা বলবো? আমি চৈতন্য, সৎ আর অমর। আত্মা সত্য, রজঃ এবং তমঃতে আসে। আত্মাই পতিত আবার আত্মাই পবিত্র হয়। আত্মার মধ্যেই সমস্ত সংস্কার আছে। অতীত কর্ম বা বিকর্মের সংস্কার আত্মাই নিয়ে আসে। সত্যযুগে তো বিকর্ম হয় না, মানুষ কর্ম করে, অভিনয় করতে থাকে কিন্তু সেই কর্ম অকর্ম হয়ে যায়। গীতাতেও এই শব্দ আছে। এখন তোমরা প্রত্যক্ষভাবে তা বুঝতে পারছো। তোমরা জানো যে, বাবা এসেছেন, পুরানো দুনিয়াকে পরিবর্তন করে নতুন দুনিয়া বানাতে, যেই দুনিয়াতে কর্ম অকর্ম হয়ে যায়। সেই যুগকেই সত্যযুগ বলা হয়, আর এখানে এই কর্ম বিকর্ম হয়ে যায়, যেই যুগকে কলিযুগ বলা হয়। তোমরা এখন সপ্তম যুগে আছো। বাবা তোমাদের দুই দিকের কথাই শোনান। এক একটি কথা খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে - বাবা শিক্ষক রূপে কি বুঝিয়েছেন? আত্মা, আর বাকি রইলো গুরু কর্তব্য,

তাঁকে ডাকাই হয় যে, তুমি এসে আমাদের মতো পতিতদের পবিত্র বানাও । আত্মা যখন পবিত্র হয় তখন শরীরও পবিত্র হয় । যেমন সোনা, তেমন গয়নাও তৈরী হয় । ২৪ ক্যারেটের সোনা নেবে আর তাতে খাদ দেবে না, তাহলে গয়নাও তেমনই সতোপ্রধান তৈরী হবে । অন্য ধাতুর মিশ্রণ দিলে তখন তমোপ্রধান হয়ে যায়, কেননা খাদ পড়ে, তাই না । প্রথমে ভারত ২৪ ক্যারেট সোনার চড়াই পাখির দেশ ছিলো, অর্থাৎ সতোপ্রধান নতুন দুনিয়া ছিলো, কিন্তু এখন তা তমোপ্রধান । প্রথমে সম্পূর্ণ সোনা ছিলো । নতুন দুনিয়া হলো পবিত্র আর পুরানো দুনিয়া হলো অপবিত্র । খাদ পড়ে যায় । এ কথা বাবাই বোঝান, অন্য কোনো মনুষ্য গুরুরা এই কথা জানে না । তারা ডাকে, এসে আমাদের পবিত্র বানাও । সৎগুরুর কাজ হলো মানুষকে গৃহস্থ অবস্থা থেকে পৃথক করে বাণপ্রস্থে নিয়ে যাওয়া । তাই ডামার নিয়ম অনুযায়ী বাবা এসেই এই সমস্ত জ্ঞান প্রদান করেন । তিনি হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ । তিনিই সম্পূর্ণ বৃক্ষের জ্ঞান বুঝিয়ে বলেন । শিববাবার নাম সর্বদাই শিব । বাকি আত্মারা সকলেই ভিন্ন ভিন্ন অভিনয় করে, তাই তারা ভিন্ন - ভিন্ন নাম ধারণ করে । তারা বাবাকে ডাকে অথচ তাঁকে জানে না - তিনি কিভাবে এই ভাগ্যবান রথে আসেন, তোমাদের পবিত্র দুনিয়ায় নিয়ে যাওয়ার জন্য । তো বাবা বুঝিয়ে বলেন - আমি ওনার অনেক জন্মের অন্তিম শরীরে আসি, যিনি সম্পূর্ণ ৮৪ জন্মগ্রহণ করেন । তোমাদের রাজার রাজা বানানোর জন্য আমাকে এই ভাগ্যবান রথে প্রবেশ করতে হয় । প্রথম নম্বরে থাকে শ্রীকৃষ্ণ । তিনি হলেন নতুন দুনিয়ার মালিক । তারপর তিনিই জন্ম নিতে নিতে নীচে নামতে থাকেন । তিনিই সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী, বৈশ্যবংশী অবশেষে শূদ্রবংশী হন । গোল্ডেন থেকে সিলভার ---তারপর তোমরা আয়রন থেকে আবার গোল্ডেন তৈরী হচ্ছে । বাবা বলেন - তোমরা এক আমাকেই অর্থাৎ তোমাদের বাবাকেই স্মরণ করো । আমি যাঁর মধ্যে প্রবেশ করেছি, এনার আত্মার মধ্যে তো সামান্যতম জ্ঞানও ছিলো না । আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করি, তাই এঁকে ভাগ্যশালী রথ বলা হয় । তিনি নিজেই বলেন, আমি এনার অনেক জন্মের অন্তিম জন্মে আসি । গীতার অক্ষর সম্পূর্ণ সঠিক । এই গীতাকেই সর্ব শাস্ত্রের শিরোমণি বলা হয় ।

বাবা এই সঙ্গমযুগে এসেই ব্রাহ্মণ কুল আর দেবতা কুলের স্থাপনা করেন । অন্য কুল সম্বন্ধে তো সবাই জানে কিন্তু এই সম্বন্ধে কেউই কিছু জানে না । এনার অনেক জন্মের অন্তে অর্থাৎ সঙ্গমযুগে বাবা আসেন । বাবা বলেন, আমি হলাম বীজরূপ । কৃষ্ণ তো হলো সত্যযুগের অধিবাসী । তাঁকে অন্য কোথাও তো কেউ দেখতে পাবে না । পুনর্জন্মে তো নাম - রূপ - দেশ - কাল সব পরিবর্তন হয়ে যায় । ছোটো বাচ্চা প্রথমে সুন্দর থাকে, তারপর তারপর সে বড় হয়, তারপর সেই শরীর ত্যাগ করে অন্য ছোটো শরীর ধারণ করে । এ হলো এক বানানো খেলা । এই নাটকের ভিতরে সবকিছুই ফিক্স আছে । দ্বিতীয় জন্মে অন্য শরীরে তাঁকে তো কৃষ্ণ বলা যাবে না । সেই দ্বিতীয় শরীরে নাম ইত্যাদি তখন অন্যই হবে । সময়, চিত্র, তিথি, তারিখ ইত্যাদি সব পরিবর্তন হয়ে যায় । এই পৃথিবীর হিস্ট্রি - জিওগ্রাফি হুবহু রিপিট হবে --এমন কথা বলা হয় । তাই এই নাটক রিপিট হতেই থাকে । তোমাদের সত্য, রজো এবং তমোতে আসতেই হবে । সৃষ্টির নাম, যুগের নাম সবই পরিবর্তন হয়ে যায় । এখন এ হলো সঙ্গম যুগ । আমি এই সঙ্গম যুগেই আসি । এইকথা আমাদের ভিতরে ঢুক করে নিতে হবে । বাবা আমাদের বাবা, শিক্ষক এবং গুরু, যিনি খুব সুন্দর করে আমাদের সতোপ্রধান হওয়ার যুক্তি বলে দেন । গীতাতেও এই কথা আছে যে - দেহ সহিত দেহের সর্ব সম্বন্ধ ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা মনে করো । আবশ্যই নিজের ঘরে ফিরে যেতে হবে । ভক্তিমার্গে মানুষ কতো পরিশ্রম করে ভগবানের কাছে যাওয়ার জন্য । সে হলো মুক্তিধাম । কর্ম থেকে মুক্ত হয়ে আমরা অশরীরী দুনিয়ায় গিয়ে অবস্থান করি । অভিনেতা ঘরে ফিরে গেলে অভিনয় থেকে মুক্তি পায় । সকলেই চায় যে, আমরা মুক্তি পাই কিন্তু কেউই তো মুক্তি পাবে না । এই নাটক হলো অনাদি, অবিনাশী । কেউ যদি বলে, এই ভূমিকায় অভিনয় করা আমার পছন্দ নয়, কিন্তু এতে কেউই কিছুই করতে পারবে না । এই অনাদি ড্রামা বানানোই আছে । একজনও মুক্তি পেতে পারবে না । ওসব হলো অনেক প্রকারের মনুষ্য মত । শ্রেষ্ঠ বানানোর জন্য এ হলো শ্রীমত । মানুষকে শ্রেষ্ঠ বলা যাবে না । দেবতাদের শ্রেষ্ঠ বলা হয় । তাঁদের সামনে সবাই নমন করে । তাহলে তাঁরা শ্রেষ্ঠ হলো, তাই না কিন্তু এ কথাও কেউই জানে না । এখন তোমরা বুঝতে পারো যে, ৮৪ জন্ম তো নিতেই হবে । শ্রীকৃষ্ণ হলেন দেবতা, বৈকুণ্ঠের যুবরাজ । তিনি এখানে কি করে আসবেন ? না তিনি গীতা শুনিয়েছেন । তিনি কেবল দেবতা ছিলেন তাই সমস্ত মানুষ তাঁর পূজা করে । দেবতারা পবিত্র, মানুষ নিজেদের পতিত মনে করে । তারা এও বলে থাকে -- আমরা নিগুণদের মধ্যে কোনো গুণ নেই । তুমি আমাদের এমন তৈরী করো । তারা শিবের সামনে গিয়ে বলবে -- আমাদের মুক্তি দাও । তিনি কখনোই জীবনমুক্তি, জীবনবন্ধে আসেন না, তাই তাঁকে ডাকে যে, আমাদের মুক্তি দাও । জীবনমুক্তিও তিনিই প্রদান করেন ।

তোমরা এখন বুঝতে পারো যে, আমরা সবাই বাবা আর মাম্মার সন্তান, আমরা তাঁদের থেকে অগাধ সম্পদ প্রাপ্ত করি । মানুষ তো অবুঝ ভাবে চাইতে থাকে । অবুঝরা তো অবশ্যই দুঃখী হবে, তাই না । তাদেরও অগাধ দুঃখের ভোগ করতে

হয়। এইসব কথা তাই বাচ্চাদের বুদ্ধিতে রাখতে হয়। অসীম জগতের এই এক পিতাকে না জানার কারণে নিজেদের মধ্যে কতো লড়াই - ঝগড়া করতে থাকে। একেবারে অনাথ হয়ে যায়। ওরা হলো জাগতিক অনাথ, আর এরা হলো অসীম জগতের অনাথ। বাবা এসে নতুন দুনিয়া স্থাপন করেন। এখন এ হলো পতিত আত্মাদের পতিত দুনিয়া। পবিত্র দুনিয়া সত্যযুগকে বলা হয়, পুরানো দুনিয়া বলা হয় কলিযুগকে। তো বুদ্ধিতে এইসব কথা তো আছে, তাই না। পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হয়ে যাবে তারপর তোমরা নতুন দুনিয়ায় ট্রান্সফার হয়ে যাবে। এখন আমরা সাময়িকভাবে সঙ্গম যুগে দাঁড়িয়ে আছি। এখন পুরানো দুনিয়া থেকে নতুন তৈরী হচ্ছে। নতুন দুনিয়ার খবরও তোমরা জানো। তোমাদের বুদ্ধি এখন নতুন দুনিয়াতে যাওয়া উচিত। উঠতে - বসতে এইকথা যেন বুদ্ধিতে থাকে যে আমরা এখন ঈশ্বরীয় পাঠ গ্রহণ করছি। বাবা আমাদের পড়ান। ছাত্রদের এইকথা স্মরণে থাকা উচিত কিন্তু এই স্মরণও পুরুষার্থের নম্বর অনুসারেই হয়ে থাকে। বাবাও পুরুষার্থের নম্বর অনুসারেই তাঁর স্মরণ এবং স্নেহ দিয়ে থাকেন। যারা ভালো পড়া করে, শিক্ষক তো তাদের বেশী ভালোবাসবেন। এখানে কতো তফাৎ হয়ে যায়। এখন বাবা তো তোমাদের বোঝাতেই থাকছেন। বাচ্চাদের ধারণা করতে হবে। এক বাবা ছাড়া অন্য কারোর দিকে যেন বুদ্ধি না যায়। বাবাকে স্মরণ না করলে কিভাবে পাপ মুক্ত হবে? মায়া প্রতি মুহূর্তে তোমাদের বুদ্ধিযোগ ছিন্ন করে দেবে। মায়া অনেক ধোকা দেয়। বাবা উদাহরণ দেন যে --ভক্তিমার্গে আমি লক্ষ্মীর অনেক পূজা করতাম, চিত্রতে দেখেছিলাম - লক্ষ্মী পা টিপে দিচ্ছে, তো তাঁকে তার থেকে মুক্ত করে দিলাম। তাঁর স্মরণে বসলে বুদ্ধি যখন এদিক ওদিক যেতো তখন নিজেকে থাপ্পড় মারতাম --বুদ্ধি অন্যদিকে কেন যায়? অবশেষে বিনাশও দেখেছিলাম আবার স্থাপনাও দেখেছি। সাক্ষাৎকারের অশা পূরণ হয়েছিলো, বুঝতে পেরেছিলাম, এখন এই নতুন দুনিয়া আসছে, আমি এই হবো। বাকি এই পুরানো দুনিয়া তো বিনাশ হয়েই যাবে। এইকথা পাক্কা নিশ্চিত হয়ে গেছে। নিজের রাজধানীরও তো সাক্ষাৎকার হয়েছে, তাহলে বাকি এই রাবণের রাজ্যে কি করবো, যেখানে আমরা স্বর্গের রাজস্ব পাচ্ছি, এই হলো ঈশ্বরীয় বুদ্ধি। ঈশ্বর প্রবেশ করে এই বুদ্ধি দিয়েছেন। জ্ঞানের কলস তো মায়েরা পায়, তাই মায়েদের সবকিছু দিয়ে দিয়েছেন, তোমরাই কাজ করবার সামলাও, সবাইকে শেখাও। শেখাতে - শেখাতে তোমরা এই পর্যন্ত চলে এসেছো। একজন - দুজনকে শোনাতে - শোনাতে দেখো এখন কতো হয়ে গেছে। আত্মা পবিত্র হতে থাকে তখন আত্মার শরীরও পবিত্র হওয়ার প্রয়োজন। সবই বুঝতে পারে তবুও মায়া সব ভুলিয়ে দেয়।

তোমরা বলো যে, সাতদিন পড়ো, তো ওরা বলে কাল আসবো। দ্বিতীয় দিন মায়া সব ভুলিয়ে দেয়। আর আসেই না। ভগবান পড়ায় তবুও ভগবানের কাছে এসে পড়ে না। এও বলে যে, অবশ্যই আসবো কিন্তু মায়া উধাও করে দেয়। নিয়মিত হতেই দেয় না। যারা পূর্ব কল্পে পুরুষার্থ করেছিলো তারা অবশ্যই করবে, আর কোনো হাট নেই (দোকান এই একটাই)। তোমরা অনেক পুরুষার্থ করো। বড় বড় মিউজিয়াম তৈরী করো। যারা পূর্ব কল্পে বুঝতে পেরেছিলো তারাই বুঝতে পারবে। বিনাশ তো হতেই হবে। স্থাপনাও হবে। আত্মা এই আধ্যাত্মিক পাঠনে এক নম্বর শরীর প্রাপ্ত করবে। এইম অবজেক্ট তো এই, তাই না। এই কথা কেন স্মরণ হয় না তোমাদের। আমরা এখন নিজেদের পুরুষার্থ অনুসারে নতুন দুনিয়াতে যাচ্ছি। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) বুদ্ধিতে যেন সর্বদা এই কথা স্মরণে থাকে যে, আমরা এই সময় সঙ্গম যুগে বসে আছি, পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হলে আমরা নতুন দুনিয়ায় ট্রান্সফার হয়ে যাবো, তাই এই দুনিয়া থেকে বুদ্ধিযোগ সরিয়ে নিতে হবে।

২) সকল আত্মাকে বাবার পরিচয় দান করে কর্ম - অকর্ম এবং বিকর্মের গুহ্য গতি শোনাতে হবে, প্রথমে অল্ফ অর্থাৎ আল্লাহ-র পাঠ সুদৃঢ় করতে হবে।

বরদান:- কর্ম আর যোগের ভারসাম্যের দ্বারা কর্মাভীত স্থিতির অনুভব করে কর্মবন্ধন মুক্ত ভব*
কর্মের সাথে সাথে যদি যোগের ভারসাম্য থাকে, তাহলে প্রতিটি কর্মে শীঘ্রই সফলতা প্রাপ্ত হয়। কর্মযোগী আত্মা কখনোই কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হয় না। কর্মের বন্ধন থেকে মুক্তকেই কর্মাভীত বলে। কর্মাভীতের অর্থ এই নয় যে, কর্ম থেকে অতীত হয়ে যাও। কর্ম থেকে পৃথক নয়, কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার থেকে পৃথক হও। এমন কর্মযোগী আত্মা নিজের কর্মের দ্বারা অনেকেরই কর্মকে শ্রেষ্ঠ বানাবে। তার জন্যে সমস্ত কার্যই মনোরঞ্জনের হবে, সে কখনোই সমস্যার অনুভব করবে না।

স্লোগান:- পরমাত্ম প্রেমই হল অ্যালার্ম ঘড়ি, যা অমৃতবেলায় উঠিয়ে দেয় ।*

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই চোখে যা কিছু দেখা যাচ্ছে, একে দেখেও দেখো না, এসবের থেকে মমতা সরিয়ে নাও, কারণ এতে আগুন লাগবে"

প্রশ্নঃ - ঈশ্বরীয় গভর্ণমেন্টের গুপ্ত কর্তব্য কোনটি, যা দুনিয়া জানে না ?

উত্তরঃ - ঈশ্বরীয় গভর্ণমেন্ট আত্মাদের পবিত্র করে দেবতায় পরিণত করে, এটা হলো খুবই গুপ্ত কর্তব্য, যেটা মানুষ বুঝতে পারে না। যখন মানুষ দেবতা হয় তখন তো নরকবাসী থেকে স্বর্গবাসী হতে পারে। মানুষের সমস্ত ক্যারেক্টার বিকারে খারাপ হয়েছে। তোমরা এখন সবাইকে শ্রেষ্ঠ ক্যারেক্টার সম্পন্ন করার সেবা করছো, এটাই তোমাদের মুখ্য কর্তব্য।

ওম্ শান্তি। যখন ওম্ শান্তি বলা হয়, তখন নিজের স্বধর্ম আর নিজের গৃহ স্মরণে আসে, তবে গৃহে তো বসে পড়ে না। বাবার বাচ্চা হলে তো অবশ্যই স্বর্গের উত্তরাধিকারও স্মরণে আসবে। ওম্ শান্তি উচ্চারণেও সমগ্র জ্ঞান বুদ্ধিতে এসে যায়। আমি আত্মা হলাম শান্ত স্বরূপ, শান্তির সাগর বাবার বাচ্চা। যে বাবা স্বর্গের স্থাপনা করেন, সেই বাবা আমাদের পবিত্র, শান্ত স্বরূপ করে তোলেন। মুখ্য ব্যাপার হলো পবিত্রতার। পবিত্র দুনিয়া আর অপবিত্র দুনিয়া। পবিত্র দুনিয়াতে একটাও বিকার নেই। অপবিত্র দুনিয়াতে ৫ বিকার বর্তমান, সেই কারণে বলা হয় বিকারী দুনিয়া। সেটা হলো নির্বিকারী দুনিয়া। নির্বিকারী দুনিয়া থেকে সিঁড়ি বেয়ে নামতে- নামতে আবার নীচে বিকারী দুনিয়াতে আসে। সেটা হলো পবিত্র দুনিয়া, এটা হলো পতিত দুনিয়া। রাম রাজ্য আর রাবণ রাজ্য তাই না ! সময় অনুসারে দিন আর রাতের কথা বলা হয়েছে। ব্রহ্মার দিন আর ব্রহ্মার রাত। দিন হল সুখ, রাত হল দুঃখ। রাতে মানুষ বিভ্রান্ত হয়। জ্ঞান মার্গে কেউ রাতে বিপর্যস্ত ভাবে ঘুরে বেড়ায় না কিন্তু ভক্তিকে বিপর্যস্ত ভাবে ঘুরে বেড়ানো বলা হয়। তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা এখানে এসেছো সঙ্গতি প্রাপ্ত করার জন্য। তোমাদের আত্মাতে ৫ বিকারের কারণে পাপ ছিলো, তার মধ্যেও মুখ্য হলো কাম বিকার, যার জন্যই মানুষ পাপ আত্মায় পরিণত হয়। এটা তো প্রত্যেকেই জানে আমি পতিত। ব্রষ্টাচারে জন্ম হয়েছে। এক কাম বিকারের কারণে সমস্ত কোয়ালিফিকেশন খারাপ হয়ে যায়, সেই কারণে বাবা বলেন কাম বিকারকে জিতলে পরে জগতজিত নূতন দুনিয়ার মালিক হবে। তাই ভিতরে ভিতরে অনেক খুশী থাকা উচিত। মানুষ পতিত হলে তো কিছু বোঝে না। এই কাম এর কারণেই কতো ঝগড়া হয়। কতো অশান্তি, হাহাকার হতে থাকে। এই সময় দুনিয়াতে হাহাকার কেন ? কারণ সকলেই হলো পাপা আত্মা। বিকারের কারণেই অসুর বলা হয়। এখন বাবার দ্বারা বুঝতে পারো আমরা তো একদম কড়ির মতো ওয়ার্থ নট এ পেনী (মূলহীন)। যেটা কাজের জিনিস না তাতে আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। বাচ্চারা, তোমরা এখন মনে করো দুনিয়াতে কোনো কাজের জিনিস নেই। সব মানুষেরই আগুন লাগবে। যা কিছু এই চোখে দেখছো, সবকিছুতেই আগুন লাগবে। আত্মাতে তো আগুন লাগে না। আত্মা তো যেন ইনসিওর (বিমাতে সুরক্ষিত)। আত্মাকে কখনো কি ইনসিওর করানো হয় ? ইনসিওর তো শরীরকে করায়। বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে, এটা হলো খেলা। আত্মা তো উপরে- ৫ তস্তর থেকেও উপরে থাকে। ৫ তস্তর দ্বারাই সমগ্র দুনিয়ার সামগ্রী তৈরী হয়। আত্মা তো তৈরী হয় না, আত্মা তো হল শাস্ত। শুধুমাত্র পুণ্য আত্মা, পাপ আত্মা হয়ে ওঠে। ৫ বিকারের দ্বারা আত্মা কতো কলুষিত হয়ে যায়। এখন বাবা এসেছেন পাপ থেকে মুক্ত করতে। বিকারের দ্বারা সমস্ত ক্যারেক্টার (চরিত্র) খারাপ হয়ে যায়। ক্যারেক্টার্স কাকে বলে- এটাও কারোর জানা নেই। গাওয়াও হয় পান্ডব রাজ্য, কৌরব রাজ্য। এখন পান্ডব কে, এটাও কেউ জানে না। এখন তোমরা বুঝতে পারো যে আমরা হলাম ঈশ্বরীয় গভর্ণমেন্টের। বাবা এসেছেন রামরাজ্য স্থাপন করতে। এই সময় ঈশ্বরীয় গভর্ণমেন্ট কি করে ? আত্মাদের পবিত্র করে দেবতায় পরিণত করে। নয়তো দেবতা আবার কোথা থেকে আসবে- এটা কেউ জানে না, সেইজন্য একে গুপ্ত গভর্ণমেন্ট বলা হয়। এরা তো হলো মানুষই, কিন্তু দেবতা কীভাবে হলো, কে তৈরী করলো ? দেবী-দেবতা তো হয়ই স্বর্গে। তবে তাদের স্বর্গবাসী কে করলো। স্বর্গবাসী থেকে আবার নরকবাসীতে পরিণত হয়। আবার নরকবাসীই স্বর্গবাসী হয়। এটা তোমরাও জানতে না। আর কীভাবে জানবে। স্বর্গ, সত্যযুগকে, নরক কলিযুগকে বলা হয়। এটাও তোমরা এখন বোঝো। এই ড্রামা পূর্ব নির্ধারিত। এই অধ্যায় হলোই পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার। আত্মাই পতিত হয়। পতিত থেকে পবিত্র তৈরী করা- এই ধান্ধা বাবা তোমাদের শিখিয়েছেন। পবিত্র হলে তবে পবিত্র দুনিয়াতে যাবে। আত্মাই পবিত্র হয়ে তবে স্বর্গের উপযুক্ত হয়। এই জ্ঞান তোমাদের এই সঙ্গমেই প্রাপ্ত হয়। পবিত্র হওয়ার হাতিয়ার পাওয়া যায়। পতিত-পাবন একমাত্র বাবাকেই বলা যায়। বলে আমাদের পবিত্র করো। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ স্বর্গের মালিক ছিলো। এরপর ৮৪ জন্ম নিয়ে পতিত হয়েছে। শ্যাম আর সুন্দর, এর নামও ঐরকম রাখা হয়েছে, কিন্তু মানুষ কী এর অর্থ বোঝে !

কৃষ্ণেরও ক্লীয়ার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এর মধ্যে দুইটি দুনিয়া করে দিয়েছে। কিন্তু বাস্তবে দুনিয়া একটিই। সেটি নূতন আর পুরানো হয়। তোমরা বোঝানোর জন্য কতো মাথা ঠোকো। নিজেদের রাজধানী স্থাপন করছে যে। এরাও যে বুঝেছে। বুঝতে পেরে কতো মধুর হয়েছে। কে বুঝিয়েছেন ? ভগবান বুঝিয়েছেন। লড়াই ইত্যাদির কোনো ব্যাপারই নেই। ভগবান কতো বিচক্ষণ, নলেজফুল করে তোলেন। শিবের মন্দিরে গিয়ে নমস্কার করে, কিন্তু সে কি, কে হন, এটা কেউ জানে না। শিব কাশী বিশ্বনাথ গঙ্গা-- ব্যাস্ শুধু বলতে থাকে, এর নামমাত্র অর্থও জানে না। বোঝালে পরে বলবে তুমি আমাকে কি বোঝাবে, আমি তো বেদ-শাস্ত্র সব পড়েছি। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের মধ্যে যারা ধারণ করে তারা নম্বর অনুযায়ী থাকে। কেউ তো ভুলে যায়, কারণ একদম পাথরবুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে যায়। তাই এখন যারা স্পর্শ বুদ্ধি সম্পন্ন হয়েছে তাদের কাজ হলো আর সকলকে পারশ বুদ্ধি সম্পন্ন করে তোলা। পাথরবুদ্ধির অ্যাক্টিভিটিস এরকম থাকে, কারণ হংস-সারস হলো যে। হংস কখনো কাউকে দুঃখ দেয় না। সারস দুঃখ দেয়। ওদের অসুর বলা হয়। পরিচিতি থাকে না। অনেক সেন্টর্সেও এরকম অনেক বিকারী এসে পড়ে। বাহানা করে আমি পবিত্র থাকি কিন্তু সেটা মিথ্যা। বলাও হয় মিথ্যা দুনিয়া...। এখন হলো সঙ্গম। কতো পার্থক্য থাকে। যে মিথ্যা বলে, মিথ্যা কাজ করে, সে-ই থার্ড গ্রেডে পরিণত হয়। ফাস্ট, সেকেন্ড, থার্ড গ্রেড হয়ে থাকে, তাই না ! বাবা বলে দিতে পারেন- এটা হলো থার্ড গ্রেড।

বাবা বোঝান, পবিত্রতার সম্পূর্ণ প্রমাণ দিতে হবে। কেউ কেউ বলে, আপনারা দুজনে একসাথে থেকেও পবিত্র থাকেন- এটা তো অসম্ভব। কিন্তু বাচ্চাদের মধ্যে যোগবল না থাকার কারণে এতো সহজ কথাও সম্পূর্ণ ভাবে বোঝাতে পারে না। ওদের এ' কথা কেউ বোঝায় না যে এখানে আমাদের পড়ান ভগবান। তিনি বলেন পবিত্র হলে তোমরা ২১ জন্ম স্বর্গের মালিক হবে। বিরাত বড় লটারী পাওয়া যায়। আমাদের আরোই খুশী হতে থাকে। কোনো বাচ্চা গন্ধর্ব্ব বিবাহ করে পবিত্র থেকে দেখিয়ে দেয়। দেবী-দেবতারা যে পবিত্র থাকে। অপবিত্র থেকে পবিত্র তো একমাত্র বাবা করেন। এটাও বোঝান জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্য। জ্ঞান আর ভক্তি অর্ধেক-অর্ধেক হলে আবার ভক্তির পরে আসে বৈরাগ্য। এখন এই পতিত দুনিয়াতে থাকার দরকার নেই, এই পোশাক ছেড়ে গৃহে (পরমধামে) ফিরে যেতে হবে। ৮৪ জন্মের চক্র এখন সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন আমরা শান্তিধামে যাবো। প্রথম কথাই হল আল্লাহ - একথা ভোলা যাবে না। বাচ্চারা এটাও বোঝে এই পুরানো দুনিয়া অবশ্যই সমাপ্ত হবে। বাবা নূতন দুনিয়া স্থাপন করেন। বাবা অনেকবার নূতন দুনিয়া স্থাপন করতে এসেছেন, এরপর নরকের বিনাশ হয়ে যায়। নরক কতো বড়, স্বর্গ কতো ছোট। নূতন দুনিয়াতে হলো এক ধর্ম। এখানে তো অনেক রকম ধর্ম আছে। লেখাও হয়েছে শঙ্কর দ্বারা বিনাশ। অনেক ধর্মের বিনাশ হয় আবার ব্রহ্মা দ্বারা এক-ধর্মের স্থাপনা হয়ে থাকে। এই ধর্ম কে স্থাপন করেছেন? ব্রহ্মা করেননি তো ! ব্রহ্মাই পতিত থেকে আবার পবিত্র করে তোলেন। আমার জন্য তো (শিববাবার ক্ষেত্রে) বলবে না পতিত থেকে পবিত্র। পবিত্র হলে তবে লক্ষ্মী-নারায়ণ নাম হবে, পতিত হলে তবে নাম হবে ব্রহ্মা। ব্রহ্মার দিন, ব্রহ্মার রাত। ওঁনাকে অর্থাৎ শিববাবাকে অনাদি ক্রিয়েটর (স্রষ্টা) বলা হয়ে থাকে। আত্মারা তো আছেই আছে। আত্মাদের তো ক্রিয়েটর বলা হবে না, সেইজন্য অনাদি বলা হয়। বাবা অনাদি তো আত্মারাও অনাদি। খেলাও হলো অনাদি। এই অনাদি ড্রামা পূর্ব নির্ধারিত। আমি আত্মার সৃষ্টি চক্রের আদি, মধ্য, অন্তের ডায়রেকশনের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। এটা কে দিয়েছে ? বাবা। তোমরা ২১জন্মের জন্য পরমাত্মার হয়ে যাও আবার রাবণ রাজ্যে অনাথ হয়ে যাও। এরপর ক্যারেক্টার্স খারাপ হতে থাকে। বিকার আছে যে। মানুষ মনে করে স্বর্গ - নরক সব একসাথে চলে। বাচ্চারা, এখন তোমাদের কতো ক্লীয়ার বোঝানো হয়। তোমরা এখন হলে গুপ্ত, শাস্ত্রে কি না কি লিখে দিয়েছে। কতো সুতো যেন জট পাকিয়ে আছে। বাবাকেই বলে, আমরা কোনো কাজেরই নই এখন। এসে পবিত্র করে আমাদের ক্যারেক্টার (চরিত্র) সংশোধন করে দাও। তোমাদের ক্যারেক্টার্স কতো সংশোধন হয়েছে। কেউ তো আবার সংশোধিত হওয়ার পরিবর্তে আরোই খারাপ হয়েছে। আচার-আচরণ থেকেই বুঝতে পারা যায়। আজ হংস বলে, কাল সারস হয়ে পড়ে। দেবী হয় না। মায়াও খুবই গুপ্ত। এখানে কি আর কিছু দেখতে আসে! বাইরে বের হলে দেখা যায়, তারপর আশ্চর্য রকম ভাবে শোনে, অপরকে শোনায়, তারপর নিজে পালিয়ে যায়। এতো জোরে পড়ে যায় যে হাড়গোড়-ই ভেঙে যায়। এ হল ইন্দ্রপ্রস্থের কথা। বুঝতে তো পেরেই যায়। এরকম কারোর আবার সভাতে আসা উচিত নয়। অল্প-স্বল্প জ্ঞান শুনলে পরে স্বর্গে এসেই যায়। কিন্তু জ্ঞানের বিনাশ হয় না। বাবা এখন বলেন পুরুষার্থ করে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করো। যদি বিকারের মধ্যে থাকো তো পদস্ফলন হয়ে যাবে। তোমরা এখন বুঝতে পারো এই চক্র কীভাবে আবর্তিত হয়।

বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধি কতো পরিবর্তিত হচ্ছে, আবার মায়াও অবশ্যই ধোঁকা দিচ্ছে। ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা। কোনো ইচ্ছা যদি রাখলে, তো গেলে। ওয়ার্থ নট এ পেনী (মূল্যহীন) হয়ে পড়ে। ভালো-ভালো মহারথীদেরও মায়া কোনো না কোনো ভাবে ধোঁকা দিয়ে দেয়, এরপর সে হৃদয়ে জায়গা পেতে পারে না। কোনো বাচ্চা তো এমনও হয় যে বাবাকেও শেষ করে দিতে দেবী করে না। পরিবারকেও শেষ করে দেয়। তারা মহান পাপ আত্মারা। রাবণ কি-কি করে দেয়। খুবই ঘৃণা আসে।

কতো ডাৰ্টি (নোংরা) দুনিয়া, এর সাথে কখনো হৃদয় জুড়তে নেই। পবিত্র হতে খুবই সাহস লাগে। বিশ্বের বাদশাহীর প্রাইজ নেওয়ার জন্য পবিত্রতা হলো প্রধান। পবিত্রতার কারণে কতো হাস্যময় হয়। গান্ধীও বলতেন হে পতিত পাবন এসো। এখন বাবা বলেন হিন্দি- জিওগ্রাফি আবার রিপিট হচ্ছে। সবাইকে ফিরে আসতেই হবে, তবে তো একসাথে যাবে। বাবাও যে এসেছেন- সবাইকে গৃহে নিয়ে যেতে। বাবা না এলে কেউ ফিরে যেতে পারবে না। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) মায়ার ধোঁকার থেকে বাঁচতে হলে কোনো রকমেরই

ইচ্ছা রাখতে নেই। ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা হতে হবে।

২) বিশ্বের বাদশাহীর প্রাইজ নেওয়ার জন্য প্রধান ব্যাপার হলো পবিত্রতা, সেইজন্য পবিত্র হওয়ার সাহস ধরে রাখতে হবে। নিজের ক্যারেক্টার সংশোধন করতে হবে।

বরদান:- করুণার ভাবনার দ্বারা নিমিত্ত ভাবে সেবায় রত থেকে সমস্ত মোহের থেকে মুক্ত ভব*
বর্তমান সময় যখন সব আত্মারা ক্লান্ত ভাবে নিরাশ হয়ে মাসী অর্থাৎ ক্ষমা চায়, তখন তোমরা অর্থাৎ দাতার সন্তানেরা নিজের ভাই-বোনের প্রতি করুণাময় থেকে। কেউ যতই খারাপ হোক, তার প্রতিও করুণার ভাবনা থাকলে কখনো ঘৃণা, ঈর্ষা বা ক্রোধের ভাবনা আসে না। করুণার ভাবনা সহজ নিমিত্ত ভাব ইমার্জ (জুড়ে) করিয়ে দেয়, মোহের সাথে করুণা নয়, কিন্তু সত্যিকারের করুণা মোহ মুক্ত করে তোলে, কারণ তাতে দেহ ভান থাকে না।

স্লোগান:- অপরকে সহযোগ দেওয়াই হলো নিজের খাতা জমা করা।*

"মিষ্টি বাচ্চারা -- নিজেকে যাচাই (পরীক্ষা) করো যে, কতটা সময় বাবার স্মরণ (স্মৃতি) থাকে, কারণ স্মৃতিতে থাকলেই লাভ, বিস্মরণে ক্ষতি"

*প্রশ্নঃ - এই পাপাত্মাদের দুনিয়ায় এমন কোন্ কথাটি সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব বা অবাস্তব এবং কেন ? *

উত্তরঃ - এখানে কেউ যদি বলে যে, আমি পুণ্যাত্মা, তবে তা একদমই অসম্ভব, কারণ দুনিয়াই কলিযুগীয় তমোপ্রধান। মানুষ যে কার্যকে পুণ্যকর্ম বলে মনে করে সেটাও পাপকর্মে পরিণত হয়ে যায়। কারণ সে প্রতিটি কর্ম বিকারের বশবর্তী হয়ে করে।

ওম্ শান্তি একথা বাচ্চারা বোঝে যে, আমরা এখন ব্রহ্মার সন্তান ব্রহ্মাকুমার-কুমারী। পরে পুনরায় হই দেবী-দেবতা। এ শুধু তোমরাই জানো অন্য আর কেউ-ই জানে না। তোমরা জানো যে, আমরা ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা অসীম জগতের পড়া পড়ছি। ৮৪ জন্মের পড়াও পড়ি, সৃষ্টি-চক্রের পড়াও পড়ি। আবার তোমরা এই শিক্ষাও পাও যে, (আমাদের) পবিত্র হতে হবে। বাচ্চারা, এখানে বসে তোমরা পবিত্র হওয়ার জন্য অবশ্যই বাবাকে স্মরণ কর। নিজের মনকে প্রশ্ন কর যে, সত্যি-সত্যিই কি আমরা বাবার স্মরণে বসেছিলাম নাকি মায়া-রূপী রাবণ বুদ্ধিকে অন্যদিকে নিয়ে গিয়েছিল। বাবা বলেছেন, "মামেকম্ (একমাত্র আমাকেই) স্মরণ করো", তবেই পাপমোচন হবে। এখন নিজেদের প্রশ্ন কর যে, আমরা বাবার স্মরণে রয়েছি নাকি বুদ্ধি অন্য কোথাও চলে গেছে ? স্মৃতিতে থাকা উচিত যে -- কতটা সময় আমরা বাবার স্মরণে থাকি ? আর কতটা সময় আমাদের বুদ্ধি অন্যান্য কোথাও চলে যায় ? নিজেদের অবস্থা অর্থাৎ স্থিতিকে দেখো। যতটা সময় বাবাকে স্মরণ করবে, তাতেই পবিত্র হবে। লাভ-ক্ষতিরও দিনলিপি (পোতামেল) রাখতে হবে। ডায়েরী(দিনলিপি) লেখার অভ্যাস থাকলে স্মরণেও থাকবে। তখন লিখতেও থাকবে। ডায়েরী তো সকলের পকেটেই থাকে। যারা ব্যবসায়ী তাদের থাকে পার্থিব জগতের(হদের) সীমিত দিনলিপি বা ডায়েরী। আর তোমাদের ডায়েরী হলো অসীম জগতের। তাই তোমাদের নিজেদের চার্ট নোট করতে হবে। বাবার আশ্রয় হলো -- কাজ-কর্মাদি সবকিছুই করো, কিন্তু সময় বের করে আমাকে স্মরণ করো। নিজেদের দিনলিপি (পোতামেল) দেখে লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে থাকো। নিজের ক্ষতি কোরো না। এ তো তোমাদের যুদ্ধ, তাই না। সেকেন্ডে লাভ, আর সেকেন্ডে ক্ষতি। তৎক্ষণাৎ জানা যায় যে, আমরা লাভ করেছি না লোকসান। তোমরা হলে ব্যবসায়ী, তাই না। অতি বিরল ব্যক্তিরাই এই ব্যবসা করে। স্মরণের মাধ্যমে হয় লাভ আর বিস্মরণে ক্ষতি। নিজেকে যাচাই করতে হবে, যারা উচ্চপদ লাভ করবে তাদের মধ্যে উৎসাহ (ইচ্ছা) থাকে -- দেখি, আমরা কতটা সময় বিস্মরণে(ভুলে) থাকি ? বাচ্চারা, এ তো তোমরা জানো যে, আমাদের সকল আত্মাদের পিতা হলেন পতিত-পাবন। আসলে আমরা হলাম আত্মা। নিজেদের প্রকৃত ঘর থেকে এখানে এসেছি, এই শরীর ধারণ করে নিজ ভূমিকা পালন করছি। শরীর বিনাশী আর আত্মা অবিনাশী। সংস্কারও আত্মাতেই থাকে। বাবা জিজ্ঞাসা করেন -- হে আত্মা, স্মরণ করো যে, এই জন্মেই বাল্যাবস্থায় কোনো উল্টোকর্ম (বিকর্ম) হয়ে যায়নি তো ? স্মরণ করো। ৩-৪ বছর থেকে শুরু করে স্মরণে তো সব (কথা) থাকে, আমরা বাল্যকালে কীভাবে জীবন অতিবাহিত করেছি, আর কী-কী করেছি ? এমন কোনো কথা হৃদয়কে দংশন করে না তো ? স্মরণ করো। সত্যযুগে পাপকর্ম হয়ই না, তাই জিজ্ঞাসা করার মতন কথাও থাকে না। পাপ তো এখানেই হয়। মানুষ যেগুলোকে পুণ্যকর্ম বলে মনে করে, সেগুলোও পাপই(কর্ম) হয়। এ হলো পাপাত্মাদের দুনিয়া। তোমাদের আদান-প্রদান (লেন-দেন) হয় পাপাত্মাদের সঙ্গে। এখানে পুণ্য আত্মা হয়ই না। পুণ্যাত্মাদের দুনিয়ায় আবার একটিও পাপাত্মা থাকে না। পাপাত্মাদের দুনিয়ায় আবার একটিও পুণ্যাত্মা থাকতে পারে না। যে গুরু চরণে পতিত হও, সেও তো কোনো পুণ্যাত্মা নয়। এ তো হলোই কলিযুগ, তাও আবার তমোপ্রধান। তাই এখানে কোনো পুণ্যাত্মার থাকাই অসম্ভব। পুণ্যাত্মা হওয়ার

জন্যই বাবাকে আহ্বান করে যে, এসে আমাদের পবিত্র আত্মায় পরিণত করো। এমনও নয় যে, যদি কেউ অনেক দান-পুণ্যাদি করে, ধর্মশালা ইত্যাদি বানায়, তাহলেই সে পুণ্যাত্মা হয়ে যায়। না, বিবাহাদির জন্য হল(মন্ডপ) ইত্যাদি তৈরী করে, এসব কি কোন পুণ্যের কাজ, না তা নয়। এসব বোঝার মতো বিষয়। এ হলো রাবণ-রাজ্য, পাপ আত্মাদের আসুরী দুনিয়া। এসব কথা তোমরা ব্যতীত আর কেউই জানে না। রাবণ যদিও রয়েছে, কিন্তু তাকে চিনতে কী পারে ? না পারে না। শিবের চিত্রও রয়েছে, কিন্তু জানে না। বড়-বড় শিবলিঙ্গাদি তৈরী করে তথাপি বলে যে, নাম-রূপের ঊর্ধ্ব (ন্যায়ারা), সর্বব্যাপী, তাই বাবা বলেন, যদা যদাহি....., ভারতেই শিববাবার গ্লানি হয়। যে পিতা তোমাদের বিশ্বের মালিক বানান,

তোমরা মনুষ্য-মতে চলে তাঁর কত গ্লানি কর। মনুষ্য-মত আর ঈশ্বরীয়-মতের বইও তো রয়েছে, তাই না। একথা তো তোমরাই জানো আর বোঝাও যে, আমরা শ্রীমতানুসারে দেবতা হই। রাবণ-মতে পরে আবার আসুরীয় মানুষ হয়ে যায়। মনুষ্য মতকে আসুরী মত বলা হয়। আসুরী কর্তব্যই (কার্য) করতে থাকে। মূলকথা হলো ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী বলে দেওয়া। কুম্ভাবতার, মৎস্যাবতার ইত্যাদি। তাহলে কত আসুরী অপবিত্র (ছিঃ ছিঃ) হয়ে গেছে। তোমাদের আত্মা কূর্ম বা মৎস্যরূপী অবতার হয় না, মানুষের শরীরেই প্রবেশ করে। এখন তোমরা বোঝো যে, আমরা কোনো কূর্ম-মৎস্যে কী পরিণত হই, না হই না। ৮৪ লক্ষ যোনীতে জন্ম নিই, না নিই না। এখন তোমরা বাবার শ্রীমত পেয়েছ -- বাচ্চারা, তোমরা ৮৪ জন্ম নাও। ৮৪ আর ৮৪ লক্ষ-র পারসেন্টেজকে কত বলবে ! এ মিথ্যা, সম্পূর্ণ মিথ্যা, এতে এক রতিও সত্য নেই। এরও অর্থ বোঝা উচিত। ভারতের অবস্থা দেখ কী হয়েছে। ভারত সত্যখন্ড ছিল, যাকে হেভেন(স্বর্গ) বলা হতো। আধাকল্প রাম-রাজ্য, আধাকল্প রাবণ-রাজ্যকে আসুরী সম্প্রদায়ের বলা হবে। শব্দ কত কড়া। আধাকল্প দেবতাদের রাজ্য চলে। বাবা বোঝান -- লক্ষ্মী-নারায়ণ দি ফার্স্ট, দি সেকেন্ড, দি থার্ড বলা হয়ে থাকে। যেমন এডওয়ার্ড ফার্স্ট, সেকেন্ড হয় ঠিক তেমনই, তাই না। প্রথম প্রজন্ম, পুনরায় দ্বিতীয় প্রজন্ম এভাবেই চলতে থাকে। তোমাদেরও প্রথমে হয় সূর্যবংশীয় রাজ্য পরে চন্দ্রবংশীয়। বাবা এসে ডামার রহস্যও সঠিকভাবে বোঝান। তোমাদের শাস্ত্রে এসব কথা নেই। কোনো-কোনো শাস্ত্রে সামান্য দাগ কাটা (বোঝান) হয়েছে, কিন্তু সেইসময় যারা পুস্তক বা শাস্ত্রে রচনা করেছে তারা কিছুই বুঝতে পারেনি।

বাবাও (ব্রহ্মা) যখন বেনারস গিয়েছিলেন, সেইসময় এই দুনিয়া তাঁর ভাল লাগত না, ওখানে বসে-বসে সমস্ত দেওয়ালে দাগ কাটতেন। বাবা-ই এসব করতেন, কারণ আমি তো সেইসময় বাচ্চা ছিলাম, তাই না। সবকিছু বুঝতে পারতাম না। ব্যস্, মনে হতো কেউ এমন আছে যে আমাকে দিয়ে এসব করাত। বিনাশ দেখে ভিতরে(মনে) খুশীও হোত। রাতে যখন শুতে যেতাম তখনও যেন উড়তেই থাকতাম কিন্তু কিছুই বুঝতে পারতাম না। আমি এভাবেই দাগ কাটতে থাকতাম। মনে হতো যেন কোনো শক্তি রয়েছে, যা প্রবেশ করত। আমি আশ্চর্য হয়ে যেতাম। পূর্বে তো কাজ-কর্মাদি (ব্যবসা) করতাম, তারপর কী হলো, কাউকে দেখতাম আর তৎক্ষণাৎ ধ্যানে চলে যেতাম। আমি বলতাম -- এটা কি হচ্ছে ? যার দিকেই তাকাই তার চোখ বন্ধ হয়ে যায়। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করতাম কি দেখেছ তখন তারা বলত যে, বৈকুণ্ঠ দেখেছি, কৃষ্ণ দেখেছি। এইসবও বোঝার মতন বিষয়(কথা), তাই না। তাই বোঝার জন্য সবকিছু ছেড়ে বেনারস চলে গেছি। সারাদিন বসে থাকতাম শুধু পেন্সিল আর দেওয়াল আর অন্য কোনো কাজই নেই। বাচ্চা ছিলাম, তাই না। যখন এমন-এমন সব দেখি তখন বুঝি যে এখন এসব কিছু করতে হবে না। ব্যবসাদি ছাড়তে হবে। খুশী ছিল যে, এই বোঝা ছাড়তে হবে। রাবণ-রাজ্য তো, তাই না। *রাবণের উপর (মাথার মুকুট) গর্দভের মস্তক দেখান হয়, তাই না। তখন মনে হয় যে, এ কোন রাজস্ব নয়, বোঝা। গাধা মুহূর্তে-মুহূর্তে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ধোপার কাপড়-জামা সব খারাপ করে দেয়। বাবাও(শিব) বলেন, তুমি কি ছিলে, এখন তোমার কি অবস্থা হয়ে গেছে*। একথা বাবা-ই বসে বোঝান আর এই দাদাও বোঝান। দু'জনেরই বোঝানো চলতে থাকে। জ্ঞানকে যারা ভালভাবে বোঝাতে পারে, তাদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন বলা হবে। নশ্বরের ক্রমান্বয়েই তো হয়, তাই না। বাচ্চারা, তোমরাও বোঝাও, এই রাজধানী স্থাপিত হচ্ছে। অবশ্যই নশ্বরের ক্রমানুসারেই পদপ্রাপ্তি হবে। আত্মাই প্রতি কল্পে নিজ ভূমিকা পালন করে। সকলেই সমানভাবে একইরকমের জ্ঞান ধারণ করবে না। এই স্থাপনাই বিস্ময়কর। অন্য কেউ কি আর স্থাপনার জ্ঞান দেয়, না দেয় না। মনে কর, শিখ-ধর্মের স্থাপনা হচ্ছে। শুদ্ধ আত্মা প্রবেশ করেছে, তার কিছু সময় পরে শিখ-ধর্মের স্থাপনা হয়েছে। তাদের হেড(প্রধান) কে ? গুরুনানক। তিনি এসে জপসাহেব রচনা করেন। প্রথমে তো নতুন আত্মাই হবে, কারণ (নতুন) আত্মা পবিত্র হয়। পবিত্রকে মহান আত্মা বলা হয়। সুপ্রীম তো একমাত্র বাবাকেই বলা হয়। তিনিও ধর্ম স্থাপনা করেন তাই তাকে মহান বলা হবে। কিন্তু নশ্বরের ক্রমানুসারেই (পর-পর) আসে। ৫০০ বছর পূর্বে এক আত্মা এসেছিল, এসে শিখ ধর্ম স্থাপন করে, ওইসময় গ্রন্থ কোথা থেকে আসবে। অবশ্যই সুখমণী, জপসাহেব ইত্যাদি পরে বানিয়েছিল, তাই না। কি শিক্ষা দেন। যদি ইচ্ছা থাকে তাহলে বসে বাবার মহিমা কীর্তন করে। এছাড়া এসব পুস্তকাদি তো পরে বসে তৈরী করা হয়েছে। যখন অনেক হয়ে যায়, তখন পাঠকও তো চাই পড়ার জন্য। সকলের শাস্ত্র পরে রচিত হয়েছে। যখন ভক্তিমার্গ শুরু হয় তখন শাস্ত্র পাঠ করে। জ্ঞান তো চাই, তাই না। প্রথমে সতোগ্রহান হবে, পরে সতঃ, রজঃ, তমঃ-তে আসে। যখন অতি বৃদ্ধি হয় তখন মহিমা-কীর্তিত হয় আর শাস্ত্রাদি রচিত হয়। তা নাহলে বৃদ্ধি কে করবে, ফলোয়ার্স (শিষ্য) তো হতে হবে, তাই না। তখন শিখ-ধর্মের আত্মারা আসবে যারা এসে ফলো করবে। তাতে অনেক সময়ের প্রয়োজন।

নতুন যে আত্মারা পরমধাম থেকে আসে, তাদের তো কোনো দুঃখ থাকে না। এটাই নিয়ম। আত্মা যখন সতোগ্রহান থেকে সতঃ, রজঃ, তমঃ-তে আসে তখন দুঃখ শুরু হয়। নিয়মও তো আছে, তাই না। এখানে মিলেমিশে রয়েছে, রাবণ-সম্প্রদায়ও রয়েছে, আবার রাম-সম্প্রদায়ও রয়েছে। এখনও তো সম্পূর্ণরূপে তৈরী হয় নি। সম্পূর্ণ হলে তখন শরীর

ত্যাগ করে দেবে। যারা কর্মজীত অবস্থা প্রাপ্ত করেছে, তাদের কোনো দুঃখ থাকতে পারে না। তারা এই ছিঃ-ছিঃ (অপবিত্র) দুনিয়ায় থাকতে পারে না। তারা চলে যাবে, বাকি যারা থেকে যাবে তারা এখনও কর্মজীত হয় নি। সকলেই তো একসঙ্গে কর্মজীত হতে পারে না। যদিও বিনাশ হয় তথাপি কিছু তো বেঁচে থাকবে। প্রলয় হয় না। গায়নও করে যে, রাম গেছে, রাবণ গেছে..... রাবণের অনেক বড় পরিবার। আমাদের পরিবার তো ছোট। এখানে অনেক ধর্ম। বাস্তবে সর্বাপেক্ষা বড় পরিবার তো আমাদের হওয়া উচিত কারণ দেবী-দেবতা ধর্ম সর্বপ্রথমে আসে। এখন তো সব মিলেমিশে গেছে তাই খ্রিষ্টান অনেক হয়ে গেছে। যেখানে মানুষ সুখ দেখে, পদ (পজিশন) দেখে, তখন সেই ধর্মকে গ্রহণ করে। যখন-যখন পোপ আসে তখন অনেকেই খ্রিষ্টান (ধর্মালম্বিত) হয়ে যায়। তখন বৃদ্ধিও অনেক হয়। সত্যযুগে তো হয়ই এক পুত্রসন্তান, এক কন্যাসন্তান। আর কোনো ধর্মের এমন বৃদ্ধি হয় না। এখন দেখো, খ্রিষ্টান সর্বাপেক্ষা অধিক। যারা অধিক সন্তানের জন্ম দেয়, তারা পুরস্কার পায় কারণ তাদের তো অনেক মানুষ চাই, তাই না। যারা মিলিটারী, যুদ্ধের কার্যে ব্যবহৃত হবে। তারাও তো খ্রিষ্টান। রাশিয়া, আমেরিকায় সকলেই খ্রিষ্টান, একটি কাহিনী রয়েছে -- দুটি বানর লড়াই করে আর মাখন বিড়ালে খেয়ে যায়। ড্রামাও এভাবেই নির্ধারিত হয়ে রয়েছে। প্রথমে হিন্দু-মুসলমান একসঙ্গে বসবাস করত। যখন পৃথক হয়ে যায় তখন পাকিস্তানে নতুন রাজত্ব শুরু হয়। এই ড্রামাও পূর্ব-নির্ধারিত। দুপক্ষ যখন লড়াই করবে, তখন অন্য দেশ থেকে বারুদ(অস্ত্র-শস্ত্র) নেবে, তখন তাদের ভাল ব্যবসা হবে। সর্বোচ্চ ব্যবসা হলো ওঁনার (পরমাত্মা)। কিন্তু ড্রামার ভবিষ্যৎ এই যে, বিজয় তোমাদের হবে। এটা ১০০ শতাংশ নিশ্চিত যে, কেউ-ই তোমাদের উপর বিজয়প্রাপ্ত করতে পারবে না। বাকি সকলের-ই বিনাশ হবে। তোমরা জানো যে, নতুন দুনিয়ায় আমাদের রাজত্ব হবে। যারজন্যই তোমরা পড়ছ। তোমরা এখন যোগ্য তৈরী হচ্ছে। তোমরা যোগ্য ছিলে, এখন অযোগ্য হয়ে গেছ, পুনরায় যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে। গায়নও করা হয় যে, পতিত-পাবন এসো। কিন্তু এর অর্থ কি বুঝতে পারে, না পারে না। এ হলেই সম্পূর্ণ জঙ্গল। এখন বাবা এসেছেন, এসে কাঁটার জঙ্গলকে ফুলের বাগিচায় পরিণত করেন। ওটা হলো ডিটি(পবিত্র) ওয়ার্ল্ড, আর এটা হলো ডেভিল ওয়ার্ল্ড (অপবিত্র দুনিয়া)। মনুষ্য-সৃষ্টির সমগ্র রহস্য বুঝিয়েছেন। তোমরা এখন বুঝতে পারো যে, আমরা নিজেদের ধর্মকে ভুলে গিয়ে ভ্রষ্ট হয়ে গেছি। সব কর্ম এখানে বিকর্মই হয়ে যায়। কর্ম, বিকর্ম, অকর্মের গতি বাবা তোমাদের বুঝিয়ে গিয়েছিলেন। তোমরা জানো যে, নিশ্চিতই কাল আমরা এমন ছিলাম। পুনরায় আজ আমরা এমন(দেবী-দেবতা) তৈরী হচ্ছি। দৈবী-যুগ নিকটেই রয়েছে, তাই না। বাবা বলেন, কাল তোমাদের দেবতায় পরিণত করেছিলাম, রাজ্য-ভাগ্য দিয়েছিলাম, সেসব এখন কি করেছে ? এখন তোমাদের স্মরণে এসেছে যে -- ভক্তিমার্গে আমরা কত ধন-সম্পত্তি নষ্ট করেছি। যেন কালকের কথা, তাই না। বাবা তো এসে হাতের উপর স্বর্গ রাখেন। এই জ্ঞান বুদ্ধিতে থাকা উচিত। বাবা এও বুঝিয়েছেন যে, এই চোখ কত ধোঁকা দেয়। ক্রিমিনাল আই-কে (কু-দৃষ্টি) জ্ঞানের মাধ্যমে সিভিল বানাতে হবে। *আচ্ছা।*

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) অসীম জগতের ডায়রীতে নিজের চার্ট নোট করতে হবে যে, আমরা স্মরণে থেকে কতটা লাভ বৃদ্ধি করতে পেরেছি ? লোকসান হয়ে যায়নি তো ? স্মরণের সময় বুদ্ধি কোথায়-কোথায় গিয়েছিল ?

২) এই জন্মে বাল্যকাল থেকে আমাদের দ্বারা কী-কী উল্টোকর্ম বা পাপ হয়েছে, তা নোট করতে হবে। যেকথা হৃদয়কে দংশন করে তা বাবাকে শুনিয়ে দিয়ে হাল্কা হয়ে যেতে হবে। এখন কোন পাপকর্ম করা উচিত নয়।

বরদানঃ:- কারোর সু-গুণের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার পরিবর্তে তা নিজের মধ্যে ধারণ করা পরমাত্ম-স্নেহী ভব*
ব্যাখ্যাঃ:- যদি পরমাত্ম-স্নেহী হতে হয়, তবে শরীর-সচেতনতার (বডি-কনশাস) বাঁধাগুলোকে পরীক্ষা কর। অনেক বাচ্চারা বলে যে, এ (ভাই বা বোন) খুব ভালো, তাই (মনে) একটু দয়াভাব উৎপন্ন হয়.....কেউ কারোর শরীরের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে, আবার কেউ কারোর গুণ বা বিশেষত্বের প্রতি। কিন্তু সেই বিশেষত্ব বা গুণ প্রদানকারী আসলে কে ? কেউ যদি সু-গুণের অধিকারী হয় তাহলে তার গুণকে যদি গ্রহণ করও কিন্তু সেই গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ো না। (সবকিছুর) উর্ধ্বে ওঠো এবং বাবার স্নেহী হও। এমন স্নেহী অর্থাৎ পরমাত্ম-স্নেহী বাচ্চারা সদা সুরক্ষিত থাকে।

স্লোগানঃ:- সাইলেন্সের শক্তিকে ইমার্জ করো, তবেই সেবার গতি দ্রুতগামী (ফাস্ট) হয়ে যাবে।*

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবা এসেছেন তোমাদের আত্মিক কারিগরি শেখাতে, যে কারিগরি দ্বারা তোমরা সূর্য চন্দ্রকে পার করে শান্তিধামে যাও"

প্রশ্ন:- সায়েন্সের অহংকার এবং সাইলেন্সের অহংকার - এই দুইয়ের মধ্যে কি তফাৎ আছে?

উত্তর:- সায়েন্স অহংকারী হয়ে চাঁদ তারায় যাওয়ার জন্য কত অর্থ ব্যয় করে। দেহের জন্য বিপদের ঝুঁকি নিয়ে যাত্রা করে। তাদের ভয় থাকে যাতে রকেট ফেল না হয়ে যায়। তোমরা বাচ্চারা সাইলেন্সের অহংকার নিয়ে একটি টাকাও খরচ না করে সূর্য চন্দ্রকে পার করে মূলবতনে পৌঁছে যাও। তোমাদের কোনও ভয় থাকে না, কারণ তোমরা শরীর এখানেই ছেড়ে চলে যাও।

ওম্ শান্তি। আত্মিক পিতা বসে আত্মারূপী বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন। বাচ্চারা শোনে যে, সায়েন্টিস্টদের দল চাঁদে যাওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু তারা তো শুধুমাত্র চাঁদ পর্যন্ত যাওয়ার চেষ্টা করছে, কত টাকা খরচ করছে। খুব ভয় থাকে উপরে যাত্রা করার। এখন তোমরা নিজেদের নিয়ে বিচার করো, তোমরা কোথাকার বাসিন্দা? তারা তো চন্দ্রমার দিকে যাচ্ছে। তোমরা তো সূর্য-চন্দ্র পার করে চলে যাও একেবারে মূলবতনে। তারা তো উপরে গেলে অনেক টাকা পায়। উপরে ভ্রমণ করে এলে লক্ষ লক্ষ উপহার পায়। শরীরের জন্য বিপদের ঝুঁকি নিয়ে যায়। তারা হল সায়েন্স নিয়ে অহংকারী। তোমাদের কাছে আছে সাইলেন্সের অহংকার। তোমরা জানো আমরা আত্মা নিজের শান্তিধাম ব্রহ্মাণ্ডে যাই। আত্মা-ই সবকিছু করে। তাদের আত্মাও শরীর সহ উপরে যাত্রা করে। খুবই ভয়ংকর। ভয়ও পায়, উপর থেকে নীচে পড়লে জীবন শেষ হয়ে যাবে। সেসবই হল দৈহিক জগতের কারিগরি। বাবা তোমাদের আত্মিক কারিগরি শেখান। এই কারিগরি শিখলে তোমাদের বিশাল পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। ২১ জন্মের পুরস্কার, নশ্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। আজকাল গভর্নমেন্ট লটারিও বের করে, তাইনা। এই বাবা তোমাদের পুরস্কার দেন। আর কি শেখান? তোমাদের একেবারে উপরে নিয়ে যান, যেখানে তোমাদের আসল ঠিকানা আছে। এখন তোমাদের মনে পড়েছে তাইনা যে, আমাদের ঠিকানা কোথায় এবং যে রাজধানী হারিয়েছে, সেটাই বা কোথায়। রাবণ কেড়ে নিয়েছে। এখন আমরা আবার নিজের প্রকৃত আসল ঠিকানায় পৌঁছে যাই এবং রাজত্বও প্রাপ্ত করি। মুক্তিধাম আমাদের ঠিকানা - সে কথা তো কেউ জানে না। এখন বাচ্চারা তোমাদের শেখানোর জন্য দেখা বাবা কোথা থেকে আসেন, কত দূর থেকে আসেন। আত্মাও হল রকেট। তারা দেখার চেষ্টা করে উপরে গিয়ে যে চাঁদে কি আছে, তারায় কি আছে? তোমরা বাচ্চারা জানো সেসব হল মহাকাশের আলো। যেমন কোনও স্থান বিশেষে বিদ্যুতের আলো ব্যবহার করা হয়। মিউজিয়ামেও তোমরা আলোক সজ্জার ব্যবস্থা করো, তাইনা। আর এ হল অসীম জগতের। এখানে এই সূর্য, চাঁদ, তারা হল আলো প্রদানকারী। মানুষ ভাবে সূর্য-চন্দ্রমা হল দেবতা। কিন্তু তারা দেবতা নয়। এখন তোমরা বুঝেছ বাবা কীভাবে এসে আমাদের মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত করেন। এরা হল জ্ঞান সূর্য, জ্ঞান চন্দ্রমা, জ্ঞান লাকি তারা। জ্ঞানের দ্বারা-ই বাচ্চারা তোমাদের সদগতি হচ্ছে। তোমরা কত দূর পর্যন্ত যাও। বাবা-ই ঘরে ফেরার পথ বলে দিয়েছেন। বাবা ব্যতীত কেউ নিজের ঘরে ফিরে যেতে পারে না। বাবা যখন এসে শিক্ষা প্রদান করেন, তখন তোমরা জানো। এই কথাও বুঝতে পারো আমরা আত্মারা পবিত্র হব তবেই নিজের ঘর পরমধাম যেতে পারব। এবার যোগবলের দ্বারা হোক বা দন্ড ভোগের বল দ্বারা ই হোক পবিত্র হতে হবে। বাবা তো বোঝাতে থাকেন যত বেশি বাবাকে স্মরণ করবে ততই তোমরা পবিত্র হবে। স্মরণ না করলে পতিত থেকে যাবে তারপর অনেক সাজা ভোগ করতে হবে এবং পদ ভ্রষ্ট হয়ে যাবে অর্থাৎ পদ মর্যাদাও কম হয়ে যাবে। বাবা নিজে বসে তোমাদের বোঝান। তোমরা এই ভাবে ঘরে ফিরতে পারবে। ব্রহ্মান্ড কি, সূক্ষ্ম বতন কি, কিছুই জানেনা। স্টুডেন্ট প্রথমে কি জানে নাকি, যখন পড়া শুরু করে তখন নলেজ প্রাপ্ত করে। নলেজও হয় কোনোটা ছোট, কোনোটা বড়। আই. সী. এস এর পরীক্ষা দিলে তো বলা হবে নলেজফুল। এর চেয়ে বড় নলেজ কিছু হয় না। এখন তোমরাও কত উঁচু মানের নলেজ শিখছ। বাবা তোমাদের পবিত্র হওয়ার যুক্তি বলে দিচ্ছেন যে বাচ্চারা মামেকম্ স্মরণ করো তাহলে তোমরা পতিত থেকে পবিত্র হবে। আসলে তোমরা আত্মারা পবিত্র ছিলে। উপরে নিজের ঘরে অর্থাৎ পরমধামের বাসিন্দা ছিলে, যখন তোমরা সত্যযুগে জীবনমুক্তিতে থাকো তখন অন্যরা সবাই মুক্তিধামে থাকে। মুক্তি এবং জীবনমুক্তি দুটিকে আমরা শিবালয় বলতে পারি। মুক্তিতে শিববাবাও থাকেন, আমরা আত্মা রূপী বাচ্চারাও থাকি। এই হল রূহানী হাইয়েস্ট নলেজ অর্থাৎ আধ্যাত্মিক উচ্চতম জ্ঞান। তারা বলে আমরা চাঁদের উপরে গিয়ে থাকব। কত মাথা ঘামায়। বীর বাহাদুরি দেখায়। এতখানি মাল্টি মিলিয়ন মাইল বা কোটি কোটি মাইল দূরে উপরে যাত্রা করে, কিন্তু তাদের আশা পূর্ণ হয় না আর তোমাদের আশা পূর্ণ হয়। তাদের হল মিথ্যা দৈহিক অহংকার।

তোমাদের হল আত্মিক অহংকার। তারা মায়াবাহাদুরি দেখায় কতরকমের। মানুষ কত হাততালি দেয়, অভিনন্দন জানায়। প্রাপ্তিও হয় অনেক। ৫-১০ কোটি প্রাপ্ত করে। বাচ্চারা তোমাদের এই জ্ঞান আছে যে তারা যে ধন প্রাপ্ত করে, সেসব শেষ হয়ে যাবে। ভেবে নাও আর বাকি কিছু দিন আছে। আজ কি আছে, কাল কি হবে ! আজ তোমরা হলে নরক বাসী, কাল স্বর্গ বাসী হয়ে যাবে। সময় বেশি লাগে না, সুতরাং তাদের হল দৈহিক শক্তি এবং তোমাদের হল আত্মিক শক্তি। যে কথা শুধু তোমরাই জানো। তারা দৈহিক শক্তি দিয়ে কত দূর যাবে। চাঁদ, তারা পর্যন্ত যাবে আর যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। তারপর সব শেষ হবে। তাদের কারিগরি এই পর্যন্তই শেষ হয়ে যাবে। সে সব হল দৈহিক জগতের উচ্চতম কারিগরি, তোমাদের হল আত্মিক জগতের উচ্চতম কারিগরি। তোমরা শান্তিধাম যাও। তার নাম-ই হল সুইট হোম। তারা কত উপরে যায় আর তোমরা নিজেদের হিসেব করো - তোমরা কত মাইল উপরে যাও ? তোমরা কে ? আত্মা। বাবা বলেন আমি কত কত মাইল উপরে থাকি। গুনতে পারবে ? তাদের কাছে তো গণনা আছে, তারা বলে এত মাইল উপরে গিয়ে ফিরে এসেছি। খুব সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়, এমন ভাবে নামব এমন করব, অনেক শোরগোল হয়। তোমাদের কি আওয়াজ হবে ? তোমরা কোথায় যাও তারপরে কীভাবে আসো, কেউ জানেনা। তোমরা কি প্রাইজ পাও, সে কথাও তোমরাই জানো। সবই ওয়ান্ডারফুল। সব বাবার কামাল, কেউ জানেনা। তোমরা তো বলবে এতে নতুন কথা কি আছে। প্রতি ৫ হাজার বছর পরে তারা নিজের প্র্যাক্টিস করতে থাকবে। তোমরা এই সৃষ্টি রূপী ড্রামার আদি, মধ্য, অন্তের সময়াবধি ইত্যাদি ভালো ভাবেই জানো। সুতরাং তোমাদের মনে নেশা থাকা উচিত - বাবা আমাদের কি শেখান। খুব উঁচু মানের পুরুষার্থ করি আমরা এবং করতে থাকবো। এই সব কথা অন্য কেউ জানেনা। বাবা হলেন গুপ্ত। তোমাদের রোজ কত কথা বোঝান। তোমাদের কত নলেজ দেন। তাদের যাত্রা হল সীমিত। তোমরা যাও অসীমে। তারা চাঁদ পর্যন্ত যায়, এবারে সেসব তো হল বিশাল আলো, আর কিছু তো নয়। তাদের ধরাতল দেখতে খুব ছোট লাগে। সুতরাং তাদের জাগতিক জ্ঞান এবং তোমাদের জ্ঞানে অনেক তফাৎ আছে। তোমাদের আত্মা কতখানি সূক্ষ্ম। কিন্তু রকেট খুবই তীব্র। আত্মা উপরে থাকে তারপরে আসে পার্ট প্লে করতে। তিনিও হলেন সুপ্রিম আত্মা। কিন্তু তাঁর পূজো হবে কীভাবে। ভক্তিও অবশ্যই হতে হবে।

বাবা বুঝিয়েছেন অর্ধকল্প হল জ্ঞান, অর্থাৎ দিন, অর্ধকল্প হল ভক্তি অর্থাৎ রাত। এখন সঙ্গম যুগে তোমরা জ্ঞান প্রাপ্ত করো। সত্যযুগে তো জ্ঞান থাকে না তাই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ বলা হয়। সবাইকে পুরুষোত্তম বানানো হয়। তোমাদের আত্মা কত দূরে দূরে যাত্রা করে, তোমাদের খুব আনন্দ হয়, তাই না ! তারা কারিগরি দেখায় তো অনেক ধন লাভ হয়। যদিও তোমরা জানো, যতই ধন প্রাপ্ত হোক সঙ্গে কিছুই যাবে না। এই মরে কি সেই মরে। সবকিছু শেষ হয়ে যাবে। এখন তোমরা কত মূল্যবান রত্ন প্রাপ্ত করো, সেসবের মূল্য গণনা করা যায় না। এক একটি বাক্য লক্ষ লক্ষ টাকার। কত সময় থেকে তোমরা শুনতেই থাকো। গীতায় কত মূল্যবান নলেজ আছে। এ হল প্রকৃত গীতা, যাকে মোস্ট ভ্যালুয়েবল বলা হয়। সর্বশাস্ত্রের শিরোমণি হল শ্রীমৎ ভগবৎ গীতা। তারা যদিও পড়ে, কিন্তু অর্থ কিছু বোঝে না। কেবল গীতা পড়লে কি হবে ! এখন বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো, তবেই তোমরা পবিত্র হবে। যদিও তারা গীতা পড়ে কিন্তু একজনেরও বাবার সঙ্গে যোগ নেই। বাবাকেই সর্বব্যাপী বলে দেয়। পবিত্রও হতে পারবে না। এবার এই লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র তোমাদের সামনে আছে। তাঁদের দেবতা বলা হয়, কারণ দৈবীগুণ আছে। তোমরা হলে আত্মা, তোমাদের পবিত্র হয়ে সবাইকে নিজের প্রকৃত গৃহ পরমধামে ফিরতে হবে। নতুন দুনিয়ায় তো এত মানুষ থাকে না। বাকি সব আত্মাদের ফিরতে হবে নিজের ঘর পরমধামে। বাবা তোমাদের ওয়ান্ডারফুল নলেজ দেন, যার দ্বারা তোমরা মানুষ থেকে দেবতা স্বরূপে উচ্চ স্বরূপ ধারী হও। সুতরাং এমন পড়াশোনার প্রতি মনোযোগ ততটাই চাই। বাবা এই কথা বোঝান, যে যেমন কল্প পূর্বে মনোনিবেশ করেছিল, সেরকমই করবে। বোঝা যায় সবই। বাবা সার্ভিস করার খবর শুনে খুশী হন। বাবাকে কখনও চিঠি না লিখলে বোঝেন তার বুদ্ধিযোগ কোথাও পাথরে নুড়িতে আটকে আছে। দেহ-অভিমান এসেছে, বাবাকে ভুলে গেছে। তা নাহলে ভেবে দেখো, লাভ ম্যারেজ করলে নিজেদের মধ্যে কতখানি ভালোবাসা থাকে। হ্যাঁ, যদিও কারো মন পরিবর্তন হয়ে গেলে স্ত্রীকে খুনও করে। এ হল তোমাদের তাঁর সঙ্গে লাভ ম্যারেজ। বাবা এসে তোমাদের নিজের পরিচয় দেন। তোমরা নিজেরা আপনা থেকেই পরিচয় প্রাপ্ত করো না। বাবাকে আসতে হয়। বাবা আসবেন তখন যখন দুনিয়া পুরানো হবে। পুরানো দুনিয়াকে নতুন করতে অবশ্যই সঙ্গমেই আসবেন। বাবার ডিউটি হল নতুন দুনিয়া স্থাপন করা। বাবা তোমাদের স্বর্গের মালিক বানিয়ে দেন, অতএব এমন বাবার সঙ্গে কতখানি ভালোবাসা থাকা উচিত ! তাহলে তোমরা কেন বলো যে, বাবা আমরা ভুলে যাই। বাবা হলেন কত উচ্চ থেকেও উচ্চ। তাঁর চেয়ে উচ্চ আর কেউ নেই। মানুষ মুক্তির জন্য কত মাথা ঘামায়, উপায় বের করে। কত মিথ্যা, ঠগবাজি চলছে। মহর্ষি ইত্যাদির কত নাম ডাক। গভর্নমেন্ট ১০ - ২০ একর জমি দান করে। এমন নয় যে গভর্নমেন্ট অধার্মিক। সেখানে কোনও মন্ত্রী ধার্মিক হয়, কেউ অধার্মিক, কেউ ধর্মকে বিশ্বাস করে না। বলা হয় রিলিজেন ইজ মাইট অর্থাৎ ধর্ম-ই হল শক্তি। খ্রিস্টান ধর্মে শক্তি ছিল, তাইনা। সম্পূর্ণ ভারতকে গ্রাস করে

গেছে। এখন ভারতে কোনও শক্তি নেই। কত ঝগড়া মারামারি লেগে আছে। সেই ভারত কি ছিল। বাবা কীভাবে, কোথায় আসেন, কেউ তা জানে না। তোমরা জানো বাবা আসেন অত্যন্ত অধঃপতিত অপবিত্র দেশে, যেখানে রয়েছে নত্র (বড় বড় কুমীর), কুমীর থাকে। মানুষ এমন যে সব কিছু খায়। সবচেয়ে বেশি বৈষ্ণব ভারতে ছিল। এ হল বৈষ্ণব রাজ্য, তাইনা। কোথায় এমন পবিত্র দেবতারা, আর কোথায় আজকাল দেখো কি-কি ভিক্ষণ করে। মানুষথেকে হয়ে যায়। ভারতের কি অবস্থা হয়েছে। এখন তোমাদের সম্পূর্ণ রহস্য বোঝানো হচ্ছে। উপর থেকে নীচে পর্যন্ত পূর্ণ জ্ঞান প্রদান করা হচ্ছে। সর্ব প্রথম তোমরাই এই পৃথিবীতে থাকো, তারপরে মানুষ সংখ্যায় বৃদ্ধি পায়। এখন অল্প সময়ের মধ্যে হাহাকার হবে, তারপরে হয় হয় করতে থাকবে। স্বর্গে দেখো কত সুখ আছে। এই মুখ্য উদ্দেশ্যটি চিহ্ন রূপে দেখো। বাচ্চারা, এইসব তোমাদের ধারণও করতে হবে। কত বিশাল এই পড়াশোনা। বাবা কত ক্লিয়ার করে বোঝান। মালার রহস্যও বোঝান। উপরে ফুল আছে, রয়েছে শিববাবা, তারপরে মেরু। এ হল প্রবৃত্তি মার্গ। নিবৃত্তি মার্গের মানুষদের মালা জপ করার হুকুম নেই। এ হল-ই দেবতাদের মালা, তাঁরা রাজ্য কীভাবে প্রাপ্ত করেন, তোমাদের মধ্যেও নম্বর অনুযায়ী আছে। কেউ কেউ এমনও আছে, যারা নির্ভীক ভাবে বোঝাতে পারো - এসো তো আমরা তোমাদের এমন কথা বলি যা অন্য কেউ বলতে পারে না। এক শিববাবা ব্যতীত সে কথা আর কেউ জানে না। তাদের এই রাজযোগ কে শিখিয়েছে। খুব নরম করে বসিয়ে বোঝানো উচিত। এই ৮৪ জন্ম কীভাবে হয়, দেবতা, ঋত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। বাবা কত সহজ জ্ঞান বলে দেন এবং তার সাথে পবিত্রও হতে হবে, তবেই উঁচু পদ প্রাপ্ত হবে। সম্পূর্ণ বিশ্বে শান্তি স্থাপনকারী হলে তোমরা। বাবা তোমাদের রাজ্য ভাগ্য প্রদান করেন। তিনি হলেন দাতা, তাইনা। তিনি কিছু নেন না। তোমাদের পড়াশোনার এই হল পুরস্কার। এমন পুরস্কার অন্য কেউ দিতে পারে না। অতএব এমন বাবাকে ভালোবেসে কেন স্মরণ করো না। লৌকিক পিতাকে তো সারা জীবন স্মরণ করো। পারলৌকিক পিতাকে কেন স্মরণ করো না। বাবা বলেছেন, এ হল যুদ্ধের ময়দান, সময় লাগে পবিত্র হতে। এতটাই সময় লাগে যতক্ষণ লড়াই পূর্ণ হয়। এমন নয় যারা প্রথমে এসেছে তারা সম্পূর্ণ পবিত্র হবে। বাবা বলেন, মায়ার লড়াই খুব জোরে চলে। ভালো ভালোদেরও মায়া পরাজিত করে। এতই শক্তিশালী মায়া। যাদের পতন হয় তারা আর মুরলী কোথায় শোনে। সেন্টারে তো আসেই না তো তারা জানবে কীভাবে। মায়া একদম ওয়ার্থ নট এ পেনি করে দেয় অর্থাৎ কোনো কাজের নয় এমন করে দেয়। যখন মুরলী পড়বে তখন তো সজাগ হবে। নোংরা কাজ করে। কোনো সেন্সিবল বাচ্চা তাদের এই ভাবে বোঝাতে পারো - তুমি মায়ার কাছে পরাজিত হলে কীভাবে। বাবা তোমাদের কি কথা শোনান, তোমরা তবুও কোথায় যাচ্ছ, একবার ভেবে দেখো। মায়া এদের নষ্ট করছে দেখে তাদের রক্ষা করার চেষ্টা করা উচিত। মায়া যাতে সম্পূর্ণ নষ্ট না করতে পারে, যাতে পুনরায় সজাগ হতে পারে। তা নাহলে উঁচু পদ প্রাপ্ত হবে না। সঙ্কুর নিন্দা করাবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন স্নেহ আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) বাবার কাছে সাইলেন্সের কারিগরি শিখে এই দৈহিক জগৎ থেকে অসীম জগতে যেতে হবে। যেন নেশা থাকে বাবা আমাদের কত ওয়ান্ডারফুল জ্ঞান দিয়ে, বিশাল পুরস্কার প্রদান করেন।

২) নির্ভীক চিত্তে খুব মনোরম ভাবে সেবা করতে হবে। মায়ার যুদ্ধে বলশালী হয়ে বিজয়ী হতে হবে। মুরলী শুনে সজাগ থাকতে হবে এবং সবাইকে সজাগ করতে হবে।

বরদানঃ- স্বরাজ্যের সংস্কার দ্বারা ভবিষ্যতের রাজ্য অধিকার প্রাপ্তকারী সৌভাগ্যবান আত্মা ভব*

ব্যাখা: অনেক কালের রাজ্য অধিকারী হওয়ার সংস্কার অনেক কালের ভবিষ্যতের রাজ্য অধিকারী বানাবে। যদি বার-বার বশীভূত হও, অধিকারী হওয়ার সংস্কার নেই, তবে রাজ্য অধিকারীর রাজ্যে থাকবে কিন্তু রাজ্য - ভাগ্য প্রাপ্ত হবে না। অতএব জ্ঞানের দর্পণে নিজের ভাগ্যের চেহারা দেখো। অনেক কালের অভ্যাস দ্বারা নিজের বিশেষ সহযোগী কর্মচারী বা রাজ্য কারবারে নিযুক্ত সাথীদের নিজের অধিকারে পরিচালনা করো। রাজা হও, তবেই বলা হবে সৌভাগ্যবান আত্মা।

স্নোগানঃ- সকাশ প্রদান করার সেবা করার জন্য অসীম জগতের বৈরাগ্য বৃত্তি ইমার্জ (জাগ্রত) করো।*

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবা হলেন অবিনাশী বৈদ্য, যিনি একটি মহামন্ত্র দ্বারাই তোমাদের সব দুঃখ দূর করে দেন"

প্রশ্ন: -- মায়া তোমাদের মধ্যে কেন বিঘ্ন সৃষ্টি করে এবং কি কারণে?

উত্তর: -- ১) কেননা তোমরা হলে মায়ার সবচেয়ে বড় গ্রাহক। মায়ার গ্রাহক কমে যেতে শুরু করলেই সে বিঘ্ন সৃষ্টি করে।

২) যখন অবিনাশী বৈদ্য তোমাদের ওষুধ দেন, তখন মায়া রূপী রোগ উথলে ওঠে, সেইজন্য বিঘ্ন আসলে ভয় পেও না। "মন্মনাভব" মন্ত্র দ্বারাই মায়া দূরে সরে যাবে।

ওম্ শান্তি। বাবা বাচ্চাদের বসে বোঝান, মানুষ 'মনের শান্তি, মনের শান্তি' বলে হয়রান হয়ে যায়। রোজ বলেও থাকে ওম্ শান্তি। কিন্তু এর অর্থ না জানার কারণে শান্তি চাইতেই থাকে। বলেও থাকে আই এম আত্মা, আই এম সাইলেন্স (আমি আত্মা শান্ত এবং সাইলেন্স বা অন্তর্মুখী)। আমাদের স্বধর্মই হলো সাইলেন্স। তবে স্বধর্মই যখন শান্তি, তখন কেন শান্তি চেয়ে থাকে? অর্থ না বোঝার কারণেই চাইতে থাকে। তোমরা বুঝেছ এটা হল রাবণ রাজ্য। কিন্তু ওরা তো (লৌকিকের) বুঝতেই চায় না রাবণ সম্পূর্ণ দুনিয়াতে প্রধান আর বিশেষ করে ভারতের শত্রু। এইজন্যই রাবণকে জ্বালাতেই থাকে। এমন কোনো মানুষ আছে, যাকে প্রতিবছর জ্বালিয়ে আসছে? একে তো জন্ম-জন্মান্তর, কল্প-কল্পান্তর ধরে জ্বালিয়ে আসছে। কেননা এ হলো তোমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু। ৫ বিকারের জালে সবাই ফেঁসে আছে। জন্মই হয় ব্রষ্টাচার দ্বারা, সুতরাং এটা তো রাবণ রাজ্য। এই সময় অগাধ দুঃখ। এর নিমিত্ত কে? রাবণ, এটা কারও জানা নেই দুঃখ কিসের কারণে হচ্ছে। রাজ্যটাই রাবণের। সবচেয়ে বড় শত্রু তো এই। প্রতি বছর তার কুশপুতলিকা তৈরি করে জ্বালিয়ে দেয়। প্রতি বছরই এর উচ্চতা বৃদ্ধি পেতেই থাকে, দুঃখও বৃদ্ধি পেতে থাকে। এতো বড় বড় সাধু, সন্ত, মহাত্মা ইত্যাদিরা আছে কিন্তু তাদের একজনও কেউ জানেনা যে, রাবণ-ই আমাদের শত্রু, যাকে আমরা প্রতি বছর জ্বালিয়ে আসছি, তারপর খুশির উৎসব পালন করে থাকে। ওরা ভাবে রাবণ মরেছে আর আমরা লক্ষার মালিক হতে পেরেছি। কিন্তু মালিক হয় না। কত পয়সা খরচ করে। বাবা বলেন, তোমাদের অগুণতি টাকা পয়সা দিয়েছিলাম, সেসব কোথায় হারিয়েছে? দশহরা উপলক্ষে লক্ষ টাকা খরচ করে। রাবণকে মেরে আবার লক্ষা লুট করে (বিকারগ্রস্ত হয়ে যায়)। কিছুই জানেনা, কেন রাবণকে জ্বালানো হয়। এই সময় সবাই এর বিকারের জালে আটকে পড়ে আছে। অর্ধকল্প ধরে রাবণকে জ্বালিয়ে আসছে, কেননা তারা দুঃখী। তারা এটাও জানে রাবণের রাজ্যে আমরা খুব দুঃখী। এটা জানা নেই যে, সত্যযুগে ৫ বিকার থাকেনা। রাবণ জ্বালানো ইত্যাদি হয়না। ওদের জিঞ্জাসা করো কবে থেকে এসব পালন করে আসছে? বলবে অনাদিকাল ধরে হয়ে আসছে। রাখিবন্ধন কবে থেকে শুরু হয়েছিল? বলবে অনাদিকাল ধরে হয়ে আসছে। সুতরাং এসব বিষয় বোঝার আছে, তাইনা। মানুষের বুদ্ধি কি হয়ে গেছে। না জানোয়ার, না মানুষ, কোনও কাজের নয়। স্বর্গ কি একদমই জানেনা। ভাবে - এই দুনিয়া ভগবান তৈরি করেছেন। দুঃখে তবুও ভগবানকে স্মরণ করে বলে — হে ভগবান, এই দুঃখ থেকে মুক্ত কর। কিন্তু কলিযুগে তো সুখী হওয়া সম্ভব নয়। দুঃখ তো অবশ্যই ভোগ করতে হবে। সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতেই হবে। নতুন দুনিয়া থেকে পুরানো দুনিয়ার শেষ পর্যন্ত সমস্ত রহস্য বাবা এসে বুঝিয়ে বলেন। বাচ্চাদের কাছে এসে বলেন সমস্ত দুঃখের ওষুধ একটাই। তিনি অবিনাশী বৈদ্য, তাইনা। ২১ জন্মের জন্য সবাইকে দুঃখ থেকে মুক্ত করেন। লৌকিক বৈদ্যরা তো নিজেরাই রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ইনি হলেন অবিনাশী বৈদ্য। তোমরা এটা বুঝেছ - দুঃখ যেমন অগাধ সুখও তেমনি অগাধ। বাবা অগাধ সুখ প্রদান করেন। ওখানে (সত্য যুগে) দুঃখের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। সুখী হওয়ারই ওষুধ। শুধুমাত্র আমাকে স্মরণ করলে পবিত্র সত্যপ্রধান হয়ে যাবে, সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে। তারপর শুধুই সুখ আর সুখ। গাওয়াও হয় — বাবা দুঃখ হরণকারী, সুখ প্রদানকারী। অর্ধকল্পের জন্য তোমাদের সব দুঃখ দূর হয়ে যায়। তোমরা শুধু নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো।

আত্মা আর জীব এই দুইয়েরই খেলা। নিরাকার আত্মা অবিনাশী, আর সাকার শরীর বিনাশী - এরই খেলা চলে। এখন বাবা বলেন, দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধকে ভুলে যাও। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও এমনটাই ভাবো যে, আমাকে এবার ফিরে যেতে হবে। পতিত তো যেতে পারবে না সেইজন্য মামেকম্ স্মরণ করো, তবেই সত্যপ্রধান হয়ে যাবে। বাবার কাছে ওষুধ আছে না! বাবা এও বলেছেন, মায়া অবশ্যই বিঘ্ন সৃষ্টি করবে। তোমরা হলে রাবণের গ্রাহক, তাইনা! মায়ার গ্রাহক চলে যাবে এরজন্য তো মায়া অবশ্যই মরিয়া হয়ে উঠবে। সুতরাং বাবা বোঝান, এ হলো ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন, কোনও ওষুধ

নয় । ওষুধ হলো স্মরণের যাত্রা । এই একটা ওষুধ দ্বারাই তোমাদের সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে, যদি আমাকে নিরন্তর স্মরণ করার পুরুষার্থ কর। ভক্তি মার্গে এমন অসংখ্য মানুষ আছে, যাদের মুখ চলতেই থাকে । কেউ না কেউ রাম মন্ত্র জপ করতেই থাকে, তারা গুরুর কাছ থেকে মন্ত্র পেয়েছে, এতোবার জপ তোমাদের করতেই হবে । ওদের বলা হয় রাম নাম জপকারী। একে বলে রাম নামের দান । এরকম অসংখ্য সংস্থা তৈরি হয়েছে । রাম-রাম জপ করতে থাকলে লড়াই, ঝগড়া করতে পারবে না, ব্যস্ত থাকবে । কেউ কিছু বললেও রেসপন্স করবে না। খুব অল্প সংখ্যকই এমন করে থাকে । এখানে বাবা বুঝিয়েছেন, মুখে রাম-রাম করার প্রয়োজন নেই । এ হলো অজপা জপ, নিরন্তর বাবাকে স্মরণ করে যাও । *বাবা বলেন, আমি রাম নই । রাম তো ত্রেতা যুগে ছিল, যার রাজত্ব ছিল, তাকে জপ করার প্রয়োজন নেই* । বাবা বলেন ভক্তি মার্গে এইভাবে স্মরণ করতে করতে, পূজা করতে করতে সিঁড়ির নীচেই নেমে এসেছো, কেননা তা হলো ব্যভিচারী । অব্যভিচারী একজনই, তিনি হলেন শিববাবা । উনিই বাচ্চারা তোমাদেরকে বোঝান, এ কেমন ভুল-ভুলাইয়া খেলা । যে বাবার কাছ থেকে অনন্ত জগতের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় তাঁকে স্মরণ করলে মুখের চেহারাই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে । খুশিতে চেহারা উৎফুল্ল হয়ে ওঠে । মুখে সবসময় স্মিত হাসি থাকে । তোমরা জানো, বাবাকে স্মরণ করলে আমরা এমন হতে পারব । অর্ধকল্পের জন্য আমাদের সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে । এমন নয় যে বাবা করবেন । তা কিন্তু নয়, এটা বুঝতে হবে — আমরা যত বাবাকে স্মরণ করব, ততই সতোপ্রধান হতে পারব । এই লক্ষ্মী-নারায়ণ বিশ্বের মালিক কত প্রফুল্ল চেহারা, এমনটাই হতে হবে । অনন্ত জগতের পিতাকে স্মরণ করলে অন্তরে খুশির অনুভব হয় যে আবার আমরা বিশ্বের মালিক হব । আত্মার খুশির সংস্কার-ই সাথে যাবে । তারপর ধীরে ধীরে কম হতে থাকবে । এই সময় মায়া তোমাদের ভীষণ ভাবে বিভ্রান্ত করে তুলবে । মায়া চেষ্টা করবে তোমাদের স্মরণ ভোলাবার । যাতে সবসময় এমন প্রফুল্ল চেহারায় না থাকতে পারো । নিশ্চয়ই কোনো না কোনো সময় বিভ্রান্তির শিকার হবে । মানুষ যখন রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তখন তাকে বলাও হয় শিববাবাকে স্মরণ করো, কিন্তু শিববাবা কে, সেটাই কেউ জানেনা, তবে কি ভেবে স্মরণ করবে ? কেন স্মরণ করবে ? তোমরা বাচ্চারা জানো, বাবাকে স্মরণ করলে আমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে পারব । দেবী-দেবতারা সতোপ্রধান তাইনা, তাকে বলা হয় দৈবী ওয়ার্ল্ড । মানুষের দুনিয়া বলা হয় না । মানুষ নামটাই থাকে না । বলা হয় অমুক দেবতা । ওটা হলো দৈবী রাজ্য, আর এ হলো হিউম্যান ওয়ার্ল্ড (মানুষের দুনিয়া)। এসবই বোঝার বিষয় । বাবাই এসে বোঝান, তাঁকে বলা হয় জ্ঞানের সাগর । বাবা অনেক ভাবে যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করেন । তারপর একদম অগ্নিমের মহামন্ত্র দেন -- বাবাকে স্মরণ করলে তোমরা সতোপ্রধান হতে পারবে, আর তোমাদের সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে । কল্প পূর্বেও তোমরা দেবী-দেবতা ছিলে । তোমাদের চেহারা দেবতাদের মতোই ছিল । ওখানে কেউই অযৌক্তিক কথাবার্তা বলতো না । এরকম কোনও কাজই সেখানে হয় না । ওটা হলো দৈবী রাজ্য । এটা হলো হিউম্যান ওয়ার্ল্ড, পার্থক্য আছে, তাইনা । এসবই বাবা বসে বোঝান । মানুষ তো মনে করে দৈবী রাজ্য ছিল লক্ষ বছর হয়ে গেছে । এখানে কাউকে দেবতা বলতে পারো না । দেবতারা তো স্বচ্ছ ছিল । মহান আত্মা দেবী-দেবতাদের বলা হয় । মানুষকে কখনোই বলা যায় না । এ হলো রাবণের দুনিয়া । রাবণ সবচেয়ে বড় শত্রু । এর মতো শত্রু কেউ হয় না । প্রতি বছর তোমরা রাবণকে জ্বালাও । এ কে ? কেউ-ই জানেনা । কোনো মানুষ তো নয়, এ হলো ৫ বিকার, সেইজন্যই একে রাবণ রাজ্য বলা হয় । ৫ বিকারের রাজ্য, তাইনা । সবার মধ্যে ৫ বিকার আছে । এই দুর্গতি আর সঙ্গতির খেলা তৈরি হয়েই আছে । এখন তোমাদের সঙ্গতির সময় সম্পর্কে বাবা বুঝিয়েছেন । দুর্গতির সময় সম্পর্কেও বুঝিয়েছেন । তোমরাই উত্তরণের সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠো, তারপর তোমরাই আবার নীচে নেমে আসো । শিবজয়ন্তী ভারতে অনুষ্ঠিত হয় । রাবণজয়ন্তীও ভারতেই অনুষ্ঠিত হয় । অর্ধকল্প হলো দৈবী দুনিয়া, লক্ষ্মী-নারায়ণ, রাম-সীতার রাজ্য। এখন তোমরা বাচ্চারা সবার বায়োগ্রাফি (জীবন কাহিনী) সম্পর্কে জানো ।

মহিমা যা কিছু সব তোমাদের । নবরাত্রিতে পূজা ইত্যাদি সব তোমাদের জন্য হয়ে থাকে । তোমরাই স্থাপনা কর । শ্রীমতে চলে তোমরা বিশ্বকে পরিবর্তন করো।সুতরাং শ্রীমতে সম্পূর্ণরূপে চলা উচিত, তাইনা । নম্বরানুসারে পুরুষার্থ করে থাকো । স্থাপনা হয়ে চলেছে । এরমধ্যে লড়াই ইত্যাদির কোনও প্রশ্নই নেই । এখন তোমরা বুঝেছ, এ হলো পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ, যা সম্পূর্ণ আলাদা । পুরানো দুনিয়ার শেষ, নতুন দুনিয়ার শুরু । বাবা আসেন-ই পুরানো দুনিয়াকে পরিবর্তন করতে । তোমাদের বোঝান তো অনেক কিছুই, কিন্তু বেশিরভাগই ভুলে যায় । ভাষণের পর স্মরণে আসে যে এই এই পয়েন্ট গুলো বোঝাতে হতো । হবহ কল্পে-কল্পে যেমন স্থাপনা হয়েছিল ঠিক তেমনটাই হতে থাকবে। যে যেমন পদ প্রাপ্ত করেছিল সেটাই প্রাপ্ত হবে । সবাই একইরকম পদ পেতে পারে না । উচ্চ পদের অধিকারী যেমন থাকবে নিম্ন পদের অধিকারীও থাকবে । যে বাচ্চারা অনন্য, তারা অগ্রসর হতে হতে অনেক কিছুই অনুভব করবে -- এ বড়লোকের দাসী হবে, এ রাজপরিবারের দাসী হবে । এ বিরাট বড়লোক হবে, যাকে কখনও কখনও রাজপরিবারে আমন্ত্রণ জানানো হবে । সবাইকে তো আমন্ত্রণ

করবে না, অনেকেই মুখ দেখানোরও সুযোগ পাবে না ।

শিববাবা ব্রহ্মা মুখ দ্বারা বোঝান। সামনে কী সবাই তাঁকে দেখতে পাবে ! তোমরা এখন বাবার সামনে এসেছো, পবিত্র হয়েছে। এমন কী হয় নাকি যে, অপবিত্র কেউ এখানে এসে বসলো, কিছু শুনলে সেও দেবতা হয়ে যাবে ! যদিও শোনার কিছুটা প্রভাব তো অবশ্যই পড়েই । না শুনলে আর আসবে না । সুতরাং প্রধান বিষয়ই বাবা বুঝিয়ে বলেন - "মন্বনাভব"। এই একটা মন্ত্র দ্বারাই তোমাদের সব দুঃখ দূর হয়ে যায় । "মন্বনাভব" -- এ কথা বাবা বলেন, তারপর টিচার হয়ে বলেন - "মধ্যাজী ভব" । ইনি একাধারে বাবা, টিচার এবং গুরু । এই তিনজন স্মরণে থাকলেও প্রফুল্ল চেহারা থাকবে । বাবা-ই এসে পড়ান, বাবা-ই সাথে করে নিয়ে যান । এমন বাবাকে কতো স্মরণ করা উচিত ! ভক্তি মার্গে বাবাকে তো কেউ জানেই না। শুধু এটুকুই জানে তিনি ভগবান, আমরা সবাই ব্রাদার্স । বাবার কাছ থেকে কি প্রাপ্তি হতে পারে, সেসব কিছুই জানেনা । তোমরা এখন বুঝেছ একজনই বাবা, আমরা ওঁনার বাচ্চারা সব ভাই-ভাই । এ হলো অনন্ত জগতের কথা, তাইনা । সব বাচ্চাদের টিচার হয়ে তিনি পড়াচ্ছেন । তারপর সবার হিসেব নিকেশ মিটিয়ে সঙ্গে করে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন । এই ছিঃ ছিঃ দুনিয়া থেকে ফিরে যেতে হবে, নতুন দুনিয়াতে আসার জন্য তিনি তোমাদের যোগ্য করে তোলেন । যারা যোগ্য হয়ে ওঠে, তারা সত্যযুগে আসে । আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) নিজের অবস্থা (স্থিতি) সদা একরস আর প্রফুল্ল চেহারা রাখার জন্য বাবা, টিচার আর সন্ন্যাস তিনজনকেই স্মরণ করতে হবে । এখান থেকেই খুশির সংস্কার ভরপুর করতে হবে । অবিনাশী উত্তরাধিকারীর স্মৃতিতে চেহারা সবসময় ঝলমল করবে ।

২) শ্রীমতে চলে সম্পূর্ণ বিশ্বকে পরিবর্তন করার সেবা করতে হবে। ৫ বিকারে যে ফেঁসে আছে, তাকে বের করে আনতে হবে । নিজের স্বধর্ম সম্পর্কে পরিচয় দিতে হবে ।

বরদান:- — স্ব-রাজ্যের অধিকারী হয়ে নিজের সাথীদের স্নেহী সহযোগী করে তুলতে সমর্থ মাস্টার দাতা ভব* রাজা অর্থাৎ দাতা । দাতাকে কোনও কিছু বলতে বা চাইতে হয় না । নিজেরাই স্বেচ্ছায় রাজাকে স্নেহ উপহার প্রদান করে থাকে । তোমরাও স্ব-রাজ্যের অধিকারী হয়ে রাজা হয়ে ওঠো, তবে তোমাদেরও সহযোগের উপহার প্রদান করবে । যে স্ব-রাজ্যের অধিকারী হয়, তার সামনে লৌকিক, অলৌকিক সাথী জী হজুর, জী হাজির, হা জী বলে স্নেহের সহযোগী হয়ে ওঠে । পরিবারের প্রতি অর্ডার কোরো না। নিজের কর্মেন্দ্রিয়কে অর্ডার অনুসারে রাখলে, তোমাদের সব সাথীরা তোমার স্নেহের সহযোগী হয়ে উঠবে ।

স্লোগান:- — সর্ব প্রাপ্তির সাধন থাকা সত্ত্বেও বৃত্তি অনাসক্ত হলে তবেই বলা হবে বৈরাগ্য বৃত্তি* ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের এই স্মরণে যোগযুক্ত হওয়াটা খুবই ওয়ান্ডারফুল। যেহেতু একজনই বাবা, টিচার আর সদগুরু তাই এই তিন সম্পর্ক একসাথেই স্মরণ করা হয়ে যায়"

প্রশ্নঃ - কোনও বাচ্চাকে মায়া যখন অহংকারী বানিয়ে দেয়, তখন কিসের প্রতি ডোন্ট কেয়ার করা করা উচিত ?

উত্তরঃ - অহংকারী বাচ্চারা যখন দেহ-অভিমান এসে মুরলীর প্রতি ডোন্ট কেয়ার ভাব করে- অর্থাৎ ইঁদুর যেমন এক টুকরো হলুদ পেয়ে নিজেকে খুব বড় মূদী-ব্যবসায়ী মনে করে, ব্যাপারটা তেমনই! অনেক বি.কে. এমনও আছে, যারা নিয়ম করে রোজ মুরলী তো পড়েই না, উপরন্তু বলে যে, আমার তো ডাইরেক্ট শিববাবার সাথেই যোগাযোগ আছে। তাদের উদ্দেশ্যেই বাবা বলেন- বাচ্চারা, মুরলীতেই তো রোজই নতুন নতুন পয়েন্ট পাও তোমরা, তাই মুরলী যেন একদিনও বাদ না যায়, অর্থাৎ এই বিষয়ে খুবই অ্যাটেনশন রাখতে হবে তোমাদের।

ওম্ শান্তি! মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি আধ্যাত্মিক বাবার প্রশ্ন- বাচ্চারা, এখানে তোমরা কার স্মরণে যোগযুক্ত হয়ে বসে আছো ? (বাবা, টিচার আর সদগুরু) তোমরা সবাই কি একত্রে এই তিনের স্মরণেই যোগযুক্ত হয়ে বসে আছো ? তোমরা প্রত্যেকে নিজেরাই নিজের কাছের জানতে চাও, যখন এখানে বসে যোগ করো কেবলমাত্র সেই সময়েই যোগযুক্ত হও, নাকি চলতে-ফিরতে, উঠতে-বসতেও বাবাকে স্মরণ করতে থাকো ? সত্যি, এটা একটা ওয়ান্ডারফুল ব্যাপার। যা আর কোনও আত্মার ক্ষেত্রেই এমনটি কখনই হয় না। যদিও সে সমগ্র বিশ্বের মালিক লক্ষ্মী-নারায়ণের মতন আত্মা হয় তবুও। এমন কি সেই আত্মাকে এমনটাও বলা যাবে না যে, এই একজনই একত্রিত অর্থাৎ বাবা, টিচার এবং সদগুরু। সমগ্র দুনিয়ার কোনও জীব-আত্মার ক্ষেত্রেও তা বলা যাবে না। একমাত্র সেই সুপ্রিম ফাদারের ক্ষেত্রেই তা হয় - যাকে বি.কে.-রা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে। বি.কে.-দের অন্তরে সেই বাবাই বিরাজ করেন - বাবা রূপে, টিচারের রূপে আবার সদগুরুর রূপেও। উনিই সেই সুপ্রিম পরমাত্মা। আচ্ছা বাচ্চারা, তোমরা কি কোনও একটি সম্বন্ধেই স্মরণ করো নাকি তিনটি সম্বন্ধেই ? যদিও এই তিনটি সম্বন্ধ একই জনের, অথচ ঐনার কর্ম-কর্তব্য কিন্তু তিন প্রকারের ও তিন গুণে গুণান্বিত। তাই সেই ভাবেই স্মরণ করতে হবে তোমাদের। একমাত্র এই শিববাবাই তোমাদের প্রকৃত বাবা, প্রকৃত টিচার এবং প্রকৃত সদগুরুও বটে। তাই ওনাকে 'এক্সট্রা অডিনারী' বলা হয়। চলতে-ফিরতে, উঠতে-বসতে, যাবতীয় কাজকর্মের মধ্যেও ওঁনাকে স্মরণ করতে হবে। তাই তো বাবাও তা জানতে চাইছেন- তোমরা যখন বাবাকে স্মরণ করো, তখন কি সেই একান্ত আপন ভাবধারায় স্মরণ করো ? আমার বাবা, আমার টিচার, আমার সদগুরু এই ভাবধারায় ? কারণ কোনও দেহধারী তো আর এমনটা হয় না। দেহধারীদের মধ্যে নম্বর ওয়ান হলো কৃষ্ণ। ওনাকে কিন্তু বাবা, টিচার ও সদগুরু একত্রে এই তিন সম্বন্ধে বলা যায় না। এটাই হলো সবচেয়ে ওয়ান্ডারফুল বিষয়। অতএব শিববাবাকে অবশ্যই যথার্থ সত্য উত্তর দেওয়া উচিত- ওনাকে স্মরণের সময় তোমরা কি এই তিনরূপকেই স্মরণ করো ? আচ্ছা, ভোজন কালে তোমরা কি কেবলমাত্র শিববাবাকেই স্মরণ করো, নাকি মন-বুদ্ধিতে তিন সম্বন্ধই স্মরণে আসে তোমাদের ? এক ও একমাত্র পরমাত্মা ছাড়া কোনও আত্মার বিষয়েই এমনটা বলা চলে না। এটাই খুব ওয়ান্ডারফুল বিষয়। সত্যি, কি বিচিত্র মহিমা বাবার ! বাবাকেও ঠিক তেমন ভাবধারায় স্মরণ করতে হবে। তবেই খুব আশ্চর্যজনক ভাবে মন ও বুদ্ধি শুধুমাত্র বাবার দিকেই ধাবিত হতে থাকবে।

বাবা স্বয়ং ওঁনার নিজের পরিচয় জানিয়ে তারপর সমগ্র কল্পের সৃষ্টি-চক্রের এই বিশেষ জ্ঞান শোনান তোমাদেরকে। যুগ কতগুলি, কোন যুগের আয়ুষ্কাল কত এবং কিভাবেই বা সেই অবিনাশী চিত্রপট ক্রমান্বয়ে ঘুরেই চলেছে অবিনাশী নিয়ম অনুসারে। এইসব জ্ঞান স্বয়ং বাবা শোনাচ্ছেন, যিনি নিজেই এসবের রচয়িতা। তাই তো ওনাকে স্মরণ করলে, উনিও তোমার সর্ব প্রকারের সহায়তায় এগিয়ে আসবেন। বি.কে.-দের তো আরও সুবিধা, তোমরা এই এক বাবাকেই- বাবা, টিচার আর সদগুরু এই তিন রূপে একসাথেই পাচ্ছে। কোনও আত্মাই যে এমন উচ্চতমেরও উচ্চে অর্থাৎ সর্বোচ্চের হয় না। তবুও মায়া এমনই যে, বাবাকে স্মরণ করার কথাই যে ভুলিয়ে দেয়। ফলে টিচার আর সদগুরুকেও তখন ভুলে যাও তোমরা। তোমাদের প্রত্যেকেরই নিজ নিজ মনে বাবাকে একান্ত আপন করে নিয়ে হৃদয় সিংহাসনে বসিয়ে রাখতে হবে। তবেই তো বাবা তোমাদেরকে বিশ্বের মালিক করে গড়ে তুলবেন। তোমাদের এই বাবা যেমন অসীম জগতের একমাত্র

বাবা, তেমনি তোমরাও সেই অসীম জগতের অবিনাশী উত্তরাধিকারের অধিকারী বাচ্চা। এত মহিমাম্বিত যে বাবা, তাকে তো চলতে-ফিরতে, উঠতে-বসতে, যাবতীয় কর্ম-কর্তব্য করার সাথে সাথে অবশ্যই স্মরণে রাখতে হবে- এই কথা যেন সদা মন-বুদ্ধিতে সজাগ থাকে। পরমাত্মার একত্রিত এই তিন রূপের কর্ম-কর্তব্য যেমন একই সাথে চলতে থাকে, তাই তো ওনাকে সুপ্রিম বলা হয়।

বিশ্বে শান্তির লক্ষ্যে কত প্রকারের কনফারেন্স ইত্যাদি করে লোকেরা। কিন্তু প্রকৃত অর্থে শান্তি কি -তা প্রমাণিত হচ্ছে ব্রহ্মাকুমারীসের দ্বারা। তাদেরকে বলা, এখানে এলেই তা বুঝতে পারবে, বাস্তবে কারা তা করছে। এখানে এলে তাদেরকে বাবার গুণ ও কর্ম-কর্তব্যের বিষয়গুলি যুক্তিযুক্ত ভাবে বোঝাতে হবে। শিববাবার কর্ম-কর্তব্য আর শ্রীকৃষ্ণের কর্ম-কর্তব্যের মধ্যে যে বিশাল পার্থক্য আছে সেটাও বোঝাতে হবে। সব আত্মাদেরই শরীরের নাম থাকে, কেবলমাত্র শিববাবার ক্ষেত্রেই ওনার আত্মার (পরম+আত্মা) পরমাত্মার মহিমা করা হয়। একমাত্র এই পরম-আত্মাই একাধারে যেমন বাবা, তেমনি টিচার এবং সদগুরুও বটে। উনিই আত্মাদের মধ্যে প্রকৃত জ্ঞানের প্রকাশ ঘটান - কিন্তু তা কিভাবে? আর জ্ঞান প্রদান করবেন তো কোনও শরীরের দ্বারাই। এই বিশেষ জ্ঞানের প্রদান - এমন মহান কর্ম-কর্তব্য করেন বলেই ওনার এত মহিমা ও গুণ কীর্তন করা হয়। তোমরা বি.কে.-রাও শিব-জয়ন্তীর বিষয়ে তেমনই অনেক কনফারেন্স করে থাকো। সেখানে সকল ধর্মের লোকেদেরকেই ডাকবে তোমরা। তোমাদের মূল বোঝাবার বিষয় হলো ঈশ্বর সর্বব্যাপী নন। ঈশ্বর যদি সবার মধ্যে সর্বব্যাপীই হতেন, তবে তো প্রত্যেক আত্মাই বাবার মতন ভগবান হতেন এবং সে নিজেই তার বাবা, টিচার ও সদগুরুও হতো আর সৃষ্টি-চক্রের আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞানেও জ্ঞানী হতো। কিন্তু তা তো কেউ শোনাতেই পারে না।

বাচ্চারা, তোমাদের মনে খুশীর জোয়ার বইতে থাকা উচিত - উচ্চতমেরও উচ্চ যিনি, তিনিই তোমাদের প্রকৃত বাবা, যার এত মহিমা। যিনি সমগ্র বিশ্বকেই পবিত্র করে তোলেন। এমন কি প্রকৃতিও পবিত্র হয়ে ওঠে। কনফারেন্সের শুরুতে সর্বাগ্রে তোমরা জানতে চাইবে, গীতার প্রকৃত ভগবান কে? সত্যযুগী দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনাকারী কে বা কারা? তারা যদি তখন কৃষ্ণের নাম উল্লেখ করে, তবে তো বাবার নামটাই গুম হয়ে যায়। কিন্তু যদি বলে যে, তার তো কোনও নাম বা রূপই নেই, অর্থাৎ এসব কিছুই নেই তার, তবে তো সে বাবা বিহীন অনাথ হয়েই গেলো। আসলে অসীমের এই বাবাকে সঠিকভাবে কেউই জানে না। তাই তো একে অপরের প্রতি এত কাম-বিকারের বশে এসে কতই না অত্যাচার করতে থাকে। একে অপরকে কতই না দুঃখ-কষ্ট দেয়। এইসব বিষয়গুলো তোমাদের মন-বুদ্ধিতে মনন-চিন্তন-মন্ডন চলতে থাকা উচিত। একের সাথে অপরের তুলনা করে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত। লক্ষ্মী-নারায়ণকেই ভগবান-ভগবতী বলা হয়। বংশানুক্রমে তাদেরই পরম্পরা চলে। অর্থাৎ তারাও সব গড-গডেজ। তাই তো তোমরা সব ধর্মেরই লোকেদের আহ্বান করো কনফারেন্সগুলিতে। যারা খুব সুন্দর ভাবে পঠন-পাঠন করে, একমাত্র তারাই সঠিকভাবে বাবার পরিচয় দিতে পারে। বোঝাবার সময় তাদেরকেই ডাকবে তোমরা। তোমরা এমনও লিখে জানাতে পারো, যে, যে কেউ এসে রচয়িতা আর তার রচনার আদি-মধ্য-অন্তের পরিচয় দিতে পারবে, তার আসা-যাওয়া, থাকা-খাওয়া ইত্যাদি সবকিছুরই বন্দোবস্ত করা হবে - যদি সে সঠিকভাবে রচয়িতা ও তার রচনাকে ব্যক্ত করতে পারে। যদিও তোমরা তা জানো, এই বিশেষ জ্ঞান আর কারও পক্ষেই দেওয়া সম্ভব নয়। যদিও সে বিলেত থেকেই আসুক না কেন, কিন্তু রচয়িতা আর তার রচনার আদি-মধ্য-অন্তের পরিচয় দিতে পারলে তার সমস্ত খরচের ভার বহন করবে এই সংস্থা। এমন বিজ্ঞাপন আর কেউই দিতে পারবে না। তোমরা বি.কে.-রা হলে প্রকৃত বাহাদুর। তোমরাই আবার মহাবীর-মহাবীরঙ্গনা! একমাত্র তোমরাই তা জানো- এই লক্ষ্মী-নারায়ণ কিভাবে এমন বাদশাহী পেয়েছিলো, কি ছিল তাদের সেই বাহাদুরি। মন-বুদ্ধিতে এসব কথার মনন-চিন্তন চলতে থাকা উচিত। তোমাদের মনে রাখতে হবে, কত উন্নত কার্য-কলাপ করছে তোমরা। সমগ্র বিশ্বকে পতিত থেকে পবিত্র বানাচ্ছে তোমরা বি.কে.-রা। মনোযোগের সাথে বাবাকে আর অবিনাশী উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে হবে। কেবলমাত্র শিববাবাকে স্মরণ করলেই চলবে না, সাথে সাথে ওনার মহিমার বর্ণনাও করতে হবে। এমন মহিমা একমাত্র নিরাকারেরই হতে পারে। কিন্তু যিনি নিজেই নিরাকার তিনি নিজের পরিচয় জানাবেন কিভাবে? রচনার আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান প্রদানের জন্য তো মুখেরও প্রয়োজন আছে। আর সেই মুখের আবার কত মহিমাও হয়। স্থূল জগতে মানুষ সেই 'গোমুখে' যায় তীর্থযাত্রা করতে। সেখানে যেতে তাদের কতই না ধাক্কা খেতে হয়। সেই গোমুখ নিয়ে কতই না আজগুবি সব গল্পও বানানো হয়েছে। যেমন- তীর মারার পর সেখান থেকে যে গঙ্গার প্রবাহ শুরু হয়, সেই গঙ্গাকেই আবার পতিত-পাবনী বলা হয়। কিন্তু জল কি কখনও পতিতকে পবিত্র বানাতে পারে? - মোটেই না। পতিত-পাবন তো একমাত্র নিরাকার শিববাবা। এইভাবে বাবা বি.কে.-দেরকে কত কিছুই শেখাতে থাকে। বাবা তোমাদেরকে বুঝিয়ে বলেন-

বাচ্চারা, তোমরা এভাবে করো এটা, ওটা ওভাবে করো!

এমন কেউই নেই যে সে এসে রচয়িতা বাবা এবং ওঁনার রচনার পরিচয় দেবে। সাধু-সন্ন্যাসী, ঋষি-মুনিরাও এসবের কিছুই জানে না, তারা কেবল নেতী-নেতী (এটা নয়, এটা নয়, অন্য কোনোটা) করে অবশেষে জানায়, তারাও সঠিক জানে না। তবে তো তারা নাস্তিকই হলো। অপেক্ষা কর, তাদের মধ্যে কেউ আস্তিক বেরোয় কি না। তোমরা বি.কে.-রাই সেই নাস্তিক থেকে আস্তিক হয়েছে। একমাত্র তোমরাই অসীমের বাবাকে জেনেছো, তাই তো বাবা তোমাদেরকে কত উল্লত করে গড়ে তুলছেন। লোকেরা কিন্তু এই বাবার উদ্দেশ্যই বলতে থাকে-"ও গড়-ফাদার, তুমি এসো। এসে আমাদেরকে মুক্ত করো।" তাই বাবা বোঝাচ্ছেন- বর্তমান সময়কালটা সমগ্র বিশ্বেই চলছে রাবণের রাজত্ব। সবাই এখন ব্রষ্টাচারী, এরাই আবার আগামীতে হবে শ্রেষ্ঠাচারী। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে কিন্তু একথা বসে গেছে। যেহেতু তোমরা জানো যে, কল্পের শুরুতে যে নতুন দুনিয়ায় সৃষ্টি হয়, তা থাকে পবিত্র। বাবা তো আর অপবিত্র দুনিয়ার রচনা করবেন না। তাই তো বাবা আসেন পবিত্র দুনিয়া স্থাপনের উদ্দেশ্যে। যাকে বলা হয় শিবালয়। বাবা স্বয়ং যেখানে শিব, তিনি তো শিবালয়-ই তৈরি করবেন। কিভাবে সেই শিবালয় তৈরি হয়, তোমরা বি.কে.-রাই তা জানো। এর জন্য মহাপ্রলয়, জলমগ্ন, ইত্যাদি হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। অথচ শাস্ত্রে তো কত কিছুই লেখা আছে। শাস্ত্রে আছে যে, অবশেষে পঞ্চপাণ্ডব জীবিত থাকার পর তারা হিমালয় পাহাড়ে চড়তে চড়তেই বরফের মাঝে তাদের সলিল সমাধি হলো। এর পরের কোনও ঘটনা আর জানা যায় না। বাচ্চাদের সামনে বসে এগুলির প্রকৃত মর্মার্থগুলিকে যুক্তি সহকারে বোঝাতে থাকেন বাবা। আবার একথাও বলেন- তোমরা বি.কে.-রাই জানো যে, এই বাবা প্রকৃত অর্থে যেমন তোমাদের বাবা, তেমনি টিচার এবং সদগুরুও বটে। সত্যযুগের স্বর্গরাজ্যে কোনও মন্দির থাকে না। সেখানে কেবল দেবী-দেবতাই থাকেন। যাদের স্মরণে পরে এই সময়কালে মন্দির স্থাপন করা হয়। আর এসবই ঘটে থাকে অবিনাশী নাটকের চিত্রপট অনুসারে, যা পূর্ব নির্দিষ্ট ও পূর্ব রচিত। প্রতিনিয়তই কল্পের চক্র ঘুরতে থাকে এবং সেকেন্ড বাই সেকেন্ড নতুন নতুন ঘটনা ঘটতেই থাকে। এদিকে বাবাও বাচ্চাদেরকে খুব সুন্দর সুন্দর ডাইরেকশনও দিতে থাকেন। এমন অনেক দেহ-অভিমাত্রী বাচ্চা আছে, যারা নিজেরাই ভেবে নেয়, সবকিছুই জেনে গেছে তারা। ফলে মুরলীও আর পড়ে না তারা। মুরলীর কোনো কদরও করে না। তবুও বাবা তাদের প্রতি আর্জি জানান, অনেক সময় খুব সুন্দর সুন্দর মুরলীও তো চলে, অতএব মুরলী যেন একদিনও বাদ না যায়। যে ১০-১৫-দিনের মুরলী তাদের বাদ পড়েছে, সময় সুযোগে তা যেন পড়ে নেয় তারা। বাবা এবার বাচ্চাদের বলছেন- তোমরা, অন্যদেরকে চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারো- রচয়িতা ও তার রচনার আদি-মধ্য-অন্তের এই জ্ঞান কেউ এসে জানাতে পারলে তার যাবতীয় খরচা ইত্যাদি যা কিছু সব এই সংস্থাই দেবে। এমন ভয়ানক চ্যালেঞ্জ একমাত্র সে দিতে পারবে, যে কি না এসবের বিষয়ে সম্যক জানবে। টিচার নিজে উত্তর জানলে তবেই তো স্টুডেন্টকে সে বিষয়ে প্রশ্ন করবে। যে বিষয়ে জানবে না, সে বিষয়ে প্রশ্ন করবেই বা কি প্রকারে ?

এমন অনেকে আছে, যারা মুরলীকে ডোন্ট কেয়ার করে। তারা ভাবে তাদের তো ডাইরেক্ট শিববাবার সাথেই কানেকশন আছে। কিন্তু শিববাবা যা শোনাচ্ছেন তা তো শুনতে হবে। কেবলমাত্র ওঁনাকে স্মরণ করলেই তো চলবে না। মুরলীর মাধ্যমেই তো তা শোনা যায়। বাবা কত মিষ্টি মধুর সুরে বলেন- "আমার মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা..... !" এত স্নেহও মায়া তোমাদেরকে একেবারেই মিথ্যা অহংকারী করে দেয়। যেমন প্রবাদ বাক্য আছে যে, নেংটি ইঁদুর এক টুকরা হলুদ পেয়েই নিজেকে বিশাল মুদী-ব্যবসায়ী ভাবে নেয় ! তেমনি অনেকেই এমন আছে, যারা একেবারেই মুরলী পড়ে না। কত নতুন নতুন পয়েন্ট তো মুরলী থেকেই পাওয়া যায়। আসলে এসব বিষয়গুলি তেমন ভাবে আনতে হবে বোধে। তেমনি বাবার স্মরণে বসলে একথাও মনে রাখতে হবে যে, এই বাবা একাধারে যেমন বাবা, তেমনি টিচারও এবং সর্বোপরি সদগুরুও বটে। এই তিন সম্বন্ধে একত্রিত সমাহার বলেই তো এই বিশেষ জ্ঞানের পাঠ পড়াতে পারেন উনি। তাই তো সবকিছুই এত সহজ-সরল ভাবে বাচ্চাদেরকে বোঝাতে পারেন। তোমাদের ব্যক্তিত্বও তেমন বাবারই মতন। যেমন উল্লত বাবা - তেমনই সুযোগ্য সন্তানদের প্রকাশ- "সন্ শোজ ফাদার"! তেমনি "ফাদার শোজ সন্"! পুত্র যেমন বাবার মুখ উজ্জ্বল করে, বাবাও তেমনি পুত্রের মুখ উজ্জ্বল করে। আসলে এই উজ্জ্বলতা হলো আত্মার, যার প্রকাশ ঘটান স্বয়ং পরমাত্মা। ফলে বাচ্চাদেরও কর্তব্য চর্চাদিকে বাবার বাণীর প্রকাশ ঘটানো। বাবাও তেমনি বাচ্চাদের রেহাই দেন না, কখনও বলেন এখানে যাও, ওখানে যাও, আজ এখানে, কাল সেখানে.... যাও। কিন্তু পরমাত্মা বাবাকে কেউই এমন অর্ডার করার নেই। লোকেরা এইসব নিমন্ত্রণ ইত্যাদি জানতে পারে খবরের কাগজের মাধ্যমে। বর্তমান দুনিয়ায় সবাই যে নাস্তিক। একমাত্র এই বাবা এসেই বি.কে.-দেরকে আস্তিক করে গড়ে তোলেন। সমগ্র দুনিয়াটাই যেন এখন মূল্যহীন কানাকড়ির মতন "ওয়ার্থ নট পেনী"! আমেরিকার কাছে যত বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পদই থাকুক না কেন, প্রকৃত অর্থে তাও "ওয়ার্থ নট পেনী"! -এমন বিনাশী যা কিছু সবই তো ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। সমগ্র দুনিয়াতে একমাত্র বি.কে.-রাই "ওয়ার্থ এ পাউন্ড"- অর্থাৎ (জ্ঞান-রত্নে)

সম্পদশালী হয়ে গড়ে উঠছে। সেখানে (স্বর্গ-রাজ্যে) কেউই কাঙ্গালি থাকে না।

বাচ্চারা, সদা এই বিশেষ জ্ঞানের মনন-চিন্তন-মন্বন করতে করতে খুব খুশীতে থাকতে হবে। তাই তো প্রবাদ আছে- অতীন্দ্রিয় সুখের বিষয়ে জানতে চাইলে গোপী-গোপিনীদের (বি.কে.-দের) কাছে তা জানতে চাও। এসব ঘটনা কেবল সঙ্গম যুগেরই। এই সঙ্গমযুগের প্রকৃত ধারণাটাই লোকেদের নেই। বিহঙ্গ-মার্গের সেবায় হয়তো বা বাবার এই মহিমার কথা অনেক বেশী করে প্রচার করা যবে। তাই তো বলা হয়- "হে প্রভু, তোমার লীলা চমৎকার।" কিন্তু এই সত্যটা কারও জানা নেই যে, এক ও একমাত্র ভগবান, যিনি একাধারে- বাবা, টিচার আবার সদগুরুও। তবুও বাবা কিন্তু বাচ্চাদের শিখিয়েই চলেছেন। এসব ভেবে বি.কে.-দেরও উচিত এসবের প্রতি মনোযোগ সহকারে তা গ্রহণ করে স্থায়ী ভাবে জ্ঞানের নেশায় বঁদু হয়ে মজা উপলব্ধি করা। যে নেশার ঘোর অস্তিমকাল পর্যন্ত যেন স্থায়ী হয়। কিন্তু এখনও অনেকের নেশাই যেন সোডার জলের মতন উবে যায় ক্ষণে ক্ষণে। সোডার তো ধর্মই তা। যাকে বেশী সময় ধরে রেখে দিলে নোনতা জলে পরিণত হয়। তেমনটা যেন না হয়। এসব কথা অন্যদের বোঝাতে গেলে তারা তখন হতভম্বই হবে। যদিও তখন বলবে- বেশ ভাল, বেশ ভাল, পরে সময় করে তা আবার বোঝার চেষ্টাও করবে। তারপরেই জীবনযাত্রায় সেই ধারায় জীবনকে ঢেলে সাজাবে, এমনটা বলাও খুব মুশ্কিলের। বাবা কিন্তু কোনও চাকরি-বাকরী, ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত ইত্যাদি কিছুই বন্ধ করতে বলেন না। বাবার মূল কথা হলো- "পবিত্রতা ধারণ করো, আর যা কিছু পড়ানো হচ্ছে, তা স্মরণে রাখো।" এমনটা তো সব বাবাই বলবেন, উপরন্তু উনি আবার টিচারও। যে পাঠ আবার একেবারেই স্বতন্ত্র ও পৃথক ধরনের। যা কোনও মনুষ্য পড়াতে পারে না। বাবা (ব্রহ্মার) এই ভাগ্যশালী রথে বসে তোমাদেরকে পড়ান। এবার বাবা বোঝাচ্ছেন- বাচ্চারা, তোমাদের মস্তিষ্কের সিংহাসনে অকাল মূঢ়তা আত্মার অবস্থান। তোমাদের যার যার কর্মফলের কর্ম-কর্তব্যের ভূমিকার পাট সেই আত্মাতেই খোঁচিঁত আছে। এখন নিশ্চয় বিশ্বাসযোগ্যই মনে হচ্ছে তোমাদের কাছে। এছাড়া জাগতিক যা কিছু বলা হয়েছে সে সবই তো আর্টিফিসিয়াল। একথা খুব ভাল রীতিতে ধারণ করার জন্য, কাপড়ের খুঁটে গিঁট লাগিয়ে নাও। সেই গিঁটে হাত পড়লেই যেন তা স্মরণে আসে। অনেকে তো আবার এমনও আছে, গিঁট কেন বাঁধা হয়েছে - সেকথাই ভুলে যায় বেমালুম। কিন্তু তোমাদেরকে তা পাক্সা স্মরণে রাখতে হবে। বাবাকে স্মরণ করার সাথে সাথে জ্ঞানকেও ধারণ করতে হবে। আত্মার যেমন মুক্তি আছে আবার জীবন-মুক্তিও আছে।

বাচ্চারা, খুবই মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চা হতে হবে তোমাদের। যদিও বাবা মনে মনে তাই জানেন। কল্পে-কল্পে প্রতিকল্পেই এই বাচ্চারাই এই বিশেষ জ্ঞানের পাঠ পড়ে থাকে। আবার পুরুষার্থের ক্রমানুসারে অবিনাশী উত্তরাধিকারও পেয়ে থাকে এই বাচ্চারাই। তবুও টিচার তো পুরুষার্থ করাবেই। যেহেতু তোমরা মুহূর্তে মুহূর্তেই তা ভুলে যাও, তাই বাবা বারবার স্মরণ করাতে থাকেন তোমাদেরকে। অতএব এক শিববাবাকেই স্মরণ করতে থাকো। যিনি একাই বাবা, টিচার এবং সদগুরুও। যদিও ছোট বাচ্চারা তেমন ভাবে বুঝে স্মরণ করতে পারে না। ছোট কৃষ্ণকে কি আর বলা যাবে, কৃষ্ণই বাবা, কৃষ্ণই টিচার আবার কৃষ্ণই সদগুরুও ? যে কৃষ্ণ সত্যযুগের প্রিন্স হবে, সে আবার গুরু হবে কি প্রকারে ? গুরুর প্রয়োজন পড়ে তো যখন কেউ দুর্গতিতে থাকে। তাই তো কথিত আছে, সদগতিদাতা বাবা এই সঙ্গম যুগেই এসে সবার সদগতি করেন। এছাড়াও লোকেরাই তো কৃষ্ণকে কয়লার মতন কালো করে দেখিয়েছে। তার যথার্থ মর্মার্থ বুঝিয়ে বাবা বলেন- বর্তমান সময়কালে সবাই কাম-চিঁতায় বসে বসে একেবারে কুংসিং কয়লার মতন কালো হয়ে গেছে। সত্যযুগে সবাই থাকে উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। এইসব গুহ্য কথাগুলিই খুব ভালভাবে বুঝতে হবে। গীতা তো সবাই পড়ে। একমাত্র ভারতবাসীরাই সকল শাস্ত্রের মান্যতা দেয়। ঘরে সবারই চিত্রাদি তারা রাখে। তাই তাদের আর কি বা বলা যায়। এটাই হলো ব্যাভিচারী ভক্তি। আর অব্যভিচারী ভক্তি হলো একমাত্র শিববাবা। যে জ্ঞান পাওয়া যায় একমাত্র শিববাবার থেকেই। যে জ্ঞান জাগতিক জ্ঞান থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বতন্ত্র। অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জ্ঞান। *আচ্ছা!*

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা পরমাত্মা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বিনাশী বস্তুতে মত্ত না হয়ে অলৌকিক উৎসাহে থাকো- 'ওয়ার্থ নট পেনী' থেকে 'ওয়ার্থ পাউন্ড'-এ (কানা কড়ি তুল্য থেকে হীরে তুল্য) পরিবর্তিত হচ্ছে তোমরা। স্বয়ং ভগবান পড়াচ্ছেন বি.কে.-দেরকে। বি.কে.-দের এই পাঠ জাগতিক পাঠের থেকে ভিন্নতর।

২) ব্রহ্মার সন্তান বি.কে., প্রকৃত ব্রাহ্মণ অর্থাৎ আস্থিক হয়ে এমন ভাবে বিশ্বের সেবা করতে হবে, যাতে বাবার মুখ উজ্জ্বল হয়। অহমিকায় এসে কখনও যেন মুরলী ক্লাস বাদ না পড়ে।

বরদান:- প্রতিটি পদক্ষেপেই বরদাতার থেকে বরদান প্রাপ্ত করে পরিশ্রম মুক্ত থাকা অধিকারী আত্মা ভব*

ব্যাখ্যা :- যে স্বয়ং বরদাতার প্রিয় সন্তান, প্রতি পদক্ষেপেই সে বরদাতার থেকে স্বতঃই বরদান পায়। বরদানের দ্বারাই সে মূলতঃ প্রতিপালিত হয়। তাই বিনা পরিশ্রমেই এত শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি পাওয়াকেই প্রকৃত বরদান বলা হয়। ফলে সে জন্ম জন্ম প্রাপ্তির অধিকারী হয় আর সদাকালের জন্য প্রতিটি পদক্ষেপেই বরদাতার বরদান পেতে থাকে। ফলে সেই অধিকারী আত্মার দৃষ্টি, বচন, সম্বন্ধে কেবল বরদান আর বরদান।

স্লোগান:- সময়ের গতির তীব্রতার সাথে তাল মিলিয়ে পুরুষার্থের গতিকেও তীব্র করো।*

. *ওঁ শান্তি !*

''সঙ্গমযুগ হল উৎসবের যুগ, ব্রাহ্মণ জীবন উৎসবের জীবন''

আজ হোলিয়েস্ট (পবিত্রতম), হাইয়েস্ট বাবা তাঁর হোলি এবং হ্যাপি হংসদের সাথে হোলি উদযাপন করতে এসেছেন। ত্রিমূর্তি বাবা তিন প্রকারের হোলির দিব্য রহস্য শোনাতে এসেছেন। এমনিতেই সঙ্গমযুগ হল হোলি যুগ। সঙ্গমযুগ হল উৎসবের যুগ। অঙ্গুতানী আত্মারা নিজেদেরকে উৎসাহে নিয়ে আসার জন্য উৎসব পালন করে। কিন্তু তোমাদের, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ আত্মাদের কাছে এই ব্রাহ্মণ জীবন হল উৎসাহের জীবন। উদ্দীপনা, আনন্দে ভরা জীবন। সেইজন্য সঙ্গমযুগই হল উৎসবের যুগ। ঈশ্বরীয় জীবন সদা উৎসাহ-উদ্দীপনায় ভরা জীবন। সদা আনন্দে নাচতে নাচতে, জ্ঞানের শক্তিশালী অমৃত পান করতে করতে, সুখের গীত গাইতে গাইতে, হৃদয়ের স্নেহের গীত গাইতে গাইতে, নিজেদের শ্রেষ্ঠ জীবন অতিবাহিত করে। অঙ্গুতানী আত্মারা এক দিন উদযাপন করে, অল্পকালীন উৎসাহে আসে, তারপর যেমন ছিল সেই অবস্থায় ফিরে যায়। তোমরা উৎসব পালন করে হোলি হয়ে যাও এবং অন্যদেরও হোলি বানিয়ে থাকো। তারা কেবল উদযাপন করে, আর তোমরা উদযাপন করতে করতে সেই স্বরূপ ধারণ করো। মানুষ তিন প্রকারের হোলি পালন করে - এক, পোড়ানোর হোলি (হোলিকা দহন), দুই, একে অপরকে রঙ লাগানোর হোলি, তৃতীয়, মঙ্গল মিলন পালন করবার হোলি। এই তিন প্রকারের হোলির মধ্যেই আধ্যাত্মিক রহস্য নিহিত রয়েছে। কিন্তু জগতের লোক স্থূল রূপে তাকে পালন করতে থাকে। এই সঙ্গমযুগে তোমরা মহান আত্মারা যখন বাবার হও অর্থাৎ হোলি হও, তখন প্রথমে কী করো? প্রথমে সকল পুরানো স্বভাব সংস্কার যোগ অগ্নির দ্বারা ভস্ম করে থাকো অর্থাৎ পোড়াতে থাকো। এরপরই স্মরণের দ্বারা বাবার সঙ্গে রঙ লাগাও। তোমরাও প্রথমে দহন করবার হোলি পালন করো, তারপর সঙ্গে রঙে রঙিন হয়ে ওঠো। অর্থাৎ বাবা সম হয়ে যাও। বাবা জ্ঞানের সাগর তো বাচ্চারাও সঙ্গে রঙে জ্ঞান স্বরূপ হয়ে যাও। বাবার যা গুণ, তা তোমাদের গুণ হয়ে যায়। বাবার যে শক্তি, তা তোমাদের খাজানা হয়ে যায়। তোমাদের প্রপাটি হয়ে যায়। তাই সঙ্গে রঙ এমন অবিনাশী ভাবে লেগে যায়, যা জন্ম জন্মান্তরের জন্য এই রঙ অবিনাশী হয়ে যায়। আর যখন সঙ্গে রঙ লেগে যায়, এই অবিনাশী রঙের হোলি উদযাপন করো, তখন আত্মা আর পরমাত্মার, বাবা আর বাচ্চাদের শ্রেষ্ঠ মিলনের মেলা সদাই হতে থাকে। অঙ্গুতানী আত্মারা তোমাদের এই আত্মিক হোলিকে স্মরণিক রূপে পালন করা শুরু করে। তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল উৎসাহে পূর্ণ জীবন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে স্মরণিক রূপে পালন করে অল্পকালের জন্য খুশী হয়ে যায়। প্রতিটি পদক্ষেপে, তোমাদের শ্রেষ্ঠ জীবনে যে যে বিশেষত্ব প্রাপ্ত হয়েছে, সে সব স্মরণ করে অল্প সময়ের জন্য তারাও আমোদে মেতে ওঠে। এই স্মরণিক দেখে বা তার কথা শুনে উৎফুল্ল হও কিনা - যে, আমাদের বিশেষত্বেরই স্মরণিক! তোমরা মাঝাকো দহন করেছো আর তারা হোলিকা দহন করে। তারা এতো মনোরঞ্জন কাহিনী বানিয়ে ফেলেছে যে, সে সব শুনে তোমাদের হাসি পাবে যে, আমাদের জিনিস গুলোকে কী বানিয়ে দিয়েছে! হোলির উৎসব তোমাদের নানান প্রকারের প্রাপ্তির স্মরণিক হিসেবে পালন করে। এখন তোমরা সর্বদা আনন্দে থাকো। আনন্দে প্রাপ্তির স্মরণিক খুবই আনন্দের সাথে হোলি পালন করে। সেই সময় সব দুঃখ ভুলে যায়। আর তোমরা সদা কালের জন্য সব দুঃখ ভুলে গেছো। তোমাদের আনন্দের প্রাপ্তির স্মরণিক তারা পালন করে।

এটা উদযাপন করবার সময় ছোট বড় সকলে একেবারে হাঙ্কা হয়ে, হাঙ্কা রূপে উদযাপন করে। সেই দিন সকলের মেজাজও (মুড) হাঙ্কা থাকে। অতএব, *এ হল তোমাদের লাইট হওয়ার স্মরণিক*। যখন প্রভুর রঙে রঙিন হয়ে ওঠো, তখন ডবল লাইট হয়ে যাও, তাই না! তো এই বিশেষত্বেরই স্মরণিক। এছাড়া এই দিন ছোট বড় যে সম্বন্ধেরই হোক, সকলেই সমান স্বভাবে থাকে। সেদিন তো ছোট নাতিটিও তার দাদুকে রঙ লাগায়। সকলে সম্বন্ধ বা বয়সের বিভেদ ভুলে যায়। এটাও তোমাদের বিশেষ সমান ভাব অর্থাৎ ভাই-ভাই-এর স্মৃতি, আর অন্য কোনো সম্বন্ধের দৃষ্টি নয়। এ হল ভাই-ভাই -এর স্মৃতির স্মরণিক। এছাড়াও এই দিন নানান রঙের পিচকারি দিয়ে প্রেম স্বরূপ বানানোর রঙ, সুখের, শান্তির, শক্তির কত কত রঙ লাগাও তোমরা! এমন রঙ লাগাও যে চিরস্থায়ী হয়ে যায়। মুছে দিতে হয় না। পরিশ্রম করতে হয় না। বরং আরোই সব আত্মারা এটাই চায় যে, সদাই এই রঙে রাঙা হয়ে থাকি। তো সবার কাছে আত্মিক রঙের আত্মিক দৃষ্টির পিচকারি আছে, তাই তো? তা দিয়ে রঙ খেলো, তাই তো? এই আত্মিক হোলি বা দোল হল তোমাদের সকলের জীবনের স্মরণিক। এমন ভাবেই বাপদাদার সাথে মঙ্গল মিলন পালন করো যে, বাবা সম হয়ে গেছো। এমন মঙ্গল মিলন পালন করেছো যে, কস্মাইন্ড হয়ে গেছো। কেউই তার থেকে আলাদা করতে পারবে না।

এই দিন হল আবার সেই দিনও যেদিন বিগতকে ভুলে যাওয়া হয়। ৬৩ জন্মের বিগতকে বিস্মৃত হয়ে যাও, তাই তো ? বিগতকে বিন্দু লাগিয়ে দিয়ে থাকো। সেইজন্য হোলিকে (হো = হয়ে লি = গেছে, অতীত হয়ে গেছে) যেটা গত হয়ে গেছে হিসেবেও বলা হয়। যে কোনো প্রকারের কঠিন শত্রুতাকে ভুলে মিলন উদযাপন করবার দিন হিসেবে পালন করা হয়। তোমরাও আত্মার শত্রু আসুরী সংস্কার, আসুরী স্বভাবকে ভুলে প্রভু মিলন পালন করেছে তাই না ! সংকল্পে পর্যন্ত যেন পুরানো সংস্কার স্মৃতিতে না আসে। এও তারা তোমাদের এই ভুলে যাওয়ার বিশেষত্বকে স্মরণিক হিসেবে পালন করেছে। তাহলে শুনলে তো কত কত বিশেষত্ব তোমাদের ! তোমাদের প্রতিটি গুণের, প্রতিটি বিশেষত্বের, কর্মের আলাদা আলাদা স্মরণিক বানিয়ে দিয়েছে। যার প্রত্যেক কর্ম স্মরণিক হয়ে যায়, যাকে স্মরণ করেও আনন্দ হয়, সে তবে কতখানি মহান ? বুঝেছো তোমরা - নিজে নিজেকে যে, তুমি কে ? হোলি তো অবশ্যই, কিন্তু কতখানি বিশেষ !

ডবল বিদেশি যদিও নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের এই স্মরণিক নাও জানতে পারে, কিন্তু তোমাদের বাবার স্মরণ করবার গুরুত্ব, জগতের মানুষ স্মরণ করে তাকে স্মরণিক বানিয়ে ফেলছে। এবারে বুঝেছো হোলি আসলে কী ? তোমরা সবাই তো রঙে রঙিন হয়ে উঠেছো, যে বাবা ছাড়া তোমাদের দু'নয়নে আর কিছুই নেই। বাবার প্রতি ভালবাসাতেই পান ভোজন, চলন-গমন, নাচতে-গাইতে থাকো তোমরা। পাকা রঙ লেগেছে, নাকি রঙ কাঁচা ? কোন্ রঙ লেগেছে ? কাঁচা রঙ, নাকি পাকা ? বিগতকে গত করে দিয়েছো ? ভুলেও যেন পুরানো কথা স্মরণে না আসে। তোমরা বলো না - কী করব মনে পড়ে যায় যে ! এ সব ভুল করে চলে আসে। নব জন্ম, নতুন বিষয়, নতুন সংস্কার, নতুন দুনিয়া, এই ব্রাহ্মণদের সংসারও হল নতুন সংসার। ব্রাহ্মণদের ভাষাও নতুন। আত্মার ভাষা, তা নতুন নয়কি ! বাইরের দুনিয়ার লোক কী কথা বলে, আর তোমরা কী কথা বলো ! পরমাত্মার সাথেও তোমরা নতুন কথা বলো ! তাহলে ভাষাও নতুন, রীতি নীতিও নতুন। সম্বন্ধ সম্পর্কও নতুন, সব কিছুই নতুন হয়ে গেছে। পুরানো সমাপ্ত। নতুন শুরু হয়েছে - তাই তোমরা নতুন গীত গাও, পুরানো নয় - কী, কেন হল পুরানো গীত। অহা! বাঃ! অহো! এসব হল নতুন গীত। তাহলে তোমরা কোন্ গীত গাও ? হায় হায় এর গীত গাও না তো ? দুনিয়াতে হায় হায় করার অনেক লোক রয়েছে, তোমরা নও । তো অবিনাশী হোলি পালন করেছে অর্থাৎ বিগতকে গত করে সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে বাবার সঙ্গে রঙে রঙিন হয়ে উঠেছো। তাহলে হোলি খেলেছো তো ?

সদা বাবা আর আমি, একসাথে । আর সঙ্গমযুগে সদা সাথে থাকবো। আলাদা তো হতে পারে না। এমন উৎসাহ উদ্দীপনা অন্তরে রয়েছে না - "আমি আর বাবা" ! নাকি পর্দার আড়ালে তৃতীয় কেউ আছে ? কখনো ইঁদুর, কখনো বিড়াল বেড়িয়ে আসে নাতো ? সব সমাপ্ত হয়ে গেছে তো ? যখন বাবাকে পাওয়া হয়ে গেছে, তখন সব কিছুই পাওয়া হয়ে গেছে। আর কিছু বাকি থাকে না। না আত্মীয়-স্বজন, না ধন সম্পদ, না শক্তি, না গুণ, না জ্ঞান, না আর কোনো কিছুর প্রাপ্তি থেকে যায়। তো আর বাকি কী চাই ? একেই বলা হয় হোলি খেলা । বুঝেছো তোমরা !

তোমরা কতই না আমোদে থাকো। নিশ্চিত বাদশাহ (বেফিকির বাদশাহ) ! কানাকড়ি শূন্য বাদশাহ । বেগমপুরের বাদশাহ ! এমন আমোদে কেউই থাকতে পারে না। এই জগতের ধনী থেকে ধনী ব্যক্তি বা যত নামকরা ব্যক্তিই হোক না কেন, তুখর শত্রু গুণানীই হোক, বেদগুণ ব্যক্তিই হোক, কিস্বা নবধা ভক্ত, নম্বর ওয়ান বিস্তানীই, যে কোনো অকু্যপেশনেরই হোক, এমন আমোদের জীবন তাদের হতে পারে না। যাতে কিনা কোনোই পরিশ্রম নেই। আছে কেবল ভালোবাসা আর ভালোবাসা। চিন্তা নয়। বরং শুভ চিন্তক, শুভ চিন্তনে থাকো তোমরা । এমন আমোদের জীবন সমগ্র বিশ্বে পরিক্রমা করে যদি নিয়ে আসতে পারো, তো নিয়ে এসো। সেইজন্য তোমরা গীত গেয়ে থাকো না - মধুবনে, বাবার সংসারে কেবল আমোদই আমোদ । খাও, তাতেও আমোদ, ঘুমাও, তাতেও আমোদ। ঘুমের ওষুধ খাওয়ার প্রয়োজন হয় না। বাবার সাথে ঘুমিয়ে পড়ো তো ঘুমের ওষুধ খেতে হবে না। একা ঘুমাও বলেই তো বলো - হায় ব্লাড প্রেশার, ব্যথা বেদনা ! তখনই ওষুধ খেতে হয়। বাবা সাথে রয়েছে, ব্যস বাবা তোমার সাথে শুয়ে আছে, এটাই হল ট্যাবলেট। এমন সময়ও আসবে, যেমন আগে ওষুধ পত্র ব্যবহার হতো না, মনে আছে না ? প্রথম দিকে কতকাল ওষুধ পত্র ছিল না। হ্যাঁ, কিছু মালাই মাখন তোমরা খেয়েছো। ওষুধ পত্র খেতে না তোমরা। সূত্রাং, যন্ত্রের আদিকালে যেমন প্র্যাকটিস করানো হয়েছে তোমাদের। ছিল তো পুরানো শরীরই। শেষের দিকে পুনরায় সেই আদি কালেরই রিপিট হবে। বিচিত্র বিচিত্র সব সাক্ষাৎকার করতে থাকবে। অনেকেরই ইচ্ছা আছে না - একবার একটু সাক্ষাৎকার হোক। শেষ পর্যন্ত যারা সুপরিপক্ক হবে, তাদেরই সাক্ষাৎকার হবে। পুনরায় সেটাই সংগঠনের ভাটি হবে। তখন সেবাও সমাপ্ত হয়ে যাবে । এখন সেবার কারণে তোমরা এদিকে ওদিকে বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এরপর সব নদী গুলি সাগরে মিশে যাবে। কিন্তু সময় তখন খুবই অস্থির থাকবে। সুযোগ সুবিধার উপকরণ থাকলেও, সেগুলো কাজ করবে না। সেইজন্য বুদ্ধির লাইন খুবই ক্লিয়ার থাকা প্রয়োজন, যাতে সাথে সাথে টাচ হয়ে যায় যে, এখন কী করা উচিত। এক মুহূর্ত দেরী করলে, তো গেলে। তারাও যেমন

যদি এক সেকেণ্ডও বোতাম টিপতে দেরি করে তো কী অবস্থা হবে ? এও তেমনি যদি এক সেকেণ্ডও টাচিং হতে দেরি হয়, তাহলে পৌঁছানো অসম্ভব হয়ে যাবে। তারাও তো কত অ্যাটেনশনের সাথে বসে থাকে। আর এ তো হল বুদ্ধির টাচিং । যন্ত্রের প্রথমে যেমন ঘরে বসেই আওয়াজ এল, আহান এলো - চলে এসো, এখানে পৌঁছে যাও, এখনই বেরিয়ে পড়ো। আর সাথে সাথে বেরিয়ে পড়লে। তেমনি শেষের সময়েও বাবার আওয়াজ পৌঁছে যাবে। সাকারে যেমন সব বাচ্চাদের বাবা ডাকতেন। তেমনই আকার রূপে সব বাচ্চাদের কাছে - " এসো - এসো" এমন ডাক আসবে। সবাই চলে আসবে, আর বাবার সাথে সবাই চলে যেও। এই রকমই তোমাদের বুদ্ধি সদা যেন ক্রিয়ার থাকে। আর কোনো দিকে যদি অ্যাটেনশন যায়, তবে বাবার আওয়াজ, বাবার আহান মিস হয়ে যাবে। এ সব তো হবেই ।

টিচাররা ভাবছে - আমরা তো পৌঁছেই যাবো। এও হতে পারে, তোমাদেরকে বাবা সেখানেই নির্দেশ দিলেন ! সেখানেই কোনো বিশেষ কাজ থাকতে পারে। সেখানে হয়তো আরো অনেককে শক্তি দিতে হবে। সাথে করে নিয়ে যেতে হবে। এইরূপও হবে, তবে তা বাবার নির্দেশ অনুযায়ী। মনমং অনুসারে নয়। কারো প্রতি স্নেহ বশতঃ নয়। হয় রে আমার সেন্টার, এ সব যেন মনেও না আসে। অমুক জিজ্ঞাসুকে সাথে নিয়ে যাই, কিম্বা ইনি অনন্য বাচ্চা বা ইনি সহযোগী, এমনও করা যাবে না। কারো জন্যও যদি বিন্দু মাত্র অপেক্ষা করো, তাহলে তুমি গেলে। এমন ভাবে প্রস্তুত তো তোমরা ? একেই বলা হয় এভাররেডি । সব সময়ই সব কিছু গুটিয়ে নিয়ে প্রস্তুত। সেই সময় কিন্তু গুটিয়ে নেওয়ার সংকল্প আসবে না। এটা করে নিই, ওটা করে নিই। সাকারে যখন বাবা ছিলেন, মনে আছে না - সার্ভিসেবল বাচ্চা যারা ছিল, তাদের স্থূল ব্যাগ ব্যাগেজ সদা প্রস্তুত থাকতো ! ট্রেন স্টেশনে পৌঁছাতে মিনিট পাঁচেক বাকি, নির্দেশ এলো তোমাদের এখনই যেতে হবে। তাই ব্যাগ ব্যাগেজ তৈরীই থাকতো। ট্রেন আগের স্টেশনে এসে গেছে, সেই সময় তারা রওনা হল। এমনও তো হয়েছে তোমাদের, তাই না ! এও মনের স্থিতি - যেখানে ব্যাগ ব্যাগেজ প্রস্তুত। বাবা ডাকলেন আর বাচ্চারা আঙুলে বাবা বলে উপস্থিত হয়ে যাবে। একেই বলা হয় এভাররেডি । আচ্ছা -

এমনই সদা সঙ্গের রঙে রঙিন হয়ে, সদা বিগতকে বিদায় দিয়ে বর্তমান আর ভবিষ্যতকে শ্রেষ্ঠ বানাতে সক্ষম, সদা পরমাত্মা মিলন উদযাপনকারী, সদা প্রতিটি কর্ম বাবার স্মরণে থেকে করে থাকে অর্থাৎ প্রতিটি কর্মকে স্মরণিক বানিয়ে থাকে, সদা আনন্দে নাচতে গাইতে গাইতে সঙ্গমযুগের আমোদ উপভোগকারী, এমন বাবা সম বাবার প্রতিটি সংকল্পকে ক্যাচ করতে সক্ষম, সদা বুদ্ধিকে শ্রেষ্ঠ এবং স্পষ্ট রাখতে সক্ষম, এমন হোলি হ্যাপি হংসদেরকে বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার !

বাপদাদা সকল বাচ্চাদের পত্রের উত্তর প্রদানকালে দোল যাত্রা বা হোলির অভিনন্দন জানালেন -

চতুর্দিকের দেশবিদেশের সকল বাচ্চাদেরকে স্নেহ পূর্ণ, উৎসাহ-উদ্দীপনায় কোথা থেকে কোথা থেকেই না নিজেদের পুরুষার্থের প্রতিজ্ঞা ভরা সকলের পত্র আর সন্দেশ বাবার কাছে এসেছে। বাপদাদা সকল হোলিহংসকে সদা "যেমন বাবা, তেমনই আমি" - এই স্মৃতির বিশেষ স্লোগান বরদানের রূপে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। যে কোনো কর্ম করবার সময় সংকল্প করার সময় প্রথমেই চেক করো, যা বাবার সংকল্প তা হল এই সংকল্প। যা বাবার কর্ম সেটাই হল আমার কর্ম। সেকেন্ডে চেক করো, আর তারপর তাকে সাকারে পরিণত করো। সদাই বাবা সম শক্তিশালী আত্মা হয়ে সফলতার অনুভব করবে । সফলতা হল তোমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার । এমন সহজ প্রাপ্তির অনুভব করবে। সফলতার নক্ষত্র হলাম আমি স্বয়ং, তাই সফলতা আমার থেকে আলাদা হতে পারে না। সফলতার মালা সদা গলায় পরানো রয়েছে অর্থাৎ প্রতিটি কর্মে অনুভব করতে থাকবে। বাপদাদা আজকের এই হোলির সংগঠনে তোমরা সবাই হোলি হংসদেরকে সম্মুখে দেখছেন আর হোলি উদযাপন করছেন। স্নেহের চোখে সকলকে দেখছেন - সকলের বিশেষত্বের ভ্যারাইটি সৌরভ গ্রহণ করছিলেন। কতই না মিষ্টি সৌরভ প্রত্যেকের বিশেষত্বের। বাবা প্রত্যেক বিশেষ আত্মাকে তাদের বিশেষত্ব সহ দেখতে দেখতে গীত গেয়ে উঠলেন - "বাঃ আমার সহজ যোগী বাচ্চা, বাঃ আমার পদ্মপদম ভাগ্যবান বাচ্চা" । তো সকলে নিজ নিজ বিশেষত্ব আর নাম সহ বাপদাদার সম্মুখে নিজেকে অনুভব করে বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন স্বীকার করো আর সর্বদা বাবার ছত্রছায়ায় থেকো। মায়াকে ভয় পাবে না। তা সে ছোটখাটো বিষয়েই হোক বা বড় বিষয়ে। তবে ছোটোকে বড় করবে না। বড়কে বরং ছোটো করবে। উঁচুতে থাকবে, তবে বড় বিষয় ছোট হয়ে যাবে। নীচে থাকলে ছোটখাটো বিষয়ও বড় হয়ে যাবে। সেইজন্য বাপদাদাকে সাথে রাখো, হাতে হাত রাখো, তাহলে ভয় পাবে না। খুব ওড়ো, উড়তি কলাতে সেকেন্ডে সবকিছুকে অতিক্রম করে যাও। বাবার সঙ্গ সর্বদাই সুরক্ষিত রাখে আর রাখবেও। আচ্ছা - সকলকে হারানিধি, আদরের দুলাল বলে বাপদাদা হোলির অভিনন্দন জানাচ্ছেন । আচ্ছা - (তাহলে তো বাপদাদার সাথে সব বাচ্চারা হোলি পালন করলো অর্থাৎ পিকনিক করলো)

বরদান:-

সর্বোচ্চ বাবা, আমরাও উচ্চ আর আমাদের কাজও উচ্চ - এই স্মৃতিতে শক্তিশালী হয়ে ওঠা বাবার সম ভব*
আজকাল যেমন এই জাগতিক দুনিয়ায় কোনো ভি.আই.পি. -র ছেলে বা মেয়ে নিজেকেও ভি.আই.পি. মনে
করে। কিন্তু বাবার থেকে উচ্চ তো আর কেউ নেই। আমরা হলাম এমন উচ্চ থেকেও উচ্চ পিতার সন্তান
উচ্চ আত্মা - এই স্মৃতি শক্তিশালী বানায়। উচ্চ পিতা, উচ্চ আমরা আর উচ্চ কর্ম - এই স্মৃতিতে যারা থাকে,
তারা সর্বদা বাবার সম হয়ে যায় । সমগ্র বিশ্বে তোমাদের থেকে উচ্চ আত্মা তোমরা ছাড়া আর কেউ নেই।
সেইজন্য তোমাদেরই গায়ন পূজন হয়ে থাকে।

স্লোগান:-

সম্পূর্ণতার দর্পণে সূক্ষ্ম আসক্তি গুলোকে চেক করো আর মুক্ত হও।*

"মিষ্টি বাচ্চারা ---'মনমনাভব' এই বশীকারণ মন্ত্রেই তোমরা মায়াকে জয় করতে পারো, এই মন্ত্রই সকলকে স্মরণ করিয়ে দাও"

প্রশ্নঃ - অবিনাশী এই সৃষ্টি নাটকে সবথেকে বড় লেবার (সেবক) কারা এবং কিভাবে?

উত্তরঃ - এই পুরানো দুনিয়াকে স্বচ্ছ বানানোর সবথেকে বড় লেবার হলো প্রাকৃতিক বিপর্যয়। ভূমিকম্প হয়, বাণ আসে, ধরিত্রীর সাফাই হয়ে যায়। এরজন্য ভগবান কাউকে নির্দেশ দেন না। বাবা কিভাবে বাচ্চাদের ডেস্ট্রয় (ধ্বংস) করবেন। ড্রামাতে এমন পার্টই আছে। এ তো রাবণের রাজ্য, এই বিপর্যয়কে ঈশ্বরীয় বিপর্যয় বলা হবে না।

ওম্ শান্তি। বাবা-ই বাচ্চাদের বোঝান -- বাচ্চারা, "মনমনাভব"। এমন নয় যে, বাচ্চারা বসে বাবাকে বোঝাতে পারবে। বাচ্চারা বলবেই না - শিববাবা, "মনমনাভব"। কখনোই নয়। এমনিতে তো বাচ্চারা বসে কথাবার্তা বলে, রায় দেয়, কিন্তু যা মূল মহামন্ত্র, তা তো বাবাই দেন। গুরুরা মন্ত্র দেন। এই নিয়ম কোথা থেকে এসেছে? এই যে বাবা, যিনি নতুন সৃষ্টির রচনা করেন, তিনিই প্রথমে মন্ত্র দেন - "মনমনাভব"। এর নামই হলো বশীকারণ মন্ত্র, অর্থাৎ মায়াকে জয় করার মন্ত্র। এই মন্ত্র কেউই মনে মনে জপ করে না। এ তো বুঝতে হবে। বাবা অর্থ সহ বুঝিয়ে বলেন। যদিও এই মন্ত্র গীতাতে আছে তবুও এর অর্থ কেউই বুঝতে পারে না। এ হলো গীতারই এপিসোড, কিন্তু নাম পরিবর্তন করে দিয়েছে। ভক্তিমার্গে কতো বড় বড় পুস্তক ইত্যাদি তৈরী হয়। বাস্তবে বাবা বাচ্চাদের মুখে মুখে বসে এইসব বোঝান। বাবার আত্মাতেই এই জ্ঞান আছে। বাচ্চাদের আত্মাই এই জ্ঞান ধারণ করে। বাকি সহজ করে বোঝানোর জন্য এইসব চিত্র ইত্যাদি বানানো হয়। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে তো এই সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে। তোমরা জানো যে, বরাবর এই আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম ছিলো, তখন আর কোনো খণ্ড ছিলো না। পরবর্তীকালে এইসব খণ্ড যোগ হয়েছে। তাহলে এই চিত্রও এক কোণে রেখে দেওয়া উচিত। যেখানে তোমরা দেখাও ভারতে এনার রাজ্য ছিলো বাকি আর অন্য কোনো ধর্ম ছিলো না। এখন তো কতো ধর্ম, পরে এইসব ধর্ম আর থাকবে না। এ হলো বাবার প্ল্যান। ওই বেচারাদের তো কতো চিন্তা লেগে থাকে। বাচ্চারা, তোমরা তো বুঝতে পারো, এ সম্পূর্ণ ঠিক। এ কথা লেখাও আছে যে, বাবা এসে ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা করেন। কার? নতুন দুনিয়ার। যমুনার তীরে থাকবে রাজধানী। সেখানে একটা ধর্মই থাকে। এই বৃষ্ণ এখন সম্পূর্ণ ছোটো, এই বৃষ্ণের জ্ঞান বাবাই প্রদান করেন। তিনি চক্রের জ্ঞান দেন, সত্যযুগে একটাই ভাষা থাকে, সেখানে অন্য কোনো ভাষা থাকবে না। তোমরা একথা সিদ্ধ করতে পারো, একই ভারত ছিলো, একই রাজ্য ছিলো, সেখানে একই ভাষা ছিলো। স্বর্গে সুখ - শান্তি ছিলো। সেখানে দুঃখের নাম - নিশানা ছিলো না। সুখ - স্বাস্থ্য - সম্পদ সবই ছিলো। ভারত তখন নতুন ছিলো, মানুষের আয়ুও অনেক বেশী ছিলো কারণ সেখানে পবিত্রতা ছিলো। পবিত্রতা থাকলে মানুষ স্বাস্থ্যবান থাকে। অপবিত্রতায় দেখা মানুষের কি হাল হয়। বসে বসেও অকাল মৃত্যু হয়ে যায়। যুবকেরও মৃত্যু হয়ে যায়। কতো দুঃখ হয়। ওখানে অকাল মৃত্যু হয় না। মানুষ সম্পূর্ণ আয়ু পায়। বৃদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত কারোর মৃত্যু হয় না।

যে কাউকেই বোঝাও না কেন, বুদ্ধিতে এই কথা বসাতে হবে যে - অসীম জগতের পিতাকে স্মরণ করো, তিনিই পতিত পাবন, তিনিই সদগতি দাতা। তোমাদের কাছে ওই চিত্র থাকা উচিত তাহলে সিদ্ধ করে বোঝাতে পারবে। আজকের নক্সা এমন আবার কালকের নক্সা এমন। কেউ কেউ তো খুব ভালোভাবে মন দিয়ে শোনে। একথা সম্পূর্ণ বুঝিয়ে বলতে হবে। এই ভারত হলো অবিনাশী খণ্ড। যখন এই দেবী দেবতা ধর্ম ছিলো তখন অন্য কোনো ধর্ম ছিলো না। এখন সেই আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম নেই। এই লক্ষ্মী - নারায়ণ কোথায় গেলো সেকথা কেউই বলতে পারবে না। একথা বলার মতো শক্তি কারোরই নেই। বাচ্চারা, তোমরা খুব ভালোভাবে রহস্য করে বুঝিয়ে বলতে পারো। এতে দ্বিধাগ্রস্ত হওয়ার কোনো দরকার নেই। তোমরা সবকিছুই জানো তাই আবার রিপিটও করতে পারো। তোমরা কাউকে প্রশ্নও করতে পারো - এরা কোথায় গেলেন? তোমাদের প্রশ্ন শুনে আশ্চর্য হয়ে যাবে। তোমরা তো নিশ্চিত হয়ে বলতে পারো, কিভাবে এঁরাও ৮৪ জন্মগ্রহণ করেন। তোমাদের বুদ্ধিতে তো একথা আছে, তাই না। তোমরা চট করে বলতে পারবে, নতুন দুনিয়া সত্যযুগে আমাদের রাজ্য ছিলো। সেখানে একই আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম ছিলো। অন্য কোনো ধর্ম সেখানে ছিলো না। সবকিছুই সেখানে নতুন। সেখানে প্রতিটা জিনিসই সতোপ্রধান থাকে। সেখানে সোনাও অগাধ থাকে। ওখানে সোনা কতো সহজে পাওয়া যায়, যে তা দিয়ে ইট, বাড়ি ইত্যাদি তৈরী হয়। ওখানে তো সবকিছু সোনারই তৈরী হয়। খনি তো

সব নতুন থাকে, তাই না। নকল তো কেউই তৈরী করবে না যেহেতু আসল ওখানে প্রচুর থাকে। এখানে আসলের কোনো নামই নেই। এখানে নকলের কতো জোর, তাই বলা হয় মিথ্যা মায়া, মিথ্যা কায়া ----। এখানে সম্পত্তিও মিথ্যা। এমন এমন ধরণের হীরে - মোতি এখানে বের করা হয় যে, বুঝতেই পারা যায় না যে, কোনটা আসল আর কোনটা নকল? তার চমক এতটাই থাকে যে পরখ করে বোঝাই যায় না - কোনটা আসল আর কোনটা নকল? ওখানে তো এমন নকল জিনিস কিছুই থাকে না। বিনাশ হলে সবই ধরিত্রীর অন্দরে চলে যায়। এতো বড় বড় পাথর - হীরে ইত্যাদি মহলে লাগানো হবে, সেসব কোথা থেকে আসবে, কারা কেটে নিয়ে আসবে? ভারতেও অনেকই বিশেষজ্ঞ আছে, যারা আরো হুঁশিয়ার হতে থাকবে। তারপর সেখানেও তো তারা সেই গুণ নিয়েই যাবে, তাই না। মুকুট ইত্যাদি কেবল হীরেরই হবে না, ওখানকার হীরে সত্যিই বিশুদ্ধ এবং প্রকৃত হীরে হবে। এই বিজলী, টেলিফোন, মোটর ইত্যাদি প্রথমে কিছুই ছিলো না। বাবার এই জীবনেও কতো কি বেরিয়েছে। একশো বছরের মধ্যেই এইসব বেরিয়েছে। ওখানে তো অনেক বড় বিশেষজ্ঞ থাকবে। তারা এখন পর্যন্ত শিখতেই থাকছে। আরো হুঁশিয়ার হতে থাকছে। এও বাচ্চাদের সাক্ষাৎকার করানো হয়। ওখানে হেলিকপ্টারও ফুল প্রফ হয়। বাচ্চারাও অনেক সতোপ্রধান সূক্ষ্ম বুদ্ধির হয়। আরো কিছু উন্নতি করো, তোমাদেরও সাক্ষাৎকার হতে থাকবে, যেমন বিদেশ থেকে যখন দেশে ফেরে তখন নিজের দেশের গাছপালা দেখা যায়, ভিতরে খুশী উৎপন্ন হয় যে, এবার ঘরে এলাম বলে। এখনই ঘরে এসে পৌঁছালাম বলে আনন্দ হয়। পরের দিকে তোমাদের এমন সাক্ষাৎকার হতে থাকবে। বাচ্চারা বুঝতে পারে, বাবা হলেন অতি প্রিয়। তিনি হলেনই সুপ্রীম আল্লা। তাঁকে সবাই স্মরণও করে। ভক্তিমার্গে তোমরাও তো পরমাত্মাকে স্মরণ করতে কিন্তু একথা বুঝতে পারতে না যে, তিনি ছোটো নাকি বড়। এমন গানও গাওয়া হয় --- কুকুটির ভিতরে ঝলমলে আজব তারা ----- তাহলে অবশ্যই তো বিন্দুর মতো হলো, তাই না। তাঁকেই বলা হয় সুপ্রীম আল্লা বা পরমাত্মা। তাঁর মধ্যে তো অনেক গুণই আছে। তিনি জ্ঞানের সাগর, কি জ্ঞান শোনাবেন? তিনি যখন শোনাবেন, তখনই তো তোমরা জানতে পারবে, তাই না। তোমরাও কি প্রথমে জানতে, তোমরা কেবল ভক্তিই জানতে। এখন তো বুঝতে পারো, এ আশ্চর্যের, তোমরা আল্লাকেও এই চোখে দেখতে পাও না, তাই বাবাকেও ভুলে যাও। এই নাটকেই এমন আছে, যা বিশ্বের মালিক বানান, তাঁর নাম গুপ্ত করে অন্যের নাম দিয়ে দেয়। কৃষ্ণকে ত্রিলোকীনাথ, বৈকুণ্ঠনাথ বলে দিয়েছে, অর্থ কিছুই বুঝতে পারে না। বসে কেবল বাহবা দেয়। ভক্তিমার্গে বসে এমন অনেক কথা বানানো হয়েছে। ওরা বলে ভগবানের মধ্যে এতটাই শক্তি যে, হাজার সূর্যের তেজ, সবাইকে ভস্ম করে দিতে পারে। এমন - এমন কথা তৈরী করে দিয়েছে। বাবা বলেন, আমি বাচ্চাদের কিভাবে জ্বালাবো? এ তো হতেই পারে না। বাবা কি বাচ্চাদের ধংস করবেন? কখনোই নয়। এই পার্ট তো নাটকেই আছে। পুরানো দুনিয়া তো শেষ হতেই হবে। পুরানো দুনিয়ার বিনাশের জন্য এই প্রাকৃতিক বিপর্যয় সব সেবক। কতো জবরদস্ত সেবক এরা। এমন নয় যে, এদের প্রতি বাবার নির্দেশ আছে যে, বিনাশ করো। তা নয়। ঝড় আসে, দুর্ভিক্ষ হয়। ভগবান বলে কি যে এইসব করো? কখনোই নয়। নাটকে তো এই পার্ট রয়েছেই। বাবা কখনোই বলেন না যে, তোমরা বোম্ব তৈরী করো। এ সব রাবণের মত বলা হবে। এ এক বানানো নাটক। রাবণের রাজ্য হলে সকলেই আসুরী বুদ্ধির হয়ে যায়। কতো মানুষ মারা যায়। অবশেষে সবাইকে জ্বালিয়ে দেওয়া হবে। এ এক বানানো খেলা যার পুনরাবৃত্তি হয়। বাকি এমন নয় যে শঙ্করের চোখ খোলাতেই বিনাশ হয়ে যায়, একে ঈশ্বরীয় বিপর্যয়ও বলা যাবে না। এ সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক।

বাচ্চারা, বাবা এখন তোমাদের শ্রীমত দান করছেন। কাউকে দুঃখ দেওয়ার কোনো কথাই নয়। বাবা তো হলেনই সুখের পথ প্রদর্শক। এই নাটকের নিয়ম অনুসারে বাড়ি পুরানো হতেই থাকবে। বাবাও বলেন, এই সম্পূর্ণ দুনিয়া পুরানো হয়ে গেছে। এর এখন সমাপ্তি ঘটা উচিত। কিভাবে দেখো সকলে নিজেদের মধ্যে লড়াই করে। এ তো আসুরী বুদ্ধির, তাই না। যখন ঈশ্বরীয় বুদ্ধি থাকবে তখন কাউকে মারার কোনো কথাই থাকবে না। বাবা বলেন, আমি তো সকলেরই বাবা। সকলের প্রতিই আমার প্রেম আছে। বাবা এখানে সকলকেই দেখেন কিন্তু সেইসব বাচ্চাদের প্রতি নজর যায় যারা খুব ভালোবেসে বাবাকে স্মরণ করে, যারা সেবাও খুব করে। এখানে বসে বাবার নজর সেবাধারী বাচ্চাদের প্রতি চলে যায়। কখনো দেবাদুন, কখনো মিরাত কখনো আবার দিল্লীতে। বাবা বলেন, যে বাচ্চা আমাকে স্মরণ করে, আমিও তাকে স্মরণ করি। যে আমাকে স্মরণ করেও না, তবুও আমি সবাইকে স্মরণ করি কেননা আমাকে তো সকলকেই ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে, তাই না হ্যাঁ, যারা আমার কাছে সৃষ্টিচক্রের জ্ঞান অর্জন করে, নস্বর অনুসারে তারা উঁচু পদ পাবে। এ হলো অসীম জগতের কথা। ওই শিক্ষকরা হন এই জগতের। ইনি হলেন অসীম জগতের। বাচ্চাদের ভিতরে তাই কতো খুশী হওয়া উচিত। বাবা বলেন, সকলের পার্ট একরকম হতে পারে না, এনার তো এমন পার্ট ছিলো, কিন্তু অনুসরণকারী কোটির মধ্যে কয়েকজন হয়। কেউ বলে ---- বাবা আমি সাত দিনের বাচ্চা, কেউ আবার বলে - আমি একদিনের বাচ্চা। তাহলে তোমরা তো শিশু হলে, তাই না। তাই বাবা প্রতিটা বিষয় বোঝাতেই থাকেন। নদীও তোমরা বরাবর পার করে এসেছো। বাবার আসাতে এই জ্ঞান শুরু হয়েছে। তাঁর কতো মহিমা। ওই গীতার অধ্যায় তো তোমরা জন্ম - জন্মান্তর কতবার

পড়ে এসেছো । তফাৎ দেখো কতো । কোথায় কৃষ্ণ ভগবান উবাচঃ আর কোথায় পরমাত্মা উবাচঃ । দিন রাতের তফাৎ । তোমাদের বুদ্ধিতে এখন আছে যে আমরা সত্যথণ্ডে ছিলাম, সুখও অনেক দেখেছিলাম । তোমরা চার ভাগের তিনভাগ সুখ ভোগ করো । বাবা এই নাটক তো সুখের জন্যই বানিয়েছেন নাকি দুঃখের জন্য । এ তো পরে তোমরা দুঃখ পেয়েছো । লড়াই তো এতো শীঘ্র লাগতে পারে না । তোমরা অনেক সুখ পাও । অর্ধেক - অর্ধেক থাকলে এতো মজা থাকবে না । সাড়ে তিন হাজার বছর তো কোনো লড়াই থাকবে না । রোগ ইত্যাদিও থাকবে না । এখানে তো দেখো রোগের পরে রোগ লেগেই আছে । সত্যযুগে এমন পোকামাকড় থাকবেই না যারা আনাজ খেয়ে নেবে তাই ওই যুগের নামই হলো স্বর্গ । তাই তোমাদের এই পৃথিবীর নক্সাও দেখাতে হবে তবেই ওরা বুঝতে পারবে । প্রকৃতপক্ষে ভারত এখানেই ছিলো, এখানে অন্য কোনো ধর্ম ছিলো না । পরবর্তীকালে নস্বর অনুসারে ধর্মস্থাপকগণ আসেন । বাচ্চারা, এখন তোমাদের এই পৃথিবীর হিস্টি - জিওগ্রাফির জ্ঞান আছে । তোমরা ছাড়া বাকি সবাই তো বলে দেবে -এ হয় না - এ হয় না, তারা বলে, আমরা বাবাকে জানি না । তারা বলে দেয় তাঁর কোনো নাম - রূপ - দেশ - কাল নেই । নাম - রূপ নেই তাহলে কোনো দেশও থাকতে পারে না । মানুষ কিছুই বুঝতে পারে না । বাচ্চারা, বাবা এখন তোমাদের তাঁর যথার্থ পরিচয় দিচ্ছেন । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) সদা অপার খুশীতে থাকার জন্য অসীম জগতের বাবা যে কথা শোনান তার মন্থন করতে হবে আর বাবাকে অনুসরণ করে চলতে হবে ।

২) সদা সুস্থ থাকার জন্য পবিত্রতাকে আপন করে নিতে হবে । পবিত্রতার আধারে সুখ - স্বাস্থ্য এবং সম্পদের বরদানের অবিনাশী উত্তরাধিকার বাবার থেকে নিতে হবে ।

বরদানঃ- শক্তিশালী স্মরণের দ্বারা সেকেণ্ডে পদ্বসম উপার্জন করে পদে পদে ভাগ্যবান আত্মা ভব*
তোমাদের স্মরণ যেন এতটাই শক্তিশালী হয় যাতে এক সেকেণ্ডের স্মরণে পদ্বসম উপার্জন জমা হয়ে যায় । যার প্রতি পদে পদ্ব সম কামাই, তাহলে কতো পদ্ব জমা হয়ে যাবে, তাই বলা হয় পদমাপদম ভাগ্যশালী । যখন কারোর ভালো উপার্জন হয় তখন তার চেহারার চমকই পরিবর্তন হয়ে যায় । তাই তোমাদের মুখ দেখেও যেন পদ্ব সম উপার্জনের নেশা বোঝা যায় । এমনই আত্মিক নেশা বা আত্মিক খুশী যেন থাকে যে তারা অনুভব করবে, এরা সম্পূর্ণ পৃথক মানুষ ।

স্লোগানঃ- ড্রামাতে সব ভালোই হবে, এই স্মৃতিতে নিশ্চিন্ত বাদশাহ হয়ে যাও ।*

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের এখন টিচার হয়ে সকলকে মন বশীকরণ মন্ত্র শোনাতে হবে, এটা হলো তোমাদের অর্থাৎ সব বাচ্চাদের ডিউটি"

প্রশ্নঃ - বাবা কোন্ বাচ্চাদের কিছুই স্বীকার করেন না ?

উত্তরঃ - যাদের এরকম অহঙ্কার থাকে যে আমি এতো দিই, আমি এতো সাহায্য করতে পারি, বাবা তাদের কিছুই স্বীকার করেন না। বাবা বলেন, আমার হাতে চাবি আছে। চাইলে কাউকে গরীব করতে পারি, কিম্বা বিত্তশালী। এটাও ড্রামাতে এক রহস্য। যাদের আজ নিজের বিত্তের উপর দৃষ্ট থাকে, তারা কাল গরীবে পরিণত হবে আর বাবার গরীব বাচ্চারা বাবার কার্যে এক-এক পয়সা সফল করে বিত্তশালী হয়ে যাবে।

ওম্ শান্তি। আত্মা স্বরূপ বাচ্চারা তো জানে যে, বাবা এসেছেন আমাদের নূতন দুনিয়ার উত্তরাধিকার দিতে। এটা তো বাচ্চাদের কাছে সুনিশ্চিত যে আমরা যতোটা বাবাকে স্মরণ করবো অতটাই পবিত্র হবে। আমরা যত ভালো টিচার হতে পারব সেরকমই উচ্চ পদের প্রাপ্তি হবে। বাবা তোমাদের টিচারের রূপে পড়াশুনা করা শেখান। তোমাদের আবার অন্যদের শেখাতে হবে। তোমরা পড়াশুনা শেখানোর টিচার অবশ্যই হতে পারো, এছাড়া তোমরা কারোর গুরু হতে পারো না, শুধুমাত্র টিচার হতে পারো। গুরু তো হলেন এক সদ্গুরুই, তিনি শেখান। সকলের সদ্গুরু একই। তিনি টিচার করে তোলেন। তোমরা সকলকে টিচ করে (শিক্ষা দিয়ে) "মন্মানাভব"-র রাস্তা বলে দিতে থাকো। বাবা তোমাদের উপর এই ডিউটি দিয়েছেন যে আমাকে স্মরণ করো আর তারপরে টিচারও হও। তোমরা কাউকে বাবার পরিচয় দিলে তাদেরও কর্তব্য থাকে বাবাকে স্মরণ করা। টিচার রূপে সৃষ্টিচক্রের নলেজ দিতে হবে। অবশ্যই বাবাকে স্মরণ করার দরকার। বাবাকে স্মরণ করলেই পাপের বিনাশ হয়। বাচ্চারা জানে যে, আমরা হলাম পাপ আত্মা, সেইজন্য বাবা সকলকে বলেন নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করলে তোমাদের পাপের বিনাশ হবে। বাবা হলেন একমাত্র পতিত-পাবন। যুক্তি দিয়ে বলেন- মিষ্টি বাচ্চারা তোমাদের আত্মা পতিত হয়ে গেছে, যার জন্য শরীরও পতিত হয়ে গেছে। তোমরা প্রথমে পবিত্র ছিলে, এখন তোমরা অপবিত্র হয়েছো। এখন পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার যুক্তি তো খুবই সহজ ভাবে বোঝানো হয়। বাবাকে স্মরণ করলে তোমরা পতিত থেকে পবিত্র হয়ে যাবে। উঠতে, বসতে, চলতে ফিরতে বাবাকে স্মরণ করো। লোকে গঙ্গা স্নানের সময় গঙ্গাকে স্মরণ করে। মনে করে গঙ্গাই হলো পতিত-পাবনী। গঙ্গাকে স্মরণ করলেই পবিত্র হয়ে যায়। কিন্তু বাবা বলেন, কেউই পবিত্র হতে পারে না। জলের দ্বারা কীভাবে পবিত্র হবে ? বাবা বলেন, আমি হলাম পতিত-পাবন। হে বাচ্চারা, দেহ সহ দেহের সকল ধর্ম ছেড়ে আমাকে স্মরণ করলে তোমরা পবিত্র হয়ে আবার নিজ গৃহ-মুক্তিধামে পৌঁছে যাবে। সমগ্র কল্পে গৃহকে ভুলে ছিলে। বাবাকে সমগ্র কল্প কেউ জানতই না। একবারই বাবা নিজে এসে নিজের পরিচয় দিয়ে থাকেন- এই ব্রহ্মা মুখ দ্বারা। এই মুখের কতো মহিমা। গো-মুখ বলে যে না! সেক্ষেত্রে তো গো হলো জানোয়ার, এখানে তো হলো মানুষের কথা। তোমরা জানো যে, এখানে হলেন বড় মা (ব্রহ্মা), যে মাতার দ্বারা শিববাবা তোমাদের সকলকে অ্যাডাপ্ট করেন। তোমরা এখন "বাবা বাবা" বলতে থাকছো। বাবাও বলেন এই স্মরণের যাত্রার দ্বারাই তোমাদের পাপ খন্ডন হয়। বাচ্চাদের বাবা স্মরণে এসে যায়। তার গঠন ইত্যাদি হৃদয়ে গাঁথা হয়ে যায়। বাচ্চারা, তোমরা জানো আমরা যেমন আত্মা হই সেরকম তিনি হলেন পরম আত্মা। গঠনে আর কোনো পার্থক্য নেই। শরীরের সম্বন্ধে তো অবশ্যই ইত্যাদি আলাদা থাকে, এছাড়া আত্মা তো এক রকমেরই হয়। যেমন আমাদের আত্মা, সেরকম বাবাও হলেন পরম আত্মা। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে- বাবা পরমধামে থাকেন, আমরাও পরমধামে থাকি। বাবার আত্মা আর আমাদের আত্মাতে আর কোনো পার্থক্য নেই। তিনিও বিন্দু, আমরাও হলাম বিন্দু। এই জ্ঞান আর কারোর নেই। বাবা তোমাদেরই বলেছেন। বাবার ব্যাপারেও কি-কি সব বলে দেয় - তিনি সর্বব্যাপী, পাথরে-নুড়িতে আছেন, যার যা আসে সেটাই বলে দেয়। ড্রামা প্ল্যান অনুসারে ভক্তি মার্গে বাবার নাম, রূপ, দেশ, কালকে ভুলে যায়।। তোমরাও ভুলে যাও। আত্মা নিজের পিতাকে ভুলে যায়। বাচ্চা বাবাকে ভুলে যায় তো বাকীরা কী জানবে ? যদিও ধনী হীন অর্থাৎ অনাথ হয়ে গেছে। ধনীকে (পিতাকে) স্মরণই করে না। নিজেকেও ভুলে যায়। তোমরা ভালো ভাবে জানো- বরাবর আমরা ভুলে গিয়েছিলাম। আমরা প্রথমে এ'রকম দেবী-দেবতা ছিলাম, এখন জানোয়ারের থেকেও অধম হয়ে গেছি। মুখ্য তো হলো আমরা নিজের আত্মাকেও ভুলে গেছি। এখন কে রিয়ালাইজ (অনুভব) করাবে। কোনো জীব-আত্মারই এটা জানা নেই যে, আমরা এই আত্মারা কী, কীভাবে সমগ্র পার্ট অর্থাৎ ভূমিকা পালন করি ? আমরা সবাই হলাম ভাই-ভাই- এই জ্ঞান আর কারোর মধ্যে নেই। এই সময় সমগ্র সৃষ্টিই তমোপ্রধান হয়ে গেছে। জ্ঞান নেই। তোমাদের মধ্যে এখন জ্ঞান আছে, বুদ্ধিতে এসেছে আমরা অর্থাৎ

আম্মারা এতো সময় নিজেদের পিতার গ্লানি করে এসেছি। গ্লানি করার ফলে বাবার থেকে দূরে সরে যেতে থেকেছি। ড্রামা প্ল্যান অনুসারে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে থেকেছি। মূল ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো বাবাকে স্মরণ করার। বাবা আর কোনো কষ্ট দেন না। বাচ্চাদের শুধুমাত্র বাবাকে স্মরণ করার কষ্ট হয়। বাবা কি আর কখনো বাচ্চাদের কষ্ট দিতে পারেন ! ল' (নিয়ম)) এটা বলে না। বাবা বলেন আমি কোনো কষ্টই দিই না। কিছু প্রশ্ন ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করলে বলি - এই কথাতে টাইম ওয়েস্ট করছো কেন ? বাবাকে স্মরণ করো। আমি এসেছিই তোমাদের নিয়েছে যেতে, সেইজন্য তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে স্মরণের যাত্রার দ্বারা পবিত্র করি। ব্যাস্, আমিই হলাম পতিত-পাবন বাবা। বাবা যুক্তি দেন- যেখানেই যাও বাবাকে স্মরণ করতে হবে। ৮৪ জন্মের চক্রের রহস্যও বাবা বুঝিয়ে দিয়েছেন। এখন নিজেদের নিরীক্ষণ করতে হবে- কতো পর্যন্ত বাবাকে স্মরণ করা হয়। ব্যাস্ আর কোনো দিকেরই বিচার করতে নেই। এটা তো হলো মোস্ট ইজি (খুবই সহজ)। বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাচ্চা অল্প বড় হলেই তো অটোমেটিক্যালি (স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে) মা-বাবাকে মনে করতে থাকে। তোমরাও মনে করো আমরা আম্মা বাবার বাচ্চা, স্মরণ করতে কেন হবে ! কারণ আমাদের উপর যে পাপ চেপে বসেছে, সে সব স্মরণের দ্বারাই সমাপ্ত হবে। সেইজন্য কথিত আছে এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি। *জীবনমুক্তি হল অধ্যয়নের উপর নির্ভর আর মুক্তি হল স্মরণের উপর নির্ভর। তোমরা যত বাবাকে স্মরণ করবে আর পড়াশুনা মনঃসংযোগ করবে, তবেই উঁচু নম্বরে জায়গা প্রাপ্ত করবে। উপার্জন ইত্যাদি যদিও বা করতে থাকো, বাবা কিছু নিষেধ করেন না। জীবিকা নির্বাহের জন্য যা কিছু তোমরা করো- সেটাও দিন-রাত স্মরণে থাকে। বাবা তো এখন আত্মীয় উপার্জনের কাজ দেন- নিজেকে আম্মা মনে করে আমাকে স্মরণ করো আর ৮৪ জন্মের চক্রকে স্মরণ করো। আমাকে স্মরণ করাতেই তোমরা সতীপ্রধান হবে। এটাও বোঝা, এখন পুরানো হল তোমাদের পরিচ্ছদ, তারপরে সতীপ্রধান নতুন পরিচ্ছদ প্রাপ্ত হবে। জ্ঞানের সার সংক্ষেপ নিজের বুদ্ধিতে রাখতে হবে, যাতে অনেক লাভ হবে। যেমন স্কুলে সাবজেক্ট তো অনেক হয়, তবুও ইংলিশে মার্ক ভালো হয়, কারণ ইংলিশ হলো স্কুলে প্রধান বিষয়। কারণ আগে তাদের রাজস্ব ছিলো তাই ইংরেজি ভাষা ভারতে বেশী চলে। এখনো ভারতবাসী কোনো কোনো বিষয়ে তাদের কাছে ঋণী। যত ধনবান ব্যক্তিই হোক, তাদের বুদ্ধিতেও এটা থাকে যে, আমাদের গভর্ণমেন্টে যে যে প্রধানরা রয়েছেন, সকলেই ঋণগ্রস্ত। অর্থাৎ আমরা ভারতবাসীরা ঋণগ্রস্ত। প্রজা অর্থাৎ জনগণ তো তাহলে বলবেই যে আমরা ঋণগ্রস্ত, তাই না ! এটা তো বোঝা উচিত। তোমরা যখন রাজস্ব স্থাপন করছো, তোমরা জানো আমরা সবাই এই ঋণ থেকে মুক্ত হয়ে সলভেন্ট হই আবার অর্ধ-কল্প আমরা কারোর কাছেই ঋণী থাকি না। দেনাদার হলো পতিত দুনিয়ার মালিক। এখন আমরা দেনাদারও হই, পতিত দুনিয়ার মালিকও হই। আমাদের ভারত এরকম-গান করে যে না। বাচ্চারা, তোমরা জানো আমরা অনেক বিতশালী ছিলাম। পরীদের রাজা, পরীদের রাণী ছিলাম। এটা মনে থাকে। আমরা এরকম বিশ্বের মালিক ছিলাম। এখন একদম দেনাদার আর পতিত হয়ে পড়েছি। এই খেলার রেজাল্ট বাবা বলতে থাকেন। রেজাল্ট কি হলো। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের স্মৃতি এসেছে। সত্যযুগে আমরা কতো বিতশালী ছিলাম, তোমাদের কে বিতশালী করেছেন ? বাচ্চারা বলবে- বাবা, আপনি আমাদের কতো বিতশালী করেছিলেন। এক বাবা-ই বিতশালী করতে সক্ষম। দুনিয়া এই কথাটি জানে না। লক্ষ বছর বলে দেওয়াতে সব ভুলে গেছে, কিছু জানে না। তোমরা এখন সব কিছু জেনে গেছো। আমরা লক্ষ-কোটি গুণ বিতশালী ছিলাম। খুবই পবিত্র ছিলাম, অনেক সুখী ছিলাম। ওখানে মিথ্যা পাপ ইত্যাদি কিছু হয় না। সমগ্র বিশ্বের উপর বিজয় ছিলো তোমাদের। গায়নও আছে শিববাবা আপনি যা দিচ্ছেন সেটা আর কেউ দিতে পারে না। কারোর শক্তি নেই যে অর্ধ-কল্পের সুখ দিতে পারে। বাবা বলেন ভক্তি মার্গেও তোমাদের অনেক সুখ, প্রচুর ধন থাকে। কতো হীরে জহরত ছিলো যা আবার পরবর্তী প্রজন্মের হাতে আসে। এখন তোমরা সেই জিনিসই দেখতে পাওয়া যায় না। তোমরা পার্থক্য দেখো তো। তোমরাই পূজ্য দেবী-দেবতা ছিলে আবার তোমরাই পূজারী হয়েছো। তুমিই পূজ্য, তুমিই পূজারী। বাবা কোনো পূজারী হন না কিন্তু পূজারী দুনিয়াতে তো আসেন, তাই না ! বাবা তো হলেন এভার (সর্বক্ষণের) পূজ্য। তিনি কখনো পূজারী হন না, ওঁনার কর্ম-কর্তব্য হলো তোমাদেরকে পূজারী থেকে পূজ্য করে তোলা। রাবণের কাজ হলো তোমাদের পূজারী করে তোলা। এটা দুনিয়াতে কারোর জানা নেই। তোমরাও ভুলে যাও। রোজ-রোজ বাবা বোঝাতে থাকেন। বাবার হাতে আছে- চাইলে কাউকে বিতশালী করেন, চাইলে গরীব করেন। বাবা বলেন যে বিতশালী, তাকে তাকে অবশ্যই গরীব হতে হবে, হবেই। তাদের পার্ট এরকম। তারা কখনো স্থিত হতে পারে না। ধনবানের অনেক অহঙ্কারও অনেক থাকে তাই না- আমি অমুক হই, আমার এটা-এটা আছে। দম্ভ ভাঙার জন্য বাবা বলেন- ইনি যখন দেওয়ার জন্য আসবে তো বাবা বলবেন দরকারই নেই। এটা নিজের কাছে রাখো। যখন দরকার হবে তো আবার নিয়ে নেবে কারণ দেখা যায়- কাজের না, নিজের দম্ভ আছে। এই সমস্ত তো বাবার হাতে যে না- নেওয়া বা না নেওয়া। বাবা পয়সা কি করবেন, দরকার নেই। এটা তো বাচ্চাদের জন্য অটালিকা তৈরী হচ্ছে, এসে বাবার সাথে মিলিত হয়েই যেতে হবে। সবসময় তো থাকতে নেই। পয়সার কি দরকার থাকবে।কোনো লোক লক্ষর বা তোপ ইত্যাদি তো দরকার নেই। তোমরা বিশ্বের মালিক হচ্ছে। এখন যুদ্ধের ময়দানে আছে, তোমরা কিছুই আর করো না, বাবাকে স্মরণ করা ছাড়া। বাবা আদেশ করেছেন যে আমাকে স্মরণ করলে পরে এতো শক্তি প্রাপ্ত হবে। তোমাদের এই ধর্ম খুবই

সুখদায়ক। বাবা হলেন সর্বশক্তিমান। তোমরা ওঁনার হও, সমস্ত কিছু নির্ভর করে স্মরণের যাত্রার উপর। এখানে তোমরা শোনো, তারপর ওর উপর মন্বন চলে। যেমন গরু খাবার খেয়ে আবার উদ্ধার করে, মুখ চলতেই থাকে। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদেরও বলে জ্ঞানের কথার উপর খুব বিচার করো। বাবাকে আমরা কি জিজ্ঞাসা করবো। বাবা তো বলেন মন্বনাভব, যার দ্বারাই তোমরা সত্যোপধান হও। এই এইম-অবজেক্ট সামনে আছে। তোমরা জানো- সর্বগুণ সম্পন্ন ১৬ কলা সম্পন্ন হতে হবে। এটা অটোমেটিক্যালি ভিতরে আসা উচিত। কারোর গ্লানি বা পাপ কর্ম ইত্যাদি কিছু যেন না হয়। তোমাদের কোনোই উল্টো কর্ম করা উচিত নয়। এই দেবী-দেবতারা হন নম্বর অনুযায়ী। পুরুষার্থের দ্বারা উচ্চ পদ প্রাপ্ত করেছেন যে। ওঁনাদের জন্য গাওয়া হয় অহিংসা পরম দেবী- দেবতা ধর্ম। কাউকে মারা এটা তো হিংসাই হলো। বাবা বোঝালে তো এরপর বাচ্চাদের অন্তর্মুখী হয়ে নিজেকে দেখতে হবে- আমি কেমন হয়েছি? বাবাকে আমরা স্মরণ করি? আমরা কতক্ষণ স্মরণ করি? হৃদয় এতো ছুঁয়ে যায় যে, এই স্মরণ কখনো ভোলাই যায় না। অসীম জগতের পিতা এখন বলেন তোমরা আত্মারা হলে আমার সন্তান। তবুও তোমরা হলে অনাদি সন্তান। সেই যারা প্রিয়তম-প্রিয়তমা হয় তাদের হলো শারীরিক ভাবে মনে করা। যেরকম সাক্ষাৎকার হয় আবার গুম হয়ে যায়, সেরকম তিনিও সামনে এসে যান। সেই খুশীতেই খেতে, পান করতে স্মরণ করতে থাকে। তোমাদের এই স্মরণে তো অনেক শক্তি আছে। এক বাবাকেই স্মরণ করতে থাকবে। আর তোমাদের আবার নিজেদের ভবিষ্যত স্মরণে আসবে। বিনাশের সাক্ষাৎকারও হবে। সময়ের অগ্রগতির সাথে-সাথে তাড়াতাড়িই বিনাশের সাক্ষাৎকার হবে। এরপর তোমরা বলতে পারবে যে, এখন বিনাশ হতে চলেছে। বাবাকে স্মরণ করো। বাবা এই সব কিছু ছেড়ে দিয়েছেন যে। কিছুই যেন শেষ সময়ে স্মরণে না আসে। এখন তো আমরা নিজেদের রাজধানীতে যাবো। নূতন দুনিয়াতে অবশ্যই যেতে হবে। যোগবলের দ্বারা সব পাপ ভস্মীভূত করতে হবে, এতেই খুব পরিশ্রম করতে হয়। ক্ষণে-ক্ষণে বাবাকে ভুলে যায় কারণ এটা অনেক সূক্ষ্ম জিনিস। যে সমস্ত উদাহরণ দেওয়া হয়- সাপের, ভ্রমরের, সেই সব হলো এই সময়ের। ভ্রমরী আলোড়িত করে যে না। এর থেকে তোমাদের আলোড়ন বেশী হয়। বাবা যে লেখেন- জ্ঞানের ভুঁ-ভুঁ করতে থাকো। শেষ পর্যন্ত জাগতে হবে যাবে কোথায়। তোমাদের কাছেই এসে পড়বে। এড হতে থাকবে। তোমাদের নামাচার হতে থাকবে। এখন তোমরা তো অল্প সংখ্যক যে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) জ্ঞানের বিচার সাগর বেশি করে মন্বন করতে হবে। যা শুনেছো সেটার উদ্ধার করতে হবে। অন্তর্মুখী হয়ে দেখতে হবে যে, বাবার সাথে এইরকম হৃদয় জুড়েছে যে, তাঁকে আর কখনো ভোলাই যায় না!

২) কোনো প্রশ্ন ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করে নিজের টাইম ইত্যাদি ওয়েস্ট (নষ্ট) না করে স্মরণের যাত্রা দ্বারা নিজেকে পবিত্র করে তুলতে হবে। শেষ সময়ে এক বাবার স্মরণ ব্যাভীত আর কোনোই চিন্তাই যেন না আসে- এই অভ্যাস এখন থেকে করতে হবে।

বরদান:- জ্ঞান সূর্য, জ্ঞান চন্দ্রমার সাথে সাথী হয়ে রাতকে দিনে পরিবর্তনকারী আত্মা-স্বরূপ জ্ঞান নক্ষত্র ভব* আকাশে নক্ষত্র যেমন রাতে প্রকট হয়, সেরকম তোমরা আত্মা রূপী জ্ঞান-নক্ষত্র, ঝলমল করা নক্ষত্রও ব্রহ্মার রাত্রে প্রকট হও। আকাশের নক্ষত্র রাত্রিকে দিন করতে পারে না, কিন্তু তোমরা জ্ঞান-সূর্য, জ্ঞান চন্দ্রমার সাথী হয়ে রাতকে দিনে পরিবর্তিত করো। সে-সব হলো আকাশের নক্ষত্র, তোমরা হলে ধরনীর নক্ষত্র, সে গুলো হলো প্রকৃতির সন্ধ্যা, তোমরা হলে পরমাত্মার নক্ষত্র। প্রকৃতির তারা মন্ডলে যেমন অনেক প্রকারের নক্ষত্র উজ্জ্বল থাকতে দেখা যায়, সেইরকম তোমরা পরমাত্ম নক্ষত্র মন্ডলের ঔজ্জ্বল্যমান আত্মা রূপী নক্ষত্র।

স্লোগান:- সেবার চান্স বা সুযোগ পাওয়া অর্থাৎ আশীর্বাদে ঝুলি ভরা।*

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবার শ্রীমতানুসারে চলাই হলো বাবার প্রতি রিগার্ড (সম্মান) রাখা, মনমতে যারা চলে তারা ডিস-রিগার্ড করে"

প্রশ্ন: - যারা গৃহস্থ ব্যবহারে থাকে, বাবা তাদেরকে কোন্ একটি বিষয়ে বারণ করেন না কিন্তু একটি পরামর্শ দেন -- সেটা কী?

উত্তর: - বাবা বলেন -- বাচ্চা! অবশ্যই তুমি সকলের সম্পর্কে আস, যদি কোনো কাজ-কর্মাদি(চাকরী) করতে হয় করো, সম্বন্ধ-সম্পর্কে আসতে হয় আসো, যদি রঙিন বস্ত্র পড়তে হয় তাও পড়ো, বাবার এতে বারণ নেই। বাবা তো শুধু পরামর্শ দেন -- বাচ্চা! দেহ-সহ দেহের সর্ব-সম্বন্ধ থেকে মোহমুক্ত হয়ে আমাকে স্মরণ করো।

ওম্ শান্তি শিববাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান অর্থাৎ নিজ-সম তৈরী করার জন্য পুরুষার্থ করান। যেমন, আমি জ্ঞানের সাগর তেমন বাচ্চারাও তৈরী হোক। একথা তো মিষ্টি বাচ্চারাও জানে যে, সকলেই এক সমান হবে না। প্রত্যেকেই নিজ-নিজ পুরুষার্থ করতে হবে। স্কুলে অনেক স্টুডেন্টই তো পড়ে কিন্তু সকলেই তো এক সমান পাস উইথ অনার হয় না। তবুও টিচার পুরুষার্থ করায়। বাচ্চারা, তোমরাও পুরুষার্থ কর। বাবা জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কী হবে? অর্থাৎ কোন পদ লাভ করবে? সকলেই তখন বলবে যে, আমরা এসেছিই নর থেকে নারায়ণ, নারী থেকে লক্ষ্মী হওয়ার জন্য। সে তো ভাল, কিন্তু নিজেদের অ্যাক্টিভিটিজ্ও (কাজকর্মাদি) দেখ, তাই না। বাবা হলেন সর্বোচ্চ। তিনি শিক্ষক, আবার গুরুও। এই পিতাকে কেউ জানে না। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে শিববাবা আমাদের বাবাও, টিচারও, সতগুরুও। কিন্তু তিনি যেমন, ঠিক তেমনভাবে ওঁনাকে জানা মুশকিল। বাবাকে জেনে গেলেও, ভুলে যায় তাঁর শিক্ষকতার ভূমিকা (রোল), তাঁর গুরুর ভূমিকা (রোল)। বাবার রিগার্ডও বাচ্চাদের রাখতে হবে। রিগার্ড কাকে বলে? বাবা যা পড়ান তা ভালভাবে পড়া অর্থাৎ বাবার রিগার্ড রাখা। বাবা হলেন অতি মিষ্টি। অন্তরে খুশীর পারদ অধিকমাত্রায় চড়ে থাকা উচিত। খুশীতে গদগদ(পরমানন্দে) হয়ে থাকা উচিত। প্রত্যেকেই নিজেকে প্রশ্ন কর -- আমাদের কী এমন খুশী থাকে? সকলেই তো আর এক সমান হতে পারে না। পড়াতেও প্রচুর বিভিন্নতা রয়েছে। লৌকিক স্কুলেও কত পার্থক্য থাকে। সেখানে ওই সাধারণ টিচার পড়ায়, ইনি হলেন আন-কমন(অনন্য)। এমন টিচার আর কেউ হয়ই না। কেউ একথা জানেই না যে নিরাকার পিতা (আমাদের) টিচারও। যদি কৃষ্ণের নাম দিয়েছে কিন্তু ওরা জানেই না যে সেই পিতা কেমন হতে পারে। কৃষ্ণ তো দেবতা, তাই না। এমনিতে তো অনেকের নামও কৃষ্ণ হয়। কিন্তু কৃষ্ণ বলতেই শ্রীকৃষ্ণ (চিত্র) সামনে চলে আসে। কিন্তু তিনি তো দেহধারী, তাই না। তোমরা জানো যে, এই শরীর ওঁনার নয়। স্বয়ং তিনি বলেন -- আমি লোন(ধার) নিয়েছি। ইনি (ব্রহ্মা) প্রথমেও মানুষ ছিলেন, এখনও মানুষ। ইনি ভগবান নন। তিনি তো একজনই, তিনি নিরাকার। বাচ্চারা, বাবা এখন তোমাদের কত রহস্য বোঝান। কিন্তু তথাপি ফাইনালি তাঁকেই বাবা মনে করা, টিচার মনে করা তা এখনই সম্ভব হবে না, প্রতি মুহূর্তে ভুলে যাবে। দেহধারীদের দিকে বুদ্ধি চলে যাবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাবা-ই পিতা, শিক্ষক, সতগুরু -- এই নিশ্চয়তা বুদ্ধিতে এখনও আসে নি। এখনও তো ভুলে যায়। স্টুডেন্টস্ কী কখনও টিচারকে ভুলে যায়? হস্টেলে যারা থাকে তারা তো কখনোই ভুলবে না। যে স্টুডেন্ট হস্টেলে থাকে তার তো পাকা হয়ে যাবে, তাই না। এখানে তো তাও সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা নেই। পুরুষার্থের নশ্বরের ক্রমানুসারে হস্টেলে বসেছে তাহলে তো অবশ্যই স্টুডেন্টস্ কিন্তু এই নিশ্চয়তা এখনও পাকা হয় নি। তারা জানে যে, সকলেই নিজ-নিজ পুরুষার্থ অনুসারে পদ প্রাপ্ত করছে। ওই পড়ার মাধ্যমে তো কেউ ব্যারিস্টার, কেউ ইঞ্জিনিয়ার হয়, ডাক্তার হয়। এখানে তোমরা বিশ্বের মালিক হচ্ছে। তাহলে এমন স্টুডেন্টের বুদ্ধি কেমন হওয়া উচিত। চাল-চলন, বার্তালাপ কতটা ভাল হওয়া উচিত।

বাচ্চারা, তোমরা কখনো বিলাপ করো না। তোমরা তো বিশ্বের মালিক হও। তোমাদের হায়! হুসেন অর্থাৎ হায়! ঈশ্বর বলে বিলাপ করা উচিত নয়। হায়! হায়! করা অর্থাৎ এ হলো তারস্বরে কান্না। বাবা বলেন, 'যে কাঁদে সে হারায়.....' বিশ্বের সর্বোচ্চ রাজ্য-ভাগ্য হারিয়ে ফেলে। তারা বলে -- আমরা নর থেকে নারায়ণ হতে এসেছি কিন্তু চাল-চলন তেমন কোথায়! পুরুষার্থের নশ্বরের ক্রমানুসারে সকলেই পুরুষার্থ করছে। কেউ ভালভাবে উত্তীর্ণ হয়ে স্কলারশিপ পায়, কেউ আবার অনুত্তীর্ণ হয়ে যায়। নশ্বরের ক্রমানুসারে তো হয়েই থাকে। তোমাদের মধ্যেও কেউ পড়ে, কেউ আবার পড়েও না। যেমন গ্রামের লোকেদের পড়তে ভাল লাগে না। ঘাস কাটতে যেতে বল তখন আনন্দের সঙ্গে যাবে। সেটাকেই স্বাধীন জীবন মনে

করে। এমনও অনেকে আছে যারা পড়াকে বন্ধন মনে করে। বিত্তবানদের মধ্যে জমিদাররাও কম নয়। নিজেদের অত্যন্ত খুশীতে থাকা স্বাধীন মানুষ মনে করে। কম সে কম এর নাম চাকরী তো নয়, তাই না। মানুষ তো অফিসাদি-তে চাকরী করে, তাই না। বাচ্চারা, এখন তোমাদের বাবা পড়ান বিশ্বের মালিক করার জন্য। চাকরী করার জন্য নয়। এই পড়ার মাধ্যমে তোমরা বিশ্বের মালিক হবে, তাই না। এ অতি উচ্চমার্গের পড়াশোনা। তোমরা তো সম্পূর্ণ স্বাধীন, বিশ্বের মালিক হয়ে যাও। কত সাধারণ কথা। এটাই একমাত্র এমন পড়াশোনা যার মাধ্যমে তোমরা সুউচ্চ মহারাজা-মহারানী হয়ে যাও, তাও আবার পবিত্র। তোমরা বল, যেকোন ধর্মেরই হোক, এসে পড়াশোনা করুক। তখন বুঝতে পারবে যে এই পড়া কত উচ্চমার্গের। বিশ্বের মালিক হও, এ তো বাবা পড়ান। তোমাদের বুদ্ধি এখন কত বিশাল (ভীক্ষুবুদ্ধি) হয়ে গেছে। পুরুষার্থের নশ্বরের ক্রমানুসারে তোমরা এখন সসীম(হৃদ) জগতের বুদ্ধি থেকে অসীম(বেহদ) জগতের বুদ্ধিসম্পন্ন হয়েছ, কত খুশী থাকে -- আমরা সকলে আবার অন্যদেরও বিশ্বের মালিক বানাব। বাস্তবে চাকরী অবশ্যই ওখানেও থাকবে। দাস-দাসী ইত্যাদি তো চাই, তাই না। অশিক্ষিতরা শিক্ষিতের বোঝা বহন করে। তাই বাবা বলেন --ভালভাবে পড় তাহলে তোমরা এমন হতে পারবে। তারা বলেও যে, আমরা এমন হব। কিন্তু পড়া না করলে কীভাবে হবে। যারা পড়ে না, তাই তো বাবাকে অত্যন্ত রিগার্ডের সঙ্গে স্মরণও করে না। বাবা বলেন, যত তোমরা স্মরণ করবে, তোমাদের বিকর্মও তত বিনাশ হবে। বাচ্চারা বলে যে, বাবা তুমি যেভাবে চালাবে। বাবাও ঐনার দ্বারাই তো মত দেবেন, তাই না। কিন্তু ঐনার মতও গ্রহণ করে না, তাও পুরানো নষ্ট হয়ে যাওয়া মনুষ্য-মতেই চলে। তারা দেখেও যে, শিববাবা এই রথ দ্বারা মত দেন, তথাপি নিজ মতেই চলে। যে মতকে সিকিভাগ(পাই-পয়সা), কড়িতুল্য-সম মত বলা যায়, সেই মতানুসারে চলে। রাবণের মতানুসারে চলতে-চলতে এইসময় কড়িতুল্য হয়ে গেছে। এখন (পরমাত্মা) রাম শিববাবা মত দেন। নিশ্চয়তা-তেই বিজয়, এতে কখনো ক্ষতি হবে না। লোকসান-কেও বাবা লাভে পরিনত করে দেবে। কিন্তু তা নিশ্চয়বুদ্ধিসম্পন্নদের জন্য। সংশয়বুদ্ধিসম্পন্নরা ভিতরে-ভিতরে বাধাপ্রাপ্ত হবে। নিশ্চয়বুদ্ধিসম্পন্ন-দের কখনো বাধা আসতে, কখনও ক্ষতি হতে পারে না। বাবা নিজেই গ্যারান্টি করেন --শ্রীমতানুসারে চললে কখনও অকল্যাণ হতে পারে না। মনুষ্যমত-কে দেহধারীদের মত বলা হয়। এখানে তো সবই মনুষ্যমত। গায়নও করা হয় -- মনুষ্য-মত, ঈশ্বরীয়-মত আর দৈবী-মত। এখন তোমরা ঈশ্বরীয় মত পেয়েছ, যার দ্বারা তোমরা মানুষ থেকে দেবতা হয়ে যাও। ওখানে স্বর্গে তোমরা সুখই পাও। ওখানে কোন দুঃখের কথাই নেই, ওই(সুখও) স্থায়ী সুখ হয়ে যায়। এইসময়ই তোমাদের অনুভব করতে হবে, তবেই ভবিষ্যতে অনুভূতি আসে।

এখন এ হলো পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ, যখন আমরা শ্রীমত পাই। বাবা বলেন, আমি প্রতি কল্পে, কল্পের সঙ্গমযুগে আসি, তা তোমরাই জানো। তাঁর মতানুসারে তোমরা চলো। *বাবা বলেন -- বাচ্চা! গৃহস্থ ব্যবহারে অবশ্যই থাকো, কে বলেছে তোমাদের বস্ত্রাদি বদল করতে। অন্য বস্ত্রও চাইলে পরিধান করো। অনেকের সম্পর্কে তোমাদের আসতে হয়। রঙিন বস্ত্র পড়ার জন্য কেউ বারণ করে না। যে কোনো বস্ত্র পড়ো, এরসঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু বাবা বলেন, দেহ-সহ দেহের সর্ব-সম্বন্ধ পরিত্যাগ করো। তাছাড়া সবকিছুই পড়ো। শুধু নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করো, একে দূততার সাথে পাকা করো*। তোমরা একথাও জানো যে, আত্মাই পতিত আর পবিত্র হয়, মহাত্মা-কেও মহান আত্মা বলবে, মহান পরমাত্মা বলবে না। আর বলা শোভাও পায় না। বোঝার জন্য কত ভাল-ভাল পয়েন্টস্ রয়েছে। সকলকে সঙ্গতি প্রদান করা সত্ত্বগুরু তো একজনই, তিনি পিতা। ওখানে কখনও অকালমৃত্যু হয় না। বাচ্চারা এখন তোমরা বোঝ যে, বাবা আমাদের পুনরায় এমন দেবতা বানাচ্ছেন। পূর্বে একথা বুদ্ধিতে ছিল না। কল্পের আয়ু কত, এও তো জানা ছিল না। এখন সমস্ত স্মৃতিতে ফিরে এসেছে। বাচ্চারা, এও বোঝে যে, আত্মাকেই পাপ-আত্মা, পুণ্য-আত্মা বলা হয়। পাপ-পরমাত্মা কখনো বলা হয় না। আবার তাও যদি কেউ বলে যে, পরমাত্মা সর্বব্যাপী তাহলেও তা কত অবুঝের মতো কথা। একথা বাবা-ই বসে বোঝান। এখন তোমরা জানো যে, ৫ হাজার বছর পরে বাবা-ই এসে পাপাত্মাদের পুণ্যাত্মায় পরিনত করেন। একজনকে নয়, সব বাচ্চাদের তৈরী করেন। বাবা বলেন -- বাচ্চারা, তোমাদের যিনি তৈরী করেন সেই আমিই হলাম অসীম জগতের পিতা। অবশ্যই তিনি বাচ্চাদেরকে অসীম জগতের সুখ প্রদান করবেন। সত্যযুগে থাকেই সব পবিত্র আত্মারা। রাবণের উপর বিজয় প্রাপ্ত করলেই তোমরা পুণ্যাত্মা হয়ে যাও। তোমরা অনুভব কর যে, মায়া কত বিঘ্ন ঘটায়। একেবারে নাকে দম ধরিয়ে দেয় (ভীষণ অতিষ্ঠ করে)। তোমরা জানো যে, মায়ার সঙ্গে যুদ্ধ কীভাবে হয়। ওরা (অঞ্জুনীরা) আবার কৌরব আর পাণ্ডবদের যুদ্ধ, সৈন্য-সামন্ত ইত্যাদি কী-কী সব দেখিয়েছে। এই যুদ্ধের কথা তো কেউ জানেই না। এ হলো গুপ্ত কথা। একে তোমরাই জানো। মায়ার সঙ্গে আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের যুদ্ধ করতে হবে। বাবা বলেন, তোমাদের সর্বাপেক্ষা বড় শত্রু হলো কাম-বিকার। যোগবলের দ্বারা তোমরা এর উপর বিজয়লাভ কর। যোগবলের অর্থও কেউ বোঝে না। যিনি সত্বোপধান ছিলেন তিনিই তমোপ্রধান হয়ে গেছেন। স্বয়ং বাবা বলেন যে -- ঐনার(ব্রহ্মা) অনেক জন্মের অন্তিম লগ্নে আমি ঐনার মধ্যে প্রবেশ করি। তিনিই তমোপ্রধান হয়ে গেছেন, তত্বতম। বাবা কি

একজনকেই বলবেন, না তা বলবেন না। নম্বরের ক্রমানুসারে সকলকেই বলেন। নম্বরের ক্রমানুসারে কে-কে রয়েছে, এখানে তোমরা জানতে পারো। ভবিষ্যতে তোমরা অনেককিছু জানতে পারবে। তোমাদের মালার সাক্ষাৎকার করাব। স্কুলে যখন (এক ক্লাস থেকে অন্য ক্লাসে) ট্রান্সফার হয় তখন সব জানা যায়, তাই না। রেজাল্ট পুরোপুরি তখন বেরিয়ে আসে।

বাবা তাঁর এক সন্তানকে প্রশ্ন করে -- তোমার প্রশ্নপত্র কোথা থেকে আসে ? সে বলে লন্ডন থেকে। এখন তোমার পেপারস কোথা থেকে আসবে ? উপর থেকে। তোমাদের পেপার উপর থেকে আসবে। সবই সাক্ষাৎকার করবে। কেমন বিস্ময়কর পড়াশোনা। কে পড়ায়, কেউ জানে না। কৃষ্ণ ভগবানুবাচ বলে দেয়। সকলেই নম্বরের ক্রমানুসারে পড়া করে। তাই খুশীও থাকে নম্বরের ক্রমানুসারে। এই যে গায়নও হয়, 'অতীন্দ্রিয় সুখ কি তা গোপ-গোপিনীদের কাছে জিজ্ঞাসা কর' -- এ ভবিষ্যতের কথা। বাবা বুঝিয়েছেন, বাবা অবশ্যই জানেন যে -- এই বাচ্চারা কখনও অধঃপতনে যাবে না কিন্তু তবুও জানা নেই, কি যে হয়ে যায়। পড়াশোনাই করে না, কারণ ভাগ্যে নেই। তাদেরকে যদি একটু বলা হয় যে, ওই দুনিয়ায় গিয়ে নিজেদের ঘর বসাও, তাহলে তৎক্ষণাৎ চলে যাবে। কোথা থেকে বেরিয়ে কোথায় চলে যায়। তাদের চলন-বলন, কর্মই এমন হয়। মনে করে আমরা যদি এতটা পাই, তাহলে আমরা গিয়ে আলাদা থাকব। চাল-চলনেই বোঝা যায়। এর অর্থ নিশ্চয় নেই, বিবশতা (অসমর্থ) গ্রাস করেছে। অনেকেই আছে যারা জ্ঞানের 'গ'-ও জানে না। কখনো বসেও না। মায়া পড়া করতে দেয় না। এমন সব সেন্টারেই আছে। কখনো পড়তে আসে না। বিস্ময়কর, তাই না। এ কত উচ্চ জ্ঞান। ভগবান পড়ান। বাবা বলেন, এমন কর্ম কোরোনা, কিন্তু মানে না। অবশ্যই উল্টোকর্ম (বিকর্ম) করে দেখাবে। রাজধানী স্থাপিত হচ্ছে, তাতে তো বিভিন্ন প্রকারের (মানুষ) চাই, তাই না। উপর (উচ্চপদ) থেকে নিয়ে নীচে (নিম্নপদ) পর্যন্ত সবরকমেরই তৈরী হয়। পদের পার্থক্য তো থাকে, তাই না। এখানেও নম্বরের ক্রমানুসারেই পদ প্রাপ্ত করে। শুধু পার্থক্য কোথায় ? ওখানে দীর্ঘায়ু হয় এবং সুখ বিরাজ করে। এখানে স্বল্পায়ু হয় আর দুঃখ থাকে। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এই ওয়াল্ডারফুল কথাগুলো থাকে। কেমনভাবে এই ড্রামা নির্ধারিত হয়ে রয়েছে। পুনরায় প্রতি কল্পে আমরা সেই একই ভূমিকা(পার্ট) পালন করব। প্রতি কল্পে পালন করতেই থাকি। এত ছোট আত্মায় কত পার্ট ভরা রয়েছে। একই ফীচার্স (আকৃতি), একই অ্যাক্টিভিটি (কাজকর্ম)..... সৃষ্টির এই চক্র আবর্তিত হতেই থাকে। যা পূর্ব-নির্ধারিত তাই ঘটে চলেছে..... এই চক্র আবারও রিপিট হবে। সতোপ্রধান, সতঃ, রজঃ, তমঃ-তে আসবে। এতে বিভ্রান্ত হওয়ার কথা নয়। আচ্ছা, নিজেকে আত্মা মনে কর কী ? আত্মার পিতা শিববাবা, এটা তো জানো, তাই না। যে সতোপ্রধান হয় সেই আবার তমোপ্রধান হয়ে যায়, পুনরায় বাবাকে স্মরণ কর সতোপ্রধান হয়ে যাবে। এ তো ভাল, তাই না। ব্যস, এই পর্যন্তই থামিয়ে দেওয়া উচিত। বল যে, অসীম জগতের পিতা এই স্বর্গের উত্তরাধিকার (বর্সা) দেন। তিনিই পতিত-পাবন। বাবা নলেজ দেন, এরমধ্যে শাস্ত্রাদির কোন কথা নেই। শুরুতেই শাস্ত্র কোথা থেকে আসবে। এসব যখন অনেক হয়ে যায় তখন পরে বসে শাস্ত্র রচনা করে। সত্যযুগে শাস্ত্র থাকে না। কোন জিনিসই পারম্পরিক হয় না। নাম-রূপ তো পরিবর্তিত হয়ে যাবে। *আচ্ছা!*

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মূখ্য সারঃ:-

১) কখনো হায়! হায়! করে বিলাপ করা উচিত নয়। বুদ্ধিতে যেন থাকে যে আমরা বিশ্বের মালিক হতে চলেছি, আমাদের চাল-চলন, বার্তালাপ অত্যন্ত সুন্দর হওয়া উচিত। কখনও বিলাপ করো না।

২) নিশ্চয়বুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে একমাত্র বাবার মতানুসারে চলতে হবে, কখনো বিভ্রান্ত হওয়া বা অসমর্থ হওয়া উচিত নয়। নিশ্চয়েই বিজয়, তাই নিজস্ব পাই-পয়সার (কড়িতুল্য) মত প্রদান করা (চালানো) উচিত নয়।

বরদানঃ:- নিজের পুরুষার্থের বিধি দ্বারা স্ব-প্রগতির অনুভবকারী সফলতা-স্বরূপ নক্ষত্র ভব*

ব্যখ্যা :- যারা নিজেদের পুরুষার্থের বিধি দ্বারা স্ব-প্রগতির বা সফলতার অনুভব করে, তারাই সফলতার নক্ষত্র হয়, তাদের সঞ্চলে নিজেদের পুরুষার্থের প্রতি কখনো "জানি না, হবে কি হবে না", "করতে পারব কি পারব না" -- এধরণের অসফলতার অংশমাত্রও থাকবে না। তারা নিজেদের সফলতাকে অধিকার-রূপে অনুভব করবে, তাদের সফলতা সহজ এবং স্বততঃ-ই প্রাপ্ত হতে থাকে।

স্নোগানঃ:- সুখ-স্বরূপ হয়ে সুখ প্রদান করো, তবেই পুরুষার্থে শুভকামনা বা আশীষ যুক্ত হয়ে যাবে।*

"মিষ্টি বাচ্চারা -- দেহী-অভিমানী হয়ে সার্ভিস করো, তাহলে প্রতি পদক্ষেপে সফলতা প্রাপ্ত হতে থাকবে"

প্রশ্ন: - কোন্ স্মৃতিতে থাকলে দেহ-অভিমান আসবে না?

উত্তর: - যেন সদা স্মৃতি থাকে আমরা গডলি সার্ভেন্ট অর্থাৎ ঈশ্বরীয় সেবাধারী। সার্ভেন্ট বা সেবাধারীদের কখনও দেহ-অভিমান আসতে পারে না। যত যোগে থাকবে ততই দেহ-অভিমান ভঙ্গ হবে।

প্রশ্ন: - দেহ-অভিমানীদের ড্রামা অনুযায়ী কোন দন্ড প্রাপ্ত হয়?

উত্তর: - তাদের বুদ্ধিতে এই জ্ঞান বসে না। ধনী ব্যক্তিদের ধনের কারণে দেহ-অভিমান থাকে, তাই তারা এই জ্ঞান বুঝতে পারেনা, এও একপ্রকার দন্ড যা তাদের প্রাপ্ত হয়। গরিব মানুষ সহজে বুঝে নেয়।

ওম্ শান্তি। আত্মিক পিতা ব্রহ্মা দ্বারা জ্ঞান প্রদান করছেন। স্মরণ করো তাহলে এইরূপ হবে। সত্যোপধান হয়ে নিজের স্বর্গে প্রবেশ করবে। এই কথা শুধু তোমাদের বলা হয় না বরং এই সংবাদ তো সম্পূর্ণ ভারতে এমনকি বিদেশেও যাবে সবার কাছে। অনেকের সাক্ষাৎকারও হবে। কার সাক্ষাৎকার হওয়া উচিত? তাও বুদ্ধি দ্বারা বুঝে নেওয়া উচিত। বাবা ব্রহ্মা দ্বারা-ই সাক্ষাৎকার করিয়ে বলেন - প্রিন্স বা রাজপুত্র হতে হলে যাও ব্রহ্মা বা ব্রাহ্মণদের কাছে। ইউরোপবাসীরাও এই জ্ঞান বুঝতে চায়। ভারত যখন স্বর্গ ছিল তখন কাদের রাজত্ব ছিল? এই কথা সম্পূর্ণ কেউ জানেনা। ভারত-ই হেভেন বা স্বর্গ ছিল। এখন তোমরা সবাইকে বোঝাচ্ছ। এই হল সহজ রাজযোগ, যার দ্বারা ভারত স্বর্গ বা হেভেনে পরিণত হয়। বিদেশিদের বুদ্ধি তবু অনেক ভালো। তারা চট করে বুঝে নেবে। অতএব এখন সার্ভিসেবল বাচ্চাদের কি করা উচিত? তাদেরই ডাইরেকশন দিতে হয়। বাচ্চাদের প্রাচীন রাজযোগ শেখাতে হবে। তোমাদের কাছে মিউজিয়াম বা প্রদর্শনীতে অনেকেই আসে। তারা মতামত লিখে দেয় এরা খুব ভালো কাজ করছে। কিন্তু নিজেরা কিছু বোঝে না। একটু আধটু বুদ্ধিতে টাচ হয় তখন আসে তবুও গরিব মানুষ নিজের শ্রেষ্ঠ ভাগ্য নির্মাণ করবে এবং জ্ঞানকে বোঝার পুরুষার্থ করবে। ধনীদের তো পুরুষার্থ করার লক্ষ্য নেই। দেহ-অভিমান অনেক, তাই না। অতএব ড্রামা অনুসারে যেন বাবা তাদের দন্ড দিয়ে দিয়েছেন। যদিও তাদের দিয়েই সংবাদ প্রকাশিত করাতে হয়। বিদেশিরা তো এই জ্ঞান অর্জন করতে চায়। শুনে খুব খুশী হয়। গভর্নমেন্টের অফিসার শেষের দিকে কত পরিশ্রম করে, কিন্তু তাদের সময় নেই। তাদের যদিও ঘরে বসে সাক্ষাৎকারও হয়ে যাবে তবুও বুদ্ধিতে কিছুই থাকবে না। অতএব বাবা বাচ্চাদের পরামর্শ দেন, সকলের মতামত একত্র করে একটি ভালো বই বানাও। পরামর্শ দেওয়া যায় - দেখো, সবার কত ভালো লেগেছে। বিদেশি বা ভারতীয় সবাই সহজ রাজযোগ জানতে চায়। স্বর্গের দেবী-দেবতাদের রাজত্ব যা সহজ রাজযোগের দ্বারা ভারত প্রাপ্ত করে তাহলে এই মিউজিয়াম গভর্নমেন্ট হাউসের ভিতরে লাগালে কেমন হয়। যেখানে কনফারেন্স ইত্যাদি হতে থাকে। এইরূপ চিন্তা ভাবনা বাচ্চাদের চলা উচিত। এখন সময় লাগবে। এত শীঘ্র বুদ্ধি নরম হবে না। বুদ্ধিতে গোদরেজের তাল লাগানো আছে। এখন সংবাদ ছড়ালে তো রিভোলিউশন হয়ে যাবে। হ্যাঁ, সে তো নিশ্চয় হতে হবে। বলা, গভর্নমেন্ট হাউসেও মিউজিয়াম থাকলে অনেক বিদেশিরা এসে দেখবে। বিজয় তো বাচ্চাদের অবশ্যই হবে। তাই চিন্তন চলা উচিত। দেহী-অভিমানীদের এমন চিন্তন আসবে যে কি করা উচিত যাতে দুঃখী মানুষজন জানতে পারে ও বাবার কাছে অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে পারে। আমরা লিখেও থাকি কোনও খরচ না করে...অতএব ভালো ভালো বাচ্চারা এসে পরামর্শ দেয়। ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার উদঘাটন করতে আসেন তো প্রাইম মিনিস্টার, প্রেসিডেন্ট তারাও আসবেন, কারণ তাদেরকে গিয়ে বলা হবে যে এই নলেজ কতখানি ওয়ান্ডারফুল। সত্য প্রকৃত শান্তি তো এভাবেই স্থাপন হবে। সঠিক অনুভব হবে। যুক্তিও দেওয়া হয়েছে সঠিকভাবে। আজ সঠিক অনুভব না হলে আগামী কাল নিশ্চয়ই অনুভব হবে। বাবা বলতেই থাকেন উচ্চ ব্যক্তি বিশেষের কাছে যাও। ভবিষ্যতে তারাও বুঝবে। মানুষের বুদ্ধি তমো প্রধান হয়েছে তাই উল্টো কাজ করে। দিন দিন আরও তমোপ্রধান হয়ে যাচ্ছে।

তোমরা বোঝানোর চেষ্টা কর যে, বিকারী আচরণ বন্ধ করো, নিজের উন্নতি করো। বাবা এসেছেন পবিত্র দেবতায় পরিণত করতে। সেই দিনও আসবে যেদিন গভর্নমেন্ট হাউসে মিউজিয়াম থাকবে। তাদের বলা, খরচ তো আমাদের নিজের হবে। গভর্নমেন্ট তো টাকা দেবে না। তোমরা বাচ্চারা বলবে নিজের খরচায় গভর্নমেন্ট হাউসে মিউজিয়াম লাগাতে পারি। একটি বড় গভর্নমেন্ট হাউসে হয়ে গেলে সব গুলোতেই হয়ে যাবে। বোঝানোর জন্য কেউ থাকা চাই। তাদের বলা সময় নির্দিষ্ট করে দিতে, সেই সময় কেউ এসে কেউ এসে বোঝানোর কাজটা করবে। কোনো রূপ খরচা না

করেই জীবন নির্মাণের পথ বলে দেওয়া হবে। এইসব ভবিষ্যতে হবে। কিন্তু বাবা বাচ্চাদের দিয়েই বলেন। ভালো ভালো বাচ্চারা, যারা নিজেদের মহাবীর ভাবে তাদেরকে মায়া আক্রমণ করে। খুব উঁচুতে এই লক্ষ্য। একটুও যেন দেহের অভিমান না আসে 'আমি এই সার্ভিস করি, সেই সার্ভিস করি....'। আমরা তো হলাম ঈশ্বরীয় সেবাবাহী (গডলি সার্ভেন্ট)। আমাদের সংবাদ পৌঁছে দিতে হবে, এতেই গুপ্ত পরিশ্রম আছে। তোমরা জ্ঞান ও যোগবলের দ্বারা নিজেদের বোঝাও। এতে গুপ্ত থেকে বিচার সাগর মন্থন করলে নেশা বাড়বে। খুব স্নেহের সাথে বোঝাবে, বেহদের অর্থাৎ অসীম জগতের বাবার অবিদ্যাবাদী উত্তরাধিকার (বর্সা) প্রতি কল্পে ভারতবাসীরাই প্রাপ্ত করে। ৫ হাজার বছর পূর্বে এই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল। এখন তো বলা হয় বেশ্যালয়। সত্যযুগ হল শিবালয়। ওই হল শিববাবার স্থাপনা, এই হল রাবণের স্থাপনা। রাত-দিনের তফাৎ আছে। বাচ্চারা অনুভব করে যথার্থভাবে আমরা কি রূপে পরিণত হয়েছিলাম। বাবা নিজ সম তৈরি করেন। মূল কথা হল দেহী-অভিমানী হওয়া। দেহী-অভিমানী হয়ে বিচার করতে হয় যে আজ আমাদের অমুক প্রাইম মিনিষ্টারকে গিয়ে বোঝাতে হবে। তার দিকে দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করলে সাক্ষাৎকার হতে পারে। তোমরা দৃষ্টি দিতে পারো। যদি দেহী-অভিমানী হয়ে থাকবে তাহলে তোমাদের ব্যাটারি ভরে যাবে। দেহী-অভিমানী হয়ে বসো, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবার সঙ্গে যোগ যুক্ত হলে তবেই ব্যাটারি ভরপুর হবে। গরিব মানুষ চট করে নিজের ব্যাটারি ভরতে পারে কারণ বাবাকে অনেক স্মরণ করে। জ্ঞান ভালো আছে কিন্তু যোগ কম তাহলে ব্যাটারি ভরবে না। কারণ দেহের অহংকার অনেক থাকে। যোগ একেবারেই নেই, তাই জ্ঞানবাণ শক্তিশালী নয়। তলোয়ারেও ধার বা শক্তি থাকে। সেই তলোয়ার ১০ টাকারও হয়, ৫০ টাকারও হয়। গুরু গোবিন্দ সিং এর তলোয়ারের সুখ্যাতি আছে। এতে হিংসার কোনো ব্যাপার নেই। দেবতারা হলেন ডবল অহিংসক। আজ ভারত এমন, কালকের ভারত অন্যরকম হবে। অতএব বাচ্চাদের কতখানি খুশীর অনুভব হওয়া উচিত। গতকাল আমরা রাবণ রাজ্যে ছিলাম তখন অশান্তির সীমা ছিল না। আজ আমরা পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে আছি।

এখন তোমরা হলে ঈশ্বরীয় পরিবারের সদস্য। সত্যযুগে তোমরা থাকবে দৈবী পরিবারের। এখন স্বয়ং ভগবান আমাদের পড়াচ্ছেন, আমরা কত স্নেহ ভালোবাসা প্রাপ্ত করি ভগবানের কাছে। অর্ধকল্প রাবণের স্নেহ প্রাপ্ত করে বানরে পরিণত হই। এখন অসীম জগতের (বেহদের) বাবার ভালোবাসা পেয়ে তোমরা দেবতায় পরিণত হও। ৫ হাজার বছরের কথা। তারা লক্ষ বছর লিখে দিয়েছে। ব্রহ্মবাবাও তোমাদের মতন পূজারী ছিল। বৃষ্ণের সবচেয়ে শেষে দাঁড়িয়ে আছে। সত্যযুগে তোমাদের কাছে অসীম ধন সম্পদ ছিল। তারপরে যে মন্দির গুলি নির্মাণ হয়েছে সেখানেও অসীম ধনরাশি ছিল, যা লুট হয়েছে। মন্দির তো আরও অনেক হবে। প্রজাদেরও মন্দির থাকবে। প্রজা তো আরও বেশি ধনী হয়। প্রজার কাছে রাজা রা অর্থ ঋণ নেয়। এই দুনিয়া খুবই নোংরা। সবচেয়ে নোংরা শহর হল কলকাতা। এই স্থান কে পরিবর্তন করার পরিশ্রম বাচ্চারা তোমাদেরই করতে হবে। যে করবে সে পাবে। দেহ-অভিমান হলেই পতন হবে। মন্মানাভবের অর্থ বোঝে না। শুধু শ্লোক মুখস্থ করে নেয়। জ্ঞান তো তাদের বুদ্ধিতে থাকতে পারে না - শুধুমাত্র বাচ্চারা তোমাদের ছাড়া। কোনও মঠ, পন্থী দেবতা হতে পারে না। প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার - কুমারীরা ব্রাহ্মণ না হলে দেবতায় পরিণত হবে কীভাবে। যারা কল্প পূর্বে হয়েছে তারা-ই হবে। সময় লাগে। কল্পবৃক্ষটি বড় হলে বৃদ্ধি তো হতেই থাকবে। পিপিলিকার পথ চলা থেকে বিহঙ্গ মার্গ হবে। বাবা বোঝান - মিষ্টি বাচ্চারা, বাবাকে স্মরণ করো, স্বদর্শন চক্র ঘোরাও। তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ ৮৪-র চক্র আছে। তোমরা ব্রাহ্মণরাই আবার দেবতা ও ক্ষত্রিয় কুলের বংশধর হও। সূর্য বংশী - চন্দ্র বংশীর অর্থও কেউ বোঝে না। পরিশ্রম করে বোঝানো হয়। তবুও বোঝে না তো বুঝে নিতে হয় এখনও সময় হয় নি। তবুও আসে। তারা ভাবে বাইরে ব্রহ্মাকুমারীদের এমন নাম। ভিতরে গিয়ে দেখি তো তারা কি বলে, এরা তো খুব ভালো কাজ করছে। এরা তো মানুষ মাত্রের চরিত্র শুদ্ধ করে। দেবতাদের চরিত্র দেখো কেমন। সম্পূর্ণ নির্বিকারী বাবা বলেন কাম হল মহা শত্রু। এই ৫-টি ভূতের জন্যেই তোমাদের চরিত্র খারাপ হয়েছে। যে সময় বোঝানো হয় সেই সময় ভালো হয়। বাইরে গিয়ে সবকিছু ভুলে যায়। তখন বলা হয় শত শত বার করা হয় শৃঙ্গার। এই বাবা গাল মন্দ করেন না, বোঝান। দৈব আচার আচরণ রাখো, ক্রোধের বশে চিৎকার করো কেন ! স্বর্গে ক্রোধ হয় না। বাবা সবকিছু সামনে বোঝাতেন, কখনও রাগারাগি করতেন না। বাবা সব রিফাইন করে বোঝান। ড্রামা নিয়ম অনুযায়ী চলতে থাকে। ড্রামায় কোনও ভুল নেই। অনাদি অবিদ্যাবাদী নির্দিষ্ট আছে। ভালো ভালো যা অ্যাক্ট চলে সেসব আবার ৫ হাজার বছর পরে হবে। অনেকে বলে এই পাহাড় ভেঙে পড়ে গেলে আবার তৈরি হবে কীভাবে। নাটক দেখো, মহল ভাঙে, নাটক আবার রিপিট হলে সেই অক্ষত মহল আবার দেখবে। এইরূপ হুবহু রিপিট হয়। বুঝতে বুদ্ধির প্রয়োজন আছে। কারো বুদ্ধিতে বসানো খুব মুশকিল হয়ে যায়। বিশ্বের হিস্টি-জিওগ্রাফি কিনা। রামরাজ্যে এই দেবী-দেবতাদের রাজত্ব ছিল, তাঁদের পূজা হত। বাবা বুঝিয়েছেন তোমরা-ই পূজ্য ছিলে এবং তোমরা-ই পূজারী হও। আমরা-ই সেই এর অর্থ বাচ্চাদের বুঝিয়েছেন। আমরা-ই সেই দেবতা, আমরা-ই সেই ক্ষত্রিয় ... বাজেলি অর্থাৎ ডিগবাজির খেলা তাইনা। একেই ভালো ভাবে বুঝতে হবে এবং বোঝানোর চেষ্টা

করতে হবে। বাবা এমন বলেন না ব্যবসা ত্যাগ করো। না। শুধুমাত্র সতাপ্রধান হতে হবে, হিস্ট্রি-জিওগ্রাফির রহস্য নিজে বুঝে অন্যকে বোঝাও। মূল কথা হল মন্বনাত্তব। নিজেকে আত্মা ভেবে বাবাকে স্মরণ করো তো সতাপ্রধান হবে। স্মরণের যাত্রা হল এক নস্বর। বাবা বলেন আমি সব বাচ্চাদেরকে সঙ্গে নিয়ে যাব। সত্যযুগে খুব কম মানুষ থাকে। কলিযুগে থাকে অসংখ্য মানুষ। কে সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। এত বিশাল জঙ্গলের সাফাই কে করেছে? বাগানের মালি, মাঝি বাবাকেই বলা হয়। তিনিই দুঃখ থেকে মুক্ত করে ওই পারে নিয়ে যান। পড়াশোনা কতখানি মিষ্টি লাগে কারণ নলেজ হল উপার্জনের স্রোত। তোমরা তো অসীম খাজানা প্রাপ্ত করেছে। ভক্তিতে কিছুই প্রাপ্তি নেই। এখানে পায়ে মাথা ঠেকানোর কথা নেই। তারা গুরুর পায়ে শুয়ে পড়ে, এইসব থেকে বাবা মুক্ত করেন। এমন বাবাকে স্মরণ করা উচিত। তিনি আমাদের পিতা, এই কথা বুঝে নিয়েছ তাইনা। বাবার কাছে অবিনাশী উত্তরাধিকার অবশ্যই প্রাপ্ত হয়। সেই খুশী থাকে। তারা লেখে আমরা ধনীদের কাছে গেলে লজ্জা বোধ হত, আমরা গরিব। বাবা বলেন গরিব হলে আরও ভালো কথা। ধনী হলে তো আর এখানে আসতে না। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) সর্বদা এই খুশীতে বা নেশায় থাকতে হবে যে, এখন আমরা হলাম ঈশ্বরীয় পরিবারের সদস্য, স্বয়ং ভগবান আমাদের পড়াচ্ছেন, তাঁর স্নেহ ভালোবাসা আমরা প্রাপ্ত করছি, যে ভালোবাসার ফলস্বরূপ আমরা দেবতায় পরিণত হব।

২) এই সম্পূর্ণ পূর্ব রচিত ড্রামাটি সঠিকভাবে বুঝতে হবে, এর মধ্যে কোনও ভুল হতে পারে না। যা কিছু অ্যাক্ট হয়েছে সেসব রিপোর্ট হবে। এই কথাটি ভালোভাবে বুদ্ধি দিয়ে বুঝে চললে কখনও ক্রোধ অনুভব হবে না।

বরদান:- জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ খাজানা গুলি মহাদানী হয়ে দান করে মাস্টার জ্ঞানের সাগর ভব*

ব্যাখা: যেমন বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, এমন মাস্টার জ্ঞানের সাগর হয়ে সদা অন্যদের জ্ঞান প্রদান করো। জ্ঞানের কত শ্রেষ্ঠ খাজানা বাচ্চারা তোমাদের কাছে আছে। সেই খাজানায় ভরপুর হয়ে, স্মরণের অনুভব দ্বারা অন্যদের সেবা করো। যা খাজানা প্রাপ্ত হয়েছে মহাদানী হয়ে সেসব দান করতে থাকো, কারণ এই খাজানা যত দান করবে ততই বাড়বে। মহাদানী হওয়া অর্থাৎ দেওয়া নয় বরং আরো ভরপুর হওয়া।

স্লোগান:- জীবনমুক্ত হওয়ার সাথে সাথে দেহ থেকে নির্লিপ্ত বিদেহী স্বরূপ হও - এটাই হল পুরুষার্থের লাস্ট স্টেজ।*

"মিষ্টি বাচ্চারা - শান্তির গুণ হলো সবথেকে বড় গুণ, এই জন্য শান্তি সহকারে বলো, অশান্তি ছড়ানো বন্ধ করো"

*প্রশ্ন:- সংগম যুগে বাবার থেকে বাচ্চাদের কী এমন আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয় ? গুণবান বাচ্চার লক্ষণ কেমন হবে?

উত্তর:- প্রথম আশীর্বাদ হল জ্ঞানের, দ্বিতীয় শান্তির, তৃতীয় গুণের। গুণবান বাচ্চারা সর্বদা খুশিতে থাকে। কারোর খারাপ গুণ দেখে না। কারোর প্রতি অভিযোগ করে না। যার মধ্যে খারাপ গুণ আছে, তার সঙ্গে মেলামেশাও করে না। কেউ কিছু বললে তাতে কর্ণপাত না করে আপন খুশিতে মত্ত থাকে।

ওম্ শান্তি । আত্মিক বাবা তাঁর আত্মিক সন্তানদের বোঝাচ্ছেন। এক তো হল, তোমরা বাবার থেকে জ্ঞানের আশীর্বাদ প্রাপ্ত করছো। বাবার থেকেও গুণ গ্রহণ করতে হবে আবার এই লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র থেকেও গ্রহণ করতে হবে। বাবাকে বলা হয় শান্তির সাগর। তাহলে শান্তিও ধারণ করতে হবে। শান্তির জন্যই বাবা বোঝাচ্ছেন যে, তোমরা পরস্পরের সাথে শান্তিতে বার্তালাপ করো। এই গুণ ধারণ করো। জ্ঞানের গুণ তো ধারণ হচ্ছে-ই। এই জ্ঞান পড়তে হবে। এই জ্ঞান কেবলমাত্র এক বিচিত্র বাবা-ই পড়ান। বিচিত্র আত্মারা অর্থাৎ সন্তানরাই সেই জ্ঞান পড়ে। এটা হলো এখানকার নতুন খুশির খবর। যেটা আর কেউ জানে না। কৃষ্ণের ন্যায় দৈবগুণও ধারণ করতে হবে। বাবা বোঝাচ্ছেন যে, আমি শান্তির সাগর, তাই এখানে শান্তি স্থাপন করতে হবে। অশান্তি সমাপ্ত করতে হবে। নিজের চাল-চলনকে দেখতে হবে, কতখানি আমি শান্ত স্বরূপ হতে পেরেছি ? এমনও অনেক আত্মা আছে, যারা শান্তি পছন্দ করে। এটাও বোঝে যে শান্ত থাকা ভালো। শান্তি হল শ্রেষ্ঠ গুণ, কিন্তু শান্তি কিভাবে স্থাপন হবে ? শান্তির অর্থ কি ? এসমস্ত কথা ভারতবাসী বাচ্চারা জানে না। বাবা ভারতবাসী বাচ্চাদের জন্যই বলেন। বাবা আসেন-ই এই ভারতে। এখন তোমরা বুঝে গেছো যে, আমাদের নিজেদের অন্তরেই শান্তি আছে। এমন নয় যে, কেউ অশান্ত করবে আর আমরাও অশান্ত হয়ে যাব। না। অশান্ত হওয়া - এটাও এক খারাপ গুণ। খারাপ গুণগুলিকে বের করতে হবে। প্রত্যেকের থেকে ভালো গুণ গ্রহণ করতে হবে। খারাপ গুণের দিকে দৃষ্টিপাত করবে না। হয়তো কানে আওয়াজ আসতে থাকবে, তথাপি নিজেকে শান্ত থাকতে হবে। কেননা বাবা আর দাদা দুজনেই শান্ত থাকেন। কখনো অশান্ত হন না। কখনো উচ্চবাচ্য করেন না। এই ব্রহ্মা বাবাও শিখেছেন, তাই না। যত পরিমাণে শান্ত থাকবে ততই ভালো। শান্তিতেই স্মরণ করতে পারবে। অশান্ত আত্মারা স্মরণ করতে পারে না। প্রত্যেকের থেকে ভালো গুণ গ্রহণ করতেই হবে। ঋষি দত্তাদ্রের ন্যায় হতে হবে। দেবতাদের মত গুণবান আর কেউ হতে পারে না। একটি বিকার হলো প্রধান। তার ওপর তোমরা বিজয় প্রাপ্ত করছো, করতেও থাকবে। কর্মেন্দ্রিয় উপর বিজয় পেতে হবে। খারাপ গুণগুলিকে বের করে দিতে হবে। দেখবেও না, বলবেও না, যার মধ্যে ভালো গুণ আছে, তাদের কাছেই যাবে, থাকতেও হবে খুব মিষ্টি এবং শান্ত হয়ে। অল্প একটু কথাতাই তোমরা সব কাজ করে ফেলতে পারো। সবার থেকে গুণ গ্রহণ করে গুণবান হতে হবে। বুঝেছ। সুবুদ্ধি সম্পন্ন এবং প্রজ্ঞ বাচ্চারা খুব শান্ত থাকা পছন্দ করে। কিছু ভক্ত আত্মা, জ্ঞানী আত্মাদের থেকেও প্রজ্ঞ, নির্মাণচিত্ত হয়। বাবা তো অনুভবী, তাইনা ! ইনি যে লৌকিক বাবার সন্তান ছিলেন, তিনি ছিলেন একজন শিক্ষক। খুব নির্মাণচিত্ত এবং শান্ত থাকতেন। কখনো ক্রোধ করতেন না। যেরকম সাধু আত্মারা হয়। তাই তাঁদের মহিমাও করা হয়ে থাকে। ভগবানের সাথে মিলন মানানোর জন্য পুরুষার্থ করতে থাকে, তাই না। কাশিতে, হরিদ্বারে গিয়ে থাকে। বাচ্চাদেরকে খুব শান্ত এবং মিষ্টি হয়ে থাকতে হবে। এখানে কেউ অশান্ত থাকলে, সে শান্তির বাতাবরণ তৈরি করার নিমিত্ত হতে পারে না। অশান্ত আত্মাদের সঙ্গে কথাও বলা উচিত নয়। তাদের থেকে দূরে থাকতে হবে। পার্থক্য তো আছে, তাই না! তারা হলো বক আর তোমরা হলে রাজহংস। রাজহংস সারাদিন মোতি ঠোকরায়। উঠতে-বসতে চলতে-ফিরতে এই জ্ঞানকে স্মরণ করতে থাকে। সারাদিন বুদ্ধিতে এটাই যেন থাকে যে, - কাকে কিভাবে বোঝাবো, বাবার পরিচয় কিভাবে দেবো।

বাবা বোঝাচ্ছেন যে, যে সমস্ত বাচ্চারা এখানে আসে তাদেরকে ফর্ম ভরতে দাও। সেন্টারে যখন কেউ কোর্স করতে আসে, তখন তাদেরকে এই ফর্ম দাও। কোর্স করতে না চাইলে ফর্ম ভরানোর দরকার নেই। ফর্ম এইজন্য ভরানো হয়, যাতে তারা বুঝতে পারে যে, এখানে কী কী আছে ? কী কী বোঝানো হয় ? কেননা দুনিয়াতে তো এসব কথা কেউ বোঝে না। তাই তারা এই ফর্মের দ্বারা সমস্ত বিষয়টা অবগত হয়ে যায়। বাবার সঙ্গে কেউ যদি মিলন করতে চায় তবে তাদেরকেও ফর্ম ভরতে হয়। তাহলে বোঝা যায় যে, তারা কেন মিলন করতে এসেছে ? কেউ যদি আসে তবে তাকে তার এই লৌকিক জগতের এবং অসীম জগতের বাবার পরিচয় দিতে হবে। কেননা তোমাদেরকে এই অসীম জগতের বাবা এসে নিজের

পরিচয় দিয়েছেন। তাই তোমরাও অন্যদেরকে বাবার পরিচয় দিতে থাকো। তাঁর নাম হলো শিব বাবা। "শিব পরমাত্মায় নমঃ" - বলে তাইনা! তারা তো কৃষ্ণকে - "দেবতায় নমঃ" বলে। শিবকে বলে - "শিব পরমাত্মায় নমঃ"। বাবা বলেন যে, আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের সমস্ত পাপ কেটে যাবে। মুক্তি-জীবনমুক্তির অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার জন্য পবিত্র আত্মা অবশ্যই হতে হবে। সেটা হলই পবিত্র দুনিয়া, যাকে সত্যপ্রধান দুনিয়াও বলা হয়ে থাকে। সেখানে যেতে হলে, বাবা বলেন যে, "আমাকে স্মরণ করো"। এটা তো খুবই সহজ বিষয়। যেকোন কাউকে ফর্ম ভরিয়ে তারপর তুমি তাকে কোর্স করাতে পারো। একদিন ভরাও, তারপর বোঝাও। তারপর আবার ফর্ম ভরাও। তাহলে বুঝতে পারবে যে, আমাকে উনি বুঝিয়েছেন, তাঁর স্মরণ থাকে কিনা তা বোঝা যাবে। তুমি লক্ষ্য করবে, দুদিনের ফর্মের মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকবে। তুমি তাড়াতাড়ি বুঝতে পেরে যাবে যে, সে কি বুঝেছে? আমার বোঝানোর উপর সে কিছু চিন্তন করেছে কিনা? এই ফর্ম সকলের কাছে হওয়া চাই। বাবা মুরলীর মাধ্যমে নির্দেশ দেন। তাই বড় বড় সেন্টার গুলিকে তৎক্ষণাৎ সেই নির্দেশকে বাস্তবে রূপদান করতে হবে। ফর্ম রাখতে হবে। নাহলে বোঝা যাবে কি করে? সে নিজেই অনুভব করবে যে - কাল কি লিখেছিলাম, আজ কি লিখছি। ফর্ম তো খুব জরুরী। আলাদা আলাদা ছাপাও তাতেও কোনো অসুবিধা নেই। কিংবা একজায়গায় ছাপিয়ে সব সেন্টারে বিলিয়ে দাও। এটা হল অপরকে কল্যাণ করা। তোমরা বাচ্চারা এখানে এসেছো দেবী-দেবতা হওয়ার জন্য। 'দেবতা' এই শব্দটি অনেক শ্রেষ্ঠ। দৈবগুণ ধারণ করা আত্মাকে 'দেবতা' বলা হয়। এখন তোমরা দৈবগুণ ধারণ করছো, তাই যেখানে প্রদর্শনী বা মিউজিয়াম হয় সেখানে এই ফর্ম অবশ্যই রাখতে হবে। তাহলে বোঝা যাবে কেমন অবস্থায় আছে। সেই আত্মাকে বুঝে তারপর তাকে বোঝানো যাবে। বাচ্চাদেরকে তো সর্বদা গুণের কথাই বর্ণন করতে হবে। খারাপ গুণ কখনোই নয়। তোমরা গুণবান হচ্ছে, তাই না। যার মধ্যে অনেক গুণ থাকবে সে অপরকেও গুণ দান করতে পারবে। খারাপ গুণযুক্ত আত্মারা কখনোই গুণদান করতে পারেনা। বাচ্চারা জেনে গেছে যে, সময় আর বেশি নেই। পুরুষার্থ অনেক করতে হবে। বাবা বুঝিয়েছেন যে, তোমরা রোজ তীর্থযাত্রা করছো। এই যে গায়ন আছে, অতীন্দ্রিয় সুখ কেমন হয় তা গোপ গোপীদের জিজ্ঞাসা করো। এটাতো হলো অতীতের কথা। এখন তো নশ্বরের ক্রম আছে। কেউতো অন্তরে অন্তরে খুশির গীত গাইতে থাকে - অহো! পরমপিতা পরমাত্মাকে আমি প্রাপ্ত করেছি, তার থেকে আমি অবিনাশী উত্তরাধিকার নিচ্ছি। তার কাছে কোনো অভিযোগ থাকতে পারেনা। কেউ কিছু বললেও সেসব কথায় কর্ণপাত না করে আপন খুশিতে মত্ত থাকে। কোন অসুখ-বিসুখ বা দুঃখ আদি হলে তখন কেবল স্মরণে থাকো। এই হিসেব-নিকেশ এখনই সমাপ্ত করতে হবে। তবেই তো তুমি একুশ জন্মের জন্য ফুল হতে পারবে। সেখানে তো দুঃখের কথাই থাকবে না। বলা হয়ে থাকে, খুশির সমান অন্য কোন খাদ্য নেই। তারপর আবার বিশ্রাম আদি সব সমাপ্ত হয়ে যায়। এখানে এটাই হলো সত্যি কারের খুশি, আর সেটা হলো মিথ্যা খুশি। ধন-সম্পদ প্রাপ্ত হলে বা স্বর্ণ প্রভৃতি প্রাপ্ত হলে খুশি হয়। কিন্তু এখানে হলো অসীম জগতের কথা। তোমাদেরকে তো অসীম খুশিতে থাকতে হবে। তোমরা তো জেনে গেছো যে, আমরা ২১ জন্মের জন্য সর্বদা সুখে থাকবো। এই স্মরণে থাকো - আমি কি হতে চলেছি। মুখ থেকে বাবা বললেই দুঃখ দূর হয়ে যাওয়া চাই। এটা তো হল ২১ জন্মের খুশি। আর বাকি অল্প দিন-ই অবশিষ্ট আছে। আমরা যাচ্ছি আমাদের সুখধামে। তারপর তো আর কিছুই স্মরণে থাকবে না। এই বাবাও নিজের অনুভবের কথা শোনাচ্ছেন। কত সমাচার আসতে থাকে। নানা প্রকারের মতান্তর বা বিবাদ চলতে থাকে। বাবার কোনো কথায় দুঃখ হয় কি? শ্রবণ করে, আচ্ছা এটাই ভবিষ্যৎ, এটা তো কিছুই নয়, আমরা তো এই জগতের মালিক হতে চলেছি, নিজের সঙ্গে কথা বললেই খুশি আসে। অনেক শান্তিতে থাকতে হবে। তার চেহারার মধ্যে অনেক প্রফুল্লতা থাকবে। স্কলারশিপ পেলে চেহারার মধ্যে কত উৎফুল্লতা থাকে, তাই না। তোমরা পুরুষার্থ করছো এই লক্ষ্মী-নারায়ণের মত প্রফুল্ল থাকার জন্য। এনাদের মধ্যে জ্ঞান তো নেই। তোমাদের মধ্যে জ্ঞান আছে। তাই তোমাদেরকে খুশিতে থাকতে হবে। প্রফুল্ল চিত্ত থাকতে হবে। এই দেবতাদের থেকেও তোমরা অনেক শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানের সাগর বাবা আমাদেরকে কত শ্রেষ্ঠ জ্ঞান দিচ্ছেন। অবিনাশী জ্ঞান রত্নের লটারী পেয়ে গেছো, তাহলে কত খুশিতে থাকতে হবে। তোমাদের এই জন্ম হীরের সমান বলা হয়ে থাকে। জ্ঞানের সাগর, এক বাবাকেই বলা হয়। এই দেবতাদেরকেও বলা হয় না। তোমরা ব্রাহ্মণরাই জ্ঞানবান হচ্ছে। তোমাদের মধ্যে এই জ্ঞানের খুশি থাকা চাই। এক তো হল বাবাকে প্রাপ্ত করার খুশি। তোমাদের ছাড়া আর কেউ এই খুশিতে থাকতে পারে না। ভক্তি মার্গে চিরস্থায়ী সুখ থাকে না। ভক্তি মার্গে হলো কৃত্রিমভাবে প্রাপ্ত অল্পকালের সুখ। আর তার নামই তো হল স্বর্গ, সুখধাম, হেভেন। সেখানে হল সীমাহীন সুখ। আর এখানে হলো সীমাহীন দুঃখ। এখন বাচ্চারা বুঝতে পেরেছে যে রাবন রাজ্যে আমরা কতটাই ছি ছি হয়ে গিয়েছিলাম। আস্তে আস্তে অধঃপতনে গমন করছিলাম। এসব তো হলোই বিষয় বিশ্বের সাগর। এখন বাবা এই বিশ্বের সাগর থেকে বের করে তোমাদেরকে ক্ষীরের সাগরে নিয়ে যাচ্ছেন। বাচ্চাদের এখানকার সবকিছুই খুব মিষ্টি লাগে। কিন্তু পুনরায় ভুলে যাওয়ার ফলে কিরকম অবস্থা হয়ে যায়। বাবা কিভাবে খুশির পারদ চড়িয়ে দেন। এই জ্ঞান অমৃতের ই গায়ন আছে। জ্ঞান অমৃতের গ্লাস পান করতে হবে। এখানে তোমাদের খুব ভালোভাবে নেশা চড়ে যায় কিন্তু বাহিরে গিয়ে সমস্ত নেশা কম হয়ে যায়। বাবা নিজেই অনুভব করেন যে, এখানে বাচ্চাদের খুব ভালো অনুভব হয়। আমরা নিজেদের

ঘরে ফিরে যাচ্ছি। আমরা বাবার শ্রীমতে রাজধানী স্থাপন করছি। আমরাই হলাম সবথেকে বড় উত্তরাধিকারী। এইসব বুদ্ধির মধ্যে জ্ঞান আছে। যার জন্য তোমরা এত বড় পদ প্রাপ্ত করছো। কে পড়াচ্ছেন দেখো! অসীম জগতের বাবা, একদম পরিবর্তন করে দেন। তাহলে বাচ্চাদের হৃদয়ে কতইনা খুশি থাকা উচিত। এসব কিছু হৃদয়ে থাকতে হবে, অন্যদেরকেও খুশি প্রদান করতে হবে। রাবণের হল অভিশাপ আর বাবার হল আশীর্বাদ। রাবণের অভিশাপে তোমরা কতই না দুঃখী অশান্ত হয়ে গেছো। অনেক গোপও আছে যাদের হৃদয়ে সেবা করার ইচ্ছা থাকে, কিন্তু জ্ঞানের কলশ মাতাদেরকে দেওয়া হয়েছে। শক্তি দল, তাইনা। বন্দেমাতরম্ - গাওয়া হয়। সাথে বন্দেপিতরম্ তো আছেই। কিন্তু নাম মাতাদের আছে। প্রথমে লক্ষ্মী তারপর নারায়ণ, প্রথমে সীতা পরে রাম নাকি প্রথমে পুরুষের নাম পরে স্ত্রীর নাম। লেখা হয় এটাও এক খেলা, তাই না ! বাবা তো সবকিছুই বুঝিয়ে বলেন। ভক্তি মার্গের রহস্য বলে দেন। ভক্তিতে কি কি হয়। যতক্ষণ জ্ঞান নেই ততক্ষণ তো এসব কিছুই জানা যেত না। এখন তোমাদের সকলের চরিত্র শুদ্ধ হচ্ছে। তোমাদের দৈবী চরিত্র তৈরি হচ্ছে। ৫ বিকার থেকে তোমাদের আসুরি চরিত্র তৈরি হয়। কতখানি পরিবর্তন হচ্ছে। তাই পরিবর্তনে আসতে হবে, তাই না। শরীর ছেড়ে দিলে তারপর কি আর নিজেকে পরিবর্তন করতে পারবে। বাবার মধ্যে শক্তি আছে। সবাইকে পরিবর্তন করে দেন। কোনো কোনো বাচ্চা নিজের অনুভবের কথা শোনায় - আমি অনেক কামি, মদাসক্ত ছিলাম, আমার মধ্যে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এখন আমি অনেক প্রেমপূর্ণভাবে থাকি। প্রেমের অশ্রু ঝরতে থাকে। বাবা তো অনেককিছু বোঝান কিন্তু এই সমস্ত কথা সবাই ভুলে যায়। না হলে তো খুশির পারদ সর্বদাই উর্ধ্বে থাকবে। আমরা অনেক জনকে কল্যাণ করে থাকি। মানুষ অনেক দুঃখী হয়ে গেছে। তাদেরকে সঠিক রাস্তা বলে দিই। বোঝানোর জন্য অনেক পরিশ্রম করতে হয়। গালিগালাজও খেতে হয়। প্রথম থেকেই এই শব্দ শোনা যায় যে, এখানে তো সবাইকে ভাই-বোন বানিয়ে দেয়। আরে ভাই-বোনের সম্বন্ধ তো খুব ভালো, তাই না! তোমরা আত্মারা তো ভাই-ভাই আছো। কিন্তু জন্ম-জন্মান্তরের কুদৃষ্টি যেটা পাকাপোক্ত হয়ে গেছে, সেটা ছাড়তে চায় না। বাবার কাছে তো অনেক সমাচার আসতে থাকে। বাবা বোঝান যে, এই ছিঃ ছিঃ দুনিয়া থেকে তোমাদের বাচ্চাদের মন সরিয়ে নিতে হবে। খুব সুন্দর ফুল হতে হবে। কত জ্ঞান শুনেও ভুলে যাও। সমস্ত জ্ঞান উড়ে যায়। কাম মহাশত্রু, তাই না। বাবা তো অনেক অনুভাবী আছেন। এই বিকারের পিছনে অনেক রাজারাও তাদের রাজত্ব হারিয়েছেন। কাম খুব খারাপ। সবাই বলতে থাকে যে বাবা এটা খুব ক্ষতিকারক শত্রু। বাবা বলেন যে কামকে জিতলেই তোমরা বিশ্বের মালিক হতে পারবে। কিন্তু কাম বিকার এতটাই তীব্র প্রকৃতির হয় যে, প্রতিজ্ঞা করেও পরাজিত হয়ে যায়। খুব কম সংখ্যকই এতে পাস হতে পারে। এই সময় সমস্ত দুনিয়ার চরিত্র খারাপ হয়ে গেছে। পবিত্র দুনিয়া কবে ছিল ? কিভাবে হয়েছিল ? এঁনারা রাজ্য ভাগ্য কিভাবে পেয়েছিলেন ? কেউ কিছু বলতে পারেনা। ভবিষ্যতে এমন সময়ও আসবে, তোমরা বিদেশে যাবে। তারাও সব শুনবে। স্বর্গোদ্যান কিভাবে স্থাপন হয়েছিল। তোমাদের বুদ্ধিতে এসমস্ত কথা খুব ভালো রীতিতে আছে। এখন এই গভীর বিষয়টিই তোমাদের বুদ্ধিতে বিশেষ ভাবে রাখা উচিত, অন্য সমস্ত কথা ভুলে যেতে হবে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) উঠতে - বসতে, চলতে - ফিরতে জ্ঞানের স্মরণ করে মুক্ত আহরণকারী রাজহংস হতে হবে। সবার থেকে গুণ গ্রহণ করতে হবে। পরস্পরের মধ্যে গুণের আদান প্রদান করতে হবে।

২) নিজের চেহারা সর্বদা প্রফুল্ল রাখার জন্য নিজের সাথেই নিজেকে কথা বলতে হবে - অহো! আমি তো অবিনাশী সম্পত্তির মালিক হতে চলেছি। জ্ঞানের সাগর বাবার দ্বারা আমরা জ্ঞান রত্নের লটারি প্রাপ্ত করেছি।

বরদান:- সদা সন্তুষ্ট থেকে নিজের দৃষ্টি, বৃত্তি, কৃতি দ্বারা সন্তুষ্টতার অনুভূতি করিয়ে সন্তুষ্টমণি ভব*
ব্যাখ্যা : ব্রাহ্মণ বংশে (কুলে) বিশেষ আত্মা তারাই, যারা সদা সন্তুষ্টতার বিশেষত্ব দ্বারা নিজেও যেমন সন্তুষ্ট থাকে, তেমনি নিজের দৃষ্টি, বৃত্তি আর কৃতি দ্বারা অন্যদেরও সন্তুষ্টতার অনুভূতি করাতে পারে। তারাই সন্তুষ্টমণি, যাদের সংকল্প, বাণী, সংগঠনের সম্বন্ধ-সম্পর্ক বা কর্মে বাপদাদা দ্বারা নিজের উপর সন্তুষ্টতার স্বর্ণ পুষ্পের বর্ষণ অনুভব করে। এইরকম সন্তুষ্টমনিরাই বাপদাদার গলার মালা হয়, রাজ্য অধিকারী হয় আর ভক্তদের জপমালাও হয়।

স্লোগান:- নেতিবাচক আর ব্যর্থকে সমাপ্ত করে পরিশ্রম মুক্ত হও।*

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা হচ্ছো ত্রিমূর্তি বাবার সন্তান। তোমাদেরকে নিজেদের এই তিন কর্তব্যকে সদা স্মরণে রাখতে হবে - স্থাপনা, বিনাশ আর পালন"

প্রশ্নঃ - দেহ-অভিমান নামক এই রোগের কারণে কি কি ক্ষতি হয়?

উত্তরঃ - ১) দেহ-অভিমानी ব্যক্তির অন্তরে হিংসা উৎপন্ন হয়। হিংসার কারণে নিজেদের মধ্যে অসন্তুষ্ট থাকে। হৃদয় দিয়ে সেবা করে না। অন্তরে অন্তরে স্বলতে থাকে।

২) লাগামহীন হয়ে যায়। মায়া তাদেরকে অনেক ধোঁকা দেয়। পুরুষার্থ করতে করতে হাত ছেড়ে দেয়, যার কারণে এই জ্ঞান ছেড়ে চলে যায়।

৩) দেহ-অভিমানের কারণে হৃদয় স্বচ্ছ থাকে না, হৃদয় স্বচ্ছ না হওয়ার কারণে বাবাও সেই হৃদয় সিংহাসনে উপবিষ্ট হন না।

৪) মেজাজ ঠিক থাকে না। তার চেহারার মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

ওম্ শান্তি। শুধুমাত্র বাবাকে স্মরণ করো নাকি অন্যকিছুও স্মরণে আসে? বাচ্চাদের স্থাপনা, বিনাশ আর পালন - এই তিনটিকে স্মরণে রাখতে হবে, কেননা এই তিনটে একসাথে হচ্ছে, তাই না। যে রকম কেউ আইন নিয়ে পড়াশোনা করলে তার এই জ্ঞান থাকে যে, আমি আইনজীবী হবো এবং আইন ব্যবসা করবো। আইনের পালনও করে, তাই না। যা কিছু পড়বে, তার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য তো থাকবেই। তোমরা জানো যে, এখন আমরা নির্মাণ করছি। পবিত্র নতুন দুনিয়ার স্থাপন করছি, এতে যোগ অত্যন্ত জরুরী। যোগের দ্বারাই আমাদের আত্মা পতিত থেকে পবিত্র হবে। তাই আমরা পবিত্র হয়ে, পুনরায় পবিত্র দুনিয়ায় গিয়ে রাজ্য করবো, এটা বুদ্ধিতে আসা চাই। সকল পরীক্ষার মধ্যে সবথেকে বড় পরীক্ষা বা সকল পড়াশোনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ পড়াশোনা হল এটা। পড়াশোনা তো অনেক প্রকারের হয়, তাই না। সেখানে তো মানুষ - মানুষদেরকেই পড়ায়। আর সেই পড়াশোনা এই দুনিয়ার জন্যই হয়। পড়াশোনা করে তার ফল এখানেই প্রাপ্ত করে। তোমরা বাচ্চারা জেনে গেছো যে, এই অসীম জগতের পড়াশোনার ফল আমাদের নতুন দুনিয়ায় প্রাপ্ত হবে। সেই নতুন দুনিয়া আর দূরে নেই। এখন হল সঙ্গম যুগ। নতুন দুনিয়াতেই আমাদের রাজ্য করতে হবে। এখানে বসে আছো তবুও বুদ্ধিতে এটাই স্মরণ রাখতে হবে। বাবার স্মরণেই আত্মা পবিত্র হবে। পুনরায় এটাও স্মরণে রাখতে হবে যে আমরা পবিত্র হলেই এই অপবিত্র দুনিয়ার বিনাশ অবশ্যই হবে। সবাই তো আর পবিত্র হতে পারবে না। তোমরা খুব অল্প সংখ্যক-ই হবে, যাদের মধ্যে সেই শক্তি থাকবে। তোমাদের মধ্যেও নম্বরক্রমে শক্তি অনুসারেই সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী হবে, তাইনা। শক্তি তো প্রত্যেক কথার মধ্যে চাই। এটা হলে ঈশ্বরীয় শক্তি, এটাকে যোগ বলের শক্তি বলা হয়ে থাকে। বাকি সব তো হচ্ছে শারীরিক শক্তি। এটা হল আত্মিক শক্তি। বাবা প্রত্যেক কল্পে বলেন - বাচ্চারা, আমাকে স্মরণ করো। সর্বশক্তিমান বাবাকে স্মরণ করো। তিনি তো এক বাবা-ই আছেন, তাকে স্মরণ করলেই আত্মা পবিত্র হবে। এটা খুব সুন্দর কথা - ধারণ করার জন্য, যার মধ্যে এ বিষয়ে নিশ্চয়ই নেই যে আমরাই ৮৪ জন্ম নিয়েছি, তাদের বুদ্ধিতে এ সমস্ত কথা ধারণ হবে না। যে সতোপ্রধান দুনিয়াতে এসেছিল, সেই এখন তমোপ্রধান দুনিয়াতে এসেছে। সে-ই এসে শীঘ্র নিশ্চয়বুদ্ধি হবে। যদি কিছু বুঝতে না পারে তবে জিজ্ঞাসা করতে হবে। ভালো ভাবে বুঝলে, তবেই বাবাকে স্মরণ করতে পারবে। না বুঝলে স্মরণ করতেও পারবে না। এটা তো হলো সোজা কথা। আমরা আত্মারা, যারা সতোপ্রধান ছিলাম, তারা-ই পুনরায় তমোপ্রধান হয়েছি, যাদের মধ্যে এ বিষয়ে সংশয় থাকবে যে, কিভাবে বুঝবো যে আমরা ৮৪ জন্ম নিয়েছি, বা বাবার থেকে কল্প পূর্বেও আশীর্বাদ নিয়েছি, তারা তো পড়াশোনাতে পুরোপুরি মনোযোগ-ই দেবে না। বুঝতে হবে, এদের ভাগ্যে নেই। কল্প পূর্বেও বোঝেনি। এইজন্য স্মরণ করতে পারছে না। এটা হচ্ছেই ভবিষ্যতের জন্য পড়াশোনা। না পড়লে বুঝতে হবে যে, কল্প-কল্পেও পড়েনি, অথবা খুব অল্প নম্বর নিয়ে পাস করেছিল। স্কুলে তো অনেকে ফেল হয়ে যায়। পাসও নম্বরের ক্রমানুসারে হয়। এটাও হলো পড়াশোনা, এতেও নম্বরের ক্রমানুসারে পাস হয়। যে সতর্ক থাকে, সেই পড়াশোনা করে পুনরায় পড়াতে থাকে। বাবা বলেন যে, "আমি তোমাদের, অর্থাৎ বাচ্চাদের সেবক"। বাচ্চারাও বলে যে, "আমরাও সেবক"। প্রত্যেক ভাই-বোনের কল্যাণ করতে হবে। বাবা আমাদের কল্যাণ করেন, আমাদেরকেও অপরের কল্যাণ করতে হবে। সবাইকে এটাও বোঝাতে হবে যে, বাবাকে স্মরণ করলে পাপ কেটে যাবে। যত যত যে অনেককে এই সংবাদ পৌঁছে দিতে পারবে, তাকে বড় ভগবানের দূত বলা হবে। তাকেই মহারথী অথবা ঘোড়সওয়ার বলা হয়। পদাতিক সৈন্য প্রজাতে চলে আসবে। এরমধ্যেও বাচ্চারা বুঝে যায় যে, কে কে ধনী হবে। এই জ্ঞান বুদ্ধির মধ্যে থাকা চাই। তোমরা বাচ্চারা, যারা

সেবার জন্য নিমিত্ত হয়েছো, সেবার জন্যই জীবন সমর্পণ করেছো, তো সেই রকমই পদ পাবে। তাদের তো কোনো প্রকারের বন্ধন থাকে না। মানুষ তো হাত পা বিশিষ্ট হয়, তাই না। তাদেরকে বাঁধা যায় না। নিজেকে স্বতন্ত্র রাখতে পারে। এইরকম কেন বন্ধনে ফাঁসবো? কেনই না বাবার থেকে অমৃত নিয়ে অমৃতের-ই দান করব। আমি তো কোন গরু-ছাগল নই যে আমাকে বেঁধে রাখবে। শুরুতে তোমরা বাচ্চারা কিভাবে নিজেদেরকে ছাড়িয়ে ছিলে। বেত্রাঘাত হয়েছিল, হায় হায় রব উঠেছিল। তোমরা বলেছিলে, আমাদের আবার কি চিন্তা থাকতে পারে। আমরা তো বসে বসেই স্বর্গ স্থাপনা করতে পারি। তখন নেশা চড়ে যায়। যাকে মৌলাই মস্তি বলা হয়। আমরা মৌলার মাস্তান (যে ঈশ্বরীয় আমোদে মেতে আছে)। তোমরা জেনে গেছে যে, মৌলার কাছ থেকে আমরা এখন কি কি প্রাপ্ত করছি। মৌলা (ঈশ্বর) এখন আমাদের পড়াচ্ছেন, তাই না। নাম তো তাঁর অনেক আছে, কিন্তু কিছু কিছু নাম খুব মিষ্টি হয়। এখন আমরা মৌলাই মস্ত হচ্ছি। বাবা তো নির্দেশ খুব সহজ-ই দেন। বুদ্ধিও বুঝে যায় যে - বরাবর আমরা বাবাকে স্মরণ করতে করতে সতোপ্রধান হচ্ছি আর বিশ্বের মালিকও হয়ে যাবো। এই তাপ লেগে গেছে। বাবাকে নিরন্তর স্মরণ করা চাই। সামনে বসে আছে তাই না। এখান থেকে বাইরে বের হলেই সব ভুলে যাবে। এখানে যত পরিমাণ নেশা চড়ে, ততটা বাইরে থাকে না। ভুলে যায়। তোমাদের ভুলে গেলে হবে না। কিন্তু ভাগ্যে না থাকলে এখানে বসেও ভুলে যাবে।

বাচ্চাদের জন্য মিউজিয়ামে আর গ্রামে গ্রামে সেবা করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। যত সময় পাওয়া যাবে, বাবা তো বলেন যে তাড়াতাড়ি করো। কিন্তু ড্রামাতে তো তাড়াতাড়ি হচ্ছে না। বাবা তো বলেন যে, এইরকম মেশিন হয়ে যাও, যেখানে হাত দিলেই সব কাজ হয়ে যাবে। এটাও বাবা বোঝাচ্ছেন যে - ভালো ভালো বাচ্চাদেরকেও মায়া সুকৌশলে নাক কান ধরে নেয়। যে নিজেকে মহাবীর মনে করে, তার কাছেই মায়ার বড় বড় তুফান আসে, তথাপি সে কারোর পরোয়া করে না। সবকিছু লুকিয়ে ফেলে। অন্তরে স্বচ্ছতা থাকে না। স্বচ্ছ হৃদয়বান-ই স্কলারশিপ পায়। শয়তানি হৃদয় চলতে পারে না। শয়তানি হৃদয় দিয়ে নিজেই নিজের ক্ষতি করে। সকলেরই কাজ শিব বাবার সাথে। এটা তো তোমরা সাক্ষাৎকার করেছো। ব্রহ্মা বাবাকেও তৈরি করেছেন শিব বাবা। শিব বাবাকে স্মরণ করেই এরকম তৈরি হয়েছেন। বাবা বোঝাচ্ছেন যে, মায়া হল খুবই প্রবল। যেভাবে ইঁদুর কাটে, বোঝাই যায়না, সেরকমই মায়া হল মস্ত বড় ইঁদুর। মহারথীদেরকেই সতর্ক থাকতে হবে। তারা নিজেরা বুঝতে পারে না যে, আমাদেরকেই মায়া ফেলে দিয়েছে। থিটথিটে (নুনজল) বানিয়ে দিয়েছে। বুঝতে হবে যে থিটথিটে হলে আমরা বাবার সেবা করতে পারব না। ভিতরে ভিতরেই স্বলতে থাকবো। দেহ-অভিমান থাকলে তবেই স্বলতে থাকবে। সেই অবস্থা তো নেই। স্মরণের ধার নেই। এইজন্য অনেক সাবধান থাকতে হবে। মায়া খুব চালাক আছে। যখনই তুমি যুদ্ধের ময়দানে থাকো তখন মায়া তোমাকে ছাড়ে না। অর্ধেক, এক-চতুর্থাংশ তো শেষ করেই দেয়। কেউ বুঝতেই পারে না। কিভাবে ভালো ভালো, নতুন নতুন বাচ্চারাও পড়া বন্ধ করে ঘরে বসে থাকে। ভালো ভালো, নতুন নতুন বাচ্চাদেরও মায়া আঘাত করে। সব বুঝেও বেপরোয়া হয়ে যায়। অল্প কথাতেই তাড়াতাড়ি বিরক্ত হয়ে পড়ে। বাবা বোঝাচ্ছেন দেহ-অভিমানের কারণেই এই বিরক্তভাব আসে। নিজেকেই ধোঁকা দেয়। বাবা বোঝাচ্ছেন যে, এটাই হলো ড্রামা। যা কিছু দেখছ, কল্পপূর্বের ন্যায় ড্রামার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। অবস্থা উপর নিচে হতে থাকে। কখনো গ্রহের দশা বসবে, কখনো আবার খুব ভালো সেবা করে সু-খবর লেখে। অবস্থা উপরে-নিচে হতেই থাকে। কখনো হার, কখনো জিৎ। পান্ডবদের মায়া কখনো হারায়, কখনো পান্ডবদের জয় হয়। ভালো ভালো মহারথীরাও পরাজিত হয়ে যায়, কেউ মারাও যায় (বাবার হাত ছেড়ে চলে যায়)। এইজন্য যেখানেই থাকো, বাবাকে স্মরণ করতে থাকো আর সেবা করতে থাকো। তোমরা নিমিত্ত হয়েছো সেবা করার জন্য। তোমরা এখন যুদ্ধের ময়দানে আছো, তাই না। যারা ঘর গৃহস্থ থেকেও খুব তীব্র গতিতে পুরুষার্থ করে এগিয়ে যেতে পারে, মায়ার সঙ্গে তার পুরোপুরিভাবে যুদ্ধ চলতে থাকে। সেকেন্ড প্রতি সেকেন্ডে তোমাদের কল্পপূর্বের ন্যায় পাট চলতে থাকছে। তোমরা বলবে, এত এত সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। কি কি হয়েছে সেসব আমাদের বুদ্ধিতে আছে। সমগ্র জ্ঞান আমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে। যেরকম বাবার মধ্যে জ্ঞান আছে, এই দাদার মধ্যেও আছে। বাবা বলেন তো দাদাও অবশ্যই বলেন। তোমরা জেনে গেছো যে, কে কে স্বচ্ছ হৃদয়ের। হৃদয় যার সুন্দর, সে-ই বাবার হৃদয়ে স্থান লাভ করতে পারে। তার মধ্যে বিরক্ত হবার স্বভাব থাকে না। সদা প্রফুল্ল থাকে। তার মেজাজ কখনো উপর-নিচে হয় না। এখানে তো অনেকেই মেজাজ হারিয়ে ফেলে। সে কথা জিজ্ঞাসা করো না। এই সময় সবাই বলে যে আমরা এখন পতিত হয়ে গেছি। এখন পতিত-পাবন বাবাকে আহ্বান করেছে - বাবা এসে আমাদেরকে পবিত্র বানাও। বাবা বলেন যে - বাচ্চারা, আমাকে স্মরণ করতে থাকো, তাহলেই তোমাদের কাপড় পরিস্কার হয়ে যাবে। আমার শ্রীমতে চलो। শ্রীমতে না চলা ব্যক্তির কাপড় পরিস্কার হয় না। আত্মা শুদ্ধ হয় না। বাবা তো দিনরাত এর উপরই জোর দেন - নিজেকে আত্মা মনে করো। দেহ-অভিমানে আসার কারণেই তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাও। যত যত উপরের দিকে উঠতে থাকবে খুশিতে থাকবে আর হাসিখুশি থাকবে। বাবা জানেন যে, ভালো ভালো ফার্স্ট ক্লাস বাচ্চাদের অন্তরের অবস্থা দেখো, যেন গলে যাচ্ছে। দেহ-অভিমানের আগুনে গলে যাচ্ছে। কিছু বোঝোনা, এই অসুখ আবার কোথা থেকে এলো। বাবা

বলেন, দেহ-অভিমান থেকেই সমস্ত অসুখ আসে। দেহী-অভিমানীদের কখনোই শরীর খারাপ হয় না। অনেকেই আছে, যারা অন্তরে জ্বলতে থাকে। বাবা তো বলেন যে - বাচ্চারা, দেহী-অভিমানী ভব। জিজ্ঞাসা করে এই রোগ কেন লেগেছে ? বাবা বলেন, দেহ অভিমানের রোগ এমনই হয়। সে কথা জিজ্ঞাসা করো না। *যারা এই রকম রোগে আক্রান্ত হয়, তাদের মধ্যে একবারে আঠার মত আটকে যায়, ছাড়েও না*। শ্রীমতে না চলে নিজের দেহ-অভিমানে চললে তো চোট আরো বেশী লেগে যায়। বাবার কাছে তো সব খবরই আসে। মায়া কিভাবে একেবারে নাক ধরে ফেলে দেয়। বুদ্ধি একদম হার মেনে যায়। সংশয় বুদ্ধি হয়ে যায়। ভগবানকে আহ্বান করে বলে যে, এসে আমাকে পাথর বুদ্ধি থেকে পারস বুদ্ধি বানাও। আবার তারাই এসে বিরুদ্ধাচরণ করে। তাহলে কি গতি হবে! একদম পড়ে গিয়ে পাথর বুদ্ধি হয়ে যায়। বাচ্চাদেরকে এখানে বসে এই খুশি হওয়া চাই যে ছাত্র জীবনই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ। বাবা বলেন যে, এর থেকে শ্রেষ্ঠ পড়াশোনা কি আর কিছু আছে? সর্বশ্রেষ্ঠ পড়াতো এটাই, ২১ জন্মের ফল দেয়। তো এই রকম পড়াশোনাতে কত একাগ্র হওয়া উচিত। কেউ কেউ তো আবার একদমই একাগ্রচিত্ত হয় না। মায়া নাক কান একদম কেটে দেয়। বাবা স্বয়ং বলছেন অর্ধ কল্প এর রাজ্য চলে তাই এইভাবে ধরে নেয়। যার কথা আর জিজ্ঞাসা করো না। এইজন্য খুব খুব সাবধান থাকো। এক দুজনকে সাবধান করতে থাকো। শিব বাবাকে স্মরণ করো। না করলে মায়া নাক কান কেটে নেবে। তারপর আর তুমি কোন কাজের যোগ্য হবে না। অনেকে এটাও বলে যে, আমরা লক্ষ্মীনারায়ণের পদ পাবো - এটা অসম্ভব। থেমে গিয়ে হারিয়ে যায়। মায়ার কাছে পরাজিত হয়ে একদম নোংরায় গিয়ে পড়ে। দেখো আমাদের বুদ্ধি খারাপ হয়ে গেলে বুঝতে হবে যে মায়া নাক দিয়ে ধরে নিয়েছে। স্মরণের যাত্রাতেই অনেক শক্তি থাকে। অনেক খুশি ভরা থাকে। কথাতেই আছে না খুশির মতো পুষ্টকর খাদ্য নেই। দোকানে গ্রাহক এলে উপার্জন হয়, তাই সে কখনো থেমে যায় না, না থেয়ে মরে না, অনেক খুশিতে থাকে। তোমাদের তো অনেক প্রাপ্তি হচ্ছে। তোমাদের তো অনেক খুশিতে থাকতে হবে। দেখতে হবে আমাদের আচার-আচরণ দৈব আছে নাকি আসুরি আছে। সময় খুব কম। অকাল মৃত্যুর প্রতিযোগিতা চলছে। দুর্ঘটনা প্রভৃতি দেখো কত বেড়ে গেছে। তমোপ্রধান বুদ্ধি বৃদ্ধি পাচ্ছে। বৃষ্টিও মুশলধারে হবে। তাকেও প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা বলা যেতে পারে। মৃত্যু দরজায় কড়া নাড়ছে। মানুষ এটাও বোঝে যে, অ্যাটোমিক বোমা সব শেষ করে দেবে। এমন এমন সব ভয়ানক কাজ করতে থাকবে যে লড়াই শুরু হয়ে যাবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

*১) মৌলাই মস্তিতে থেকে নিজেকে স্বতন্ত্র বানাতে হবে। কোনো প্রকারের বন্ধনে আবদ্ধ হবে না। মায়া রূপী ইঁদুরের থেকে খুব সতর্ক থাকতে হবে, সাবধান থাকতে হবে। হৃদয়ের মধ্যে কখনো শয়তানি চিন্তাভাবনা যেন না আসে।

২) বাবার দ্বারা যে অশেষ ধন প্রাপ্ত হচ্ছে, এই খুশিতে থাকতে হবে। এই উপার্জনে কখনো সংশয় বুদ্ধি হয়ে থেমে যেও না। ছাত্রজীবনই হল সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন। এইজন্য পড়াশোনার উপর বিশেষ করে মনোযোগ দিতে হবে।

বরদান:- সর্ব খাজানা প্রাপ্তির স্মৃতি স্বরূপ হয়ে সেগুলোকে কাজে লাগিয়ে সদা সন্তুষ্ট আত্মা ভব।*

ব্যখ্যা:- সঙ্গম যুগের বিশেষ বরদান হলো সন্তুষ্টতা। আর সন্তুষ্টতার বীজ হল সর্ব প্রাপ্তি। অসন্তুষ্টতার বীজ হল স্কুল বা সূক্ষ্ম অপ্রাপ্তি। ব্রাহ্মণদের জন্য এই গায়ন আছে যে, - অপ্রাপ্ত নেই কোন বস্তু ব্রাহ্মণদের খাজানাতে। সকল বাচ্চাদের এই একই প্রকারের খাজানা প্রাপ্ত হয়। শুধু সেই প্রাপ্ত হওয়া খাজানা গুলিকে প্রত্যেক সময়ে কাজে লাগাও অর্থাৎ স্মৃতি স্বরূপ হও। অসীম জগতের প্রাপ্তি গুলিকে লৌকিক জগতে পরিবর্তন করো না, তাহলেই সদা সন্তুষ্ট থাকবে।

স্লোগান:- যেখানে নিশ্চয় আছে, সেখানে বিজয়ের ভাগ্যরেখা ললাটে থাকবেই।*

"বাবা আর সেবার প্রতি ভালোবাসা - এটাই হল ব্রাহ্মণ জীবনের জীবনদান"

আজ বাপদাদা সকল বাচ্চাদের পুরুষার্থের প্রতি গভীর ভালোবাসাকে দেখছিলেন। প্রতিটি বাচ্চা নিজের নিজের উৎসাহ-উদ্দীপনায় অগ্রসর হয়ে চলেছে। সকলের মধ্যে সাহসিকতা যেমন আছে, তেমনি উৎসাহ-উদ্দীপনাও সকলের মধ্যে রয়েছে। সকলের মনে একটিই শ্রেষ্ঠ সংকল্পও রয়েছে যে, আমাকে বাপদাদার সমীপ রত্ন, হৃদ সিংহাসনাসীন দিলারামের অতি প্রিয় হতেই হবে। লক্ষ্যও সকলের সম্পন্ন হওয়ার। সকল বাচ্চাদের অন্তরের ধ্বনিও একটিই - বাবার প্রতি স্নেহের রিটার্নে আমাদের সমান এবং সম্পন্ন হতে হবে এবং সেই লক্ষ্য অনুসারেই এগিয়ে যেতে সফলও হচ্ছে। যাকেই জিজ্ঞাসা করো, তুমি কী চাও, সকলেই একটিই উৎসাহ সূচক কথা বলবে - সম্পূর্ণ এবং সম্পন্ন হতেই হবে। বাপদাদা বাচ্চাদের এই উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখে, শ্রেষ্ঠ লক্ষ্যকে দেখে, আনন্দিত হন। সকল বাচ্চাদেরকে সকলের এই এক উৎসাহ-উদ্দীপনার ও এই একমত হওয়ার অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন যে, বাচ্চারা কীভাবে এক বাবা, এক মত, একটিই লক্ষ্য আর একটিই রাজ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে বা উড়ছে। এক বাবা এবং এত এত যোগ্য বাচ্চা, প্রত্যেকে একে অপরের চেয়ে বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিয়ে এগিয়ে চলেছে। সমগ্র কল্পে না এমন বাবা হবে, না এমন বাচ্চা হবে যে, উৎসাহ-উদ্দীপনায় কেউই কম হবে না। যারা বিশেষ বিশেষত্ব সম্পন্ন হবে। একই লগনে মগ্ন থাকবে। এমনটি আর কখনোই হওয়া সম্ভব নয়। সেইজন্য বাপদাদারও এমন বাচ্চাদের জন্য গর্ব অনুভব হয় আর বাচ্চাদের বাবার জন্য। যেখানেই তাকাও একটিই বিশেষ ধ্বনি সকলের অন্তর থেকে ধ্বনিত হবে - "বাবা আর সেবা"। বাবার প্রতি যে পরিমাণ ভালোবাসা, সেবার প্রতিও ততটাই। এই দুইয়ের প্রতি ভালোবাসাই প্রত্যেক ব্রাহ্মণ জীবনের জীবনদান। এতেই সর্বদা বিজি থাকার আধারই তোমাদের মায়াজীং বানিয়ে তুলছে।

বাপদাদার কাছে সব বাচ্চাদের সেবার উৎসাহ-উদ্দীপনা পূর্ণ অনেক অনেক প্ল্যান এসে পৌঁছায়। সকল প্ল্যানই হল উত্তম থেকে উত্তম। ড্রামা অনুসারে যে বিধির দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত করে চলেছে, আদি থেকে এখন পর্যন্ত, তাকে ভালোই বলবো। এখন সেবার বা ব্রাহ্মণদের বিজয়ী রত্ন হওয়ার কিস্তি সফলতার বহু বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। এখন তোমরা গোল্ডেন জুবিলি পর্যন্ত পৌঁছে গেছো। গোল্ডেন জুবিলি কেনো পালন করছো? দুনিয়াতে যে হিসেবে পালন করে, সেই হিসেবে পালন করছো? নাকি সময় অনুসারে বিশ্বকে তীব্রগতিতে ঈশ্বরীয় বার্তা দেওয়ার উদ্দীপনা থেকে পালন করছো? চতুর্দিকে শক্তিশালী আওয়াজের সাথে নিদ্রিত আত্মাদেরকে জাগ্রত করবার সাধন প্রস্তুত করছো! যেখানেই কান পাতবে, যদিও কেই তাকাবে, চারিদিকে এই আওয়াজই ধ্বনিত হবে বা দৃশ্যমান হবে যে, সময়ের দিক থেকে গোল্ডেন এজ হল সুবর্ণ কাল, সুবর্ণ যুগ আসারই সুবর্ণ বার্তা দ্বারা সেই শুভ সংবাদই প্রাপ্ত হচ্ছে। এই গোল্ডেন জুবিলি দ্বারা গোল্ডেন এজ আসবার বিশেষ সূচনা বা বার্তা প্রদান করবার জন্য তোমরা প্রস্তুতি নিচ্ছো। চতুর্দিকে এমন ঢেউ যেন ছড়িয়ে যায় যে, এখন স্বর্ণ যুগ এলো বলে। চারিদিকে এমন দৃশ্য যেন দৃশ্যমান হয়, যেমন প্রভাত কালে অন্ধকার অপসৃত হয়ে যখন সূর্যোদয় হয়, সেই অনুরূপ সূর্যোদয় হওয়া আর আলোকিত হয়ে ওঠার শুভ সংবাদ চতুর্দিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে। অন্ধকারকে ভুলে তারা আলোকপ্রভায় এসে উপস্থিত হচ্ছে। বিশ্বের আত্মারা দুঃখ অশান্তির খবর শুনে শুনে, বিনাশের ভয়ে ভয়ভীত হয়ে, হতোদ্যম হয়ে পড়েছে, নিরাশ হতাশ হয়ে গেছে, এমন বিশ্বের আত্মাদেরকে এই গোল্ডেন জুবিলি দ্বারা শুভ আশার সূর্যোদয় হওয়ার অনুভব করাও। বিনাশের যেমন ঢেউ আছে, তেমনই সত্যযুগী সৃষ্টির স্থাপনার শুভ বার্তার ঢেউ চারিদিকে ছড়িয়ে দাও। সকলের অন্তরে এই আশার তারকারাজি ঝলমল করাও। কী হবে, কী হবে-র পরিবর্তে তারা যেন এটাই বোঝে যে, এখন এটা হবে। এমন ঢেউ ছড়িয়ে দাও। গোল্ডেন জুবিলি হল গোল্ডেন এজ আসার শুভ বার্তার সাধন। বাচ্চারা, তোমাদের যেমন দুঃখধাম দেখতে দেখতেও সর্বদা স্বতঃতই সুখধাম স্মরণে থাকে এবং সুখধামের স্মৃতি দুঃখধামকে ভুলিয়ে দেয় আর সুখধামে যাওয়ার প্রস্তুতিতে নিমগ্ন হয়ে থাকে। যেতে হবে এবং সুখধামে আসতে হবে। যেতে হবে আর আসতে হবে - এই স্মৃতি তোমাদের সমর্থও বানাচ্ছে, তার সাথে সাথে সানন্দে সেবার নিমিত্তও করে তুলছে। এখন লোক দুঃখের খবর অনেক শুনেছে। এখন এই আনন্দ সংবাদের দ্বারা দুঃখধাম থেকে সুখধামে যাওয়ার জন্য সানন্দে রাজী হয়, সেই ভাবে তৈরী করো। তাদের মধ্যেও যেন এই তরঙ্গ ছড়িয়ে যায় যে, আমরাও যাব। হতাশাগ্রস্ত মানুষের মনে আশার সঞ্চার করো। হতোদ্যম আত্মাদেরকে আনন্দ সংবাদ শোনাও। এমন প্ল্যান বানাও যা বড় বড় সংবাদপত্রে বা সংবাদকে আরো ভালো ভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার মতো যে যে মাধ্যম রয়েছে, সেসবে একটিই আনন্দ সংবাদ বা বার্তা চারিদিকে এবং সকলের কাছে যেন পৌঁছায়। যে যেখান থেকেই আসুক, তারা এই একটি কথাই যেন সকলে জানতে পারে।

এমন এমন ভাবে চারিদিকে এই একটাই বার্তাই ধ্বনিত হোক। তাতে নতুনত্বও আনতে হবে। নিজেদের নলেজফুল স্বরূপকে প্রত্যক্ষ করাতে হবে। এখন মানুষ ভাবে যে, এরা হল শান্তি স্বরূপ আত্মা। এরা শান্তির সহজ রাস্তা দেখাতে চায়। এই স্বরূপ প্রত্যক্ষ হয়েছেও এবং আরও হচ্ছেও। কিন্তু নলেজফুল বাবার নলেজ তো এটাই - এখন এই ধ্বনিই যেন ধ্বনিত হয়। এখন যেমন বলে, শান্তির স্থান যদি কোথাও থাকে তবে এটাই, তেমনি সকলের মুখ থেকে এই কথাটাই যেন ধ্বনিত হয় - সত্য জ্ঞান যদি কোথাও থাকে, তবে এটাই। যেমন শান্তি আর স্নেহের শক্তিকে অনুভব করে, তেমনই সত্যতাও প্রমাণিত হলে, বাকি আর কী থাকলো, সে সবও যে সত্য তাও প্রমাণিত হয়ে যাবে। বলবার আর প্রয়োজন হবে না। এবার এই সত্যতার শক্তি কীভাবে প্রত্যক্ষ করাবে, কোন্ এমন বিধি গ্রহণ করবে যাতে মুখে কিছু বলতে না হয়। বরং তারা নিজেরাই বলে - এতে তো এটাই প্রমাণিত হয় যে, এটাই হল প্রকৃত সত্য জ্ঞান, পরমাত্মার জ্ঞান। শক্তিশালী জ্ঞান যদি কিছু থাকে, তবে এটাই। এর জন্য কোন্ বিধি গ্রহণ করবে, সে বিষয়ে পরে কখনো বলবো। তোমরাও এই বিষয়ে ভেবো। এর পরের বার তা বলবো। স্নেহ আর শান্তির ধরনী (স্থান) তৈরী হয়ে গেছে, তাই তো ? এখন জ্ঞানের বীজ পড়ার অপেক্ষা, তবেই তো জ্ঞানের বীজের ফল স্বর্গের অবিনাশী উত্তরাধিকারের অধিকারী হবে।

বাপদাদা সব কিছু দেখেন এবং শুনতে থাকেন বাচ্চারা বাপদাদার সাথে কেমন আন্তরিক বার্তালাপ করে। ভালোবেসে বসে এবং ভাবেও। বিচার সাগর মন্থনও ভালোই করে। শক্তিশালী মাখনও তার থেকে বের করে। এখন বাচ্চারা গোল্ডেন জুবিলির মন্থন করছে, তার থেকে শক্তিশালী মাখনও নির্গত হচ্ছে। সকলের হৃদয়ে ভালোই তরঙ্গ খেলা করছে আর এই আন্তরিক উৎসাহের তরঙ্গ বায়ুমন্ডলও তৈরী করে। বায়ুমন্ডল তৈরী হতে হতে আত্মাদের মধ্যে সমীপে আসার আকর্ষণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এখনই যেতে হবে, দেখতে হবে - এই তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। আগে ছিল - কী জানি এই সংস্থা কেমন ! এখন হল - হ্যাঁ ভালো এটা, যাওয়া উচিত, গিয়ে দেখা উচিত। তারপর সবশেষে বলবে এটা এমন। এখন তোমাদের আন্তরিক উৎসাহ-উদ্দীপনা তাদের মনেও উদ্দীপনার সঞ্চার করছে। এখন তোমাদের হৃদয় নৃত্য করে আর তাদের পা-ও চলার জন্য অগ্রসর হতে থাকে। তোমাদের এমন উৎসাহ-উদ্দীপনার পরিবেশ অনেকের চরণকে নৃত্য করাতে শুরু করে দিয়েছে। আচ্ছা -

সদা নিজেকে গোল্ডেন দুনিয়ার অধিকারী অনুভবকারী, সদা নিজের গোল্ডেন এজেড স্থিতি তৈরীতে উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে থাকা, সদা দয়াশীল হয়ে সকল আত্মাদেরকে গোল্ডেন এজ এর পথ প্রদর্শনের আনন্দে মগ্ন থাকা, সদা বাবার প্রতিটি গোল্ডেন ভার্শনকে (ঐশ্বরীয় মহাবাক্য) জীবনে ধারণ করে, এমন সদা বাপদাদার হৃদ সিংহাসনাসীন, সদা স্নেহে সমাহিত বিজয়ী রত্নদেরকে বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার ।

বৃজইন্দ্রা দাদী জীর সাথে অব্যক্ত বাপদাদার মিটিং - যিনি চালানোর, তিনিই চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। প্রতিটি সেকেণ্ড করনকরাবনহার নিমিত্ত বানিয়ে করিয়ে যাচ্ছেন। করাবনহারের হাতে রয়েছে চাবি। সেই চাবিতেই চলছে। তোমরা অটোমেটিক্যালি চাবি পেয়ে যাও আর চলতে ফিরতে কেমন অনাসক্ত আর বাবার প্রিয় অনুভূত হয় তোমাদের । যদি কর্মের হিসাবও হয়ত তখন চুকাচ্ছো, কিন্তু কর্মের হিসাবকেও সাক্ষী হয়েই পরিস্কার করছো। তা দেখতে দেখতে আমোদে থাকার কারণে তখন কিছুই মনে হয় না। তার কারণ হল, যারা শুরু থেকে স্থাপনার কার্যে নিমিত্ত হয়েছে, যতদিন পর্যন্ত তারা আছে, ততদিন পর্যন্ত তারা বসে আছে কিম্বা চলাফেরা করছে, স্টেজে উপস্থিত রয়েছে বা ঘরে বসে রয়েছে, মহাবীর বাচ্চারা সর্বদা নিজের শ্রেষ্ঠ স্টেজে থাকার কারণে সেবার স্টেজেই রয়েছে। ডবল স্টেজে রয়েছে । এক তো নিজের শ্রেষ্ঠ স্টেজে রয়েছে, দ্বিতীয়তঃ সেবার স্টেজে রয়েছে। তো সারাদিন কোথায় থাকো ? বাড়িতে নাকি স্টেজে ? বিছানায় বসে আছো, কিম্বা কোচ-এ সে আছো, যেখানেই বসে থাকো, যেন স্টেজে রয়েছো। ডবল স্টেজ, এমনই অনুভব হয় তো ? নিজের হিসাবকেও সাক্ষী হয়ে দেখো। এই শরীর দ্বারা পূর্বে যা কিছু করেছে, সে সব কীভাবে ক্রিয়ার হয়ে যাচ্ছে, তা সাক্ষী হয়ে দেখো। তখন একে আর কর্মভোগ বলা যাবে না। ভোগ অর্থাৎ দুঃখের অনুভব । তাই ভোগ করা শব্দটি ব্যবহার করব না, কেননা দুঃখ কষ্টের অনুভব হয় না। তোমাদের জন্য কর্মভোগ নয়, এই কর্মযোগের শক্তি সেবার সাধন হয়ে যায় । এ কর্ম ভোগ নয়, বরং সেবার প্ল্যান হয়ে যায় । কষ্টভোগও সেবার প্লানে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। এমনই, তাই তো ? সেইজন্য সদা বাবার সাথে আমোদে থাকা। জন্ম থেকেই এই আশাটিই ছিল - বাবার সাথে থাকা। এই আশা ভক্তির রূপে পূরণ হয়েছে, সাকার রূপেও পূর্ণ হয়েছে আর এখন অব্যক্ত রূপেও পূর্ণ হচ্ছে। তো এই জন্মের আশা বরদানের রূপে প্রাপ্ত হয়েছে। আচ্ছা ! সাকার বাবার সাথে থাকার যতখানি অনুভব এনার হয়েছে, আর কারোরই ততটা হয়নি। সাথে থাকার বিশেষ পার্ট পেয়েছেন, এ কী কম কথা ! তুমিও বলো - "বাহা রে আমি" !

আদি রত্ন সর্বদা "সন্ শো'জ ফাদার" করবার নিমিত্ত হয়েছে । প্রতিটি কর্ম দ্বারা বাবার চরিত্রকে প্রত্যক্ষ করানোর দিব্য

দর্পণ ঐরা। দর্পণ কতখানি প্রয়োজনীয় ! নিজের দর্শন বা অন্যকে দর্শন করানোর জন্য ! সুতরাং তোমরা সবাই হলে দর্পণ, বাবার সাক্ষাৎকার করানোর জন্য। যারা বিশেষ আত্মা, যাদের নিমিত্ত করা হয়েছে, তাদেরকে দেখে সকলের কী স্মরণে আসে ? বাপদাদা স্মরণে এসে যায়। বাবা কী করতেন, কীভাবে চলতেন ইত্যাদি ইত্যাদি সব স্মরণে এসে যায়, তাই না ! সুতরাং তোমরা হলে বাবাকে প্রত্যক্ষ করানোর দর্পণ । বাপদাদা এমন বিশেষ বাচ্চাদেরকে সদা নিজের থেকেও এগিয়ে রাখেন। শিরোতাজ বানিয়ে দেন তাদের। বাবার শিরোতাজের উজ্জ্বল মণি তোমরা । আত্মা -

জগদীশ ভাই এর প্রতি : - বাবার থেকে বরদানের রূপে যে বিশেষত্ব প্রাপ্ত হয়েছে, সে সকল বিশেষত্ব গুলিকে কার্যে রূপায়িত করে সদা বৃদ্ধি প্রাপ্ত করছো, বেশ ভালো। সঞ্চয় কী করেছিল ? সকলকে দৃষ্টি প্রদান করেছিল, তাই না ! এই নলেজের দৃষ্টি দিচ্ছো তুমি। এটাই হলো দিব্য দৃষ্টি। নলেজই তো দিব্য, তাই না ! নলেজের দৃষ্টি হলো সবচেয়ে শক্তিশালী, এটা বরদানও। নইলে এত বড় বিশ্ব বিদ্যালয়ের নলেজ কী, সেটা কীকরে প্রতীয়মান হবে ! খুব কম জনই তো শোনে তাই না ! লিটারেচার দ্বারা তাদের কাছে তখন স্পষ্ট হয়ে যায় । এও তো যেন এক প্রকারের বরদান তোমার জন্য, তাই না ? এও হল একজন বিশেষ আত্মার বিশেষত্ব। যে কোনো সংস্থার যে যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তা প্রতিভাত হয় এই সব নানান মাধ্যমের দ্বারাই। যেমন ভাষণ, সঞ্চালন, তেমনই হল লিটারেচার, চিত্র, এসবও সংস্থা বা বিশ্ব বিদ্যালয়ের বিশিষ্টতাকে প্রসিদ্ধ করবার এক একটি মাধ্যম। এও হল এক প্রকারের তীর। তীর যেমন পাখিকে বিদ্ধ করে নিয়ে আসে, তেমনই এও এক প্রকারের তীর, যা আত্মাদেরকে সমীপে নিয়ে আসে । এই পার্ট ড্রামা অনুসারেই প্রাপ্ত হয়েছে। মানুষ তো অনেক অনেক প্রশ্ন তোলে, যে সব প্রশ্ন ওঠে, সে সব প্রশ্নের উত্তর স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য কোনো না কোনো মাধ্যম থাকা অত্যন্ত জরুরী। সামনাসামনি যেমন শোনানো হয়, তেমনই লিটারেচারও ভালো মাধ্যম। এটারও প্রয়োজন আছে। প্রথম থেকেই দেখো ব্রহ্মা বাবা কতখানি আগ্রহের সাথে এই মাধ্যমকে তৈরী করেছিলেন। দিনরাত বসে বসে তিনি লিখতেন, তাই না ! কার্ড বানিয়ে বানিয়ে তোমাদেরকে দিতেন। তোমরা সেগুলোতে রত্ন খচিত করত। তো এও করে দেখিয়েছেন, তাই না ! সুতরাং এই মাধ্যমটিও বেশ ভালো। কনফারেন্সের পরে ফলো আপের জন্য তোমরা যে চার্টার ইত্যাদি বের করতে, সে সবও জরুরী । ফলো আপ করবার জন্য কোনো না কোনো মাধ্যম তো অবশ্যই চাই। প্রথমেটা হল এইরূপ, দ্বিতীয়টি এই, তৃতীয়টির এই। এর ফলে তারাও বুঝতে পারে যে, এই বিশ্ব বিদ্যালয় বা ইউনিভার্সিটি যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করে চলে (সিস্টেমেটিক্যালি) । অতএব এটা ভালো মাধ্যম। এত পরিশ্রম করছো, তাতে আরও বেশি উৎসাহ এসে যায়। সকলের সহযোগিতায়, সকলের উৎসাহ-উদ্দীপনায় গ্রহণ করা সংকল্পের সফলতা তো হয়েই রয়েছে । কেবল রিপোর্ট করতে হবে। এখন তো গোল্ডেন জুবিলির বিষয়ে নানান চিন্তা ভাবনা করছো, প্রথমে অনেক বড় মনে হয়, তারপর সব সহজ হয়ে যায়। সফলতাও তাই সহজই। সফলতা সকলের ললাটে লেখাই রয়েছে।

পার্টীদের সাথে : - সর্বদা ডবল লাইট তো ? কোনো বিষয়েই নিজেকে কখনোই ভারি করবে না। সর্বদা ডবল লাইট থাকলে, সঙ্গমযুগের সুখের দিন অলৌকিক আমোদ-এর মধ্য দিয়েই সফল হয়ে যাবে। কিন্তু এর পরিবর্তে যদি এতটুকুও বোঝা ধারণ করে নাও, তবে কী হবে ! হতাশা গ্রাস করবে, নাকি আমোদ ? ভারি ভাব থাকলে হতাশা আসবে, হাল্কা ভাব থাকলে তো আমোদ ! সঙ্গমযুগের এক একটি দিন কতখানি অমূল্য (ভ্যালুয়েবল)! কতখানি মহান ! কতখানি উপার্জন করবার সময় ! এমন উপার্জন করবার সময়কে সফল করতে থাকো। রহস্য যুক্ত আর যোগযুক্ত আত্মারা সদা উদ্ভৃতি কলার অনুভব করে। তাই খুব স্মরণে থাকো। পঠন-পাঠনে, সেবাতে এগিয়ে যাও। থেমে যেও না। ঈশ্বরীয় পাঠ আর সেই পাঠ প্রদানকারী, যেন সর্বদা সাথে থাকে। রহস্য যুক্ত এবং যোগযুক্ত আত্মারা সবসময়ই এগিয়ে থাকে। বাবার যা কিছু ইশারা প্রাপ্ত হয়, তার দ্বারা সংঘটিত ভাবে অগ্রসর হও। নিমিত্ত হওয়া যে যে বিশেষ আত্মারা রয়েছেন, তাঁদের বিশেষত্ব গুলিকে, ধারণা গুলিকে ক্যাচ করে, সেগুলোকে অনুসরণ করে এগিয়ে যেতে থাকো। যত বেশী বাবার সমীপ, ততটাই পরিবারের সমীপ । যদি পরিবারের সমীপ নয়, তবে মালাতেও আসতে পারবে না। আত্মা !

বরদান:- এই অন্তিম জন্মে প্রাপ্ত হওয়া সকল পাওয়ারকে ব্যবহারকারী উইল পাওয়ার সম্পন্ন ভব*
এই সুইট ড্রামা খুব সুন্দর ভাবে পূর্ব থেকেই বানানো, একে কখনোই বদলানো যায় না। কিন্তু ড্রামাতে এই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ জন্মে তোমরা অনেক পাওয়ার পেয়েছো। বাবা তোমাদেরকে সেসব উইল করে দিয়েছেন। সেইজন্য তোমাদের উইল পাওয়ারও এসেছে। এই পাওয়ারকে ইউজ করো - যখন চাও এই শরীরের বন্ধন থেকে পৃথক কর্মাতীত স্থিতিতে স্থিত হয়ে যাও। আমি পৃথক, আমি মালিক, বাবার দ্বারা নিমিত্ত আত্মা আমি - এই স্মৃতিতে মন বুদ্ধিকে একাগ্র করে নাও, তবেই বলা যাবে উইল পাওয়ার সম্পন্ন ।*

স্লোগান:- অন্তর থেকে সেবা করো, আশীর্বাদের দরজা খুলে যাবে।*

*সূচনা:- আজ মাসের তৃতীয় রবিবার, সবাই সংগঠিতভাবে সন্ধ্যা

৬.৩০ থেকে ৭.৩০ পর্যন্ত অন্তর্রাষ্ট্রীয় যোগে সম্মিলিত হবেন, কন্সাইন্ড স্বরূপের স্মৃতিতে থেকে নিজের সূক্ষ্ম বৃত্তি দ্বারা
শক্তিশালী বায়ুমন্ডল বানানোর সেবা করবেন।

*"মিষ্টি বাচ্চারা - মিষ্টি বাচ্চারা - লৌকিক জগতের এই সংসারের অপ্রয়োজনীয় কথায় নিজের সময় নষ্ট কোরো না, তোমাদের বুদ্ধিতে যেন সর্বদা রাজকীয় চিন্তন চলতে থাকে।"

প্রশ্নঃ - কোন্ বাচ্চারা বাবার প্রতিটি নির্দেশকে অভ্যাসে আনতে পারে ?

উত্তরঃ - যারা অন্তর্মুখী, যারা নিজেদের প্রদর্শন করায় না, যারা আত্মিক নেশায় থাকে, তারাই বাবার প্রতিটি নির্দেশকে অভ্যাসে আনতে পারে। তোমাদের কখনোই মিথ্যা অহংকার আসা উচিত নয়। অন্তরের স্বচ্ছতা যেন বজায় থাকে। আত্মা যেন খুব সুন্দর হয়, এক বাবার প্রতিই তার যেন প্রকৃত প্রেম থাকে। কখনোই নুনজল অর্থাৎ ক্ষারের সংস্কার যেন না থাকে। তখনই বাবার প্রতিটি নির্দেশ অভ্যাসে পরিণত হবে।

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা কেবল স্মরণের যাত্রাতেই বসে নেই। বাচ্চাদের এই নেশা আছে যে, আমরা শ্রীমতে নিজেদের পরীস্থান স্থাপন করছি। তোমাদের এতটাই উৎসাহ আর খুশী থাকা উচিত। আবর্জনার সমস্ত অপপ্রয়োজনীয় কথা বের হয়ে যাওয়া উচিত। অসীম জগতের বাবাকে দেখে উল্লাস আসা উচিত। তোমরা যত স্মরণের যাত্রায় থাকবে, ততই তোমাদের উন্নতি হতে থাকবে। বাবা বলেন যে, বাচ্চাদের জন্য আত্মিক বিশ্ববিদ্যালয় হওয়া উচিত। তোমাদের হলো ওয়ার্ল্ড স্পিরিচুয়াল ইউনিভার্সিটি। তাহলে ওই ইউনিভার্সিটি কোথায়? ইউনিভার্সিটি বিশেষভাবে স্থাপন করা হয়। এর সাথে অনেক বড় রাজকীয় হোস্টেলের প্রয়োজন। তোমাদের চিন্তাধারা কতো রাজকীয় হওয়া উচিত। বাবার তো রাতদিন এই খেয়ালই থাকে - বাচ্চাদের কিভাবে পড়িয়ে এই বড় পরীক্ষায় পাস করাবে? যাতে এরা আবার বিশ্বের মালিক হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে তোমাদের আত্মা শুদ্ধ সত্যোপধান ছিলো তাই শরীরও কতো সুন্দর সত্যোপধান ছিলো। তোমাদের রাজত্বও কতো উচ্চ ছিলো। তোমাদের এই লৌকিক সংসারের আবর্জনার কথায় অনেক সময় নষ্ট হয়। তোমাদের মতো ছাত্রদের অন্তরে এই আবর্জনার খেয়াল থাকা উচিত নয়। কমেটি ইত্যাদি তো খুব সুন্দর - সুন্দর তৈরী করা হয় কিন্তু যোগবল নেই। অনেক গালগল্প করে ---আমরা এই করবো, ওই করবো। মায়াও বলে, আমি এর নাক পাকড়ে ধরবো। এদের বাবার প্রতি কোনো প্রেমই থাকে না। বলা হয় না - মানুষ চায় এক, হয় অন্যকিছু - তো মায়াও কিছু করতে দেয় না। মায়া অনেক ঠকায়, কানও কেটে নেয়। বাবা বাচ্চাদের কতো উচ্চ তৈরী করেন, তিনি নির্দেশও দেন -- এই এই করো। বাবা অনেক রাজকীয় বাচ্চাদের পাঠিয়ে দেন। কেউ কেউ বলে, বাবা, আমি ট্রেনিং নিয়ে যাবো? বাবা বলেন, বাচ্চারা, তোমরা প্রথমে নিজের দুর্বলতা তো দূর করো। নিজেদের দেখো যে, আমাদের মধ্যে কতো অপগুণ আছে? খুব ভালো ভালো মহারথীদেরও মায়া একদম নুন - জল করে দেয়। এমন ক্ষার বাচ্চারা কখনোই বাবাকে স্মরণ করে না। তারা জ্ঞানের গ-ও জানে না। তারা বাইরের প্রদর্শন অনেকই করে। এতে অনেক অন্তর্মুখী হওয়ার প্রয়োজন, কিন্তু কারোর - কারোর তো এমন চালচলন হয় যে, যেন অশিক্ষিত মানুষ। সামান্য অর্থ হলেই তাদের সেই নেশা চড়ে যায়। এ কথা বুঝতেই পারে না যে, আরে, আমরা তো কাঙ্গাল। মায়া তাদের বুঝতেই দেয় না। মায়া খুবই জোরদার। বাবা সামান্য গুণগান করলেই তাতে খুব খুশী হয়ে যায়।

বাবার তো রাতদিন এই চিন্তাই থাকে যে, ইউনিভার্সিটি খুবই এক নম্বর হওয়া উচিত, যেখানে বাচ্চারা খুব ভালোভাবে পড়তে পারবে। তোমরা জানো যে, আমরা স্বর্গে যাচ্ছি, তাই খুশীর পারদ চড়ে থাকা উচিত, তাই না। এখানে বাবা নেশা চড়ানোর জন্য নানা ধরনের ডোজ দেন। কেউ যদি দেউলিয়া হয়ে যায়, তাকে মদ্যপান করালে মনে করবে, আমি বাদশাহ। নেশা ছেড়ে গেলে আবার যেমন ছিলো তেমন হয়ে যাবে। এখন এ তো হলো আত্মিক নেশা। তোমরা জানো যে, অসীম জগতের পিতা শিক্ষক হয়ে আমাদের পড়ান, আর নির্দেশ দেন -- তোমরা এমন - এমন করো। কোনো - কোনো সময়ে কারোর মিথ্যা অহংকারও এসে যায়। এ তো মায়া, তাই না। এমন - এমন কথা বানায় যে, সেকথা জিজ্ঞেস কোরো না। বাবা বুঝতে পারেন, এ এই পথে চলতে পারবে না। অন্তরের অনেক স্বচ্ছতার প্রয়োজন। আত্মাও অনেক সুন্দর হওয়ার প্রয়োজন। তোমাদের তো প্রেমের বিবাহ হয়েছে, তাই না। প্রেমের বিবাহে কতো ভালোবাসা থাকে, আর ইনি তো পতিরও পতি। তাও কতজনের এই প্রেমের বিবাহ হয়। একজনের তো হয়ই না। সকলেই বলে, আমার তো শিববাবার সঙ্গে বিবাহ চুক্তি হয়ে গেছে। আমি তো স্বর্গে গিয়ে বসবো। এ তো খুশীর কথা, তাই না। মনে তো এই কথা আসা উচিত যে, বাবা আমাদের কতোভাবে সাজান। শিববাবা এনার দ্বারা তোমাদের শৃঙ্গার করান। তোমাদের বুদ্ধিতে এই কথা আছে যে, আমরা বাবাকে স্মরণ করতে করতে সত্যোপধান হয়ে যাবো। এই জ্ঞানকে আর কেউই জানে না। এতে অনেক

নেশা থাকে । এখনো এতো তীব্র নেশা চড়ে নি । তবে তা অবশ্যই হতে হবে । এমন গানও আছে যে, অতীন্দ্রিয় সুখ গোপ - গোপীদের জিজ্ঞাসা করো । তোমাদের আত্মা এখন কতো ছিঃ ছিঃ । যেন অনেক ছিঃ ছিঃ আবর্জনার মধ্যে বসে আছে । বাবা এসে এদের পরিবর্তন করান, নবজীবন প্রদান করেন । মানুষ যখন গ্ল্যান্ড চেঞ্জ করায়, তখন কতো খুশী হয় । তোমরা তো এখন বাবাকে পেয়েছো, তোমাদের তো তরী পার হয়েই গেছে । তোমরা মনে করো, আমরা যখন অসীম জগতের বাবার হয়েছি, তখন আমাদের কতো শীঘ্র পরিবর্তন হওয়ার প্রয়োজন । রাতদিন যেন এই খুশী, এই চিন্তন থাকে যে --তোমরা দেখো সেনাপতি হিসাবে কাকে পেয়েছো । রাতদিন এই খুশীতে থাকতে হয়। যারা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারে, চিনতে পারে, তারা তো যেন উড়তে থাকে ।

বাচ্চারা, তোমরা এখন সঙ্গম যুগে রয়েছো । বাকি এরা সবাই তো আবর্জনায় পড়ে আছে । যেমন আবর্জনার ধারে ঝুপড়ি তৈরী করে সেই আবর্জনাতেই বসে থাকে, তাই না । কতো কাদামাটি আবর্জনা হয়ে থাকে । এ তো হলো অসীম জগতের কথা । এখন এর থেকে বের হওয়ার জন্য শিববাবা তোমাদের অনেক সহজ যুক্তি বলে দেন । মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা তো জানো, এইসময় তোমাদের আত্মা এবং শরীর দুইই পতিত । এখন তোমরা তার থেকে বেরিয়ে এসেছো । যারা যারা বেরিয়ে এসেছে, তাদের মধ্যে জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা আছে, তাই না । তোমরা তো বাবাকে পেয়েছো, আর কি ? এই নেশা যখন চড়বে, তখনই তোমরা কাউকে বোঝাতে পারো । বাবা এখন এসেছেন । বাবা আমাদের আত্মাকে পবিত্র করে দেন । আত্মা পবিত্র হলে তখন শরীরও একনম্বর পাওয়া যায় । তোমাদের আত্মা এখন কোথায় বসে আছে ? এই শরীরে বসে আছে । এই দুনিয়া তো তোমোপ্রধান, তাই না । সকলেই আবর্জনার ধারে এসে বসে আছে । তোমরা বিচার করো যে, আমরা কোথা থেকে বের হয়ে এসেছি । বাবা আমাদের দুর্গন্ধের নর্দমা থেকে বের করেছেন । এখন আমাদের আত্মা স্বচ্ছ হয়ে যাবে । যারা ওখানে থাকবে, তারা এক নম্বর মহল তৈরী করবে । বাবা আমাদের আত্মাকে শূঙ্গার করে স্বর্গে নিয়ে যাচ্ছেন । বাচ্চাদের ভিতরে এমন - এমন খেয়াল আসা উচিত । বাবা কতো নেশা চড়িয়ে দেন । তোমরা এতো উচ্চ ছিলে, তারপর নামতে নামতে নীচে এসে পড়েছো । তোমরা যখন শিবালয়ে ছিলে, তখন তোমাদের আত্মা কতো শুদ্ধ ছিলো । তাই নিজেদের মধ্যে মিলেমিশে খুব শীঘ্রই শিবালয়ে যাওয়ার উপায় করা উচিত ।

বাবার তো আশ্চর্য লাগে ---বাচ্চাদের সেই বুদ্ধি নেই । বাবা আমাদের কোথা থেকে বের করেন । এই পাণ্ডব গভর্নমেন্ট বাবাই স্থাপন করেন । যে ভারত একদিন স্বর্গ ছিলো তা আজ নরক হয়ে গেছে । এ আত্মারই কথা । আত্মার উপরই দুঃখ আসে । আত্মা একদম তোমোপ্রধান দুনিয়ায় এসে বসেছে, তাই বাবাকে স্মরণ করে -- বাবা, আমাকে ওখানে নিয়ে যাও । এখানে বসেও তোমাদের এই খেয়ালই চলা উচিত, তাই বাবা বলেন, বাচ্চাদের জন্য একনম্বর ইউনিভার্সিটি বানাও । কল্প - কল্প এমন তৈরী হয় । তোমাদের চিন্তাধারা চমকপ্রদ হওয়া উচিত । এখনো তোমাদের সেই নেশা হয় নি । তেমন নেশা হলে কি জানি কি করে দেখাতে । বাচ্চারা ইউনিভার্সিটির অর্থ বুঝতে পারে না । সেই রাজকীয় নেশায় তারা থাকে না । তাদের উপর মায়া চেপে বসে আছে । বাবা বোঝান, বাচ্চারা, তোমরা উল্টো নেশা বৃদ্ধি করো না । প্রত্যেকে নিজেদের যোগ্যতা দেখো । আমরা কিভাবে পড়াশোনা করি, কিভাবে সেবা বা সাহায্য করি -- কেবল কথার ফুলুরি খেলে চলবে না । যা বলো, তাই করতে হবে । কোনো গল্প নয় যে, এমন করবো - তেমন করবো । আজ বলবে, এই করবো, কাল মৃত্যু আসবে তো সব শেষ হয়ে যাবে । সত্যযুগে তো কেউ এমন কথা বলবে না । ওখানে কখনোই অকালমৃত্যু হয় না । কাল ওখানে আসতে পারে না । সে হলো সুখধাম । সুখধামে কালের আসার অনুমতি নেই । রাবণ রাজ্য আর রাম রাজ্যের অর্থও বুঝতে হবে । এখন তোমাদের লড়াই হলো রাবণের সঙ্গে । দেহ - অভিমানও জাদু করে দেয়, যা সম্পূর্ণ পতিত বানিয়ে দেয় । দেহী অভিমানী হলে আত্মা শুদ্ধ হয়ে যায় । তোমরা তো বুঝতে পারো যে, ওখানে আমাদের কেমন মহল তৈরী হবে । তোমরা তো এখন সঙ্গম যুগে এসে গেছো । নম্বরের ক্রমানুসারে তোমরা নিজেদের পরিবর্তন করছো, যোগ্যও তৈরী হচ্ছে । তোমাদের আত্মা পতিত হওয়ার কারণে তোমরা এই শরীরও পতিত পেয়েছো । আমি এখন এসেছি তোমাদের স্বর্গবাসী করার জন্য । তাই স্মরণের সঙ্গে সঙ্গে দৈবী গুণেরও প্রয়োজন । এ তো মাসির বাড়ি নয় । তোমরা বুঝতে পারো যে, বাবা এসেছেন আমাদের নর থেকে নারায়ণ তৈরী করতে কিন্তু মায়ার সঙ্গে গুপ্ত মোকাবিলা থাকে । তোমাদের লড়াই হলো গুপ্ত তাই তোমাদের অজ্ঞাত যোদ্ধা বলা হয় । অজ্ঞাত যোদ্ধা আর কেউই হয় না । তোমাদের নামই হলো যোদ্ধা । আর তো সকলের নাম রেজিস্টারে নেই । তোমাদের মতো অজ্ঞাত যোদ্ধাদের নিদর্শন ওরা নিয়েছে । তোমরা কতটা গুপ্ত, কেউই তা জানে না । মায়াকে বশীভূত করে তোমরা এই বিশ্বকে জয় করছো । তোমরা বাবাকে স্মরণ করো কিন্তু মায়া তোমাদের ভুলিয়ে দেয় । কল্প - কল্প তোমরা নিজেদের রাজ্য স্থাপন করো । তাই তোমরাই হলে সেই অজ্ঞাত যোদ্ধা যারা বাবাকে স্মরণ করো । এই যুদ্ধে তোমরা হাত - পা কিছুই চালাও না । এই স্মরণের জন্য বাবা অনেক যুক্তি বলে দেন । চলতে - ফিরতে তোমরা এই স্মরণের যাত্রা করো, আমার এই ঈশ্বরীয় পার্শ্বও করো । এখন

তোমরা বুঝতে পারো যে, আমরা কি ছিলাম আর এখন কি হয়েছি। আর বাবা এখন আমাদের কি তৈরী করছেন। তিনি কতো সহজ যুক্তি বলে দেন। তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, বাবাকে স্মরণ করো, তো তোমাদের জং দূর হয়ে যাবে। বাবা কল্প - কল্প এই যুক্তি বলে দিতে থাকেন। নিজেদের আত্মা মনে করে বাবাকে যদি স্মরণ করো তাহলে তোমরা সত্যপ্রধান হবে, এখানে আর কোনো বন্ধন নেই। বাথরুমে গিয়েও যদি নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো তো আবর্জনা দূর হয়ে যাবে। আত্মাকে কোনো তিলক লাগাতে হয় না, এ সব তো ভক্তিমার্গের নিদর্শন। এই জ্ঞান মার্গে এর কোনো দরকার নেই, এক পয়সারও খরচ নেই। তোমরা ঘরে বসে স্মরণ করতে থাকো। এ কতো সহজ। ওই বাবা আমাদের যেমন বাবা, আবার শিক্ষক এবং সদগুরুও।

প্রথমে বাবাকে স্মরণ, তারপর শিক্ষক এবং গুরুকে, নিয়ম এমনই বলে। শিক্ষককে তো অবশ্যই স্মরণ করবে, তাঁর থেকে শিক্ষা পাওয়া যায় আর বানপ্রস্থ অবস্থাতে গুরু করা হয়। বাবা তো সব হোলসেলে দিয়ে দেন। তোমাদের ২১ জন্মের রাজত্ব তিনি হোলসেলে দিয়ে দেন। বিয়েতে মেয়েকে পণ তো গুপ্তভাবে দেওয়া হয়, তাই না। প্রদর্শন করানোর প্রয়োজন হয় না। বলা হয় গুপ্ত দান। শিববাবাও তো গুপ্ত, তাঁর মধ্যে অহংকারের কোনো কথাই নেই। কারোর কারোর অহংকার থাকে যে, সবাই সব জানুক। এখানে হলো সবই গুপ্ত। বাবা তোমাদের যৌতুকে এই বিশ্বের বাদশাহী দেন। কতো গুপ্তভাবে তোমাদের এই শৃঙ্গার হচ্ছে। তোমরা কতো বড় যৌতুক পাও। বাবা কি করে যুক্তি দিয়ে তা দেন, কেউই তা জানতে পারে না। এখানে তোমরা ভিখারি, পরের জন্মে সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মাবে। তোমরা তো স্বর্ণ যুগে যাও, তাই না। ওখানে সবকিছুই সোনার থাকবে। বিত্তবানদের মহল সোনায়ে খচিত হবে। তফাৎ তো অবশ্যই থাকবে। তোমরা এও বুঝতে পারো - মায়া তোমাদের উল্টো ঝুলিয়ে দেয়। এখন বাবা যখন এসেছেন তখন বাচ্চাদের মধ্যে কতো উৎসাহ থাকা উচিত তবুও মায়া সব ভুলিয়ে দেয় -- এ বাবার নির্দেশ নাকি ব্রহ্মার? ভাইয়ের নির্দেশ নাকি বাবার? এতেই অনেক দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে যায়। বাবা বলেন, ভালো বা খারাপ যাই হোক -- তোমরা বাবার নির্দেশই মনে করো। এই নির্দেশে তোমাদের চলতে হবে। এতে কোনো ভুল হয়ে গেলেও নির্ভুল করে দেবে। তাঁর মধ্যে শক্তি তো আছে, তাই না। তোমরা দেখো যে, ইনি কিভাবে চলছেন, এনার মাথার উপরে কে বসে আছে। একদম কোলে বসে আছে। গুরুরা তো কোলে বসিয়েই শেখান, তাই না। তাও এনাকে পরিশ্রম করতে হয়। তমোপ্রধান থেকে সত্যপ্রধান হতে পুরুষার্থ করতে হয়।

বাবা বলেন, তোমরা আমাকে স্মরণ করে ভোজন প্রস্তুত করো। শিববাবার স্মরণে প্রস্তুত ভোগ আর কেউই পেতে পারে না। এখনকার ভোগেরও অনেক মহিমা। ওই ব্রাহ্মণরা যদিও অনেক স্তুতি করে কিন্তু অর্থ কিছুই বোঝে না। যা মহিমা করে, তা কিছুই বোঝে না। তবে এটা বোঝা যায় যে, এরা ধর্মপ্রাণ কেননা এরা পূজারী। আর ওখানে তো ধর্মপ্রাণের বিষয়ই থাকে না কেননা ওখানে ভক্তিই থাকে না। এও কেউ জানে না যে, ভক্তি কি জিনিস। মানুষ বলে - জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্য। একনম্বর কথা। জ্ঞান হলো দিন আর ভক্তি রাত। রাত থেকে তো আবার বৈরাগ্য দিনে চলে যায়। এ কতো পরিশ্রম কথা। এখন তোমরা যখন বুঝতে পেরেছো তখন তোমাদের আর ধাক্কা খেতে হয় না।

বাবা বলেন - তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমি তোমাদের এই বিশ্বের মালিক বানাই। আমি তোমাদের এই অসীম জগতের পিতা, এই সৃষ্টির চক্র জানাও কতো সহজ। তোমরা বীজ আর বৃক্ষকে স্মরণ করো। এখন কলিযুগের অন্তিম সময় এরপর সত্যযুগকে আসতে হবে। এখন তোমরা এই সঙ্গম যুগে ফুলে পরিণত হও। আত্মা যখন সত্যপ্রধান হয়ে যাবে তখন থাকার জন্যও সত্যপ্রধান মহল পাবে। এই দুনিয়াই নতুন হয়ে যায়। তাই বাচ্চাদের কতটা খুশীতে থাকা উচিত। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) সদা এই নেশা যেন থাকে যে, আমরা শ্রীমতে চলে নিজেদের পরীস্থান স্থাপন করছি। বাহ্যিক আবর্জনা মূলক বিষয়কে ত্যাগ করে উল্লাসে থাকতে হবে।

২) নিজের চিন্তাধারা খুব রাজকীয় রাখতে হবে। খুব ভালো রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং হোস্টেল খোলার আয়োজন

করতে হবে। বাবার গুপ্ত সাহায্যকারী হতে হবে, নিজেকে প্রদর্শন করবে না।

বরদান:- জ্ঞান সম্পন্ন দাতা হয়ে সর্ব আত্মাদের প্রতি শুভচিন্তাক হয়ে শ্রেষ্ঠ সেবাধারী ভব*
শুভ চিন্তক হওয়ার বিশেষ আধার হলো শুভ চিন্তন। যে ব্যর্থ চিন্তন বা পর চিন্তন করে, সে শুভ চিন্তক হতে পারে না। শুভ চিন্তক মণির কাছে শুভ চিন্তনের শক্তিশালী সম্পদ সদা ভরপুর থাকবে। আর এই ভরপুরতার কারণেই অন্যদের প্রতি শুভ চিন্তক হতে পারবে। শুভ চিন্তক অর্থাৎ সর্ব জ্ঞান রত্নে ভরপুর, এমন জ্ঞান সম্পন্ন আত্মাই চলতে - ফিরতে প্রত্যেকের সেবা করতে করতে শ্রেষ্ঠ সেবাধারী হয়ে যায়।

স্লোগান:- বিশ্ব রাজ্য অধিকারী হতে হলে বিশ্ব পরিবর্তনের কাজে নিমিত্ত হও।*

"মিষ্টি বাচ্চারা- তোমাদের এক বাবার থেকেই শুনতে হবে আর শুনে নিয়ে অপরকে শোনাতে হবে"

প্রশ্ন:- বাবা তোমাদের কি বোঝাচ্ছেন, যেটা অপরকে শোনাতে হবে?

উত্তর:- বাবা তোমাদের বোঝাচ্ছেন যে, তোমরা আত্মারা সকলেই হলে একে অপরের ভাই। তোমাদের এক বাবার স্মরণে থাকতে হবে। এই কথাই তোমরা সকলকে শোনাও, কারণ তোমাদের সমগ্র বিশ্বের ভাইদের কল্যাণ করতে হবে। এই সেবার জন্য তোমরাই হলে নিমিত্ত।

ওম্ শান্তি সাধারণত ওম্ শান্তি কেন বলা হয়? এটা হলো পরিচয় দেওয়া - আত্মার পরিচয় আত্মাই দেয়। কথা-বার্তা আত্মাই করে শরীরের দ্বারা। আত্মা ব্যতীত শরীর তো কিছুই করতে পারে না। তাই এই আত্মা নিজের পরিচয় দেয়। আমরা আত্মারা হলাম পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান। তারা তো বলে দেয় অহম্ (আমি) আত্মাই পরমাত্মা। বাচ্চারা, তোমাদের এই সব কথা বোঝানো হয়। বাবা তো বাচ্চা বাচ্চাই করবেন, তাই না! আত্মাদের পিতা বলেন- হে আত্মারূপী বাচ্চারা, এই অরগ্যান্স দ্বারা তোমরা বুঝতে পারো। বাবা বোঝান, সর্বপ্রথমে হলো জ্ঞান তারপর ভক্তি। এরকম না যে প্রথমে ভক্তি, শেষে জ্ঞান। প্রথমে হলো জ্ঞান দিন, ভক্তি হলো রাত। আবার শেষে দিন কখন আসবে? যখন ভক্তির প্রতি বৈরাগ্য আসবে। তোমাদের বুদ্ধিতে এটা থাকা চাই। জ্ঞান আর বিজ্ঞান হলো যে না। এখন তোমরা জ্ঞানের অধ্যয়ন করছো। আবার সত্যযুগ - ত্রেতাতে তোমাদের জ্ঞানের প্রালম্ব লাভ হয়। বাবা জ্ঞান এখন দেন, যার প্রালম্ব আবার সত্যযুগে হবে। এটা যে বোঝার ব্যাপার। এখন বাবা তোমাদের জ্ঞান প্রদান করছেন। তোমরা জানো আবার আমরা জ্ঞানের ওপারে বিজ্ঞান নিজেদের গৃহ শান্তিধামে যাবো। সেটাকে না জ্ঞান, না ভক্তি বলা হবে। সেটাকে বলা হয় বিজ্ঞান। জ্ঞানের ওপারে শান্তিধামে চলে যায়। এই সমস্ত জ্ঞান বুদ্ধিতে রাখতে হবে। বাবা জ্ঞান প্রদান করেন- কিসের জন্য? ভবিষ্যতের নূতন দুনিয়ার জন্য দেন। নূতন দুনিয়াতে যাবে তো প্রথমে অবশ্যই নিজের গৃহে যাবে। মুক্তিধামে যেতে হবে। যে স্থান আত্মাদের নিবাসস্থল সেখানে তো অবশ্যই যাবে যে না। এই নূতন-নূতন কথা তোমারই শুনছে আর কেউ বুঝতে পারে না। তোমরা বুঝতে পারো- আমরা আত্মারা স্পিরিচুয়াল ফাদারের স্পিরিচুয়াল বাচ্চা। আত্মা রূপী বাচ্চাদের অবশ্যই আত্মা রূপী পিতার প্রয়োজন। আত্মা রূপী পিতা আর আত্মা রূপী বাচ্চারা। আত্মা রূপী বাচ্চাদের একজনই আত্মা রূপী পিতা। তিনি এসে নলেজ দেন। বাবা কীভাবে আসেন- সেটাও বোঝানো হয়। বাবা বলেন আমাদেরও প্রকৃতির আধার নিতে হয়। এখন তোমাদের বাবার থেকে অতি অবশ্যই শুনতেই হবে। বাবা ব্যতীত আর কারোর থেকে শুনতে যেও না। বাচ্চারা শুনে আবার অন্য ভাইদের শোনাতে। কিছু না কিছু অবশ্যই শোনায়। নিজেকে আত্মা মনে করো, বাবাকে স্মরণ করো, কারণ উনিই হলেন পতিত-পাবন। বুদ্ধি সেখানে চলে যায়। বাচ্চাদের বোঝালে বুঝে যায়। কারণ প্রথমে অবুঝ ছিলো। ভক্তি মার্গের অবুঝ থাকার কারণে রাবণের থাবায় এসে কি করে! কীভাবে ছিঃ ছিঃ (ঘৃণ্য) হয়ে যায়। মদ্যপান করলে কি হয়ে যায়? মদ্য নোংরাকে আরো ছড়িয়ে দেয়। এখন বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, অসীম জগতের পিতার থেকে আমাদের উত্তরাধিকার নিতে হবে। কল্প-কল্প নিয়ে এসেছে, সেইজন্য অবশ্যই দৈবী গুণও ধারণ করতে হবে। কৃষ্ণের দৈবীগুণের মহিমা কতো! বৈকুণ্ঠের মালিক কতো মধুর। এখন কৃষ্ণের ডিনায়েস্টি বলব না। ডিনায়েস্টি বিষ্ণু বা লক্ষ্মী-নারায়ণের বলব। বাচ্চারা, এখন তোমরা বুঝতে পারছো একমাত্র বাবা সত্যযুগী রাজস্বের ডিনায়েস্টি স্থাপন করেন। এই চিত্র ইত্যাদি যদিও বা না থাকে তবুও বোঝানো যায়। মন্দির তো অনেক হতে থাকে, যার ভিতরে জ্ঞান আছে সে অন্যের কল্যাণ করতে, নিজের সমান করতে ছুটে থাকে। নিজেকে দেখতে হবে আমি কত জনকে জ্ঞান শুনিয়েছি। কারোর কারোর জ্ঞানের তীর তাড়াতাড়ি লেগে যায়। ভীষ্ম-পিতামহ ইত্যাদিরাও বলেছেন যে- আমাকে কুমারীরা জ্ঞান বাণ মেলেছে। এই সব হলো পবিত্র কুমার-কুমারীরা অর্থাৎ বাচ্চারা। তোমরা সবাই হলে বাচ্চা, সেইজন্য বলো আমরা ব্রহ্মার সন্তান কুমার- কুমারী হলাম ভাই-বোন। এটা পবিত্র সম্পর্ক হয়। তাও হলো অ্যাডপ্টেড চিল্ড্রেন। বাবা অ্যাডপ্ট করেছিলেন। শিববাবা অ্যাডপ্ট করেছিলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা দ্বারা। বাস্তবে অ্যাডপ্ট শব্দও বলবে না। শিববাবার বাচ্চা তো আছেই। সবাই আমাকে ডাকে শিববাবা, শিববাবা এসো। কিন্তু কিছু বোঝে না। সব আত্মারা শরীর ধারণ করে ভূমিকা পালন করে। তো শিববাবাও অবশ্যই শরীর দ্বারা পাট বা ভূমিকা পালন করবে। শিববাবা পাট না বাজালে আবার তো কোনো কাজের থাকে না। ভ্যালুই থাকে না। ওনার ভ্যালুই হয়, যখন সমগ্র দুনিয়াকে সঙ্গতিতে পৌঁছায়, তখন ওঁনার মহিমা ভক্তিমার্গে গাওয়া হয়। সঙ্গতি হয়ে গেলে পরে আবার বাবাকে স্মরণ করার দরকারই থাকে না। তারা শুধু গড ফাদার বলে তো আবার টিচার হারিয়ে যায়। বলার জন্য থেকে যায় যে, পরমপিতা পরমাত্মা হলেন পবিত্র করার জন্য। তারা সঙ্গতি করারও বলে না। যদিও গায়নে আসে- সকলের সঙ্গতি দাতা হলেন এক। কিন্তু অর্থহীন ভাবে বলে দেয়। এখন তোমরা যা কিছু বলো সেটা অর্থ সহ। বুঝতে পারো ভক্তির রাত আলাদা, জ্ঞান দিন আলাদা। দিনেরও টাইম থাকে। ভক্তিরও টাইম থাকে। এটা অসীম জগতের কথা। বাচ্চারা, তোমাদের অসীম জগতের নলেজ প্রাপ্ত হয়েছে। অর্ধ-কল্প হলো দিন, অর্ধ-কল্প হলো রাত। বাবা বলেন আমি আসি রাতকে দিন করতে।

তোমরা জানো যে, অর্ধ-কল্প হলো রাবণ রাজ্য, ওখানে অনেক প্রকারের দুঃখ আছে, এরপর বাবা নূতন দুনিয়া স্থাপন করলে সেখানে সুখ আর সুখ পাওয়া যায়। বলাও হয় এটা সুখ আর দুঃখের খেলা। সুখ মানে রাম, দুঃখ অর্থাৎ রাবণ। রাবণের উপর বিজয় প্রাপ্ত করলে তবে রামরাজ্য আসে, এর অর্ধ-কল্প পরে রাবণ, রামরাজ্যের উপর বিজয় লাভ করে রাজস্ব করে। তোমরা এখন মায়ার উপরে বিজয় প্রাপ্ত করো। শব্দ বাই শব্দ তোমরা অর্থ সহ বলো। এটা হলো তোমাদের ঐশ্বরীয় ভাষা। এটা কেউ কি আর বুঝবে! ঐশ্বর কীভাবে কথা বলেন। তোমরা জানো এটা হলো গড ফাদারের ভাষা কারণ গড ফাদার হলেন নলেজফুল। গাওয়াও হয় তিনি জ্ঞানের সাগর নলেজফুল, তাই অবশ্যই তো কাউকে নলেজ দেবেন যে না! এখন তোমরা বুঝতে পারো বাবা কীভাবে নলেজ দেন। নিজের পরিচয় দেন আর সৃষ্টি চক্রের নলেজও দেন। যে নলেজ গ্রহণ করার ফলে আমরা চক্রবর্তী রাজা হই। স্বদর্শন চক্র যে। স্মরণ করার ফলে আমাদের পাপ খন্ডন হয়। এটা হলো তোমাদের স্মরণের অহিংসক চক্র। সেই চক্র হলো হিংসক, মস্তক খন্ডনের।

ঐ অজ্ঞানী মানুষ একে অপরের মস্তক খন্ডন করতে থাকে। তোমরা এই স্বদর্শন চক্রকে জানার ফলে বাদশাহী প্রাপ্ত করো। কাম হলো মহাশত্রু, যার জন্য আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখ পেতে হয়। সেটা হলো দুঃখের চক্র। বাবা তোমাদের এই চক্রের নলেজ বোঝাচ্ছেন। স্বদর্শন চক্রধারী করে তোলেন। শাস্ত্রে তো কতো কথা তৈরী করে দিয়েছে। এখন তোমাদের সে সমস্ত ভুলে যেতে হয়। শুধুমাত্র এক বাবার স্মরণ করতে হবে। কারণ বাবার থেকেই স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবে। বাবাকে স্মরণ করতে হবে আর উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে। কতো সহজ। অসীম জগতের পিতা নূতন দুনিয়া স্থাপন করছেন বলে উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্যই স্মরণ করতে হবে। এটা হলো "মন্মনাভব", "মধ্যাজীভব"। বাবা আর উত্তরাধিকার স্মরণ করে বাচ্চাদের খুশীর পারদ উঠে থাকা উচিত। আমরা হলাম অসীম জগতের পিতার সন্তান। বাবা স্বর্গের স্থাপনা করেন, আমরা মালিক ছিলাম, অবশ্যই আবার হবে। আবার তোমরাই নরকবাসী হয়েছো। সতোপ্রধান ছিলে এখন তমোপ্রধান হয়েছো। ভক্তি মার্গেও আমরাই এসেছিলাম। অলরাউন্ড চক্র লাগিয়েছো। আমরা ভারতবাসীরা সূর্যবংশী ছিলাম এরপর চন্দ্রবংশী, বৈশ্য বংশী...হতে-হতে নীচে নেমেছি। আমরা ভারতবাসীই দেবী-দেবতা ছিলাম আবার আমাদেরই পতন হয়েছে। এখন সমস্ত কিছু তোমাদের বোধগম্য হচ্ছে। বাম মার্গে (পাপের রাস্তায়) গেলে কতো ঘৃণ্য হয়ে যায়। মন্দিরেও এরকম ঘৃণ্য চিত্র তৈরী করেছে। পূর্বে ঘড়িও এরকম চিত্র দেওয়া তৈরী করতো। এখন তোমরা বুঝতে পারো তোমরা সুগন্ধী ফুলের মতো কতো সুন্দর ছিলে আবার আমরাই পুনর্জন্ম নিতে নিতে কতো ঘৃণ্য হয়ে পড়ি। তোমরা যখন সত্যযুগের মালিক ছিলে, তো দৈবী গুণ সম্পন্ন মানুষ ছিলে। এখন অসুরী গুণ সম্পন্ন হয়েছো, আর কোনো পার্থক্য নেই। লেজওয়ালা বা শুঁড়ওয়ালা মানুষ হয় না। এটা শুধুমাত্র দেবতাদের চিহ্ন। এছাড়া তো স্বর্গ প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে, শুধু এই চিত্র চিহ্ন স্বরূপ আছে। চন্দ্রবংশীদেরও চিহ্ন আছে। তোমরা এখন মায়ার উপর বিজয় প্রাপ্ত করার জন্য যুদ্ধ করছো। যুদ্ধ করতে করতে ফেল হয়ে যায় তো তাদের নিশানি তীর হলো কমল। বাস্তবে ভারতবাসী হলোই দেবী-দেবতা কুলের (ঘরানার)। নয়তো কোন্ কুলে গণ্য করা হবে। কিন্তু ভারতবাসীর নিজের ঘরানার ব্যাপারে জানা না থাকায় হিন্দু বলে দেয়। নয়তো বাস্তবে তোমাদের একই ঘরানা। ভারতে হলো সব দেবতা ঘরানার, যা অসীম জগতের পিতা স্থাপন করছেন। শাস্ত্রও হলো ভারতে একটিই। ডিটি ডিনায়েস্টির স্থাপনা হচ্ছে, এরপর ওতে ভিন্ন-ভিন্ন ব্রাঞ্চেস্ হয়ে যায়। বাবা দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন করেন। মুখ্য হলো ৪টি ধর্ম। ফাউন্ডেশন দেবী-দেবতা ধর্মেরই হয়। থাকার যারা সকলেই হলো মুক্তিধামের। তোমরা এরপর নিজের দেবতার ব্রাঞ্চেসে চলে যাবে। ভারতের বাউন্ডারি হলো একটিই আর কোনো ধর্মের মধ্যে নেই। এটা হলো দেবতা ধর্মের বিশেষত্ব। এরপর ওর থেকে অন্যান্য ধর্ম বেরিয়েছে ড্রামার প্ল্যান অনুসারে। ভারতের আসল ধর্মই হলো ডিটি (দেবী-দেবতা), যার স্থাপনা করেন বাবা। এরপর নূতন-নূতন পাতা বের হয়। এই সমস্ত হলো ঐশ্বরীয় বৃক্ষ। বাবা বলেন যে, আমি হলাম এই বৃক্ষের বীজরূপ। এই ফাউন্ডেশন আছে আবার ওর থেকে টিউব বেরিয়ে আসে। মুখ্য ব্যাপার হলই আমরা সব আত্মারা হলাম ভাই-ভাই। সব আত্মাদের পিতা হলেন একই, সকলেই তাঁকে স্মরণ করে। এখন বাবা বলেন, তোমরা এই চোখে যা কিছু দেখছো সেই সব ভুলে যেতে হবে। এটা হলো অসীম জগতের বৈরাগ্য, ওদের হলো পার্থিব। শুধুমাত্র ঘর-বাড়ীর উপর বৈরাগ্য এসে যায়। তোমাদের তো এই সমগ্র পুরানো দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য। ভক্তির পরে হলো পুরানো দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য। আমরা আবার নূতন দুনিয়াতে যাবো ভায়া শান্তিধাম। বাবাও বলেন এই পুরানো দুনিয়া ভস্ম হতে চলেছে। এই পুরানো দুনিয়ার প্রতি এখন যেন আর হৃদয় না টানে। থাকতে তো হবে এখানেই, যতক্ষণ পর্যন্ত যোগ্য হয়ে উঠব। হিসাবপত্র সব চুকিয়ে তোমরা অর্ধ-কল্পের জন্য সুখ জমা করো। তার নামই হলো শান্তিধাম, সুখধাম। প্রথমে সুখ হয়, শেষে দুঃখ। বাবা বুঝিয়েছেন, যে কোনো নূতন-নূতন আত্মারা উপর থেকে আসে, যেমন ক্রাইস্টের আত্মা আসে, প্রথমে ওনাদের দুঃখ থাকে না। প্রথমে সুখ, পরে দুঃখ- এটাই খেলা। নূতন-নূতন যারা আসে তারা হলো সতোপ্রধান। তোমাদের যেমন সুখের অনুভব বেশী, সেরকম আর সকলের দুঃখের অনুভব বেশী। এই সব বুদ্ধি দ্বারা কাজে নেওয়া হয়। বাবা আত্মাদের বসে বোঝাচ্ছেন। সে আবার অন্যান্য আত্মাদের বোঝাচ্ছেন। বাবা বলেন, আমি এই শরীর ধারণ করেছি। অনেক জন্মের শেষে অর্থাৎ তমোপ্রধান শরীরে আমি প্রবেশ করি। আবার ওনাকেই ফার্স্ট নম্বরে যেতে হবে। যে ফার্স্ট সেই লাস্ট, যে লাস্ট সেই ফার্স্ট। এটাও বুঝিয়ে দিতে হয়। আবার ফার্স্টের পরবর্তী কে? মন্মনা। ওনারই পার্ট হওয়া উচিত। উনি অনেকেই শিক্ষা দিয়েছেন। আবার বাচ্চারা, তোমাদের মধ্য থেকে নম্বর অনুযায়ী হয় যারা অনেককে শিক্ষা দেন, পড়ান। আবার সেই পার্ট যে নেয় সেও প্রচেষ্টা করে তোমার থেকেও উঁচুতে চলে যেতে। অনেক সেন্টারে এমনও আছে যারা তাদের যে টিচার পড়িয়েছেন তার থেকেও উঁচুতে উঠে যায়। একেক জনকে দেখা যায়। সকলের চলন থেকে তো বোঝা যায় যে না। কাউকে তো আবার মায়া নাক থেকে ধরে এমন টেনে নেয় যে একদম শেষ করে দেয়। বিকারে নীচে নেমে যায়। আরো উল্লিত হলে অনেকের ব্যাপারে শুনতে থাকবে। ওয়ান্ডার (অবাক) লাগবে, এ তো আমাকে জ্ঞান দিতে, আবার এ কীভাবে চলে গেল? আমাকে বলতো পবিত্র হও আর নিজেই আবার ঘৃণ্য (ছিঃ ছিঃ) হয়ে গেল। বুঝবে তো অবশ্যই। অনেকে ঘৃণ্য হয়ে যায়। বাবা বলেছেন বড়-বড় মহারথীদেরও মায়া খুবই উৎপীড়ন করবে। তোমরা যেমন মায়ার উৎপীড়নের উপর বিজয় লাভ করো, মায়াও সেরকম করবে। বাবা কতো ভালো-ভালো ফার্স্টক্লাস, সুন্দর নামও রেখেছেন। কিন্তু হে মায়া- আশ্চর্য ভাবে শুনে নিয়ে, অন্যদের শোনায়ও, তারপর পালিয়ে যায়। মায়া কতো প্রকট হয়, সেই জন্য বাচ্চাদের খুবই সাবধান থাকতে হবে। যুদ্ধের ময়দান যে! মায়ার সাথে তোমাদের কতো বড় যুদ্ধ। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) এখানেই সব হিসাব-পত্র চুকিয়ে দিয়ে অর্ধ-কল্পের জন্য সুখ জমা করতে হবে। এই পুরানো দুনিয়ার উপর এখন আসক্তি রাখতে নেই। এই চোখ দিয়ে যা কিছু দেখা যাচ্ছে, সেসব ভুলে যেতে হবে।

২) মায়া খুবই শক্তিশালী, তার থেকে সাবধান থাকতে হবে। এই আধ্যাত্মিক পাঠে অন্যদের থেকে আগে যেতে হবে। এক বাবার থেকেই শুনতে হবে আর ওঁনার থেকেই যা শুনছো তা অপরকে শোনানো হবে।

বরদান:- সদা একরস মুড দ্বারা সকল আত্মাদের সুখ-শান্তি প্রেমের অঞ্জলি দিতে সক্ষম মহাদানী ভব*

তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের মুড সদা খুশীর একরস থাকবে, কখনো মুড অফ, কখনো মুড খুবই আনন্দের - এরকম না। সদা মহাদানী হতে সক্ষম যারা তাদের মুড কখনো পরিবর্তন হয় না। দেবতা হতে চলেছে মানে যে দেয়। তোমাদের কেউ যা কিছুই দিক কিন্তু তোমরা মহাদানী বাচ্চারা সকলকে সুখের অঞ্জলি, শান্তির অঞ্জলি, প্রেমের অঞ্জলি দাও। শরীর দ্বারা সেবার সাথে মন দ্বারা এরকম সেবাতে বিজি(ব্যস্ত) থাকলে ডবল পুণ্য জমা হয়ে যাবে।

ম্লোগান:- তোমাদের বিশেষত্ব হলো প্রভু প্রসাদ, একে শুধুমাত্র নিজের প্রতি ইয়ুজ করো না, ভাগ করো আর বাড়াও।*

"মিষ্টি বাচ্চারা - যদি শিববাবাকে সমাদর করো, তবে তাঁর শ্রীমতানুসারে চলতে থাকো, শ্রীমতে চলার অর্থ হলো বাবার কদর (সম্মান) করা"

প্রশ্নঃ - বাচ্চারা বাবার থেকেও বড় জাদুকর -- কীভাবে?

উত্তরঃ - সর্বোচ্চ পিতাকে নিজের সন্তান হিসাবে গ্রহণ করা, তন-মন-ধনের (সমর্পণ) দ্বারা বাবাকে নিজের উত্তরাধিকারী করে তাঁর কাছে সম্পূর্ণ সমর্পিত হয়ে যাওয়া -- এ হলো বাচ্চাদের জাদুকরী। যে এখন ভগবানকে নিজের উত্তরাধিকারী বানায় সে ২১ জন্মের জন্য বাবার প্রপাটির উত্তরাধিকারী হয়ে যায়।

প্রশ্নঃ - ট্রিবিউনাল (বিচারসভা) কোন্ বাচ্চাদের জন্য বসে?

উত্তরঃ - যারা দান করে দেওয়া বস্তু ফিরিয়ে নেওয়ার সঙ্কল্প করে, মায়ার বশবর্তী হয়ে ডিসসার্তিস করে, তাদের জন্য বিচারসভা(ট্রিবিউনাল) বসে।

ওম্ শান্তি। আধ্যাত্মিক বিচিত্র (চিত্রহীন অর্থাৎ নিরাকার) বাবা বসে বিচিত্র বাচ্চাদের বোঝান অর্থাৎ দূরদেশ-নিবাসী যাঁকে পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয়। অনেক-অনেক দূরদেশ থেকে এসে এই শরীরের দ্বারা তোমাদের পড়াই। এখন যারা পড়ে তারা তো স্বভাবতঃই যিনি পড়ান তাঁর সঙ্গে যোগ রাখেন। তাদের বলতে হয় না যে -- হে বৎসগন, টিচারের সঙ্গে যোগ রাখ বা তাকে স্মরণ কর। না, এখানে বাবা বলেন -- হে আত্মা-রূপী বাচ্চারা, আমি তোমাদের পিতাও, টিচারও, গুরুও। এঁনার সঙ্গে যোগ রাখ অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ কর। ইনি হলেন বিচিত্র বাবা। তোমরা প্রতি মুহূর্তে এঁনাকে ভুলে যাও, তাই বলতে হয়। যিনি পড়ান তাঁকে স্মরণ করলেই তোমাদের পাপ ভস্মীভূত হয়ে যাবে। নিয়ম একথা বলে না যে, টিচার বলবে -- আমাকে দেখ, স্মরণ করলে এতে তো অনেক লাভ। বাবা বলেন, শুধুমাত্র আমাকে স্মরণ কর। এই স্মরণের শক্তির দ্বারাই তোমাদের পাপ খন্ডিত হবে, একে বলা হয় স্মরণের যাত্রা। আধ্যাত্মিক বিচিত্র বাবা এখন বাচ্চাদের দেখেন। বাচ্চারাও নিজেদের আত্মা মনে করে বিচিত্র বাবাকে স্মরণ করে। তোমরা তো মুহূর্তে-মুহূর্তে শরীরে আসো বা শরীর ধারণ করো। আমি তো সমগ্র কল্পে শরীর ধারণ করি না, শুধুমাত্র এই সঙ্গমযুগেই অনেক দূরদেশ থেকে আসি -- বাচ্চারা, তোমাদের শিক্ষা প্রদান করতে। একথা সঠিকভাবে স্মরণে রাখতে হবে। বাবা তোমাদের পিতা, শিক্ষক, সতগুরু। তিনি বিচিত্র। ওঁনার নিজস্ব শরীর নেই, তাহলে আসবে কীভাবে? তিনি বলেন, আমাকে প্রকৃতির, অন্য কোনো মুখের সাহায্য (আধার) নিতে হয়। আমি তো বিচিত্র (চিত্রহীন)। তোমরা সকলেই হলে চিত্র-যুক্ত(সাকারী)। আমারও তো অবশ্যই রথ(শরীর) চাই, তাই না। ঘোড়ার গাড়ি করে তো আসব না, তাই না। বাবা বলেন, আমি এই শরীরে প্রবেশ করি, যে প্রথম স্থানাধিকারী সেই অন্তিম স্থানাধিকারী হয়। যে সতোপ্রধান ছিল সেই তমোপ্রধান হয়ে যায়। তাই তাদেরকেই পুনরায় সতোপ্রধান বানানোর জন্য বাবাকে পড়াতে হয়। তিনি বোঝান -- বাচ্চারা, এই রাবণ-রাজ্যে তোমাদের বিকারের উপর বিজয় প্রাপ্ত করে জগতজীৎ হতে হবে। বাচ্চাদের একথা স্মরণে রাখতে হবে যে, আমাদের বিচিত্র বাবা পড়ান। বাবাকে যদি স্মরণ না কর তবে পাপ কীভাবে ভস্মীভূত হবে? একথাও শুধু এখনই সঙ্গমযুগেই তোমরা শোনো। একবার যাকিছু ঘটে যায় পরবর্তী কল্পে সেটাই পুনরাবৃত্ত হয়। কত ভালভাবে বোঝান হয়, এরজন্য অতি বিশাল বুদ্ধির প্রয়োজন। এ কোন সাধু-সন্ত ইত্যাদিদের সংস্পর্শ নয়। ওঁনাকে তোমরা বাবাও বল, আবার বাচ্চাও বল। তোমরা জানো, ইনি আমাদের পিতাও, আর সন্তানও। আমরা এই (বাবা) বাচ্চাকে আমাদের সবকিছুর উত্তরাধিকার দিয়ে, বাবার থেকে ২১ জন্মের জন্য উত্তরাধিকার নিয়ে নিই। সব আবর্জনা প্রদান করে বাবার থেকে আমরা বিশ্বের রাজত্ব (বাদশাহী) প্রাপ্ত করি। আমরা বলি যে, বাবা আমরা ভক্তিমাগে বলেছিলাম যে যখন তুমি আসবে তখন আমরা তোমার কাছে তন-মন-ধনসহ সমর্পিত হয়ে যাব। লৌকিক পিতাও তো বাচ্চাদের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে দেন, তাই না। এখানে তোমরা কেমন বিচিত্র বাবা পেয়েছ, ওঁনাকে স্মরণ কর তাহলেই তোমাদের পাপ ভস্মীভূত হয়ে যাবে এবং তোমরা নিজেদের ঘরে চলে যাবে। পথ কত লম্বা। দেখ, বাবা কতদূর থেকে আসেন পুরানো রাবণ-রাজ্যে। তিনি বলেন, আমার ভাগ্যে পবিত্র শরীর পাওয়া সম্ভব নয়। পতিতদের পবিত্র করতে কীভাবে আসব। আমাকে পতিত দুনিয়ায় এসেই সকলকে পবিত্র করতে হয়। তাই এমন টিচারের সমাদরও তো করা উচিত, তাই না। অনেকেই আছে যারা সম্মান করতে জানে না। এও তো ড্রামানুসারে হতেই হবে। রাজধানীতে তো সবই চাই, তাই না -- নম্বরের ক্রমানুসারে। তাই সবরকমের পদ এখানেই তৈরী হয়। স্বল্প পদমর্যাদার অধিকারীর এইরকম অবস্থা হবে। না তারা পড়বে, না বাবার স্মরণে থাকবে। ইনি অতি বিচিত্র বাবা, তাই না। এঁনার চলনও অলৌকিক। এঁনার পাট আর কেউ পেতে পারে না। এই বাবা এসে তোমাদের কত উচ্চ পড়া পড়ান, তাই তাঁর সম্মানও তো রাখা উচিত। ওঁনার শ্রীমতানুসারে চলা উচিত। কিন্তু মায়া প্রতি মুহূর্তে ভুলিয়ে দেয়। মায়া এত শক্তিশালী যে ভালো-ভালো (মহারথী) বাচ্চাদেরও অধঃপতনে নিয়ে যায়। বাবা কত ধনবান বানান কিন্তু মায়া সম্পূর্ণরূপে মাথা মুড়িয়ে(মাথা নত) দেয়। মায়ার থেকে রক্ষা পেতে হলে বাবাকে অবশ্যই স্মরণ করতে হবে। অনেক ভালো-ভালো বাচ্চা আছে যারা বাবার হয়ে পুনরায় মায়ার কাছে চলে যায়। সেকথা আর বলার নয়। পাকাপাকি ট্রেটর (বিশ্বাসঘাতক) হয়ে যায়। মায়া একদম নাক ধরে নেয়। শব্দও তো রয়েছে, তাই না -- গজ-কে (হাতী) গ্রাহ (বড় কুমীর) খেয়ে নেয় (মহারথীকেও মায়া গ্রাস করে)। কিন্তু এর অর্থও কেউ বুঝতে পারে না। বাবা প্রতিটি কথা সঠিকভাবে বোঝান। অনেক বাচ্চারা বোঝেও কিন্তু পুরুষার্থের নম্বরের ক্রমানুসারে। কারো-কারোর তো সামান্যতম ধারণাও থাকে না। পড়া তো অতি উচ্চ, তাই না। তাই তা ধারণ করতে পারে না। বাবা বলেন, এদের ভাগ্যে রাজত্ব নেই। কেউ আকন্দ ফুল, কেউ সুগন্ধীত ফুল। বিভিন্নরকমের ফুলের বাগিচা, তাই না। এমনও তো চাই, তাই না। রাজধানীতে তোমরা চাকর-বাকরও থাকবে। তা নাহলে চাকর-বাকর কীভাবে পাবে। রাজত্ব এখানেই তৈরী হয়। চাকর-বাকর, চন্ডাল ইত্যাদি সবকিছুই পাবে। এ রাজধানী স্থাপিত হচ্ছে। বিস্ময়কর। বাবা তোমাদের এত উচ্চ বানান, তাই এমন বাবাকে স্মরণ করতে-করতে প্রেমে অশ্রু-সজল হয়ে যাওয়া উচিত।

তোমরা মালার দানা হও, তাই না। তারা বলে যে, বাবা তুমি কত বিচিত্র। কেমন করে এসে তুমি আমাদের মতন পতিতদের পবিত্র বানানোর জন্য পড়াও। ভক্তিমার্গে অবশ্যই শিবের পূজা করে কিন্তু বোঝে কি যে ইনি পতিত-পাবন, না তা বোঝে না, তথাপি ডাকতে থাকে যে -- হে পতিত-পাবন এসো, এসে আমাদের ফুলের মতন দেবী-দেবতা বানাও। বাচ্চাদের আদেশ (ফরমান) বাবা মেনে নেন আর যখন আসেন তখন বলেন -- বাচ্চা! পবিত্র হও। এতেই শোরগোল (হাঙ্গামা) শুরু হয়ে যায়। বাবা তো ওয়ান্ডারফুল, তাই না। বাচ্চাদের বলেন, আমাকে স্মরণ কর তবেই পাপ কেটে যাবে। বাবা জানেন যে, আমরা আত্মাদের সঙ্গে কথা বলি। *সবকিছু আত্মাই করে, বিকমও আত্মাই করে। আত্মাই শরীরের দ্বারা কর্মের ফল ভোগ করে। তোমাদের জন্য তো ট্রিবিউনাল (বিচারসভা) বসবে। বিশেষ করে সেই বাচ্চাদের জন্য, যারা সেবাধারী হয়ে পুনরায় ট্রেটর হয়ে যায়। এ তো বাবা-ই জানেন যে, কীভাবে মায়া গ্রাস করে নেয়*। বাবা আমরা পরাজিত হয়েছি, মুখ কালো করে ফেলেছি....এখন ক্ষমা করো। এখন অধঃপতনে গেছো আর মায়ার হয়ে গেছো, তাহলে আবার ক্ষমা কিসের? তাদেরকে তো অনেক-অনেক পরিশ্রম করতে হবে। অনেকেই আছে যারা মায়ার কাছে পরাস্ত হয়। বাবা বলেন -- এখানে বাবার কাছে দান করে পুনরায় তা ফিরিয়ে নিও না। তা নাহলে সব সমাপ্ত হয়ে যাবে। হরিশ্চন্দ্রের উদাহরণ আছে, তাই না। দান করে অত্যন্ত সাবধানে থাকতে হবে। দান করে পুনরায় ফেরত নিয়ে নিলে শতগুণ দণ্ড ভোগ করতে হবে। পুনরায় পদ অত্যন্ত সাধারণমানের পাবে। বাচ্চারা জানে যে, এ রাজধানী স্থাপিত হচ্ছে। আর যারা ধর্ম স্থাপন করেন তাদের রাজত্ব প্রথমে চলে না। রাজত্ব তো তখন হয়, যখন ৫০-৬০ কোটি হয়ে যায়, তখন সৈন্য (লস্কর) তৈরী হয়। প্রথমে তো আসেই এক-দুজন, পরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তোমরা জানো, ক্রাইস্টও অনেক বেশে আসবে। প্রথম স্থানাধিকারীই পুনরায় ভিক্ষুক রূপে(বেগার) অন্তিম স্থানাধিকারী হবে। খ্রিস্টানরা তৎক্ষণাৎ বলবে অবশ্যই খ্রাইস্ট এইসময় বেগার-রূপে রয়েছে। মনে করে, পুনর্জন্ম তো নিতেই হবে। তমোপ্রধান তো অবশ্যই প্রত্যেককে হতে হবে। এইসময় সমগ্র দুনিয়াই তমোপ্রধান জরাগ্রস্ত হয়ে গেছে। এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ তো অবশ্যই হবে। খ্রিস্টানরাও বলে, খ্রাইস্টের জন্মের ৩ হাজার বছর পূর্বে স্বর্গ(হেভেন) ছিল, তা পুনরায় অবশ্যই এখন হবে। কিন্তু এইকথা বোঝাবে কে? বাবা বলেন, বাচ্চাদের তেমন অবস্থা এখন কোথায় হয়েছে। প্রতি মুহূর্তে লেখে যে, আমরা যোগে থাকতে পারি না। বাচ্চাদের অ্যাক্টিভিটি (কাজ-কর্ম) থেকেই তা বুঝে যায়। বাবাকে সমাচার দিতেও ভয় পায়। বাবা তো বাচ্চাদের কত ভালবাসে। প্রেমপূর্বক নমস্কার জানায়। বাচ্চাদের মধ্যে অহংকার থাকে। ভাল-ভাল বাচ্চাদের মায়া ভুলিয়ে দেয়। বাবা বুঝতে পারে, তিনি বলেন, আমি নলেজফুল। 'জানি জাননহার'-এর (যিনি সর্বস্ত্র) অর্থ এই নয় যে, আমি সকলের অন্তরকেও জানি। আমি আসিই পড়াতে, সকলের অন্তরকে পড়তে নয়। আমি কাউকে (মনকে) রীড করি না, তাই এই সাকারী ব্রহ্মাও রীড করে না। এঁনাকে সবকিছু ভুলতে হবে, তাহলে তিনি কি রীড করবেন। তোমরা এখানে আসি পড়তে। ভক্তিমার্গই আলাদা। অধঃপতনে যাওয়ার উপায় বা যুক্তিও তো চাই, তাই না। এইসব কথাতেই তোমরা অধঃপতনে যাও। ড্রামার এই খেলা পূর্ব-নির্ধারিত। ভক্তিমার্গের শাস্ত্র পড়তে-পড়তে তোমরা অধঃপতনে গিয়ে তমোপ্রধান হয়ে যাও। এখন তোমাদের এই অপবিত্র(ছিঃ ছিঃ) দুনিয়ায় একদমই থাকতে হবে না। কলিযুগের পর আবার সত্যযুগে আসবে। এখন এ হলো সঙ্গমযুগ। এসব কথাকে ধারণ করতে হবে। বাবা-ই বোঝান, এছাড়া সমগ্র দুনিয়ার বুদ্ধিতে তো এখন গডরেজের(গোদরেজ) তালা লাগানো রয়েছে। তোমরা বোঝ যে, এরা দৈবী-গুণসম্পন্ন ছিল পুনরায় আসুরী-গুণসম্পন্ন হয়ে গেছে। বাবা বোঝান, এখন ভক্তিমার্গের কথা সব ভুলে যাও। এখন আমি যা শোনাই তা শোনো, হিয়ার নো ইভিল..... এখন একমাত্র আমার কাছ থেকেই শোনো। এখন আমি তোমাদের তরী পার করতে এসেছি।

তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সম্প্রদায়। প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখ-কমল দ্বারা তোমাদের জন্ম হয়েছে, তাই না। এতসব সন্তান দতক নেওয়া। ওঁনাকে আদিত্য বলা হয়। মহাবীরও বলা হয়। বাচ্চারা, তোমরাও তো মহাবীর, তাই না যারা যোগবলের দ্বারা মায়ার উপর জীত প্রাপ্ত কর। বাবাকে বলা হয় জ্ঞানের সাগর। জ্ঞান সাগর বাবা অবিনাশী জ্ঞান-রত্নের দ্বারা তোমাদের ঝুলি ভরপুর করে দেন। তোমাদের ধনবান করে দেয়। যে জ্ঞান ধারণ করে সে উচ্চপদ লাভ করে, যে ধারণ করে না সে অবশ্যই স্বল্পপদ লাভ করবে। বাবার কাছ থেকে তোমরা সীমাহীন সম্পদ প্রাপ্ত কর। আলাদীন ও আশ্চর্য প্রদীপের গল্পকথাও তো রয়েছে, তাই না। তোমরা জানো যে, ওখানে আমাদের কোনো অপ্রাপ্ত বস্তুই থাকে না। ২১ জন্মের জন্য বাবা উত্তরাধিকার দিয়ে দেন। অসীম জগতের পিতা অসীম জগতের উত্তরাধিকার দেন। পার্থিব জগতের উত্তরাধিকার পেলেও অসীম জগতের পিতাকে স্মরণ অবশ্যই করে -- হে পরমাত্মা, দয়া করো, কৃপা করো। একথা কি কেউ জানে যে তিনি কী দেন, না জানে না। এখন তোমরা জানো যে, বাবা আমাদের বিশ্বের মালিক বানান। চিত্রতেও দেখান হয় যে, ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা, ব্রহ্মা সম্মুখে বসে রয়েছেন সাধারণ-রূপে। স্থাপনা যিনি করবেন অবশ্যই তাকেই প্রথমে তৈরী করবেন। বাবা কত ভালভাবে বোঝান। তোমরা সম্পূর্ণরূপে বোঝাতে পারো না। ভক্তিমার্গে শঙ্করের সামনে গিয়ে বলে -- ঝুলি পরিপূর্ণ করে দাও। আত্মারা বলে -- আমরা কাঙ্গাল হয়ে গেছি। আমাদের ঝুলি পরিপূর্ণ কর, আমাদের এমন (দেব-দেবী) বানাও। এখন তোমরা ঝুলি পূর্ণ করতে এসেছ। তারা বলে -- আমরা নর থেকে নারায়ণ হতে চাই। নর থেকে নারায়ণ হওয়ার জন্যই হলো এই পড়াশোনা। পুরানো দুনিয়ায় আসতে কার মন চাইবে! কিন্তু নতুন দুনিয়ায় সকলেই তো আসবে না। (নতুন দুনিয়া) ২৫ শতাংশ যখন পুরানো হবে তখনও কেউ-কেউ আসবে। তারা কিছু কম পড়বে, তাই না। কাউকে যদি (বাবার) সামান্য পরিচয় বা মেসেজ দিতে থাক তাহলেও তোমরা স্বর্গের মালিক অবশ্যই হবে। এখন সকলেই তো নরকের মালিক, তাই না। রাজা, রানী, প্রজা সকলেই নরকের মালিক। ওখানে ছিল দ্বিমুখুটধারী। এখন তা আর নেই। আজকাল ধর্ম ইত্যাদিকে কেউ মান্য করে না। দেবী-দেবতা ধর্মই শেষ হয়ে গেছে। গায়নও করা হয়, রিলীজিয়ন(ধর্ম) ইজ মাইট (শক্তি)। ধর্মকে মান্য না করার কারণে এখন আর শক্তি নেই। বাবা বোঝান -- মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরাই পূজ্য থেকে পূজারী হও। ৮৪ জন্ম তো নাও, তাই না। আমরা তথা ব্রাহ্মণ, তথা দেবতা পুনরায় আমরা তথা ক্ষত্রিয়....বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ চক্র আসে, তাই না। এই ৮৪ জন্মের চক্রকে আমরা আবর্তন করতেই থাকি। এখন পুনরায় ঘরে ফিরে যেতে হবে। পতিতরা কেউ জানতে পারে না। আত্মাই পতিত অথবা পাবন হয়। সোনা খাদ পড়ে, তাই না। গহনায় থাকে না। এ হলো জ্ঞান অগ্নি যার দ্বারা সম্পূর্ণ খাদ নির্গত হয়ে গিয়ে তোমরা পাকা সোনা হয়ে যাও, তখন গহনাও ভাল-ভাল পাবে। আত্মা এখন পতিত তাই পবিত্রদের সম্মুখে নমন(নমস্কার) করে। সবকিছু আত্মাই করে, তাই না। এখন বাবা বোঝান -- বাচ্চা ! শুধুমাত্র আমাকেই (মামেকম) স্মরণ কর তাহলেই তরী পার হয়ে

যাবে। এখন যে যেমন পুরুষার্থ করবে সেভাবেই পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ায় চলে যাবে। সকলকে এই পরিচয়ই দিতে থাক। উনি হলেন সসীম(হদ) জগতের পিতা, আর ইনি হলেন অসীম জগতের পিতা। সঙ্গমেই বাবা আসেন। স্বর্গের উত্তরাধিকার (বর্সা) দিতে। তাই এমন পিতাকে স্মরণ করতে হবে, তাই না। টিচারকে কখনো স্টুডেন্ট ভুলে যায় কী! কিন্তু এখানে মায়া ভুলিয়ে দেবে। অত্যন্ত সাবধানে থাকতে হবে থাকতে হবে। এ তো যুদ্ধক্ষেত্র, তাই না। বাবা বলেন, এখন বিকারে যেও না, অপবিত্র হয়ো না। এখন স্বর্গে যেতে হবে। পবিত্র হয়ে গেলেই পবিত্র, নতুন দুনিয়ার মালিক হবে। তোমাদের-কে বিশ্বের রাজস্ব (বাদশাহী) দিই। কম কথা কী? শুধু এই একজন্মে পবিত্র হও। এখন পবিত্র না হলে অধঃপতনে যাবে। আকর্ষণ বা প্রলোভন অনেক আছে। কাম-বিকারের উপর বিজয়প্রাপ্ত করলে তোমরা জগৎ-জীত হয়ে যাবে। তোমরা সরাসরি (পরিষ্কারভাবে) বলতে পারো যে, পরমপিতা পরমাত্মাই জগৎগুরু, যিনি সমগ্র জগৎ-কে সঙ্গতি দেন। *আচ্ছা।*

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) অবিনাশী জ্ঞান-রত্ন দ্বারা বুদ্ধি-রূপী মূলিকে পরিপূর্ণ করে মালামাল (ধনবান) হতে হবে। কোনো প্রকারের অহংকার প্রকাশ করা উচিত নয়।

২) সেবার যোগ্য (সেবাহারী) হয়ে পুনরায় কখনো ড্রেটর হয়ে গিয়ে ডিসসার্ভিস করা উচিত নয়। দান দেওয়ার পর অত্যন্ত সাবধানী হতে হবে। কখনও তা ফিরিয়ে নেওয়ার সঙ্কল্পও যেন না আসে।

ব্রহ্মদানঃ:- ব্রাহ্মণ জীবনে একব্রতের (একের ব্রতে স্থির) পাঠ দ্বারা আধ্যাত্মিক রয়্যালিটিতে (আভিজাত্যে) থাকা সম্পূর্ণ পবিত্র ভব*

ব্যাখ্যা :- এই ব্রাহ্মণ জীবনে একব্রতের পাঠ সুদৃঢ় করে পবিত্রতার রয়্যালিটি ধারণ করে নাও, তবেই সমগ্র কল্পে এই আধ্যাত্মিক রয়্যালিটি (রাজমর্যাদা) বজায় থাকবে। তোমাদের আধ্যাত্মিক রয়্যালিটি আর পবিত্রতার ঔজ্জ্বল্য(চমক) পরমধামের সর্ব আত্মা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আদিকালে দেব-স্বরূপেও এই ব্যক্তিত্বের বিশেষত্ব ছিল, পুনরায় মধ্যকালেও তোমাদের চিত্রগুলো বিধিপূর্বক পূজিত হয়। এই সঙ্গমযুগে ব্রাহ্মণ জীবনের আধার হলো পবিত্রতার রয়্যালিটি, তাই যতটা সময় পর্যন্ত ব্রাহ্মণ জীবনে থাকবে, ততটা সময় পর্যন্ত পবিত্র থাকতেই হবে।

শ্লোগানঃ:- তোমরা সহনশীলতার দেব-দেবী হয়ে যাও, তখন যারা গালি দেয় তারাও তোমাদের আলিঙ্গন করবে।*

"মিষ্টি বাচ্চারা -- সন (পুত্র) শো'জ ফাদার, মনমং ত্যাগ করে শ্রীমতানুসারে চলো তবেই বাবাকে শো (প্রত্যক্ষ) করাতে পারবে"

প্রশ্ন:- বাবা কোন্ বাচ্চাদের রক্ষা অবশ্যই করেন?

উত্তর:- যে বাচ্চারা সৎ, তাদের রক্ষা অবশ্যই হয়। যদি রক্ষা না হয় তো অন্তরে নিশ্চয়ই কিছু মিথ্যা আছে। পড়াশোনা মিস্ করা, সংশয় সন্দেহের বশ হওয়া অর্থাৎ অন্তরে কিছু মিথ্যা আছে। মায়া তাদের আক্রমণ করে।

প্রশ্ন:- কোন্ বাচ্চাদের জন্য মায়া হল চুষ্ক ?

উত্তর:- যে মায়ার সৌন্দর্য দেখে আকৃষ্ট হয়ে যায়, তাদের জন্য মায়া হল চুষ্ক। যে বাচ্চারা শ্রীমতানুসারে চলে তারা আকৃষ্ট হবে না।

ওম্ শান্তি। আত্মিক পিতা বসে আত্মারূপী বাচ্চাদের বোঝান, এই কথা তো বাচ্চারা নিশ্চয় করেছে আত্মিক পিতা আমাদের অর্থাৎ আত্মারূপী বাচ্চাদের পড়ান। যার জন্য বলা হয়ে থাকে - আত্মা ও পরমাত্মা আলাদা রয়েছে বহুকাল মূলবতনে কিন্তু আলাদা থাকে না। সেখানে তো সবাই একত্রে থাকে। আলাদা থাকে অর্থাৎ নিশ্চয়ই আত্মারা সেখান থেকে দূরে চলে যায়। এখানে এসে নিজের-নিজের পার্ট প্লে করে। সতোপ্রধান স্টেজ থেকে নেমে-নেমে তমোপ্রধান হয়। আহ্নান করে পতিত-পাবন এসে আমাদের পবিত্র করে। বাবাও বলেন, আমি প্রতি ৫ হাজার বছর পরে আসি। এই সৃষ্টির চক্র-ই হল ৫ হাজার বছরের। আগে তোমরা এই কথা কিছু জানতে না। শিববাবা বোঝান, অবশ্যই দেহের আধার নিয়েই বোঝাবেন। উপর থেকে কোনও আকাশবাণী তো করবেন না, তাইনা। শক্তি বা প্রেরণা ইত্যাদির কোনও ব্যাপার নেই। তোমরা হলে আত্মা, শরীরে এসে কথাবার্তা বলো। তেমনই বাবাও বলেন আমিও শরীর দ্বারা ডাইরেকশন দিয়ে থাকি। তারপরে সেই মতন যে যেরকম চলে, নিজেরই কল্যাণ করে। শ্রীমতানুসারে চলে বা না চলে, টিচারের কথা শোনে বা না শোনে, নিজের জন্যই কল্যাণ বা অকল্যাণ করে। পড়া না করলে নিশ্চয়ই ফেল করবে। এই কথাও বোঝানো হয় শিববাবার কাছে শিক্ষা নিয়ে অন্যদেরও শেখাতে হবে। ফাদার শো'জ সন। এখানে দেহের পিতার কথা বলা হচ্ছে না। ইনি হলেন আত্মিক পিতা। এই কথাও তোমরা বোঝো আমরা যত শ্রীমং অনুসারে চলব, ততই অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করব। সম্পূর্ণ যারা চলবে তারা উঁচু পদ প্রাপ্ত করবে। না চললে উঁচু পদের প্রাপ্তি হবে না। বাবা তো বলেন, আমাকে স্মরণ করো, তবেই তোমাদের পাপ বিনষ্ট হবে। রাবণ রাজ্যে তোমাদের উপরে পাপের বোঝা অনেক আছে। বিকারগ্রস্ত হয়েই পাপ আত্মায় পরিণত হয়। পুণ্য আত্মা ও পাপ আত্মা অবশ্যই হয়। পুণ্য আত্মাদের সামনে পাপ আত্মারা মাথা নোয়ায়। মানুষের এই কথা জানা নেই যে, দেবতারা হলেন পুণ্য আত্মা, তারা-ই পুনরায় পুনর্জন্ম নিয়ে পাপ আত্মায় পরিণত হয়। মানুষ তো ভাবে দেবতারা সর্বদাই পুণ্য আত্মা থাকেন। বাবা বোঝান, পুনর্জন্ম নিয়ে সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান স্থিতি পর্যন্ত আসে। যখন সম্পূর্ণ পাপ আত্মায় পরিণত হয়, তখন বাবাকে আহ্নান করে থাকে। যখন পুণ্য আত্মা থাকে, তখন বাবাকে স্মরণ করার দরকার পড়ে না। অতএব এইসব কথা বাচ্চারা, তোমাদের বোঝাতে হবে, সার্ভিস করতে হবে। বাবা তো গিয়ে সবাইকে শোনাবেন না। বাচ্চারা সার্ভিস করার উপযুক্ত হলে বাচ্চাদেরই যাওয়া উচিত। মানুষ তো দিন দিন অসুর হয়ে যাচ্ছে। পরিচয় না থাকার দরুন ভুল কথা বলতেও দ্বিধা করে না। মানুষ বলে গীতার ভগবান হলেন শ্রীকৃষ্ণ। তোমরা বোঝাও তিনি তো হলেন দেহধারী, তাঁকে দেবতা বলা হয়। কৃষ্ণকে পিতা বলা হবে না। এরা সবাই তো পিতাকে স্মরণ করে, তাইনা। আত্মাদের পিতা তো দ্বিতীয় কেউ নয়। এই প্রজাপিতা ব্রহ্মাও বলেন - নিরাকার পিতাকে (শিববাবাকে) স্মরণ করতে হবে। ইনি তো হলেন সাকারী পিতা। বোঝানো তো হয় অনেক, অনেকে পুরোপুরি না বুঝে উল্টো পথে চলে জঙ্গলে পৌঁছে যায়। বাবা তো পথ বলে দেন স্বর্গে যাওয়ার। তবুও জঙ্গলের দিকে চলে যায়। বাবা বোঝান, তোমাদের জঙ্গলের দিকে নিয়ে যায় - রাবণ। তোমরা মায়ার কাছে পরাজিত হও। পথ ভুলে আবার সেই জঙ্গলের কাঁটায় পরিণত হও। তারা স্বর্গে আসবে, কিন্তু দেহিতে। *এখানে তোমরা এসেছ স্বর্গে যাওয়ার পুরুষার্থ করতে। এতাকে স্বর্গ বলা হবে না। ২৫ শতাংশ কম হয়ে যায় কিনা। তাকে ফেল ধরে নেওয়া হয়। তোমরা এখানে এসেছ পুরানো দুনিয়া ত্যাগ করে নতুন দুনিয়ায় যেতে। এতাকে নতুন দুনিয়া বলা হবে না। যারা ফেল হয় তারা সেখানে যায় কারণ সঠিক পথ অনুসরণ করে না*। নীচে-উপরে হতে থাকে। তোমরা অনুভব করে থাকো স্মরণ যেরকম হওয়া উচিত সেরকম থাকে না। যারা স্বর্গবাসী হয় তাদের বলা হবে সম্পূর্ণ পাস। ত্রেতাবাসীদের ফেল বলা হবে। তোমরা নরকবাসী থেকে স্বর্গবাসী হও। তা

নাহলে ফেল বলা হয়। জাগতিক দুনিয়ার পড়াশোনা তো দ্বিতীয়বার পড়া যায়। এতে দ্বিতীয় বছর পড়ার ব্যাপার নেই। জন্ম-জন্মান্তর, কল্প-কল্পান্তর এই একই পরীক্ষা পাস করতে হয় যা কল্প পূর্বে করেছে। এই ড্রামার রহস্যটি ভালো ভাবে বোঝা উচিত। অনেকে ভাবে আমরা চলতে পারবো না। বৃদ্ধ মানুষ হাত ধরে চালালে চলবে, নয়তো পড়ে যাবে। কিন্তু ভাগ্যে না থাকলে যতই জোর দাও ফুলে পরিণত করার, কিন্তু ফুল তৈরি হয় না। ধুতরা ফুলও তো ফুল। কাঁটা তো বিঁধে যায়।

বাবা কত বোঝান। গতকাল তোমরা যে শিবের পূজা করতে তিনিই আজ তোমাদের পড়াচ্ছেন। সব কথায় পুরুষার্থ করতেই জোর দিয়ে বলা হয়। দেখা যায় - মায়া ভালো ভালো ফুল স্বরূপ বাচ্চাদের নীচে ফেলে দেয়। হাড় ভেঙে দেয়, ফলে তাদের ট্রেটর বলা হয়। যে এক রাজধানী ছেড়ে অন্যতে চলে যায় তাদের ট্রেটর বলা হয়। বাবাও বলেন আমার কাছে জন হয়ে মায়ার কাছে ফিরে গেলে তাদেরও ট্রেটর বলা হয়। তাদের চাল চলন এমনই হয়ে যায়। এখন বাবা মায়ার কবল থেকে মুক্ত করতে এসেছেন। বাচ্চারা বলে - মায়া হল খুব প্রখর, নিজের দিকে টেনে নেয়। মায়া এমন যেন চুষ্ক। এই সময় চুষ্কের রূপ ধারণ করে। দুনিয়ায় কত সৌন্দর্য বেড়ে গেছে। আগেকার সময়ে এই বাইস্কোপ ইত্যাদির কি চল ছিল নাকি। এইসব ১০০ বছরে আবিষ্কার হয়েছে। বাবা তো হলেন অনুভাবী, তাইনা। সুতরাং বাচ্চাদের এই ড্রামার গুহ্য রহস্য ভালো ভাবে বোঝা উচিত, প্রতিটি বিষয় সঠিকভাবে নির্দিষ্ট রয়েছে। একশো বছরে যেন স্বর্গে পরিণত হয়েছে, বিপরীতে অভিনয় করার জন্য। তখন বোঝা যায় - এবারে স্বর্গের আগমন খুব শীঘ্রই হওয়ার আছে। বিজ্ঞানও অনেক কাজে লাগে। সায়েন্স তো হল খুব সুখ প্রদানকারী। সেই সুখ যাতে স্থায়ী হয় তার জন্য পুরানো দুনিয়ার বিনাশও হতে হবে। সত্যযুগের সুখ রয়েছে ভারতের ভাগ্যে। তারা তো আসেই পরে, যখন ভক্তিমার্গ শুরু হয়, যখন ভারতবাসীর পতন হয় তখন অন্য ধর্মের মানুষ নম্বর অনুসারে আসে। ভারত নীচে নামতে নামতে একবারে পতনের শেষ অধ্যায়ে এসে পড়েছে। পুনরায় উপরে উঠতে হবে। এখানেও উপরে ওঠে, নীচে নামে। কতবার যে পড়ে, তার ঠিক নেই। কেউ তো স্বীকার-ই করে না যে বাবা আমাদের পড়ান। ভালো সার্ভিসেবল বাচ্চারা, যাদের বাবা মহিমা করেন, তারাও মায়ার বশে বশীভূত হয়ে পড়ে। এমন যেন কুস্তির খেলা। মায়াও এমনভাবে লড়াই করে যে পুরো নীচে ফেলে দেয়। ভবিষ্যতে তোমরা বাচ্চারা সবই জানতে পারবে। মায়া পুরোপুরি শুইয়ে দেয়। তবুও বাবা বলেন একবার যদি কেউ জ্ঞান শোনে, তো স্বর্গে অবশ্যই আসবে। যদিও পদমর্যাদা কিছুই প্রাপ্ত হবে না। কল্প পূর্বে যে যেরকম পুরুষার্থ করেছে বা পুরুষার্থ করতে করতে পতিত হয়েছে তেমনই এখনও নীচে নামতে থাকে ও উপরে উঠতে থাকে। হার ও জিৎ আছে, তাইনা। সমস্ত কিছু নির্ভর করছে বাচ্চাদের স্মরণের উপরে। বাচ্চারা এই অসীম খাজানা প্রাপ্ত করেছে। তাদের তো লক্ষ টাকার দেউলিয়া হয়। কেউ লক্ষপতি অর্থাৎ ধনবান হয়, তাও এক জন্মের জন্য। দ্বিতীয় জন্মে কি তত ধন থাকবে নাকি। কর্মভোগও অনেক আছে। স্বর্গে কর্ম ভোগের কোনও কথা নেই। এই সময় তোমরা ২১ জন্মের জন্য কতখানি জমা করো। যারা সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করে, পুরো স্বর্গ লাভের অধিকারী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে। বুদ্ধিতে থাকা উচিত আমরা যথাযথভাবে স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত করি। এই চিন্তন করবে না যে আবার নীচে পতন হবে। ইনি সবচেয়ে নীচে নামেন এখন পুনরায় উপরে উঠতেই হবে। অটোমেটিক্যালি পুরুষার্থও হতে থাকে। বাবা বোঝান - দেখো, মায়া কতখানি প্রখর। মানুষের বুদ্ধিতে কত অজ্ঞানতা ভরে আছে, অজ্ঞানতার কারণে বাবাকেও সর্বব্যাপী বলে দেন। ভারত কত ফাস্টফ্রাস ছিল। তোমরা বুঝতে পারো আমরা এমন ছিলাম, এখন আবার অমন হচ্ছি। এই দেবতাদের কত মহিমা বর্ণনা হয়, কিন্তু তাদেরকে কেউই জানে না, তোমরা বাচ্চারা ছাড়া। তোমরাই জানো অসীম জগতের পিতা জ্ঞান সাগর এসে আমাদের পড়ান, তবু মায়া অনেককে সংশয়ে নিয়ে আসে। মিথ্যা কপট ছাড়ে না। তখন বাবা বলেন - নিজের প্রকৃত সত্য চাট লেখো। কিন্তু দেহ-অভিমান থাকার কারণে সত্য বলতে পারে না। তখন সেসবও বিকর্ম হয়ে যায়। সত্য বলা উচিত, তাইনা। নাহলে অনেক দন্ড ভোগ করতে হয়। গর্ভ রূপী জেলেও অনেক সাজা প্রাপ্ত হয়। তখন বলে, তওবা-তওবা আমরা আর এমন কাজ করব না। যখন কেউ দন্ড প্রাপ্ত করে তখনও এমন করেই ক্ষমা প্রার্থনা করে। সাজা মিললেও এমন করে। এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝেছ মায়ার রাজ্য কবে থেকে শুরু হয়েছে। পাপ কর্ম করতেই থাকে। বাবা দেখেন - এরা এত মিষ্টি এত কোমল হয় না। বাবা কতখানি কোমল হন শিশুর মতন, কারণ ড্রামা অনুসারে চলতে থাকেন। বলবেন যা হচ্ছে ড্রামার ভবিষ্যৎ। বুঝিয়েও দেন যে, ভবিষ্যতে এমন আর যেন না হয়। বাপদাদা একত্রে আছেন তাইনা। ব্রহ্মাবাবার নিজস্ব মতামত আছে, ঈশ্বরের আছে তাঁর নিজস্ব মতামত। বুঝতে হয় যে এই মতামত টি কে দিলেন ? ইনিও তো পিতা তাইনা। পিতার কথা তো অমান্য করতে নেই। বাবা হলেন বরিশ্ঠ, তাই বাবা বলেন এমন ভাবো যে শিববাবা বোঝাচ্ছেন। না বুঝলে পদ প্রাপ্তিও হবে না। ড্রামার প্ল্যান অনুযায়ী বাবাও আছেন, দাদা অর্থাৎ ব্রহ্মা বাবাও আছেন। বাবার শ্রীমং প্রাপ্ত হয়। মায়া এমন যে মহাবীর, যোদ্ধাদের দিয়েও কোনও না কোন উল্টো কর্ম করিয়ে দেয়। তখন বুঝে নেওয়া হয় বাবার মতানুযায়ী চলে না। নিজেরাও অনুভব করে, আমি অসুরী মতে চলি। শ্রীমং প্রদানকারী বাবা এসে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁরই হল ঈশ্বরীয় মত। শিববাবা নিজে বলেন এনার (ব্রহ্মাবাবার) এমন কোনো মত যদি প্রাপ্ত হয় সেই মতামত ঠিক করার জন্যও আমি বসে আছি। আমি

তো এই রথ ধারণ করেছি তাইনা। আমি এই রথ টি ধারণ করি তাই তো ইনি (ব্রহ্মাবাবা) কটু কথা (গালাগালি) শোনেন। তা নাহলে কখনও কটু কথা শোনেন নি। আমার জন্য কত কথা শুনতে হয়েছে। তাই এনার রক্ষণাবেক্ষণও করতে হয়। বাবা নিশ্চয়ই রক্ষা করেন। যেমনভাবে পিতা সন্তানদের রক্ষা করেন তাইনা। যত সত্যের পথে চলবে ততই রক্ষা হয়। মিথ্যার আশ্রয় নিলে রক্ষা হয় না। তাদের জন্য তো দন্ড নির্দিষ্ট থাকে। তাই বাবা বোঝান - মায়া তো নাক দিয়ে ধরে অর্থাৎ সম্পূর্ণ বশ করে শেষ করে দেয়। বাচ্চারা নিজেরা অনুভব করে মায়া গ্রাস করে তখন পড়াশোনা মিস হয়ে যায়। বাবা বলেন পড়াশোনা অবশ্যই করো। আচ্ছা, কার কোথায় দোষ আছে। এতে যে যেরকম করবে, সে ভবিষ্যতে সেরকম প্রাপ্ত করবে কারণ এখন দুনিয়া পরিবর্তন হচ্ছে। মায়া এমন আক্রমণ করে যে সেই খুশীর অনুভূতি থাকে না। তখন চিৎকার করে - বাবা, জানিনা কি হয়। যুদ্ধের ময়দানে খুব সাবধানে থাকতে হয় যাতে আক্রমণ না করতে পারে। তা সত্ত্বেও যারা খুব বলশালী হয় তারা অন্যদের পরাজিত করে। দ্বিতীয় দিনেও যুদ্ধ রাখা হয়। এই মায়ার লড়াই তো শেষ পর্যন্ত চলতেই থাকে। নীচে-উপরে হতে থাকে। অনেক বাচ্চারা সত্যি কথা বলে না। সম্মানের ভয় থাকে - না জানি বাবা কি বলবেন। যতক্ষণ সত্যি কথা বলবে না ততক্ষণ এগোতে পারবে না। অন্তরে বিঁধবে, তারপরে বৃদ্ধি পাবে। নিজের থেকে কখনোই সত্যি কথা বলবেনা। কোথাও দুইজন থাকলে ভাবলে অমুক বলে দিলে আমিও বলব। মায়া খুব প্রখর। তখন বুঝে নেওয়া হয় তাদের ভাগ্যে উঁচু পদ নেই তাই তো সার্জনের কাছে লুকায়। লুকিয়ে রাখলে রোগ নিরাময় হবে না। যত লুকিয়ে রাখবে ততই পতন হবে। ভূত তো সবার ভিতরেই আছে তাইনা। যতক্ষণ কর্মাতীত অবস্থা না হয়েছে, ততক্ষণ কুদৃষ্টিও দূর হয় না। সবচেয়ে বড় শত্রু হল কাম বিকার। অনেকে পতিত হয়। বাবা তো বার-বার বোঝান শিববাবা ব্যতীত কোনও দেহধারীকে স্মরণ করবে না। অনেকের এমন দৃঢ় নিশ্চয় যে, তারা অন্য কারো কথা স্মরণে আসে না। পতিরতা স্ত্রী যেমন হয়, তাদের কু-বুদ্ধি হয় না। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) আমাদের যিনি পড়ান তিনি স্বয়ং জ্ঞানের সাগর, অসীম জগতের পিতা, এতে কখনও সংশয় আনবে না, মিথ্যা কপট ত্যাগ করে নিজের সত্য প্রকৃত চাট রাখতে হবে। দেহ-অভিমাণে এসে কখনও বিশ্বাসঘাতক হবে না।

২) ড্রামার কথা বুদ্ধিতে রেখে বাবার মতন খুব-খুব মধুর নম্র হয়ে থাকতে হবে। নিজের অহংকার দেখাবে না। নিজের মতামত ত্যাগ করে এক বাবার শ্রেষ্ঠ মতানুসারে চলতে হবে।

বরদানঃ- সাথীকে সদা সঙ্গে রেখে সহযোগের অনুভবকারী কন্সাইন্ড রূপধারী ভব*
ব্যাখ্যা: সদা "তুমি ও বাবা" এমন কন্সাইন্ড থাকো যে কেউ যেন আলাদা না করতে পারে। কখনও নিজেকে একাকী ভাববে না। বাপদাদা হলেন অবিনাশী সঙ্গ প্রদানকারী তোমাদের সবার সাথী। বাবা বললে আর বাবা হাজির। আমরা বাবার, বাবা আমাদের। বাবা তোমাদের প্রতিটি সেবায় সহযোগ দেবেন শুধুমাত্র নিজের কন্সাইন্ড স্বরূপের আত্মিক নেশায় থাকো।

স্লোগানঃ- সেবা এবং স্ব উন্নতি এই দুইয়ের ব্যালান্স থাকলে সদা সফলতা প্রাপ্ত হতেই থাকবে ।*

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এই সময় নিরাকার বাবা সাকার শরীরে প্রবেশ করে তোমাদের সুসজ্জিত করে তোলেন, তিনি একা এ কাজ করেন না"

প্রশ্ন:- তোমরা বাচ্চারা স্মরণের যাত্রায় কেন বসো?

উত্তর:- ১) কেননা তোমরা জানো, এই স্মরণ দ্বারা আমাদের আয়ু বৃদ্ধি পায়, আমরা নিরোগী হয়ে উঠি। ২) স্মরণ করলে আমাদের পাপ বিনষ্ট হতে থাকে, আমরা খাঁটি সোনায়ে পরিণত হই। আত্মা থেকে রজো, তমো গুণী খাদ বেরিয়ে গিয়ে কাঞ্চন (পবিত্র) হয়ে ওঠে। ৩) স্মরণ দ্বারাই তোমরা পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে পারবে। ৪) তোমরা সুসজ্জিত (জ্ঞানের দ্বারা) হয়ে উঠবে। ৫) তোমরা বিত্তবান হয়ে যাবে, এই স্মরণই তোমাদের পদ্মগুণ ভাগ্যশালী করে তোলে।

ওম্ শান্তি। আত্মিক বাচ্চাদের আত্মিক পিতা বোঝাচ্ছেন, এখানে বসে তোমরা কি করছ? এমন নয় যে, শুধু শান্তিতে বসে আছে। অর্থ বুঝে জ্ঞান যুক্ত অবস্থায় বসে আছে। বাচ্চারা, তোমাদের জ্ঞান আছে বাবাকে আমরা কেন স্মরণ করি। বাবা আমাদের দীর্ঘায়ু করে তোলেন। বাবাকে স্মরণ করলে আমাদের পাপ কেটে যাবে। আমরা খাঁটি সোনা হয়ে সত্যপ্রধান হয়ে যাব। তোমাদের কতরকম ভাবে সুসজ্জিত করে তোলা হয়। তোমরা দীর্ঘায়ু হয়ে ওঠো। আত্মা কাঞ্চন (পবিত্র) হয়ে যায়। এখন আত্মার মধ্যে খাদ পড়ে গেছে। স্মরণের যাত্রা দ্বারা ঐসব খাদ যা রজো-তমোগুণী হয়ে সঞ্চিত হয়ে আছে সব বেড়িয়ে যাবে। এতোটাই তোমরা লাভবান হও। তারপর আয়ু ও বৃদ্ধি পায়। তোমরা স্বর্গের নিবাসী হয়ে বিত্তবান হয়ে যাবে। তোমরা পদ্মগুণ ভাগ্যশালী হয়ে উঠবে সেইজন্যই বাবা বলেন মন্মুনাভব, মামেকম স্মরণ কর। একথা কোনও দেহধারীর জন্য বলেন না। বাবার তো শরীর নেই। তোমাদের আত্মা ও নিরাকার। বারবার জন্ম নিতে নিতে পরশ বুদ্ধি থেকে পাথর বুদ্ধি হয়ে গেছে। এখন আবার কাঞ্চন হতে হবে। তোমরা এখন পবিত্র হয়ে উঠছ। জল দিয়ে স্নান তো জন্ম-জন্মান্তর ধরে করে আসছ, ভেবেছ আমরা এতেই পবিত্র হয়ে যাব কিন্তু পবিত্র হওয়ার পরিবর্তে আরও পতিত হয়ে লোকসানের মুখে পড়েছ, কেননা এ হলো মিথ্যে মায়া, সবার মধ্যে মিথ্যে বলার সংস্কার। বাবা বলেন, আমি তোমাদের পবিত্র করে দিয়ে যাই, তারপর তোমাদের পতিত কে করে তোলে, এখন তোমরা অনুভব করছ, তাইনা, কত গঙ্গা স্নান করে এসেছ কিন্তু পবিত্র হতে পারনি। পবিত্র হয়ে তবেই তো পবিত্র দুনিয়াতে যেতে পারবে। শান্তিধাম আর সুখধাম হলো পবিত্র ধাম। এ তো হলো রাবণের দুনিয়া, একে দুঃখধাম বলা হয়। এ তো সহজেই বোঝার বিষয় তাইনা! এর মধ্যে মুশকিলের কিছুই নেই, না কাউকে বোঝান মুশকিল। যার সাথেই দেখা হবে শুধুমাত্র তাকে এটা বলা যে, নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো। আত্মাদের পিতা হলেন পরমপিতা পরমাত্মা শিব। প্রত্যেক শরীরের আলাদা- আলাদা পিতা হয় কিন্তু আত্মাদের পিতা একজনই বাবা। কত সুন্দর ভাবে বুঝিয়ে বলেন আর হিন্দিতেই বোঝান (যাতে বুঝতে সুবিধা হয়, অন্য কোনো আঞ্চলিক ভাষায় বললে সকলে বুঝবে না)। হিন্দি ভাষাই হলো প্রধান (যেহেতু অনেকে বোঝে)। তোমরা পদ্মগুণ ভাগ্যশালী তো এই দেবী-দেবতাদেরই বলবে, তাইনা! এরা কত ভাগ্যশালী! এটা কেউ-ই জানে না যে এরা স্বর্গের মালিক কিভাবে হয়েছেন। এখন বাবা এসে তোমাদের একথা শোনাচ্ছেন। তোমরাও বুঝতে পেরেছ আমরা সহজ রাজযোগ দ্বারা পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে এমন হয়ে উঠি। এখন হলো পুরানো দুনিয়া আর নতুন দুনিয়ার সঙ্গম। তারপর তোমরা নতুন দুনিয়ার মালিক হয়ে যাবে। এখন বাবা শুধু এটাই বলেন দুটো শব্দ অর্থ সহ (অর্থাৎ মানে বুঝে) স্মরণ করো। গীতায় আছে "মন্মুনাভব"। শব্দ তো পড়ে কিন্তু অর্থ কিছুই জানেনা। বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করো, কেননা আমিই পতিত-পাবন, আর কেউ এমনটা বলতে পারে না। বাবাই বলেন আমাকে স্মরণ করলে তোমরা পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়াতে চলে যেতে পারবে। সর্বপ্রথম তোমরা সত্যপ্রধান ছিলে, তারপর পুনর্জন্ম নিতে নিতে তমোপ্রধান হয়ে গেছে। এখন ৮৪ জন্মের পর আবার তোমরা নতুন দুনিয়ার দেবতা হতে যাচ্ছে।

রচয়িতা আর রচনা দুই-ই এখন তোমরা জেনেছ। সুতরাং তোমরা এখন আত্মিক। পূর্বে জন্ম-জন্মান্তর তোমরা নাস্তিক ছিলে। এইসব যা বাবা এসে শোনান আর কেউ-ই জানে না। যেখানেই যাও না কেন, কেউ তোমাদের এসব কথা শোনাতে না। *এখন দুজন বাবাই (শিববাবা, ব্রহ্মা বাবা) তোমাদের সুসজ্জিত করে তুলছেন। প্রথমে তো বাবা একা ছিলেন। শরীর ছিল না। উপরে বসে তোমাদের সুসজ্জিত করা সম্ভব ছিল না। বলা হয় না -- ১আর ২ মিলে ১২ হয়, এখানে প্রেরণা বা শক্তি ইত্যাদির কোনও কথা আসে না। উপর থেকে প্রেরণা দ্বারা মিলিত হওয়া যায় না। নিরাকার যখন সাকার

শরীরের আধার নেন, তখনই তোমাদের সুসজ্জিত করে তোলেন* ।

তোমরা বুঝেছ- বাবা আমাদের সুখধামে নিয়ে যান । ড্রামার প্ল্যান অনুসারে বাবা বাঁধা, উনি বাচ্চাদের প্রতি কর্তব্য করে থাকেন । প্রতি ৫ হাজার বছর পরে তিনি আসেন বাচ্চারা, তোমাদের জন্য । এই যোগবল দ্বারা তোমরা কত কাঙ্ক্ষন তুল্য হয়ে ওঠো । আত্মা আর শরীর দুই-ই কাঙ্ক্ষন হয়ে ওঠে, তারপর ছিঃ ছিঃ হয়ে পড়ে । এখন তোমরা সাক্ষাত্কার করছো- এই পুরুষার্থ দ্বারা এমনভাবে সুসজ্জিত হয়ে উঠবো । সত্যযুগে ক্রিমিনাল দৃষ্টি হয়না । সমস্ত অঙ্গ আবৃত (ঢাকা) থাকে । এখানে দেখো ছিঃ ছিঃ কথাবার্তা রাবণ রাজ্যেই শেখে । এই লক্ষী-নারায়ণের পোশাক দেখো কত চমত্কার । এখানে সবাই দেহ-অভিমাত্রী । ওদের সৌন্দর্য প্রাকৃতিক । বাবা তোমাদের এমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সুন্দর করে তোলেন । আজকাল তো খাঁটি গয়না কেউ পড়তেও পারেনা । কেউ পড়লেও তো লুট হয়ে যায় । সত্যযুগে ওসব হয়না । এমন বাবাকে তোমরা পেয়েছ যিনি ছাড়া তোমরা এমন হতে পারবে না । অনেকেই বলে আমি তো ডায়রেট শিববাবার কাছ থেকেই গ্রহণ করি । কিন্তু উনি কিভাবে দেবেন, চেষ্টা করে দেখ ডায়রেট চাও । দেখো পাছ কিনা । এমন অনেকে বলে থাকে- আমি তো শিববাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করব, ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করার কি দরকার আছে। শিববাবা প্রেরণার মাধ্যমে আমাদের কিছু দেবেন । ভালো-ভালো পুরানো বাচ্চাদের ও মায়া এইভাবে কামড়ে ধরে । একজন কি করবে । *বাবা বলেন আমি একা কিভাবে যাব ? মুখ ছাড়া কথা বলব কি করে । মুখের-ই তো গায়ন আছে না ! গোমুখ থেকে অমৃত নেওয়ার জন্য কত ধাক্কা খায় । তারপর শ্রী নাথ দ্বারা গিয়ে দর্শন করে, কিন্তু শ্রীনাথ দর্শন করে কি হবে । একে বলে ভূতপূজা । ওর মধ্যে আত্মা তো থাকে না । ৫ তন্ত্র দিয়ে পুতুল তৈরি করে রেখেছে অর্থাৎ মায়াকে স্মরণ করা হলো। ৫ তন্ত্র হল প্রকৃতি, তাইনা । তাকে স্মরণ করলে কি হবে ? প্রতিটি পদার্থই প্রকৃতির আধারে তৈরি হয়। সেখানে সত্বোপধান প্রকৃতি এখানে হলো তমোপধান প্রকৃতি । বাবাকে সত্বোপধান প্রকৃতির আধার কখনোই নিতে হয় না । এখানে তো সত্বোপধান প্রকৃতি পাওয়া সম্ভব নয়। বাবা বলেন এই যত সাধু-সন্ত আছে সবাইকে উদ্ধার আমাকেই করতে হয় । আমি নিবৃত্তি মার্গে কখনোই আসিনা । এটা হলো প্রবৃত্তি মার্গ । সবাইকে বলি পবিত্র হও* । সত্যযুগে নাম-রূপ ইত্যাদি সবকিছু বদলে যায়, সুতরাং বাবা বুঝিয়ে বলেন, দেখো এই নাটক কিভাবে তৈরি হয়েছে । একজনের চেহারা অন্যজনের সাথে মিলবে না। কোটি কোটি মানুষ, সবার চেহারা আলাদা । যতই কেউ কিছু করুক না কেন একজনের সাথে অন্যজনের চেহারা কিছুতেই মেলাতে পারবে না । একেই বলে ভাগ্য, একেই বলে চমত্কার । স্বর্গকে ওয়ান্ডার বলা হয়, তাই না! কত সুন্দর, মায়ার ৭ ওয়ান্ডার (সপ্তম আশ্চর্য), বাবার এক ওয়ান্ডার । ঐ ৭ ওয়ান্ডারকে দাঁড়িপাল্লার একদিকে রাখো, আর অপর প্রান্তে এই ওয়ান্ডার (বাবার) রাখো, তাও দেখবে পাল্লার এইদিক (বাবার ওয়ান্ডার) ভারী হয়ে গেছে । একদিকে জ্ঞান, অন্যদিকে ভক্তিকে রাখো, দেখবে জ্ঞানের পাল্লা ভারী হয়ে গেছে । এখন তোমরা বুঝেছ ভক্তি শেখানোর জন্য প্রচুর মানুষ রয়েছে । জ্ঞান প্রদান করার জন্য একজনই আছেন তিনি বাবা । সুতরাং বাবা বসে বাচ্চাদের পড়ান এবং সুসজ্জিত করে তোলেন। বাবা বলেন পবিত্র হও । বাচ্চারা বলে ওঠে — না, আমরা পবিত্র হব না । গরুড় পুরাণেও বিষয় বৈতরণী নদী দেখানো হয়েছে না ! কুমির, কচ্ছপ, সর্প ইত্যাদি সব একে অপরকে কামড়াচ্ছে । বাবা বলেন, তোমরা কত ধনহীন হয়ে পড়ো। তোমরা বাচ্চাদেরই বাবা এসে বোঝান বাইরে কাউকে এভাবে সোজাসুজি বললে বিগড়ে যাবে । বড় যুক্তি দিয়ে বোঝাতে হয় । কিছু বাচ্চাদের কথাবার্তা বলার কোনও ধারণাই থাকে না । ছোট বাচ্চারা খুব ইনোসেন্ট হয়, সেইজন্য ওদের মহাত্মা বলা হয় । কোথায় কৃষ্ণ মহাত্মা, কোথায় এই সন্ন্যাসী। যাদের প্রবৃত্তি মার্গের মানুষ মহাত্মা বলে । সত্যযুগ ব্রহ্মচার দ্বারা তৈরি হয় না । তাকে বলে শ্রেষ্ঠাচারী । এখন তোমরা শ্রেষ্ঠাচারী হয়ে উঠছ । বাচ্চারা জানে এখানে বাপদাদা দুজন একত্রে আছেন, নিশ্চয়ই তবে সুন্দর ভাবে সুসজ্জিত করে তুলবেন । সবারই মনে তখন হবে, যিনি এই বাচ্চাদের এভাবে সুসজ্জিত করে তুলেছেন আমরাও যাই তাঁর কাছে । সেইজন্যই তোমরা এখানে আস রিফ্রেশ হতে । মন চেষ্টা করে, বাবার কাছে আসার।

যে সম্পূর্ণ নিশ্চয় বুদ্ধি হবে সে বলবে মারধর করো বা যা কিছুই করো না কেনো, আমি কখনোই সাথ ছাড়ব না । কেউ তো বিনা কারণেই ছেড়ে চলে যায় । এটাও ড্রামার খেলা যা পূর্বেই তৈরি হয়ে আছে । বাবা জানেন এ রাবণের বংশের । কল্পে-কল্পে এমনটাই হয়ে আসছে । তারপরও কেউ চলে আসে । বাবা বোঝান, হাত ছেড়ে দিলে পদ কম হয়ে যাবে । সামনে আসে, প্রতিজ্ঞা করে -- আমরা এমন বাবাকে কখনও ছেড়ে চলে যাব না । কিন্তু মায়া রূপী রাবণও কম নয় । ঝট করে নিজের দিকে টেনে নিয়ে আসে । তারপর আবার সামনে এলে তাকে বোঝানো হয়। বাবা লার্ট দিয়ে তো মারবেন না । বাবা তারপরও ভালোবেসে বোঝান, তোমাকে মায়া গ্রহ গ্রাস করতে যাচ্ছিল, ভালো হয়েছে যে বেঁচে ফিরে এসেছ । ঘায়েল হলে পদ কম হয়ে যাবে । যে সব সময়ের জন্য একরস স্থিতিতে থাকবে সে কখনোই টলবে না। কখনও হাত ছাড়বে না । এখান থেকে বাবাকে ছেড়ে আবারও মায়া রাবণের ফাঁদে পড়লে মায়া আরও তীব্র ভাবে গ্রাস করবে। বাবা বলেন,

তোমাদের কত ভাবে সুসজ্জিত করে তুলি। বোঝানো হয় ভালভাবে চলো। কাউকে দুঃখ দিয়ো না। রক্ত দিয়েও লিখে দেয় অনেকে তারপর যেমনকার ঠিক তেমনটাই হয়ে যায়। মায়া ভীষণ শক্তিশালী। কান-নাক ধরে ভীষণ ভাবে যন্ত্রণা দেয়। এখন তোমাদের জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রদান করছি সুতরাং ক্রিমিনাল (কুদৃষ্টি) দৃষ্টি হওয়া কখনোই উচিত নয়। বিশ্বের মালিক হতে গেলে কিছু পরিশ্রম তো করতেই হবে না! এখন তোমাদের আত্মা আর শরীর দুটোই তমোপ্রধান হয়ে গেছে। খাদ পড়ে গেছে। এই খাদকে মিটাবার জন্য বাবা বলেন আমাকে স্মরণ কর। তোমরা বাবাকে স্মরণ করতে পার না, লজ্জা হয় না তোমাদের? স্মরণ না করলে মায়ার ভূত তোমাদের গ্রাস করে নেবে। তোমরা কত নিকৃষ্টতম হয়ে গেছে, রাবণ রাজ্যে এমন একজন ও নেই যে বিনা বিকারে জন্মগ্রহণ করেছে। সত্যযুগে এইরকম বিকারের কোনও নামগন্ধই নেই, কারণ রাবণ-ই নেই। রাবণ রাজ্য শুরু হয় দ্বাপর থেকে। পবিত্র করে তোলেন এক বাবাই। বাবা বলেন, বাচ্চারা এই একটা জন্মই তোমাদের পবিত্র হতে হবে তারপর বিকারের কোনও বিষয়ই থাকবে না। ওটা হলো নির্বিকারী দুনিয়া। তোমরা জান এরা পবিত্র দেবী-দেবতা ছিল তারপর ৮৪ জন্ম নিতে নিতে নীচে নেমে এসেছে। এখন পতিত হয়ে আহ্বান করে বলে শিববাবা আমাদের এই পতিত দুনিয়া থেকে মুক্ত কর। এখন যখন বাবা এসেছেন তখন তোমরা বুঝতে পেরেছ এসব পতিত কর্ম, আগে বুঝতে না কারণ তোমরা রাবণ রাজ্যে ছিলে। এখন বাবা বলেন সুখধামে যেতে হলে ছি-ছি হওয়া ছাড়া। অর্ধকল্প ধরে তোমরা নিকৃষ্ট হয়ে আছ, মস্তকে পাপের বোঝা সঞ্চিত হয়ে আছে আর তোমরা গালিগালাজ ও করেছে অনেক। বাবাকে গালিগালাজ করলে অনেক পাপ সঞ্চিত হয়, এটাও ড্রামার ভূমিকা।

তোমাদের আত্মাও ৮৪ বার ভূমিকা পালন করার নিমিত্ত হয়েছে, সুতরাং সেই ভূমিকা পালন করতেই হবে। প্রত্যেককে নিজ-নিজ ভূমিকা পালন করতে হবে, তবে তোমরা কাল্পনিক করছ কেন। সত্যযুগে কেউ কাল্পনিক করে না। জ্ঞানের দশা সম্পূর্ণ হলেই আবার কাল্পনিক, মারামারি শুরু হয়ে যায়। মোহজীত হওয়ার কথা তোমরা শুনেছ। এটা তো একটা মিথ্যে দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে। সত্যযুগে কারও অকাল মৃত্যু হয়না। মোহজীত করে তুলতে পারেন একমাত্র বাবা। পরমপিতা পরমাত্মার তোমরা উত্তরাধিকারী, যিনি তোমাদের বিশ্বের মালিক করে তোলেন। নিজেকে জিজ্ঞাসা কর আমরা আত্মারা কি ওঁনার উত্তরাধিকারী? শরীরের পড়াশোনায় কিছুই নেই। এখন তো পতিত মানুষদের মুখ দেখাও উচিত নয়, এমনকি বাচ্চাদের ও দেখানো উচিত নয়। বুদ্ধি দিয়ে সবসময় মনে রাখতে হবে আমরা সঙ্গম যুগে আছি। এক বাবাকেই স্মরণ করি, অন্য সবাইকে দেখেও দেখি না। আমরা নতুন দুনিয়াকেই দেখি। আমরা দেবতা হয়ে উঠছি, ঐ নতুন সম্বন্ধকেই দেখি। পুরানো সম্বন্ধ দেখেও দেখি না। এসবই ভ্রমীভূত হয়ে যাবে। একা এসেছিলাম একাই ফিরে যাব। বাবা একবারই আসেন সাথে করে নিয়ে যেতে। একে শিববাবার বরযাত্রী বলা হয়। সবাই শিববাবার সন্তান। বাবা বিশ্বের বাদশাহী দেন, মানুষ থেকে দেবতা করে তোলেন। আগে বিষ নির্গত হতো এখন অমৃত উচ্চলে পড়ছে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) নিজেকে সঙ্গম যুগ নিবাসী মনে করে চলতে হবে। পুরানো সম্বন্ধ দেখেও না দেখার ভান করে থাকতে হবে। বুদ্ধিতে যেন থাকে একাই এসেছিলাম, একাই যেতে হবে।

২) আত্মা আর শরীর দুই-ই কাঞ্চন তুল্য করে তোলার জন্য জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র দ্বারা দেখার অভ্যাস করতে হবে। কু-দৃষ্টিকে সমাপ্ত করতে হবে। জ্ঞান আর যোগ দ্বারা নিজেকে সুসজ্জিত করে তুলতে হবে।

বরদান:- বাবার ছত্রছায়ায় সদা আমোদ অনুভব করতে আর অন্যদেরও করাতে সমর্থ বিশেষ আত্মা ভব*
যেখানে বাবার ছত্রছায়া আছে সেই স্থান মায়ার থেকে সবসময় নিরাপদ। ছত্রছায়ার ভিতরে মায়া প্রবেশ করতে পারে না, পরিশ্রম থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। কেননা পরিশ্রম আনন্দের অনুভব করতে দেয় না। ছত্রছায়ার নীচে থাকা বিশেষ আত্মারা এই উচ্চ স্তরের ঈশ্বরীয় পাঠ পড়েও আনন্দে থাকে। কেননা তারা নিশ্চিত যে আমরা কল্প-কল্প বিজয়ী হয়েছি, সফলতা অর্জন করেছি। সুতরাং সবসময় আনন্দে থাকো আর অন্যদেরও আনোদে থাকার সন্দেশ দিতে থাকো। এটাই হল সেবা।

স্লোগান:- যে ড্রামার রহস্যকে জানে না, সেই নারাজ অর্থাৎ হতাশ হয়ে যায়*।

"মিষ্টি বাচ্চারা - সঙ্গম যুগ হল ভাগ্যবান হওয়ার যুগ, এই সময়ে তুমি যতটা চাও ততটাই নিজের ভাগ্যের নক্ষত্রকে ঝলমল করাতে পারো"

প্রশ্ন:- নিজের পুরুষার্থকে তীব্র করার সহজ সাধন কি?

উত্তর:- বাবাকে অনুসরণ করতে থাকো, তাহলেই পুরুষার্থ তীব্র হয়ে যাবে। বাবাকেই দেখো, মাতা তো গুপ্ত আছে। বাবাকে অনুসরণ করলেই বাবার সমান শ্রেষ্ঠ হয়ে যাবে। এই জন্য সঠিকভাবে অনুসরণ করতে থাকো।

প্রশ্ন:- বাবা কোন্ বাচ্চাদের বুদ্ধি মনে করেন?

*উত্তর:- যে বাচ্চা বাবার সাথে মিলন করার পরও খুশিতে থাকে না - সে তো বুদ্ধিই হল, তাইনা। এইরকম বাবা যিনি বিশ্বের মালিক বানাচ্ছেন, তাঁর সন্তান হওয়ার পরও যদি খুশি না আসে তবে তো তাকে বুদ্ধি বলা হবে, তাইনা।

ওম্ শান্তি। মিষ্টি-মিষ্টি তোমরা বাচ্চারা হলে ভাগ্যবান নক্ষত্র। তোমরা জানো যে আমরা শান্তিধামকেও স্মরণ করি, বাবাকে স্মরণ করি। বাবাকে স্মরণ করলে আমরা পবিত্র হয়ে ঘরে ফিরে যাবো। এখানে বসে এই স্মরণ করতে থাকো তাইনা। বাবা আর অন্য কোন কষ্ট দেন না। জীবনমুক্তিকে তো কেউ জানেই না। তারা তো সব পুরুষার্থ করে মুক্তির জন্য, কিন্তু মুক্তির অর্থ বোঝে না। কেউ বলে আমি ব্রহ্মতে লীন হয়ে যাব, পুনরায় এই জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আর আসবো না। কিন্তু তার এটা জানা নেই যে আমাদেরকে এই জন্ম-মৃত্যুর চক্রে অবশ্যই আসতে হবে। এখন তোমরা বাচ্চারা এই সমস্ত কথাকে বুঝতে পারো। তোমাদের বাচ্চাদের এই বিষয়ে জ্ঞান আছে যে আমরা হলাম স্বদর্শন চক্রধারী ভাগ্যবান নক্ষত্র। লাকি বলা হয় ভাগ্যবানকে। এখন তোমাদের বাচ্চাদেরকে ভাগ্যবান তৈরি করছেন এক বাবা-ই। যেরকম বাবা সেরকমই তাঁর সন্তানরা তৈরি হয়। কোন বাবা ধনী হয়, আবার কোন বাবা গরীবও হয়। তোমরা বাচ্চারা এটা জানো যে আমরা এখন অসীম জগতের বাবাকে পেয়েছি, যে যতটা ভাগ্যবান হতে চায় সে হতে পারে, যত পরিমাণ ধনী হতে চায় সে হতে পারে। বাবা বলেন যে, যা কিছু চাই সেটা পুরুষার্থের দ্বারা প্রাপ্ত করো। সমস্ত কিছুই পুরুষার্থের উপর নির্ভরশীল। পুরুষার্থ করে যত উঁচু পদ নিতে চাও, নিতে পারো। সর্বশ্রেষ্ঠ পদ হলো এই লক্ষ্মী-নারায়ণ। স্মরণের চার্টও অবশ্যই রাখতে হবে, কেননা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান অবশ্যই হতে হবে। বুদ্ধি হয়ে এইভাবে বসে যেওনা। বাবা বোঝাচ্ছেন যে, পুরানো দুনিয়া এবার নতুন হতে চলেছে। বাবা আসেন-ই নতুন সতোপ্রধান দুনিয়াতে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তিনি হলেন অসীম জগতের বাবা, অসীম জগতের সুখদাতা। তিনি বোঝান যে, সতোপ্রধান হলেই তোমরা অসীম জগতের সুখ প্রাপ্ত করতে পারবে। কেবল সতঃ হলে কম সুখ। রজঃ হলে তো তার থেকেও কম সুখ। সমস্ত হিসাব বাবা বলে দেন। অগণিত ধন তোমরা প্রাপ্ত করো, অসীম সুখ প্রাপ্ত করো। অসীম জগতের বাবার থেকে আশীর্বাদ প্রাপ্ত করা আর অন্য কোন উপায় নেই, এক বাবার স্মরণ ছাড়া। যত বাবাকে স্মরণ করবে, স্মরণের দ্বারা আপনা হতেই দৈবগুণ ধারণ হয়ে যাবে। সতোপ্রধান হওয়ার জন্য দৈবগুণও অবশ্যই প্রয়োজন। নিজের নিরীক্ষণ নিজেকেই করতে হবে। যত শ্রেষ্ঠ পদ নিতে চাও নিতে পারো, নিজের পুরুষার্থের দ্বারা। শিক্ষক তো বসেই আছেন। বাবা বলেন প্রতিকল্পে তোমাদেরকে এই ভাবেই আমি বোঝাই। শব্দ তো কেবল দুটি - "মন্মথ ভব আর মধ্যাজী ভব"। অসীম জগতের বাবাকে চিনতে পারো। সেই অসীম জগতের বাবা-ই অসীম জগতের জ্ঞান দান করেন। পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার রাস্তাও সেই অসীম জগতের বাবা-ই বলে দেন। তাই বাবা যা কিছু বোঝাচ্ছেন সেসব কোনো নতুন কথা নয়। গীতাতে যা কিছু লেখা আছে তা আটাতে এক চিমটে লবণের সমান। নিজেকে আত্মা মনে করো। দেহের সব ধর্ম ভুলে যাও। তোমরা অনাদি কালে অশরীরী ছিলে, এখন অনেক মিত্র সম্বন্ধীর বন্ধনে এসে গেছো। সবাই হলো তমোপ্রধান। এখন পুনরায় তোমাদের সতোপ্রধান হতে হবে। তোমরা জেনে গেছ যে তমোপ্রধান থেকে পুনরায় আমরা সতোপ্রধান হচ্ছি। এই মিত্র সম্বন্ধী আদিও সব পবিত্র হবে। যতটা যে কল্পের আদিতে সতোপ্রধান হয়েছিল, ততটাই পুনরায় হবে। তাদের পুরুষার্থ-ই সেইরকম হবে। এখন অনুসরণ কাকে করতে হবে। গায়ন আছে "ফুলো ফাদার"। যেরকম এই বাবাকে স্মরণ করো, পুরুষার্থ করো, এঁনাকে অনুসরণ করো। পুরুষার্থ তো বাবা-ই করিয়ে নেন। তিনি তো নিজে পুরুষার্থ করেন না, তিনি পুরুষার্থ করিয়ে নেন। আবার বলেন, মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা বাবাকে স্মরণ করো। গুপ্ত মাতা-পিতা আছেন তাইনা। মাতা গুপ্ত আছেন, পিতাকে তো দেখা যায়। এটাই খুব ভালো করে বুঝতে হবে। এইরকম শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত করার জন্য বাবাকে খুব ভালো ভাবে স্মরণ করো, যেরকম এই বাবাও স্মরণ করেন। এই বাবা-ই সব থেকে শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত করবেন। উনি খুব শ্রেষ্ঠ ছিলেন, ওঁনার অনেক জন্মের অন্তিম জন্মে আমি এসে

প্রবেশ করি। এটাই ভালো ভাবে স্মরণ করো, ভুলে যেও না। মায়া অনেককেই ভুলিয়ে দেয়। তোমরা বলো যে আমরা নর থেকে নারায়ন হচ্ছি, তার জন্য বাবা যুক্তি বলে দেন। কিভাবে তোমরা হতে পারো। এটাও তো জানো যে সবাই সঠিকভাবে অনুসরণ করে না। তোমাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাবা বলে দেন - বাবাকে অনুসরণ করো। এখনকার-ই গায়ন আছে। বাবাও এখন তোমাদের বাচ্চাদেরকে জ্ঞান প্রদান করেন। সন্ন্যাসীদের অনুগামী বলা হয় কিন্তু সেটা তো ভুল তাইনা, অনুসরণ করেই না। তারা সব হলো ব্রহ্ম জ্ঞানী, তত্ত্ব জ্ঞানী। তাদেরকে ঈশ্বর জ্ঞান প্রদান করেন না। তত্ত্ব অথবা ব্রহ্মজ্ঞানী বলে নিজেদের পরিচয় দেয়। কিন্তু তত্ত্ব অথবা ব্রহ্ম তাদেরকে জ্ঞান প্রদান করে না, সে সব তো হলো শাস্ত্রের জ্ঞান। এখানে তোমাদেরকে বাবা জ্ঞান প্রদান করেন, যাঁকে জ্ঞানের সাগর বলা হয়। এটা ভালোভাবে নোট করো। তোমরা ভুলে যাও, এটা হল হৃদয়ের মধ্যে ভালোভাবে ধারণ করার মতো কথা। বাবা প্রত্যেকদিন বলেন, মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা, নিজেকে আত্মা মনে করে আমাকে অর্থাৎ এক বাবাকে স্মরণ করো, এখন বাড়ি ফিরে যেতে হবে। পাপীরা তো ফিরে যেতে পারবে না। পবিত্র এই যোগবলের দ্বারা হতে হবে কিংবা শাস্তি ভোগ করে বাড়ি ফিরে যেতে হবে। প্রত্যেকের হিসেব-নিকেশ সমাপ্ত অবশ্যই করতে হবে। বাবা বুঝিয়েছেন যে তোমরা আত্মারা প্রকৃতপক্ষে পরমধামবাসী ছিলে, পুনরায় এখানে সুখ আর দুঃখের অভিনয় করতে আসো। সুখের সময় হলো রামরাজ্যে আর দুঃখের সময় হলো রাবণ রাজ্যে। রামরাজ্য স্বর্গ কে বলা হয়, সেখানে সম্পূর্ণ সুখ আছে। গীতও আছে স্বর্গবাসী আর নরকবাসী। তাহলে এটা ভালোভাবে ধারণ করতে হবে। যত-যত তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে থাকবে, ততই অন্তরে খুশি আসতে থাকবে। যখন রজো তে দ্বাপরে ছিলে, তখনও তোমাদের খুশী ছিল। তোমরা তখন এতটা দুঃখী বিকারী ছিলে না। এখানে তো এখন সবাই বিকারী এবং দুঃখী হয়ে গেছে। তুমি তোমার বয়ঃজ্যেষ্ঠদের দেখো, কিরকম বিকারী এবং মদাসক্ত আছে। মদ খুব খারাপ জিনিস। সত্যযুগে তো সবাই শুদ্ধ আত্মা থাকবে তারপর নিচে নামতে-নামতে একদম ছি-ছি হয়ে যায় এইজন্য একে দুঃখদায়ী নরক বলা হয়। মদ এমনই এক জিনিস যা ঝগড়া, মারামারি, ক্ষতি করতে দেবী করে না। এই সময় মানুষের বুদ্ধি একদম ভ্রষ্ট হয়ে গেছে। মায়া খুব খারাপ আছে। বাবা হলেন সর্বশক্তিমান, সুখ দাতা। অন্যদিকে মায়া অনেক দুঃখ দেয়। কলিযুগে মানুষদের অবস্থা দেখো কিরকম হয়ে গেছে, একদম জর্জরিত হয়ে যায়। কিছুই বোঝেনা, যেন পাথর বুদ্ধি। এটাও নাটক তাইনা। কারোর ভাগ্যতে না থাকলে এইরকমই বুদ্ধি হয়ে যায়। বাবা জ্ঞান তো খুব সহজ দেন। বাচ্চা-বাচ্চা বলে বোঝাতে থাকেন। মাতারাও বলে যে, আমার পাঁচটি লৌকিক সন্তান আর একটি পারলৌকিক সন্তান। যিনি আমাকে সুখধামে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছেন। বাবাও বোঝেন তো বাচ্চারাও বোঝে। জাদুগর তাইনা। বাবা জাদুগর তো বাচ্চারাও জাদুগর হয়ে গেছে। বলা হয় বাবা আমাদের বাচ্চাও আছেন। তাহলে বাবাকে অনুসরণ করে এই রকম হওয়া চাই। স্বর্গতে এঁনার রাজ্য ছিল তাই না। শাস্ত্রতে এসব কথা লেখা নেই। এই ভক্তি মার্গে শাস্ত্রের কথাও ড্রামাতে নিহিত আছে। পুনরায় হবে। এটাও বাবা বোঝাচ্ছেন, পড়ানোর জন্য শিক্ষক তো চাই তাই না। শাস্ত্র কখনো শিক্ষক হতে পারে না। তাহলে তো আর শিক্ষকের দরকারই হতো না। এই সমস্ত শাস্ত্র আদি সত্য যুগে হবে না।

বাবা বোঝাচ্ছেন যে, তোমরা আত্মাকে তো বুঝে গেছো তাইনা। আত্মাদের বাবাও অবশ্যই থাকবেন। যখন কেউ আসে তখন সবাই বলে হিন্দু-মুসলিম ভাই-ভাই, অর্থ কিছুই বোঝে না। ভাই-ভাইয়ের অর্থ বুঝতে হবে তাই না। অবশ্যই তাদের বাবাও থাকবে। এত ছোট ছোট বিষয় কথা তারা বুঝতে চায় না। ভগবানুবাচ এটা হল অনেক জন্মের অন্তিম জন্ম। এর অর্থ কত পরিষ্কার। কেউ গ্লানি করেনা। বাবা তো রাস্তা বলে দেন। প্রথম নম্বর তথা শেষ। গোরা থেকে শ্যাম বর্ণ হওয়া। তোমরাও বুঝে গেছো যে - আমরা গোরা ছিলাম পুনরায় এইরকম হবে। বাবাকে স্মরণ করলেই আমরা এরকম হতে পারবো। এটাই হল রাবণ রাজ্য। রাম রাজ্যকে বলা হয় শিবালয়। সীতার রাম, তাঁরা তো ত্রেতাযুগে রাজ্য করেছিলেন, এতেও বোঝার বিষয় আছে। দু-কলা কম বলা হয়ে থাকে। সত্যযুগ হলো শ্রেষ্ঠ, তাকে স্মরণ করতে হয়, ত্রেতা যুগ আর দ্বাপর যুগকে তত পরিমাণে স্মরণ করা হয় না। সত্যযুগ হলোই নতুন দুনিয়া আর কলিযুগ হল পুরানো দুনিয়া। ১০০ শতাংশ সুখ আর ১০০ শতাংশ দুঃখ। ওই ত্রেতা আর দ্বাপর হল সেমি এইজন্য মুখ্য সত্যযুগ আর কলিযুগ গাওয়া হয়। বাবা সত্যযুগ স্থাপন করছেন। এখন তোমাদের কাজ হল পুরুষার্থ করা। সত্যযুগ নিবাসী হবে নাকি ত্রেতা নিবাসী হবে? দ্বাপর যুগে পুনরায় নিচে নামতে থাকবে। তবুও আছে তো দেবী দেবতা ধর্মেরই, তাই না। কিন্তু পতিত হওয়ার কারণে নিজেদেরকে দেবী-দেবতা বলতে পারোনা। তাই বাবা মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চাদের প্রত্যেকদিন বোঝান। মুখ্য কথাই হলো "মন্বনা ভব"। তোমরাই প্রথম নম্বরে আসো। ৮৪ জন্মের চক্র লাগিয়ে একদম শেষে আসো তারপর আবার প্রথম নম্বরে আসো তাই এখন অসীম জগতের বাবাকে স্মরণ করতে হবে। তিনি হলেন অসীম জগতের বাবা। পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগেই বাবা এসে ২১ জন্মের স্বর্গসুখ তোমাদেরকে প্রদান করেন। তোমরা সম্পন্ন হয়ে গেলে স্ব-ইচ্ছায় শরীর ছাড়তে পারো। যোগবল আছে তাই না। এইরকমই ভবিষ্যৎ হয়ে আছে, একেই বলা হয় যোগবল। সেখানে জ্ঞানের-কথা কিছুই থাকবে না। আপনা থেকেই তোমরা বৃদ্ধ হয়ে যাও। সেখানে কোন রোগাদি থাকবে না। খোঁড়া বা টেরা বাঁকা থাকবে না। সর্বদা সুস্থ থাকবে।

সেখানে দুঃখের নাম-নিশান থাকবে না। তারপর আস্তে আস্তে কলা কম হতে থাকে। এখন বাচ্চাদেরকে পুরুষার্থ করতে হবে, অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ নিতে হবে। সম্মানের সাথে পাশ করতে হবে, তাই না। সবাই তো আর শ্রেষ্ঠ পদ পেতে পারে না। যে সেবা-ই করে না সে কিভাবে শ্রেষ্ঠ পদ পাবে। মিউজিয়ামে বাচ্চারা কত সেবা করে, বিনা আত্মানে মানুষজন আসতে থাকে। একেই বিহঙ্গ মার্গের সেবা বলা হয়ে থাকে। জানা নেই, এর থেকেও যদি অন্য কোনো বিহঙ্গ মার্গের সেবা (তীর্থগতির) বেরিয়ে আসে। দু-চারটি মুখ্য চিত্র অবশ্যই সাথে রাখবে। বড়-বড় ত্রিমূর্তি, কল্প বৃক্ষ (ঝাড়), গোলা (সৃষ্টি চক্র), এবং সিঁড়ি-র ছবি এগুলি প্রত্যেক জায়গায় খুব বড় বড় করে রাখতে হবে। যখন বাচ্চারা সচেতন হয়ে যাবে তখনই তো সেবা হবে তাই না। সেবা তো হতেই হবে। গ্রামে গিয়ে সেবা করতে হবে। মাতা-রা হয়তো লেখাপড়া জানেন না কিন্তু বাবার পরিচয় দেওয়া তো খুব সহজ বিষয়। আগে মহিলারা পড়াশোনা করার সুযোগ পেত না। মুসলমানের রাজ্যে এক চোখ খুলে বাইরে বের হতো। এই বাবা খুব অনুভবী আছেন। বাবা বলেন আমি এসব কিছু জানি না। আমি তো উপরে থাকি। এইসব কথা এই ব্রহ্মা তোমাদের শোনাচ্ছেন। ইনি অনুভবী আছেন, আমি তো কেবল "মন্মনা ভব"-র কথাই শোনাই, আর সৃষ্টি চক্রের রহস্যকে বোঝাই, যেটা ইনি জানেন না। ইনি এঁনার অনুভব আলাদাভাবে বোঝাচ্ছেন, আমি এসব কথাতে যাই না। আমার পাঠ হলো শুধুমাত্র তোমাদেরকে রাস্তা বলে দেওয়া। আমি তোমাদের বাবা, শিক্ষক এবং গুরু আছি। শিক্ষক হয়ে তোমাদেরকে পড়াছি, বাকি এর মধ্যে কৃপা করা আদি কিছু কথাই নেই। পড়াই এবং সাথে করে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাই। এই পড়াশোনার দ্বারাই তোমাদের সঙ্গতি প্রাপ্ত হয়। আমি আসি-ই তোমাদেরকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। শিবের বরযাত্রী বলা হয়। শঙ্করের বরযাত্রী তো হয়না। শিবের বরযাত্রী হয়, সব আত্মারা বরের পিছনে পিছনে যায় তাই না। এরা সব হলো ভক্তবৃন্দ, আমি হলাম ভগবান। তোমরা আমাকে আহ্বান করেছিলে পবিত্র হয়ে সাথে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তাইতো আমি তোমাদের বাচ্চাদেরকে অবশ্যই সাথে করে নিয়ে যাবো। হিসেব-নিকেশ সমাপ্ত করে তবেই যেতে হবে।

বাবা প্রতি ক্ষণে-ক্ষণে বলেন "মন্মনাভব"। বাবাকে স্মরণ করো, তাহলে উত্তরাধিকারও অবশ্যই স্মরণে থাকবে। বিশ্বের বাদশাহী প্রাপ্ত হচ্ছে তাইনা। তার জন্য পুরুষার্থও এইরকম করতে হবে। তোমাদের বাচ্চাদেরকে কোনরূপ কষ্ট প্রদান করি না। জানি তোমরা জীবনে অনেক দুঃখ দেখেছো। এখন তোমাদেরকে কোনরকম দুঃখ দিই না। ভক্তিমার্গের আয়ুও খুব ছোট হয়। অকালে মৃত্যু হয়ে যায়, কতই না হায়-হতাশ করতে থাকো। কতই না দুঃখ সহ্য করতে হয়। মাথা খারাপ হয়ে যায়। এখন বাবা বোঝাচ্ছেন যে, কেবলমাত্র আমাকে স্মরণ করতে থাকো। স্বর্গের মালিক হতে গেলে দৈবগুণও অবশ্যই ধারণ করতে হবে। পুরুষার্থ সর্বদা শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য করা হয়ে থাকে - আমি লক্ষীনারায়ন হবো। বাবা বোঝান যে আমি সূর্যবংশী-চন্দ্রবংশী, এই দুটো ধর্ম স্থাপন করি। তারা পাস করতে পারে না, এইজন্য ক্ষত্রিয় বলা হয়। যুদ্ধের ময়দান আছে তাইনা। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) সুখধামের অবিনাশী উত্তরাধিকার সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত করার জন্য সঙ্গমযুগে আত্মিক জাদুকর হয়ে বাবাকেও নিজের বাচ্চা বানিয়ে নিতে হবে। সম্পূর্ণ সমর্পণ হয়ে যেতে হবে।

২) স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে নিজেকে ভাগ্যবান নক্ষত্র বানাতে হবে। বিহঙ্গ মার্গের সেবার (তীর্থ গতিতে) নিমিত্ত হয়ে শ্রেষ্ঠ পদ নিতে হবে। গ্রামে-গ্রামে গিয়ে সেবা করতে হবে। সাথে-সাথে স্মরণের চার্টও অবশ্যই রাখতে হবে।

বরদানঃ:- দেহ আর দেহের দুনিয়ার স্মৃতি থেকে উঁচুতে থেকে সর্ব বন্ধন থেকে মুক্ত ফরিস্তা ভব*
 ব্যাখ্যা - যার কোনো দেহ বা দেহধারীর সাথে সম্পর্ক অর্থাৎ মনের বন্ধন নেই, সে-ই ফরিস্তা হতে পারে। ফরিস্তাদের পা সর্বদাই পৃথিবী থেকে অনেক উঁচুতে থাকে। পৃথিবী থেকে উঁচুতে অর্থাৎ দেহ ভাবের স্মৃতি থেকে অনেক উঁচুতে। যে দেহ আর দেহের দুনিয়ার স্মৃতি থেকে উঁচুতে থাকে, সে-ই সর্ব বন্ধনগুলি থেকে মুক্ত হয়ে ফরিস্তা হতে পারে। এইরূপ ফরিস্তা-ই ডবল লাইট স্থিতির অনুভব করতে পারে।

স্লোগানঃ:- বাণীর সাথে সাথে আচার-আচরণ আর চেহারা থেকেও বাবার সম গুণ দেখা প্রতিভাত হলে, তখনই প্রত্যক্ষতা হবে।*

সত্যতার শক্তি

আজ সত্য বাবা, সত্য শিক্ষক, সঙ্গুরু তাঁর নিজের সত্যতার শক্তি-স্বরূপ বাচ্চাদের দেখছেন। সত্য জ্ঞান বা সত্যতার শক্তি কত যে মহান তোমরা তার অনুভাবী হয়েছ। সব দূরদেশবাসী বাচ্চা ভিন্ন ধর্ম থেকে এসে এবং ভিন্ন মতের বিশ্বাস আর রীতি-রেওয়াজে থেকেও এই ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে বা রাজযোগের দিকে কেন আকৃষ্ট হয়েছে? তোমরা সত্য বাবার সত্য পরিচয় পেয়েছ অর্থাৎ সত্য জ্ঞান লাভ করেছ, সত্য পরিবার পেয়েছ, প্রকৃত স্নেহ পেয়েছ, প্রকৃত প্রাপ্তির অনুভব হয়েছে তোমাদের। এই কারণে সত্যতার শক্তির দিকে তোমরা আকৃষ্ট হয়েছ। জীবনও ছিল, তোমাদের প্রাপ্তিও ছিল, যথাশক্তি জ্ঞানও ছিল, কিন্তু সত্য জ্ঞান ছিল না, সেইজন্য সত্যতার শক্তি তোমাদের বাবার বানিয়ে নিয়েছে।

সত্য শব্দের দুটো অর্থ - সত্য সত্যতাও আবার অবিনাশীও। যেহেতু, সত্যতার শক্তি অবিনাশী, সেইজন্য তোমাদের প্রাপ্তি অবিনাশী, সম্বন্ধ অবিনাশী, স্নেহ অবিনাশী, পরিবার অবিনাশী। ২১ জন্ম ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপে এই পরিবারই তোমাদের থাকবে। তোমরা তাদের জানবে না। এখন জানো যে তুমিই বিভিন্ন সম্বন্ধে একই পরিবারে আসতে থাকবে। এমনকি, এই অবিনাশী প্রাপ্তি এবং পূর্ব পরিচিতির স্বীকৃতি দূরদেশে থাকা সত্ত্বেও নিজের সত্য পরিবার, সত্য বাবা, সত্য জ্ঞানের দিকে আকৃষ্ট করেছে। যেখানে সত্যতাও থাকে আর তা' অবিনাশীও হয়, সেটাই পরমাত্ম-স্বীকৃতি অর্থাৎ পরমাত্মাকে চিনতে পারার শক্তি। সুতরাং, যেভাবে তোমরা সবাই এই বিশেষত্বের আধারে আকৃষ্ট হয়েছ, ঠিক সেভাবেই সত্যতার শক্তিকে, সত্য জ্ঞানকে বিশ্বে প্রত্যক্ষ করতে হবে। পঞ্চাশ বছর ধরে ধরনী প্রস্তুত করেছে, লোককে স্নেহ দিয়েছ এবং সম্পর্কে নিয়ে এসেছ। রাজযোগের প্রতি আকৃষ্ট করেছে, শান্তির অনুভবের প্রতি আকৃষ্ট করেছে। তাহলে, বাকী আর কি থাকল? বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী যেমন বিশ্বাস করে পরমাত্মা এক, ঠিক সেইরকমই যথার্থ সত্য জ্ঞান এক বাবারই এবং পথ একটাই, এই আওয়াজ যতক্ষণ না তীর হবে, ততক্ষণ সামান্য খড়কুটোর ভরসায় আত্মাদের ঘুরে বেড়ানো বন্ধ হবে না। এখন তারা এটাই ভাবে যে এটাও একটা রাস্তা আর এটা ভালো রাস্তা। যতই হোক, অবশেষে তারা চিন্তা করবে, এক বাবার এটাই একমাত্র পরিচয়, একমাত্র পথ। বহুত্বের এই ভ্রান্তির অবসান হওয়াই বিশ্ব শান্তির আধার। সত্যতার পরিচয়ের এবং সত্য জ্ঞানের শক্তির তরঙ্গ যতক্ষণ পর্যন্ত চারিদিকে না ছড়িয়ে পড়ছে ততক্ষণ প্রত্যক্ষতার ধ্বজাতলে সকল আত্মারা আশ্রয় নিতে পারবে না। সুতরাং, গোল্ডেন জুবিলিতে যখন তোমরা বাবার ঘরে বিশেষ আমন্ত্রণ জানিয়ে আত্মাদের আহ্বান করো, তা' তোমাদের স্টেজ। শ্রেষ্ঠ বাতাবরণ আর স্বচ্ছ বুদ্ধির প্রভাব বিদ্যমান। স্নেহের পরিবেশ আছে, পবিত্র স্নেহের পালন আছে। এমন পরিমণ্ডলের মাঝে তোমাদের সত্য জ্ঞান প্রসিদ্ধ করাই প্রত্যক্ষতার আরম্ভ হওয়া। মনে আছে তোমাদের, প্রদর্শনীতে তোমরা বিহঙ্গ মার্গের সেবা যখন শুরু করেছিলে তখন কি করতে? তাদেরকে মুখ্য জ্ঞানের প্রশ্নের ফর্ম পূরণ করতে বলতে, তাই না! পরমাত্মা সর্বব্যাপী নাকি না? গীতার ভগবান কে? এই ফর্মই তো তোমরা ভরতে বলতে, নয় কি! তাদের ওপিনিয়ন লিখতে বলতে। ধাঁধা জিজ্ঞাসা করতে। তোমরা প্রথমে এভাবেই আরম্ভ করেছিলে, কিন্তু চলতে চলতে যত এগিয়েছ, পরমাত্মা জ্ঞানের মূল বিষয় গুলোকে গুপ্ত রূপে রেখে ভগবানের স্নেহকে প্রধান ভাবে সামনে রেখে আত্মাদেরকে সমীপে নিয়ে এসেছো। এবার যখন তারা এই ভূমিতে আসবে, তখন খুব স্পষ্টভাবে তাদের সত্য পরিচয় দাও। যখন তারা বলে, "এটাও ভালো", সেটা শুধু তোমাদেরকে খুশি করার কথা। কিন্তু একই বাবার এক যথার্থ পরিচয় স্পষ্টভাবে তাদের বুদ্ধিতে আসতে দাও, সেই সময়ও এখন তোমাদের আনতে হবে। তোমরা যখন তাদের সরাসরিভাবে বলো যে, এই জ্ঞান বাবা দিচ্ছেন, বাবা এসেছেন, তখন তারা যাতে এই বিশ্বাস নিয়ে চলে যায় যে - এটা পরমাত্মা জ্ঞান। পরমাত্মার কর্তব্য চলছে। এই জ্ঞানের নতুনত্ব কি তারা অনুভব করে? এমন ওয়ার্কশপ কখনও করেছে যেখানে তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পারো পরমাত্মা সর্বব্যাপী কিনা, তিনি একবারই আসেন নাকি বারোবারে আসেন? তারা যেন এইরকম স্পষ্ট পরিচয় পায়, যাতে বুঝতে পারে যে দুনিয়ায় তারা যা কখনও শোনেনি তা' এখানে শুনেছে। যারা বিশেষ স্পিকার হয়ে আসে, তাদের সাথে এই জ্ঞানের রহস্যের আধ্যাত্মিক আলাপচারিতা করলে সেটা তাদের বুদ্ধিকে বিদ্ধ করবে। সেইসঙ্গে প্রত্যেক স্পিকারকে (সম্মানীয় বক্তাদেরকে) এই প্রস্তাব দাও, তারা যেন তাদের ভাষণে নিজেদের পরিবর্তনের অনুভব শোনানোর সময় জ্ঞানের প্রতিটা বিষয় স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে। যেন সোজাসুজিভাবে টপিকের বিবৃতি না দেয় - পরমাত্মা সর্বব্যাপী নন। বরং এক বাবাকে এক রূপে জেনে বিশেষ কি কি প্রাপ্তি হয়েছে, সেইসব প্রাপ্তির ব্যাপারে শুনিয়ে তারপরে সর্বব্যাপীর বিষয় স্পষ্ট করতে পারে। তাদের বলো, নিজেকে পরমধাম নিবাসী মনে করে বাবাকে স্মরণ করলে কীভাবে বুদ্ধি একাগ্র হয় আর বাবার সাথে সম্বন্ধ থেকে কি কি প্রাপ্তির অনুভূতি হয়! এইরকমভাবে সত্যতা আর নম্রতা

উভয়রূপের সাথেই তা' প্রমাণ করতে পারো । যাতে এটা তোমাদের অহংকার বলেও প্রতীত না হয় যে, তোমরা শুধু নিজেদের মহিমা করো । নম্রতা এবং দয়ার ভাবনা অহংকার বলে অনুভূত হতে দেয় না । যেমন, যখন তোমরা মুরলী শোনো, (পরমাত্ম মহাবাক্যকে) তখন কেউই অহংকার বলবে না । অথরিটির সাথে বলা হয় - এটাই বলবে । যদি কোনো শব্দ কঠিনও হয়, কিন্তু তবুও সেটা দৃষ্ট বলবে না ! তার মাধ্যমে অথরিটি অনুভূত হয় । এইরকম কেন হয় ? যতটাই অথরিটি আছে, ঠিক ততটাই আছে নম্রতা আর দয়ার ভাব । এইভাবে তো বাবা বাচ্চাদের সামনে বলেন, কিন্তু তোমরা সবাই এই বিশেষত্বের সাথে স্টেজে এই বিধি দ্বারা স্পষ্ট করতে পার । তোমাদের যেভাবে বলা হয়েছিল, না ... সেইভাবেই পুনরারম্ভ করো । *এক, সর্বব্যাপীর বিষয় নিয়ে, দুই, নাম-রূপের উর্ধ্বে হওয়ার ব্যাপারে, তিন, তোমাদের বুদ্ধিতে ড্রামার পয়েন্ট রেখে । আত্মার নতুন বিশেষত্ব তোমাদের বুদ্ধিতে রাখো* । বিশেষ টপিকগুলো লক্ষ্য করে তোমাদের অনুভব আর প্রাপ্তির আধারে সেইসব বারংবার স্পষ্ট করে দাও, যাতে তারা বুঝতে পারে যে এই সত্য জ্ঞান থেকেই সত্যযুগের স্থাপনা হচ্ছে । ভগবানুবাচঃ এমন বিশেষ কি আছে যা ভগবান ছাড়া কেউ শোনাতে পারে না ? বিশেষ স্লোগান, যা তোমরা সোজাসুজি বলো - যেমন মানুষ মানুষের কখনো সদগুরু, সত্য বাবা হতে পারে না । মানুষ পরমাত্মা হতে পারে না । এইরকম বিশেষ পয়েন্ট তো তোমরা সময় সময়ে শুনে এসেছ, সেইসবেরই রূপ-রেখা তৈরি কর, যাতে সত্য জ্ঞানের স্পষ্টতা থাকবে । নতুন দুনিয়ার জন্য নতুন জ্ঞান । নতুনত্ব আর সত্যতা মানুষের মধ্যে দুইয়েরই অনুভব হতে দাও । যেমন, তোমরা যখন কনফারেন্স করো, সেই সময় খুব ভালো সেবা হয় । কনফারেন্স ঘিরে যা কিছু উপায়ই অনুসরণ কর, কখনো চার্টারের বানিয়ে, কখনো অন্য কিছু, তাতেও যে সাধন তোমরা অনুসরণ করো তা' (নতুন নতুন আত্মাদের সাথে) সম্পর্কের যোগাযোগ বাড়ানোর জন্য । এই সাধনও ভালো, কেননা পরেও তাদের সাথে মিলিত হওয়ার চান্স থাকে । কিন্তু এখন যারাই এখানে আসে, তারা বলে, "হ্যাঁ এটা খুব ভালো ব্যাপার ।" প্ল্যান ভালো, চার্টার ভালো, সেবার সাধনও ভালো । ঠিক একইভাবে, তারা যেন এই বলে ফিরে যায় যে - নতুন জ্ঞান আজ স্পষ্ট হয়েছে । এইরকম যদি পাঁচ-ছয় আত্মাকেও প্রস্তুত করতে পারো.....কারণ সবার সাথে এই অলৌকিক কথোপকথন তো হতে পারে না, তারা শুধু কতিপয় বিশেষই এখানে আসে । তোমরা টিকিট দিয়ে তাদের নিয়ে আসো । তারা বিশেষ পালনাও লাভ করে । তাদের মধ্যে যারা খ্যাতিনামা তাদের সাথে অন্তরঙ্গ ও মনখোলা আলোচনা করে এটা স্পষ্টভাবে অবশ্যই তাদের বুদ্ধিভেদ করাতে হবে অর্থাৎ তাদের উপলব্ধি করাতে হবে । এমন কোনও প্ল্যান বানাও, যাতে তাদের এটা না মনে হয় যে, তোমাদের শুধু নিজেদেরই অনেক নেশা আছে, বরং তাদের সত্যতা উপলব্ধি হতে দাও । একে বলা হয়, তিরও লাগবে, ব্যথাও হবে না । তারা কাঁদবে না, বরং আনন্দে তারা যেন নেচে ওঠে । ভাষণ দেওয়ার নতুন রূপরেখা তৈরি করো । বিশ্ব শান্তির ভাষণ তো অনেক দেওয়া হয়েছে । আধ্যাত্মিকতার জন্য আবশ্যিক, আধ্যাত্মিক শক্তি ব্যতিরেকে কিছুই হতে পারে না । সংবাদপত্রে ছাপা হয়, কিন্তু আধ্যাত্মিক শক্তি কি ! আধ্যাত্মিক জ্ঞান কি ! এর সোর্স কে ! তারা এতদূর পৌঁছায়নি ! তাদের বুঝতে দাও ভগবানের কার্য চলছে । এখন তারা বলে, মাতারা ভালোভাবে কার্য করছে । সময়ানুসারে এই ভূমিও প্রস্তুত করতে হবে । যেমন, সন সোজ ফাদার, ঠিক তেমনই ফাদার সোজ সন । এখন ফাদার সোজ সন চলছে । সুতরাং এই তীর আওয়াজ প্রত্যক্ষতার পতাকা উত্তোলন করবে । বুঝেছ !

গোল্ডেন জুবিলিতে কি করতে হবে, তা' বুঝেছ, তাই না ! অন্য স্থানে তবুও বাতাবরণের ব্যাপারে বিবেচনা করতে হয়, কিন্তু বাবার ঘর নিজের ঘর, নিজের স্টেজ, সুতরাং এইরকম স্থানে প্রত্যক্ষতার আওয়াজ উচ্চরবে করতে পার । এইভাবে যদি অল্পসংখ্যকও এই বিষয়ে নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে যায় - তবে তারাই প্রবল আওয়াজ তুলবে । এখন রেজাল্ট কি ! যারা নিজেরা সম্পর্কে ও স্নেহে এসেছে, তারাই সেবা করছে । অন্যদেরও স্নেহ আর সম্পর্কে নিয়ে আসছে । তারা নিজেরা যতটা হয়েছে, তদনুরূপ সেবা করছে । এটাও তো সফলতা বলা যাবে, নয় কি ! যতই হোক, এখন আরও এগিয়ে যেতে হবে । বদনাম থেকে তোমাদের নাম এখন গৌরবান্বিত হয়েছে । আগে তারা শঙ্কিত ছিল, এখন তোমাদের কাছে আসতে চায় । তাহলে ফারাক তো হলো, তাই না ! *প্রথমে নামই শুনতে চাইত না, এখন নাম নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে । এটাও সাফল্য, যা তোমরা পঞ্চাশ বছর ধরে অর্জন করেছ । ভূমি প্রস্তুতিতেই সময় লাগে । এইরকম ভেবো না, পঞ্চাশ বছর এতেই লেগে গেল তো আর কি হবে ! মাটি হল চালানোর উপযুক্ত করতে সময় লাগে, বীজ বপন করতে সময় লাগে না । শক্তিশালী বীজ থেকে শক্তিশালী ফল উৎপন্ন হয় । এখন পর্যন্ত যা হয়েছে এটাই হওয়ার ছিল, সেটা যথার্থ হয়েছে* । বুঝেছ !

(বিদেশি বাচ্চাদের দেখে) এই চাতকসকল ভালো । ব্রহ্মাবাবা দীর্ঘকাল আহ্বান করার পর তোমাদের জন্ম দিয়েছেন । বিশেষ আহ্বান দ্বারা তোমাদের জন্ম হয়েছে । তোমাদের জন্ম অবশ্যই দীর্ঘ সময় নিয়েছে, কিন্তু তোমরা জাত হয়েছ অনাময় এবং ভালো । বাবার আওয়াজ তোমাদের কাছে পৌঁছেছে, আর তোমরা সময়মতো কাছে পৌঁছে গেছ । ব্রহ্মাবাবা বিশেষভাবে খুশি হন । বাবা খুশি হলে বাচ্চারাও খুশি হবে, কিন্তু ব্রহ্মাবাবার বিশেষ স্নেহ আছে । এই কারণে তোমাদের

মেজরিটি ব্রাহ্মাবাকে না দেখেও এমন অনুভব কর যেন তাঁকে দেখেছ। ছবিতেও চেতনার অনুভব করো। এটা বিশেষত্ব। ব্রাহ্মাবার জন্য তোমরা সব আত্মার স্নেহের বিশেষ সহযোগ থাকে। ভারতের লোকে কোশ্চেন করবে ব্রাহ্মা কেন, বিশেষ ইনিই কেন? ...

কিন্তু বিদেশি বাচ্চারা আসার সাথে সাথেই ব্রাহ্মাবার আকর্ষণে স্নেহে আবদ্ধ হয়ে যায়। সুতরাং এই হলো বিশেষ সহযোগের বরদান, সেইজন্য তোমরা তাঁকে না দেখেও তাঁর মহান পালনা অনুভব করতে থাক। গভীর হৃদয়ে তোমরা বলো, 'ব্রাহ্মাবাবা।' এটা বিশেষ সূক্ষ্ম স্নেহের কানেকশন। এমন নয় যে, বাবা ভাবেন কেন এরা আমার পরে অর্থাৎ অব্যক্ত হওয়ার পরে এসেছে! না তোমরা ভাবো, না ব্রাহ্মা ভাবেন! তিনি তোমাদের সামনেই আছেন। সাকার রূপের মতোই আকার রূপেও প্রতিপালন করছেন। এইরকম অনুভব কর, তাই না! অল্প সময়ের মধ্যেই কতো ভালো টিচার তৈরি হয়েছে! বিদেশে সেবা শুরু হয়েছে কতো কাল হলো? কতো টিচার তৈরি হয়েছে? এটা ভালো, বাপদাদা বাচ্চাদের সেবার একাগ্রতা দেখতে থাকেন, কারণ তোমরা বিশেষ সূক্ষ্ম পালনা লাভ করছ, নয় কি! ব্রাহ্মাবার মধ্যে বিশেষ সংস্কার কি দেখেছ? সেবা ব্যতীত তিনি থাকতে পারতেন? যারা সুদূর বিদেশে থাকে তাদের এই বিশেষ পালনার সহযোগ থাকার কারণে সেবার উৎসাহ-উদ্দীপনা অধিকতর।

গোল্ডেন জুবিলিতে আর কি করেছে? তোমরা নিজেরাও গোল্ডেন আর জুবিলিও গোল্ডেন। এটা ভালো, নিজের এবং সেবার ব্যালেন্স রাখতে অবশ্যই অ্যাটেনশন দাও। স্ব-উল্লতি এবং সেবার উল্লতি। ব্যালেন্স বজায় রাখতে পারলে তোমরা নিজস্ব অনেক আত্মাদের রেসিংস দেওয়াতে নিমিত্ত হয়ে যাবে। বুঝেছ! সেবার প্ল্যান তৈরি করাকালীন প্রথমে স্ব-স্থিতির অ্যাটেনশন, কেবলমাত্র তখনই প্ল্যানে পাওয়ার যুক্ত হবে। প্ল্যান হলো বীজ। সুতরাং বীজে যদি শক্তি না থাকে, যদি বীজ শক্তিশালী না হয়, তাহলে যতই পরিশ্রম কর শ্রেষ্ঠ ফল তারা দেবে না, সেইজন্য প্ল্যানের সাথে স্ব-স্থিতির পাওয়ার দিয়ে অবশ্যই সেগুলো পূর্ণ করতে থাক। বুঝেছ! আচ্ছা!

যারা সত্যকে প্রত্যক্ষ করে, সদা সত্যতা আর নম্রতার ব্যালেন্স বজায় রাখে, প্রতিটা উক্তিই যুক্তি দিয়ে এক বাবার পরিচয় প্রমাণ করে, সদা স্ব-উল্লতি দ্বারা সাফল্য লাভ করে, সেবায় বাবার প্রত্যক্ষতার পতাকা উত্তোলন করে, সদগুরুর, সত্য বাবার এইরকম সত্য বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

বিদায়কালে দাদীজী ভূপাল যাওয়ার অনুমতি নিচ্ছেন

যেতেও সেবা আবার স্থিত হয়েও সেবা। যে বাচ্চারা সেবার জন্য নিমিত্ত হয়েছে, তাদের প্রতিটা সঙ্কল্পে, প্রতি সেকেন্ডে সেবা। তারা তোমাদের দেখে, তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা যতই বর্ধিত হবে, ততই বাবাকে স্মরণ করবে। তারা সেবায় অগ্রচালিত হবে, সেইজন্য সফলতা সবসময় তোমাদের সাথে আছেই। বাবাকেও তুমি সাথে নিয়ে যাচ্ছ, সফলতাও তোমার সাথে নিয়ে যাচ্ছ। যে স্থানে যাচ্ছ সেখানে সফলতা হবে। (মোহিনী বোনের সাথে আলাপ আলোচনা) : তুমি সেবার উদ্দেশ্যে পরিক্রমায় যাচ্ছ। পরিক্রমায় যাওয়া অর্থাৎ অনেক আত্মাকে স্ব-উল্লতির সহযোগ দেওয়া। সেইসঙ্গে যদি স্টেজে তোমার কিছু বলবার সুযোগ আসে, তবে অবশ্যই এমন নতুন কিছু ভাষণ দিয়ে আসবে। প্রথমে তুমি শুরু করে দিও, তুমিই তখন নম্রর ওয়ান হয়ে যাবে। যেখানেই যাবে সেখানে সবাই কি বলবে? বাপদাদার থেকে স্মরণ-স্নেহ এনেছ? ঠিক যেমন বাপদাদা স্নেহ এবং সহযোগের শক্তি দেন, তেমনই বাবার থেকে নেওয়া স্নেহ আর শক্তির সহযোগ তুমিও নিরন্তর তাদের দিয়ে যাও। সকলকে উৎসাহ-উদ্দীপনায় ওড়ানোর জন্য কোনো না কোনো আদর্শবাণী (স্লোগান ইত্যাদি) বলতে থেকো। সবাই খুশিতে নাচতে থাকবে। অলৌকিকতার খুশিতে সবাইকে নাচিয়ে দিও এবং তোমার মনোরম প্রকৃতি দ্বারা খুশিতে কীভাবে পুরুষার্থে অগ্রচালিত হওয়া যায় সবাইকে শিখিয়ে দিও। আচ্ছা!

বরদান:- জ্ঞানী আত্মা হয়ে স্ব-চক্রকে জেনে প্রভু প্রিয় ভব*

এই সৃষ্টিচক্রে আত্মার কি কি পাট আছে, তা জানা অর্থাৎ স্বদর্শন চক্রধারী হওয়া। সমগ্র চক্রের জ্ঞান বুদ্ধিতে যথার্থ রীতিতে ধারণ করাই স্বদর্শন চক্র ঘোরানো, স্ব-চক্রকে জানা অর্থাৎ জ্ঞানী আত্মা হওয়া। এইরকম জ্ঞানী আত্মাই প্রভু প্রিয় হয়, মায়া তাদের সামনে তিষ্ঠাতে পারে না। এই স্বদর্শন চক্রই ভবিষ্যতে চক্রবর্তী রাজা বানায়।

স্লোগান:- প্রত্যেক বাচ্চা বাবা সমান প্রত্যক্ষ প্রমাণ হলে প্রজা সহজে প্রস্তুত হবে।*

"মিষ্টি বাচ্চারা -- নিজের দুর্বলতা যদি দূর করতে হয় তবে তা মনের (হৃদয়ের) সততার মাধ্যমে বাবাকে শোনাও, বাবা-ই তোমাদের দুর্বলতা গুলোকে নিষ্কাশনের যুক্তি বলে দেবেন"

প্রশ্ন:- বাবার কারেন্ট কোন্ বাচ্চারা প্রাপ্ত করে?

উত্তর:- যে বাচ্চারা সততার সঙ্গে সার্জেনকে নিজেদের রোগের কথা শুনিতে দেয়, বাবা তাদেরকে দৃষ্টি দেন। ওই বাচ্চাদের উপরে বাবার অত্যন্ত দয়া থাকে। অন্তর থেকেই তাঁর মনে হয় যে, বাচ্চাদের মধ্য থেকে এই ভূত যেন নিষ্কাশিত হয়ে যায়। বাবা তাদের কারেন্ট (শক্তি) দেন।

ওম্ শান্তি। বাবা বাচ্চাদের প্রশ্ন করতে থাকেন। প্রতিটি বাচ্চা যেন নিজেকে জিজ্ঞাসা করে যে, বাবার কাছ থেকে কিছু পেয়েছ কী? এখনও কোনো জিনিসের অভাব রয়েছে কী? প্রত্যেকেই নিজ মনের গভীরে উঁকি দিতে হবে। যেমন, নারদের উদাহরণ রয়েছে -- তাকে বলা হয়েছে যে, তুমি নিজের চেহারা আয়নায় দেখো -- লক্ষ্মীকে বরণ করার যোগ্য (বিবাহযোগ্য) হয়েছে কী? তাই বাবাও বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা করেন -- কি মনে করছ, লক্ষ্মীকে বরণ করার যোগ্য হয়েছে কী? যদি তা না হয়ে থাকে, তবে দেখো কী কী খুঁত আছে? যেগুলোকে নিষ্কাশিত করে ফেলার জন্য বাচ্চারা পুরুষার্থ করে। দুর্বলতা গুলোকে দূর করার পুরুষার্থ করে কী করে না? কেউ-কেউ পুরুষার্থ করতেই থাকে। নতুন বাচ্চাদের একথা বোঝান হয় -- দেখো, নিজের ভিতরে কোনো কমজোরী নেই তো? কারণ তোমাদের সকলকে পারফেক্ট হতে হবে। বাবা আসেনই পারফেক্ট বানানোর জন্য, তাই এইম অবজেক্টের চিত্রও সম্মুখে রাখা উচিত। নিজের অন্তরকে প্রশ্ন কর যে, আমরা কী এদের মতন নির্খুঁত হয়েছি? লৌকিক টিচাররা যারা লৌকিক বিদ্যা পড়ায়, এইসময় সকলেই বিকারী। এঁনারা (লক্ষ্মী-নারায়ণ) সম্পূর্ণ নির্বিকারীর উদাহরণ। আধাকল্প তোমরা এঁনাদের মহিমা করেছ। তাহলে এখন নিজেদের প্রশ্ন করো -- আমাদের মধ্যে কী-কী দুর্বলতা রয়েছে, যেগুলোকে নিষ্কাশিত করে নিজেদের উন্নতি করব? আর বাবাকে বলো যে -- বাবা, এই দুর্বলতা আছে যা আমাদের মধ্য থেকে দূরীভূত হয় না, কোনো উপায় বলো। একমাত্র সার্জেনই তোমাদের রোগমুক্ত হওয়ার জন্য সাহায্য করতে পারেন। কিছু কম্পাউন্ডার অত্যন্ত হুশিয়ার হয়। কম্পাউন্ডার ডাক্তারের কাছে শেখে, আর হুশিয়ার (চতুর) ডাক্তার হয়ে যায়। তাই সততার সাথে যাচাই করো -- আমার মধ্যে কী-কী দুর্বলতা রয়েছে? যারজন্য আমি মনে করছি যে -- এই পদ পেতে পারব না। বাবা বলবেন, তাই না -- তোমরা এঁদের মতন হতে পারো। কমজোরী যদি বলো, তবেই বাবা রায় দেবেন। রোগ তো অনেক রয়েছে। অনেকের মধ্যেই দুর্বলতা রয়েছে। কারোর মধ্যে অত্যন্ত ক্রোধ আছে, লোভ আছে..... তাদের মধ্যে জ্ঞানের ধারণা থাকতে পারে না যে অন্য কাউকে তারা জ্ঞানের ধারণা করতে পারবে। বাবা প্রত্যহ অনেক বোঝান। বাস্তবে এত বোঝানোর প্রয়োজনই দেখা যাচ্ছে না। মন্ত্রের অর্থ বাবা বুঝিয়ে দেন, বাবা তো একজনই। অসীম জগতের পিতাকে স্মরণ করতে হবে আর ওঁনার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার (বর্সা) প্রাপ্ত করে আমাদের এমন হতে হবে। আর অন্যসব স্কুলে ৫ বিকারকে জয় করার জন্য কোন কথাই বলা হয় না। এইকথা এখনই হয়, আর যেকথা এসে বাবা বোঝান। আমাদের মধ্যে যে ভূত রয়েছে, যা আমাদের দুঃখ দেয়, তার (বাবার কাছে) বর্ণনা করলে বাবা তা দূর করার যুক্তি বলে দেবেন। বাবা এই-এই ভূত আমাদের বিরক্ত করে। যেমন ভূত-প্রেত দূর করার পূর্বে তার বর্ণনা করা হয়, তাই না। তোমাদের মধ্যে তেমন কোনো ভূত (প্রেতাত্মা) নেই। তোমরা জানো যে, এই ৫ বিকারুপী ভূত জন্ম-জন্মান্তর ধরে রয়েছে। দেখা উচিত যে, আমাদের মধ্যে কী-কী ভূত আছে? তা দূর করার জন্য আবার (বাবার) রায় নিতে হবে। চোখও অনেক ধোঁকা দেবে, তাই বাবা বোঝান নিজেকে আত্মা মনে করে অন্যকেও আত্মা মনে করার প্র্যাকটিস করো। এই যুক্তির দ্বারা তোমাদের এই রোগ দূর হয়ে যাবে। আমরা সব আত্মারাই হলাম আত্মিক ভাই। এতে শরীরের কোনো ব্যাপার নেই। তোমরা এও জানো যে, আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের সকলকেই (ঘরে) ফিরে যাবে। তাই নিজেকে দেখতে হবে যে, আমরা কী সর্বগুণসম্পন্ন হয়েছি? তা নাহলে আমাদের মধ্যে কী-কী অবগুণ রয়েছে? বাবাও বসে সেই আত্মাকে দেখেন, এরমধ্যে এই দুর্বলতা আছে, তখন তাকে কারেন্ট (শক্তি) দেন। এই বাচ্চার যেন এই বিদ্বান দূর হয়ে যায়। যদি সার্জেনের কাছে লুকিয়ে রাখবে তাহলে (বাবা) কি আর করবেন? তোমরা নিজেদের অবগুণ যখন বলবে তখন বাবাও রায় দেবেন। যেমন তোমরা অর্থাৎ আত্মারা বাবাকে স্মরণ করো -- বাবা, তুমি কত মিষ্টি! আমাকে কী থেকে কী বানিয়ে দাও। বাবাকে স্মরণ করতে থাকলে, ভূতও পালিয়ে যেতে থাকবে। কোনো না কোনো ভূত তো অবশ্যই রয়েছে। বাবা সার্জেন, তাঁকে বলো -- বাবা, আমাদের এর যুক্তি বলো। তা নাহলে অনেক লোকসান হয়ে যাবে। শোনালে বাবারও দয়া আসবে -- মায়ার এই ভূত এদের বিরক্ত করছে। একমাত্র বাবা-ই ভূতদের দূর করতে

পারেন। যুক্তির মাধ্যমে দূর করা হয়। বোঝানো হয় যে --- এই ৫ ভূতকে দূর কর। তথাপি সব ভূত তো দূরীভূত হয় না। কারোর মধ্যে বিশেষভাবে (কড়া) বর্তমান থাকে, আর কারোর মধ্যে কম। কিন্তু আছে অবশ্যই। বাবা দেখেন এনার মধ্যে ভূত (বিকার) আছে। দৃষ্টিদানের সময় ভিতরে কি চলছে তা বোঝা যায়, তাই না। এ তো অত্যন্ত ভালো বাচ্চা, তাহলে তো এর মধ্যে ভালো-ভালো গুণ রয়েছে, কিন্তু অন্যকে কিছুই বলে না, কাউকে বোঝাতেও পারে না। যেন মায়া গলারুদ্ধ করে দিয়েছে, এর গলা যদি খুলে যায় তখন অপরের সেবায় ব্রতী হবে। অপরের সেবাতেই স্ব-সেবা, শিববাবার সেবা করে না। শিববাবা তো স্বয়ং সেবা করতে এসেছেন, তিনি বলেন -- জন্ম-জন্মান্তরের এই ভূতদের দূর করতে হবে।

বাবা বসে বোঝান, তোমরা এও তো জানো যে, বৃষ্ণ (ঝাড়) ধীরে-ধীরে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। পাতা ঝড়ে পড়তে থাকে। মায়া বিঘ্ন ঘটায়। বসে-বসেই মন পরিবর্তন হয়ে যায়। যেমন, সন্ন্যাসীরা (মায়াকে) ঘৃণা করে, তাই একদম হারিয়ে যায়। না কোনো কারণ, না কোনো কথাবার্তা। বাবার সঙ্গে তো সকলেরই কানেকশন (যোগ) রয়েছে, বাচ্চারাও তো নশ্বরের ক্রমানুসারেই হয়। যদি বাবাকে সত্যকথা বলে তবেই সেই দুর্বলতা নিষ্কাশিত হতে পারে এবং উচ্চপদ পেতে পারে। বাবা জানেন -- কেউ-ই (বাবাকে) না বলার কারণে নিজেদের অনেক লোকসান করে। যতই বোঝাও কিন্তু সেই কাজই করতে শুরু করে দেবে। মায়া গ্রাস করে নেয়। মায়া-রূপী অজগর সকলকে পেটে পুরে বসে রয়েছে। পাঁকে গলা পর্যন্ত ডুবে রয়েছে। বাবা কত বোঝান। আর কোনো কথা নয়, শুধু বলো তোমাদের দু'জন পিতা। একজন লৌকিক পিতা যা সর্বদাই থাকে, সত্যযুগেও পাও, আর কলিযুগেও পাও। এমন নয় যে, সত্যযুগে পুনরায় পারলৌকিক পিতাকে পাও। পারলৌকিক পিতা একবারই আসেন। পারলৌকিক পিতা এসে নরককে স্বর্গে পরিণত করেন। ভক্তিমার্গে ঐনাকে কত পূজা করা হয়, স্মরণ করা হয়। শিবের মন্দির তো অনেক রয়েছে। বাচ্চারা বলে কোনো সেবা নেই। আরে, শিবের মন্দির তো যত্র-তত্র রয়েছে, ওখানে গিয়ে তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পারো যে, ঐনার পূজা কেন করো ? ইনি তো দেহধারী নন। ইনি কে ? তখন বলবে, পরমাত্মা। ঐনাকে ছাড়া আর কাউকে তো বলবে না। তাহলে বলো, ইনি তো পরমপিতা পরমাত্মা, তাই না। ঐনাকে খুদা-ও বলা হয়, আল্লাহ-ও বলা হয়। সর্বদা ঐনাকে পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয়। ঐনার কাছে থেকে কি পাওয়া যায়, তা কিছু জানো কী ? ভারতে শিবের অনেক নাম, শিব-জয়ন্তীও পালন করা হয়। কাউকে বোঝানো অতি সহজ। বাবা বিভিন্ন রকমভাবে অনেক বোঝান। তোমরা যেকোনো কারোর কাছে যেতে পারো। কিন্তু অত্যন্ত শান্ত ভাবে, নম্রতার সাথে কথা বলতে হবে। ভারতে তোমাদের নাম অনেকদূর পর্যন্ত প্রসারিত। একটু বললেই তৎক্ষণাৎ বুঝে যাবে যে -- এরা বি.কে.। গ্রামের দিকে অনেক ইনোসেন্ট মানুষ আছে। মন্দিরে গিয়ে সেবা করা অত্যন্ত সহজ। এসো, আমরা তোমাদের শিববাবার জীবন কাহিনী শোনাই। তোমরা শিবের পূজা করো, ঐনার কাছে কী চাও ? বলো, আমরা তোমাদের ঐনার সম্পূর্ণ জীবন কাহিনী বলে দিতে পারি। আবার দ্বিতীয় দিনে লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে যাও। তোমাদের অন্তরে যেন খুশী থাকে। বাচ্চারা চায়, গ্রামে সার্ভিস করতে। সকলের নিজ-নিজ বোধ শক্তি রয়েছে, তাই না। বাবা বলেন, সর্বপ্রথমে যাও শিববাবার মন্দিরে। পুনরায় লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করো -- ঐনারা এই উত্তরাধিকার কীভাবে পেয়েছেন ? এসো, আমরা তোমাদের এই দেবী-দেবতাদের ৮৪ জন্মের কাহিনী শোনাই। গ্রামের মানুষজনকেও আগরিত করতে হবে। তোমরা গিয়ে সকলকে ভালোবেসে বোঝাবে। তোমরা হলে আত্মা, আত্মাই কথা বলে, এই শরীর নিঃশেষ হয়ে যাবে। এখন আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের পবিত্র হয়েই বাবার কাছে ফিরে যেতে হবে। বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করো। তাহলে একথা শুনলেই তারা আকৃষ্ট হবে। যত তোমরা দেবী-অভিমানী হবে, ততই তোমাদের মধ্যে আকর্ষণ আসবে। এখনও এতটা দেহাদি থেকে, পুরানো দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণ বৈরাগ্য আসেনি। এ তো জানো যে, এই পুরানো বস্ত্র যা পরিত্যাগ করতে হবে, এর (শরীর) প্রতি আর কী মোহ রাখবে। শরীর থাকলেও শরীরের কোনো মোহ থাকা উচিত নয়। ভিতরে-ভিতরে এদের এমন এক উৎকর্ষা রয়েছে যে এখন আমরা অর্থাৎ আত্মারা পবিত্র হয়ে নিজেদের ঘরে যাব। আবার এমনও মনে হয় -- এমন বাবাকে কীভাবে ত্যাগ করব ? এমন পিতাকে তো পুনরায় আর কখনো পাবো না। এমন-এমনভাবে চিন্তা করলে বাবাও স্মরণে আসবে, ঘরও স্মরণে আসবে। এখন আমরা ঘরে (ফিরে) যাচ্ছি। ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে। দিনে অবশ্যই কাজ-কর্মাদি কর। গৃহস্থ ব্যবহারে থাকতেই হবে। এর মধ্যে থেকেও তোমরা বুদ্ধিতে একথা রাখো যে, এই সবকিছুই শেষ হয়ে যাবে। এখন আমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে। বাবা বলেছেন -- গৃহস্থ ব্যবহারেও অবশ্যই থাকতে হবে। তা নাহলে কোথায় যাবে ? কাজ-কর্মাদি কর, বুদ্ধির দ্বারা একথা যেন স্মরণে থাকে। এই সবকিছুই বিনাশ প্রাপ্ত হয়ে যাবে। প্রথমে আমরা ঘরে ফিরে যাব, পুনরায় সুখধামে আসব। যেটুকু সময় পাবে, সেসময়ে নিজের সঙ্গে কথা বলা উচিত। সময় অনেক আছে, ৮ ঘন্টা কাজ-কর্মাদি (চাকরী বা ব্যবসায়) করো, ৮ ঘন্টা বিশ্রামও করো, বাকি ৮ ঘন্টা এই বাবার সঙ্গে আত্মিক বার্তালাপ (কনসার্বেশন) করে পুনরায় আধ্যাত্মিক সার্ভিস করতে হবে। যতটা সময় পাবে শিববাবার মন্দিরে, লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে গিয়ে সেবা করো। মন্দির তোমরা অনেক পাবে। তোমরা যেকোন স্থানেই যাও শিববাবার মন্দির অবশ্যই পাবে। বাচ্চারা, তোমাদের কাছে প্রধান হলো -- স্মরণের যাত্রা। স্মরণে যদি সঠিকভাবে থাকতে পারো,

তবে তোমরা যাকিছু চাইবে তাই-ই পেতে পারো। প্রকৃতি দাসী হয়ে যাবে। ঔনার স্বরূপাদিও (চেহারা) এমন আকর্ষণ করার মতন থাকে যে কিছু চাওয়ার প্রয়োজনই পড়ে না। সন্ত্যাসীদের মধ্যেও কেউ-কেউ পাকা থাকে। ব্যস্, এমন নিশ্চয়তার সঙ্গে (তপস্যায়) বসে -- আমরা ব্রহ্ম-তে গিয়ে বিলীন হয়ে যাব। এই নিশ্চয়তায় সম্পূর্ণ পাকা থাকে। ওনারা অভ্যাস করে, আমরা এই শরীর পরিত্যাগ করে যাবো। কিন্তু তারা ভুল পথে রয়েছে। অত্যন্ত পরিশ্রম করে ব্রহ্ম-তে বিলীন হওয়ার জন্য। ভক্তিতে একটু সাক্ষাৎকারের জন্য কত পরিশ্রম করে। জীবনও দিয়ে দেয়। আত্মহত্যা হয় না, হয় জীবহত্যা। আত্মা তো বর্তমান, সে গিয়ে পুনরায় দ্বিতীয় জীবন অর্থাৎ শরীর গ্রহণ করে।

বাচ্চারা, ভালভাবে তোমরা সার্ভিসের শখ রাখো তাহলেই বাবা স্মরণে আসবে। এখানেও মন্দিরাদি অনেক রয়েছে। তোমরা সম্পূর্ণ যোগযুক্ত হয়ে কাউকে বললে, তখন তাদের অন্য কোনো ভাবনা আসবে না। যোগীর তীর সম্পূর্ণরূপে বিদ্ধ হবে। তোমরা অনেক সেবা করতে পারো। চেষ্টা করে দেখ, কিন্তু প্রথমে নিজের অন্তরকে দেখতে হবে -- আমাদের মধ্যে কোনো মায়ার ভূত নেই তো ? মায়ার ভূতের বশে যারা রয়েছে, তারা কী সাফল্য পেতে পারে, না পারে না। সেবা তো অনেক আছে। বাবা তো কোথাও যেতে পারবেন না, কারণ বাবা তো সঙ্গেই রয়েছেন। বাবাকে আমরা কোথায় পাঁকে মধ্যে নিয়ে যাব ! কার সঙ্গে কথা বলব ! বাবা তো বাচ্চাদের মাধ্যমেই বলতে চান। তাই বাচ্চাদের সার্ভিস করতে হবে। কথায়ও আছে -- সন্তানের মাধ্যমেই বাবার প্রত্যক্ষতা। বাবা বাচ্চাদের হৃদয়ের (চতুর) বানান। ভালো ভালো বাচ্চারা যাদের সার্ভিসের শখ আছে, তারা বলে, আমরা গ্রামে গিয়ে সার্ভিস করব। বাবা বলেন, অবশ্যই করো। শুধু ফোল্ডিং চিত্রগুলি যেন সঙ্গে থাকে। চিত্র ব্যতীত কাউকে বোঝানো অসুবিধাজনক। রাত-দিন এই চিন্তাই থাকে -- অন্যদের জীবন কীভাবে তৈরী করব ? আমাদের মধ্যে যে দুর্বলতা রয়েছে, তা কীভাবে দূর করে উন্নতি করতে পারব। তোমাদের খুশীও থাকে। বাবা এ ৮-৯ মাসের বাচ্চা। এমন অনেক বেরোয়। অতি শীঘ্র সেবার যোগ্য হয়ে যায়। প্রত্যেকের এও চিন্তা থাকে যে, আমরা নিজেদের গ্রামকে জাগরিত করব, সমগোত্রীয় (হামজিন্স) ভাইদের সেবা করে। পরোপকার ঘর থেকে শুরু হয় (চারিটি বিগ্যান্স অ্যাট হোম)। সার্ভিসের শখ থাকা উচিত। এক জায়গায় থেমে যাওয়া উচিত নয়। পরিক্রমা করতে থাকো। সময় অতি অল্প, তাই না। কত বড়-বড় আখড়া তৈরী হয়ে যায়। এমন আত্মা এসে প্রবেশ করে, কিছু না কিছু শিক্ষা দেয়, আর তখন বিখ্যাত হয়ে যায়। কল্প-পূর্বের মতন এখানে অসীম জগতের পিতা শিক্ষা দেন। এই আধ্যাত্মিক কল্প-বৃক্ষ বৃদ্ধি পাবে। নিরাকারী বৃক্ষ থেকে নশ্বরের ক্রমানুসারে আত্মারা আসে। শিববাবার বড় লম্বা মালা তো তৈরী হয়েই রয়েছে। এইসব কথাকে স্মরণ করলেও বাবা-ই স্মরণে আসবে। উন্নতিও শীঘ্র হবে। *আচ্ছা।*

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন ও সুপ্রভাত। আত্মিক পিতা তাঁর আত্মা-রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) কমপক্ষে ৮ ঘন্টা বাবার সঙ্গে বার্তালাপ করে অত্যন্ত শান্তভাবে বা নম্রতার সঙ্গে আধ্যাত্মিক সেবা করতে হবে। সেবায় সফলতা প্রাপ্ত করতে হলে ভিতরে যেন কোনো মায়ার ভূত না থাকে।

২) নিজের সঙ্গে এ'কথাই বলতে হবে যে, আমরা যাকিছু দেখছি এইসবই বিনাশ প্রাপ্ত হয়ে যাবে। আমরা আমাদের ঘরে ফিরে যাব, পুনরায় সুখধামে আসব।

বরদান:- বিশ্বে ঈশ্বরীয় পরিবারের স্নেহের বীজ বপনকারী বিশ্ব-সেবাধারী ভব*

ব্যখ্যা :- তোমরা বিশ্ব-সেবাধারী সন্তানেরা বিশ্বের ঈশ্বরীয় পরিবারে স্নেহের বীজ রোপণ করছ। তা সে কেউ নাস্তিক হোক বা আস্তিক....সকলকে অলৌকিক বা ঈশ্বরীয় স্নেহের, নিঃস্বার্থ স্নেহের অনুভূতি করানোই হলো বীজ রোপণ করা। তখন সেইসব বীজ স্বাভাবিকভাবেই সহযোগী বৃক্ষ-রূপে জন্ম নেয় আর সঠিক সময়ানুসারে এর ফল সহজযোগী-রূপে দৃশ্যমান হবে। শুধু কোনো ফল দ্রুত বেরোয় আর কোনো ফল নিজেদের সময়ানুসারে বেরোয়।

স্লোগান:- ভাগ্যবিধাতা পিতাকে জানা, চেনা আর তাঁর ডায়রেক্ট বাচ্চা হয়ে যাওয়া -- এটাই সর্বাপেক্ষা বড় (উচ্চ) সৌভাগ্য।*

"মিষ্টি বাচ্চারা - ড্রামার শ্রেষ্ঠ জ্ঞান বাচ্চারা তোমাদের কাছেই আছে, তোমরা জানো যে এই ড্রামার একইরকম পুনরাবৃত্তি হচ্ছে"

প্রশ্নঃ - প্রবৃত্তিতে থাকা আত্মারা বাবাকে কি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে এবং বাবা তাদেরকে কি রায় শোনান ?

*উত্তরঃ - কোনো কোনো বাচ্চারা জিজ্ঞাসা করে - বাবা আমি কোনো ব্যবসা শুরু করতে পারি ? বাবা বলেন - বাচ্চা, ব্যবসা করতে পারো। কিন্তু উচ্চমানের ব্যবসা করো। ব্রাহ্মণ বাচ্চারা ছিঃ ছিঃ ব্যবসা অর্থাৎ মদ, সিগারেট, বিড়ি ইত্যাদির ব্যবসা করে না, কেননা এই ব্যবসার মধ্যে বিকারের আকর্ষণ থাকে।

ওম শান্তি । আত্মিক বাবা আত্মিক বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন। এখন এক হচ্ছে আত্মিক বাবার শ্রীমৎ, দ্বিতীয় হচ্ছে রাবণের আসুরী মত। আসুরী মত বাবার বলা যায় না। রাবণকে বাবা তো বলা হয় না, তাই না। সেটা হল রাবণের আসুরী মত। এখন তোমরা বাচ্চারা ঈশ্বরীয় মত প্রাপ্ত করছো। রাত-দিনের পার্থক্য, তাইনা। বুদ্ধিতে আছে যে ঈশ্বরীয় মতের দ্বারা দৈবী গুণ ধারণ করতে এসেছি। এসব কিছু কেবলমাত্র তোমরা বাচ্চারাই বাবার থেকে শুনতে থাকো, অন্য কেউ এসব বিষয় জানতেই পারে না। বাবাকে তোমরা পাও সম্পত্তির জন্য। রাবণের দ্বারা সম্পত্তি তো ক্রমশ কম হতেই থাকে। ঈশ্বরীয় মত কোথায় নিয়ে যায়, আর আসুরী মত কোথায় নিয়ে যায়, এটা তোমরাই জানো। আসুরী মত যবে থেকে প্রাপ্ত করছো, তোমরা নিচে নামতেই থেকেছো। নতুন দুনিয়াতে তো আস্তে আস্তে নামতে থাকো। অধঃপতন কি করে হয়, পুনরায় ঊর্ধ্ব গমন কিভাবে হয় - এটাও তোমরা বাচ্চারা বুঝে গেছো। এখন শ্রীমৎ বাচ্চারা তোমাদের প্রাপ্ত হচ্ছে পুনরায় শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য। তোমরা এখানে এসেছো-ই শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য। তোমরা জানো যে - আমরা পুনরায় শ্রেষ্ঠ মত কিভাবে পাবো। অনেকবার তোমরা শ্রেষ্ঠ মত দিয়ে উঁচু পদ প্রাপ্ত করেছো, পুনরায় পুনর্জন্ম নিতে নিতে নিচে নামতে থেকেছো। পুনরায় একবারই তোমরা উল্লতিকলায় উপর দিকে উঠবে। নশ্বরের ক্রমানুসারে পুরুষার্থ হতে থাকে। বাবা বোঝান যে, সময় লাগে। পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগেরও নির্দিষ্ট সময় আছে তাই না, একদম সঠিক সময়। ড্রামা একদম সঠিক নিয়মে চলতে থাকে এবং তা অত্যন্ত আশ্চর্যজনক। বাচ্চারা খুব সহজেই সব বুঝতে পেরে যায় - বাবাকে স্মরণ করতে হবে আর অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে। ব্যস্। কিন্তু পুরুষার্থ করতে কারো কারো আবার কঠিনও লাগে। এত শ্রেষ্ঠ পদ পাওয়া কোনো সহজ বিষয় নয়। খুব সহজ বাবার স্মরণ আর সহজ আশীর্বাদ হল বাবার। এক সেকেন্ডের ব্যাপার। পুনরায় পুরুষার্থ করতে লেগে যায় তো মায়ার বিঘ্নও পড়তে থাকে। রাবণের উপর জিৎ প্রাপ্ত করতে হয়। সমগ্র সৃষ্টির উপর এই রাবণের রাজত্ব চলছে। এখন তোমরা বুঝে গেছো যে আমরা যোগবলের দ্বারা রাবণের ওপর প্রত্যেক কল্পে জয় প্রাপ্ত করেছি। এখনও প্রাপ্ত করছি। এসব শিক্ষা দিচ্ছেন অসীম জগতের বাবা। ভক্তি মার্গেও তোমরা বাবা-বাবা বলে এসেছো। কিন্তু প্রথমে বাবাকে জানতে না। আত্মাকে জানতে। বলতে - ক্রকুটির মাঝে ঝলমল করে এক আশ্চর্য তারা....।" আত্মাকে জানলেও বাবাকে জানতে না। কিরকম বিচিত্র ড্রামা। বলতে - পরমপিতা পরমাত্মা, স্মরণও করতে, তবুও কিছুই জানতে না। না আত্মার কর্তব্যকে, না পরমাত্মার কর্তব্যকে সম্পূর্ণরূপে জানতে। বাবাই নিজে এসে সবকিছু বোঝান। বাবা ছাড়া কেউই এসব বিষয়ে অনুভব করাতে পারে না। কারোর পাট-ই নেই। গায়ন-ই আছে ঈশ্বরীয় সম্প্রদায়, আসুরী সম্প্রদায় আর দৈবী সম্প্রদায়। আছে খুব সহজ। কিন্তু এই কথাটি স্মরণ করতে হবে যে - এতেই মায়া বিঘ্ন দেয়। সবকিছু ভুলিয়ে দেয়। বাবা বলেন যে নশ্বরের ক্রমানুসারে পুরুষার্থ আর স্মরণ করতে করতে যখন ড্রামা শেষ হয়ে যাবে অর্থাৎ পুরানো দুনিয়ার অন্ত হয়ে যাবে তখন নাম্বারের ক্রমানুসারে পুরুষার্থের দ্বারা রাজধানী স্থাপন হয়েই যাবে। শাস্ত্র দ্বারা এই সমস্ত কথা কেউ বুঝতে পারে না। গীতা আদি তো ইনি অনেক পড়েছেন তাই না। এখন বাবা বলছেন যে এসবের কোন মূল্য নেই। কিন্তু ভক্তিতে কীর্তন, ভজন শুনতে সকলেরই বেশ ভালো লাগে, তাই তাকে ছাড়তে পারে না।

তোমরা এখন জেনে গেছো যে, সবকিছুই নির্ভর করছে তোমাদের পুরুষার্থের উপর। ব্যবসা আদিও কারোর কারোর খুব উচ্চ মানের হয়, আবার কারোর কারোর একদম ছিঃ ছিঃ নোংরা ব্যবসা। কিছু ব্যবসা হয় মদ, বিড়ি, সিগারেট প্রভৃতি বিক্রি করে, এই ব্যবসা তো খুবই খারাপ। মদ সমস্ত বিকারকে আকর্ষণ করে। কাউকে মদাসক্ত বানানো - এই ব্যবসা ভালো নয়। বাবা রায় দিচ্ছেন, যুক্তি দিয়ে এই ব্যবসাকে পরিবর্তন করে নাও। না হলে উঁচু পদ পাবে না। বাবা বোঝাচ্ছেন যে, অবিনাশী জ্ঞান রঞ্জের ব্যবসা না করে এইসব ব্যবসা করাতে তোমাদের অনেক ক্ষতি হয়ে যায়। ইনিও হীরে জহরতের ব্যবসা করতেন, কিন্তু লাভ তো কিছু হয়নি, এই ব্যবসা করে হয়তো লাখপতি হয়েছেন, কিন্তু এই ব্যবসা (অবিনাশী জ্ঞান

রঞ্জের ব্যবসা) করে তোমরা কি হতে পারো ? বাবা পত্রে প্রায়ই লেখেন যে - পদ্মাপদম ভাগ্যশালী হতে পারো, সেটাও আবার ২১ জন্মের জন্য। এটা বুঝে গেছো যে, বাবা একদম ঠিক কথা বলছেন। আমরাই দেবী-দেবতা ছিলাম, পুনরায় চক্র পরিক্রমা করে নিচে এসে গেছি। তোমরা সৃষ্টির আদি, মধ্য, অন্তকেও জেনে গেছো। জ্ঞান তো বাবার দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছে, কিন্তু পুনরায় দৈবগুণও ধারণ করতে হবে। নিজেকে নিরীক্ষণ করতে হবে যে - আমার মধ্যে কোনো আসুরী গুণ নেই তো? এই বাবাও জানেন যে আমি নিজের এই শরীররূপী মহলকে সম্পদের বিনিময়ে ভাড়া দিয়েছি। এটা তো মহল, তাই না। এর মধ্যে আত্মা থাকে। আমাকে এই ঐশ্বরীয় নেশায় থাকতে হবে যে - ভগবানকে আমি অবিনাশী সম্পদের বিনিময়ে এই মহল ভাড়া দিয়েছি। ডামার নিয়ম অনুসারে অন্য কোনো মহল তিনি নেন না। কল্প-কল্প এই মহলকেই তিনি ভাড়া নেন। এঁনার তো খুব আনন্দ হয়, তাইনা। কিন্তু অনেক সমস্যার সম্মুখীনও হতে হয় এঁনাকে। এই বাবা হাসতে হাসতে কোনো একদিন বাবাকে বলেছিলেন যে, - বাবা তোমার রথ হয়েছে বলে আমাকে এত গালিগালাজ শুনতে হয়েছে। বাবা বলেন, সবথেকে বেশি গালিগালাজ তো আমি পেয়েছি। এখন তোমার পালা। ব্রহ্মাকে কখনো কেউ গালি দেয়নি। এখন সেই সময় এসেছে। রথ দিয়েছো তো এটা তো বোঝো যে অবশ্যই বাবা তোমাকে সাহায্য করবেন, তাই না। তবুও বাবা বলেন যে, বাবাকে নিরন্তর স্মরণ করতে থাকো। এই স্মরণের যাত্রাতেই বাচ্চারা, তোমরা এঁনার থেকেও বেশি তীব্র গতিতে যেতে পারবে। কেননা এঁনার উপর অনেক দায়িত্ব ভার রয়েছে। যদিও ডামা বলে সবকিছু ছেড়ে দেন, তবুও কিছু সমস্যা তো কিছু না কিছু আসেই। কোনো এক বেচারী খুব ভালো সার্ভিস করছিলো, কিন্তু সঙ্গদোষে এসে খারাপ হয়ে গেছে। কত বদনাম হয়ে যায়। এমন এমন কাজ করে যে বদনাম আসতে থাকে। সেই সময় বোঝেনা যে এটা ডামাতে তৈরি ছিল। এসব পরবর্তীকালে খেয়াল আসে। এটাই তো ডামাতে নিহিত আছে, তাই না। মায়া স্থিতিকে একদম খারাপ করে দেয়। তাই খুব বদনাম করতে থাকে। কত অবলা নারীদের উপর অত্যাচার হয়ে থাকে। এখানে তো নিজের বাচ্চারাই কত বদনাম করতে থাকে। উল্টো-পাল্টা বলতে থাকে।

এখন বাচ্চারা, তোমরা জানতে পেরেছো যে, বাবা কী শোনাচ্ছেন ? বাবা কোনো শাস্ত্র ইত্যাদি শোনান না। এখন আমরা শ্রীমতে চলে কত শ্রেষ্ঠ তৈরি হচ্ছি। আসুরী মতে চলে কত ভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছিলাম। সময় লাগে তাই না। মায়ার সাথে যুদ্ধ চলতেই থাকবে। এখন তোমাদের বিজয় তো অবশ্যই হবে। এটা তোমরা বোঝো যে, শান্তিধাম সুখধামে আমাদের বিজয় আছেই। কল্প-কল্প আমরা বিজয় প্রাপ্ত করেছি। এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগেই স্থাপনা আর বিনাশ হয়। এই সমস্ত জ্ঞান বিস্তারিতভাবে তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। বরাবর বাবা আমাদের দ্বারা স্থাপনার কাজ করিয়ে থাকেন। পুনরায় আমরাই রাজত্ব করব সেখানে। বাবাকে ধন্যবাদ জানানোর দরকার নেই। বাবা বলেন - এটাও ডামাতে নিহিত আছে। আমিও এই ডামার মধ্যে অভিনয় করে চলেছি। ডামার মধ্যে সকলের ভূমিকা নিহিত হয়ে আছে। শিব বাবারও অভিনয়ের পার্ট আছে। আমাদেরও অভিনয়ের পার্ট আছে। ধন্যবাদ জানাবার ব্যাপার নেই। শিব বাবা বলেন যে - আমি তোমাদেরকে শ্রীমৎ দিয়ে রাস্তা বলে দিই। আর অন্য কেউ তা বলতে পারে না। যারাই আসুক, বলা - সতোপ্রধান নতুন দুনিয়া - স্বর্গ ছিল, তাই না! এই পুরানো দুনিয়াকে তমপ্রধান বলা হয়ে থাকে। পুনরায় সতোপ্রধান হওয়ার জন্য দৈবীগুণ ধারণ করতে হবে। বাবাকে স্মরণ করতে হবে। মন্ত্র তো হলো - "মন্মনা ভব", আর "মধ্যাজী ভব"। ব্যস্। তিনি এটাও বলে দেন যে, "আমি হলাম পরম গুরু"।

তোমরা বাচ্চারা এখন স্মরণের যাত্রায় থেকে সমগ্র সৃষ্টিকে সঙ্গতি প্রদান করছো। জগদ্রুক হলেন এক শিব বাবা-ই, যিনি তোমাদেরকেও শ্রীমৎ প্রদান করে থাকেন। তোমরা জানো যে - প্রত্যেক ৫ হাজার বছর পরে আমরা এই শ্রীমৎ প্রাপ্ত করি। চক্রের পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে। আজ পুরানো দুনিয়া, কাল নতুন দুনিয়া হয়ে যাবে। এই চক্রকে বোঝা খুব সহজ। কিন্তু এটাও যেন স্মরণে থাকে যে, অন্যদেরকেও বোঝাতে হবে। অনেকে এটা ভুলে যায়। কেউ যদি মায়ার বশ হয়ে যায়, তখন তার সমস্ত জ্ঞান শেষ হয়ে যায়। কলাকৌশল, শরীর সবকিছুই মায়া গ্রহণ করে নেয়। সমস্ত কলাকে বের করে কলাহীন করে দেয়। এমন ভাবে ফেঁসে যায় যে সেসব কথা জিজ্ঞাসা করো না। এখন তোমাদের সমগ্র চক্র স্মরণে আছে। তোমরা জন্ম-জন্মান্তর বেশ্যালয়ে থেকে এসেছো। হাজার হাজার পাপ করে এসেছো। সকল দেবী দেবতার সামনে গিয়ে বলেছো যে আমি হলাম জন্ম জন্মের পাপী। আমি-ই প্রথমে পূণ্য আত্মা ছিলাম, পুনরায় পাপাত্মা হয়ে গেছি। এখন পুনরায় পূণ্যাত্মা হচ্ছি। এই জ্ঞান-ই তোমরা বাচ্চারা প্রাপ্ত করছো। পুনরায় তোমরা এই জ্ঞান অপরকে শুনিয়ে নিজের সমান তৈরি করো। গৃহস্থ ব্যবহারে থাকার জন্য পার্থক্য তো কিছুটা থাকে, তাইনা। তারা এতটা বুঝতে পারে না, যেভাবে তোমরা বুঝেছো। কিন্তু সবাই তো ছাড়তে পারে না। বাবা নিজে বলছেন যে, গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও পদ্মফুলের সমান হতে হবে। সব ছেড়েছুড়ে এখানে এসে, এত সবাই বসবে কোথায় ? বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর। তিনি কোনো শাস্ত্র ইত্যাদি পড়েন না। ইনি (ব্রহ্মাবাবা) শাস্ত্রাদি পড়েছিলেন। আমার বিষয়ে তো বলা হয়ে থাকে, "গডফাদার ইজ নলেজ ফুল" (ভগবান হল জ্ঞানের

সাগর) । মানুষ তো এটাও জানেনা যে বাবার মধ্যে কি জ্ঞান আছে। এখন তোমাদের মধ্যে সমগ্র সৃষ্টিচক্রের আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান আছে। তোমরা জানো যে এই ভক্তি মার্গের শাস্ত্র অনাদি আছে। ভক্তিমার্গে এই সকল শাস্ত্র অবশ্যই বের হয়। তারা বলে থাকে যে পাহাড় ভেঙে গেলে পুনরায় তেরী হবে কি করে? কিন্তু এটাতো ড্রামা তাইনা। শাস্ত্র আদি এই সব শেষ হয়ে যাবে। পুনরায় নিজের সময় অনুসার এইরকমই তৈরি হবে। আমিও প্রথমে প্রথমে শিব বাবাকে পূজা করতাম, এটাও শাস্ত্রে আছে তাই না। শিবের ভক্তি কিভাবে করা হয়? কত শ্লোকাদি গাইতে থাকে। তোমরা শুধু স্মরণ করতে থাকো। শিব বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর। তিনি এখন তোমাদের জ্ঞান প্রদান করছেন। বাবা তোমাদেরকে বুঝিয়েছেন যে, - এই সৃষ্টি চক্রের কিভাবে পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। শাস্ত্রের মধ্যে এতোই লম্বা-চওড়া গল্প লেখা আছে যে কখনোই স্মৃতিতে থাকে না। তাহলে বাচ্চাদের মধ্যে কত খুশি হওয়া চাই। অসীম জগতের বাবা আমাকে পড়াচ্ছেন। গাওয়া হয়ে থাকে, "স্টুডেন্ট লাইফ ইজ দ্য বেস্ট" অর্থাৎ ছাত্রজীবন-ই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন। ভগবানুবাচ - আমি তোমাদেরকে রাজারও রাজা বানাচ্ছি। অন্য কোনো শাস্ত্রে এই সকল কথা লেখা নেই। সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি হল এটা। বাস্তব ক্ষেত্রে গুরু তো হলো একজনই, যিনি সকলকে সঙ্গতি প্রদান করেন। হয়তো ধর্ম স্থাপকদেরও গুরু বলা হয়ে থাকে কিন্তু গুরু তিনিই, যিনি সঙ্গতি প্রদান করেন। এরা তো নিজের অনুগামী করার জন্য সবাইকে অভিনয়ের পার্টে নিয়ে আসেন। বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য রাস্তা তো বলেন না। বরষাগ্রী তো শিবেরই গাওয়া হয়, অন্য কোনো গুরুর নয়। মানুষ আবার শিব-শঙ্করকে এক করে ফেলেছে। কোথায় সেই সূক্ষ্মবতন-বাসী, কোথায় সেই মূলবতন-বাসী। দুজনে কী করে এক হতে পারে ? এটাই ভক্তি মার্গে লিখে দিয়েছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকর হলেন তাঁর সন্তান, তাই না। ব্রহ্মার ক্ষেত্রেই তোমরা বুঝতে পারো। এঁাকে দওক নিয়েছি তাই উনি শিব বাবার বাচ্চা হলেন, তাইনা। সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন বাবা। এগুলোই হল বোঝার বিষয়। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) অবিনাশী জ্ঞান রত্নের আদান প্রদান করে ২১ জন্মের জন্য পদ্মাপদম ভাগ্যশালী হতে হবে। নিজেকে নিরীক্ষণ করতে হবে যে, আমার মধ্যে কোনো আসুরী গুণ নেই তো ? আমি এমন কোনো ব্যবসা তো করিনা, যার দ্বারা বিকারের উৎপত্তি হয় ?

২) স্মরণের যাত্রায় থেকে সমগ্র সৃষ্টিকে সঙ্গতিতে পৌঁছাতে হবে। এক সংগুরু বাবার শ্রীমতে চলে নিজ সম বানানোর সেবা করতে হবে। স্মরণে থাকে যেন, মায়া কখনো কলাহীন বানিয়ে না দেয়।

বরদান:- শুভ ভাবনা, শুভকামনার সহযোগ দিয়ে আত্মাদেরকে পরিবর্তন করে সফলতা সম্পন্ন ভব*

ব্যখ্যা :- যখন কোনো কাজে সকল ব্রাহ্মণ বাচ্চারা সংঘটিত রূপে নিজের মনের শুভ ভাবনাগুলি আর শুভকামনাগুলির সহযোগ দেয়, তখন এই সহযোগের দ্বারা বায়ুমণ্ডলের কেপ্লা (ঘেরাটোপ) তৈরি হয়ে যায় । যেটা আত্মাদেরকে পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়। যেরকম পাঁচ আগুলের সহযোগের দ্বারা যত বড় কার্যই হোক না কেন, তা সহজেই সম্পন্ন হয়ে যায়। সেই রকমই প্রত্যেক ব্রাহ্মণ বাচ্চার সহযোগ, সেবাকে সফলতা সম্পন্ন করে তোলে। সহযোগের ফল হল সফলতা।

শ্লোগান:- প্রত্যেক কদমে পদম উপার্জন জমা করতে যে পারে, সে-ই হলো সবথেকে বড় ধনবান।*

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবার দৃষ্টি দেহের জগৎ ও অসীম জগতের (হৃদ ও বেহৃদ) উর্ধ্বে যায়, তোমাকেও হৃদ (সত্যযুগ) আর বেহৃদের (কলিযুগ) পারে যেতে হবে"

প্রশ্নঃ - উঁচু থেকে উঁচু জ্ঞান রঞ্জের ধারণা কোন্ বাচ্চাদের ভালো হয় ?

উত্তরঃ - যাদের বুদ্ধিযোগ এক বাবার সঙ্গে থাকে, যারা পবিত্র হয়েছে, তাদের এই রঞ্জের ধারণা ভালো হবে। এই জ্ঞানের জন্য পাত্রটি শুদ্ধ চাই। উল্টো সঙ্কল্প বন্ধ হয়ে যাওয়া উচিত। বাবার সঙ্গে যোগ যুক্ত হতে হতে পাত্রটি যখন সোনার হয়ে যায় তখন জ্ঞান স্থির থাকতে পারে।

ওম্ শান্তি। মিষ্টি মিষ্টি আত্মারূপী বাচ্চাদের আত্মিক পিতা বসে রোজ-রোজ বোঝান। এই কথা তো বুঝিয়েছেন বাচ্চাদেরকে - জ্ঞান, ভক্তি আর বৈরাগ্যের এই সৃষ্টি চক্র তৈরি আছে। বুদ্ধিতে এই জ্ঞান থাকা উচিত। বাচ্চারা, তোমাদের দৈহিক জগৎ এবং অসীম জগতের (হৃদ ও বেহৃদের) পারে যেতে হবে। বাবা তো হৃদ ও বেহৃদের উর্ধ্বে আছেন। সেসবের অর্থও বোঝানো উচিত, তাই না। আত্মিক পিতা বসে বোঝাচ্ছেন। সেই বিষয়টিও বোঝাতে হবে যে জ্ঞান, ভক্তি, পরে হয় বৈরাগ্য। জ্ঞানকে বলা হয় দিন, যখন নতুন দুনিয়া থাকে। সেখানে এই ভক্তি অজ্ঞানতা থাকে না। ওই হল হৃদের দুনিয়া কারণ সেখানে সংখ্যা খুব কম। তারপরে ধীরে ধীরে বুদ্ধি হয়। অর্ধেক সময় পার হলে ভক্তি শুরু হয়। সেখানে সন্ন্যাস ধর্ম থাকে না। সন্ন্যাস বা ত্যাগ হয় না। তারপরে সৃষ্টির বুদ্ধি হয়। উপর থেকে আত্মারা আসে। বুদ্ধি হতে থাকে। হৃদ দিয়ে শুরু হয়, বেহৃদে পৌঁছায়। বাবার দৃষ্টি তো হৃদ ও বেহৃদের থেকে পারে যায়। জানেন যে হৃদ বা সীমিত রাজ্যে বাচ্চারা কম থাকে যদিও রাবণের রাজ্যে কত বুদ্ধি হয়ে যায়। এখন তোমাদের হৃদ ও বেহৃদের থেকে পারে যেতে হবে। সত্যযুগে কত ছোট থাকে দুনিয়া। সেখানে সন্ন্যাস বা বৈরাগ্য ইত্যাদি থাকে না। পরবর্তীকালে দ্বাপর থেকে অন্য ধর্ম শুরু হয়। সন্ন্যাস ধর্মও হয় যেখানে ঘর সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস করা হয়। সবার জানা উচিত, তাইনা। তার নাম হল হঠ যোগ এবং হৃদের সন্ন্যাস। শুধুমাত্র ঘর সংসার ত্যাগ করে জঙ্গলে গমন করে। দ্বাপর থেকে ভক্তি শুরু হয়। জ্ঞান তো হয় না। জ্ঞান অর্থাৎ সত্যযুগ - ত্রেতা সুখ। ভক্তি অর্থাৎ অজ্ঞান ও দুঃখ। এই কথা ভালো রীতি বোঝাতে হয় তারপরে দুঃখ ও সুখের পারে যেতে হবে। হৃদ বেহৃদের পারে। মানুষ পরীক্ষা করে, তাই না। কত দূর পর্যন্ত সমুদ্র আছে, আকাশ আছে। অনেক চেষ্টা করেও এর অন্ত পাওয়া অসম্ভব। বিমানে করে যায়। তাতেও এত তেল চাই তাইনা, যাতে ফিরেও আসা যায়। অনেক দূর পর্যন্ত যায়, কিন্তু বেহৃদে যেতে পারে না। হৃদ পর্যন্তই যাবে। তোমরা তো হৃদ ও বেহৃদের ওপারে যাও। এখন তোমরা বুঝতে পারো প্রথমে নতুন দুনিয়া হল হৃদের অর্থাৎ সীমিত। মানুষের সংখ্যা কম থাকে। তার নাম হল সত্যযুগ। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে রচনার আদি, মধ্য, অন্তের নলেজ তো থাকা উচিত, তাই না। এই নলেজ অন্য কারো মধ্যে নেই। তোমাদের যিনি বোঝান তিনি হলেন পিতা, যিনি হৃদ ও বেহৃদের পারে থাকেন। তাই অন্য কেউ তা বোঝাতে পারে না। তিনিই রচনার আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বোঝান, তারপরে বলেন এর উর্ধ্বে যাও। সেখানে তো কিছুই থাকে না। যত দূরেই যাও শুধু আকাশ আর আকাশ। একেই বলে হৃদ বেহৃদের পার। কোনো সীমা পাওয়া যায় না। বলবে অসীম। অসীম বলা তো সহজ কিন্তু অন্তের অর্থ বোঝা উচিত। এখন বাবা তোমাদের বোধশক্তি দিচ্ছেন। বাবা বলেন আমি হৃদের কথাও জানি বেহৃদের কথাও জানি। অমুক ধর্ম অমুক সময়ে স্থাপন হয়েছে ! দৃষ্টি যায় সত্যযুগের হৃদের দিকে। তারপরে কলিযুগের বেহৃদের দিকে। তারপরে আমরা পারে চলে যাব। যেখানে কিছু নেই। সূর্য চন্দ্রের উপরে যাই আমরা, যেখানে আমাদের শান্তিধাম, সুইট হোম আছে। যদিও সত্যযুগও হল সুইট হোম। সেখানে শান্তিও আছে তো রাজ্য-ভাগ্য সুখও আছে - দুটিই আছে। ঘর অর্থাৎ পরমধাম গেলে সেখানে শুধুই শান্তি থাকবে। সুখের নাম নেবে না। এখন তোমরা শান্তিও স্থাপন করছ এবং সুখ-শান্তিও স্থাপন করছ। সেখানে তো শান্তিও আছে, সুখের রাজ্যও আছে। মূল বতনে তো সুখের কথা নেই।

অর্ধকল্প তোমাদের রাজ্য চলে তারপরে অর্ধকল্প পরে রাবণের রাজ্য আসে। অশান্তি হয়ই ৫ বিকারের দ্বারা। ২৫০০ বছর তোমরা রাজত্ব করো, তারপরে ২৫০০ বছর রাবণের রাজ্য হয়। তারা তো লক্ষ বছর লিখে দিয়েছে। একেবারে যেন বুদ্ধিহীন করে দিয়েছে। পাঁচ হাজার বছরের কল্পকে লক্ষ বছর বলা হয়েছে একে বুদ্ধিহীন বা বোধহীন বলা হবে, তাইনা। একটুও সভ্যতা নেই। দেবতাদের মধ্যে কতখানি দিব্য সভ্যতা ছিল। সেসব এখন অসভ্যতা হয়েছে। কিছুই জানেনা। অসুরী গুণ এসেছে। আগে তোমরাও কিছু জানতে না। কাম কাটারী চালিয়ে আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখী বানিয়েছে তাই তাদের বলাই হয় রাবণ সম্প্রদায়। দেখানো হয়েছে বানরের সৈন্য রাম নিয়েছিলেন। এবারে রামচন্দ্র হলেন ত্রেতার, সেখানে

বানর আসবে কোথা থেকে তারপরে বলা হয়েছে রামের সীতা হরণ করা হয়েছে। এমন কথা তো সেখানে হয়ই না। জীব জন্তু ইত্যাদি ৮৪ লক্ষ যোনি যত এখানে আছে তত সত্যযুগ - ত্রেতায় কি হবে। এই সম্পূর্ণ বেহদের ড্রামা বাবা বসে বোঝান। বাচ্চাদের খুবই দূর দৃষ্টি হতে হবে। এর আগে তোমাদের কিছুই জানা ছিল না। মানুষ হয়েও নাটকের কথা জানতে না। এখন তোমরা বুঝেছ সবচেয়ে বড় কে ? উঁচু থেকে উঁচু ভগবান। শ্লোক ইত্যাদিও গায়ন করা হয় উঁচু তোমার নাম এখন এই কথা তোমরা ছাড়া কারো বুদ্ধিতে নেই। তোমাদের মধ্যেও নম্বর অনুযায়ী আছে। বাবা হৃদ ও বেহদ দুইয়ের রহস্য বলে দেন। এর পারে আর কিছুই নেই। ওটা হল তোমাদের নিবাস স্থান, যাকে ব্রহ্মান্ড বলা হয়। যেমন এখানে তোমরা আকাশ তত্ত্বে বসে আছো, তাতে কিছু দেখতে পাও কি ? রেডিওতে বলা হয় আকাশবাণী। এই আকাশ তো সীমাহীন। সীমা নেই যার। তাহলে আকাশবাণী বললে মানুষ কি বুঝবে। এই মুখটি হল শূন্য (পোলার)। মুখ দিয়ে বাণী বের হয়। এই কথা তো খুবই কমল। মুখ দিয়ে আওয়াজ বের হওয়া যাকে আকাশবাণী বলা হয়। বাবাকেও আকাশ দ্বারা বাণী চালাতে হয়। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের নিজের সম্পূর্ণ রহস্য বলেছেন। তোমাদের নিশ্চয় আছে। খুবই সহজ। যেমন আমরা আত্মা তেমন বাবাও হলেন পরম আত্মা। উঁচু থেকে উঁচু আত্মা, তাই না। সবার নিজের নিজের পার্ট আছে। সবচেয়ে উঁচুতে ভগবান তারপরে প্রবৃত্তি মার্গের যুগল মেরু। তারপরে নম্বর অনুযায়ী মালা দেখো সংখ্যা কত কম পরে সৃষ্টি বৃদ্ধি হয়ে কত বিশাল হয়ে যায়। কত কোটি দানা অর্থাৎ আত্মাদের মালা আছে। এই সব হল পড়াশোনা। বাবা যা কিছু বোঝান সেসব ভালো রীতি বুদ্ধিতে ধারণ করো। বৃক্ষের ডিটেল তো তোমরা শুনতেই থাকো। বীজ আছে উপরে। এ হল ভ্যারাইটি বৃক্ষ। এর আয়ু কত । বৃক্ষের বৃদ্ধি হতে থাকে সারা দিন বুদ্ধিতে যেন এই কথাই থাকে। এই সৃষ্টি রূপী কল্প বৃক্ষের আয়ু একেবারে সঠিক। ৫ হাজার বছর থেকে এক সেকেন্ডের তফাৎ হয় না। বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে এখন কত নলেজ আছে, যারা খুব মজবুত। মজবুত তখন হবে যখন পবিত্র হবে। এই নলেজ ধারণ করার জন্য বুদ্ধিটি সোনার পাত্র সম হওয়া উচিত। তখন এমন সহজ হয়ে যাবে যেমন সহজ বাবার জন্য। তখন তোমাদেরও বলা হবে মাস্টার নলেজফুল। তারপরে নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে মালার দানা বা পুঁতি হয়ে যাবে। এমন কথা বাবা ছাড়া কেউ বোঝাতে পারে না। এই আত্মাও বোঝাচ্ছে। বাবাও এই দেহ দ্বারাই বোঝান, দেবতাদের দেহ দ্বারা নয়। বাবা মাত্র একবারই গুরু রূপে আসেন তবুও বাবাকেই পার্ট প্লে করতে হয়। ৫ হাজার বছর পরে এসে আবার পার্ট প্লে করবেন।

বাবা বোঝান উঁচু থেকে উঁচু হলাম আমি। যারা আদিত মহারাজা - মহারানী হয়, তারা শেষের দিকে আদি দেব, আদি দেবী হবে। এই পুরো জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। তোমরা যেখানে গিয়ে বোঝাবে তারা আশ্চর্য হবে। এরা তো ঠিক কথাই বলে। মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ-ই হল নলেজফুল। তিনি ছাড়া অন্য কেউ এই জ্ঞান দিতে পারেন না। এই সব কথা ধারণ করতে হবে কিন্তু বাচ্চাদের ধারণা হয় না। যদিও খুব সিম্পল। কোনো মুশকিল নেই। এক তো স্মরণের যাত্রা চাই এতে, যাতে পবিত্র পাত্রে স্থির থাকে। এই হল উঁচু থেকে উঁচু রত্ন। বাবা তো জহরী ছিলেন। ভালো হীরে মানিক এলে রূপের বাস্তবে তুলোর মধ্যে ভালোভাবে রাখতেন। যাতে কেউ দেখে বলবে এইটি তো ফার্স্টক্লাস জিনিস। এও এমনই। ভালো জিনিস ভালো পাত্রে শোভা পায়। তোমাদের কান শোনে। তাতে ধারণা হয়। পবিত্র হবে, বুদ্ধিযোগ বাবার সঙ্গে হলে ধারণাও ভালো হবে। তা নাহলে সব বেরিয়ে যাবে। আত্মাও কত ছোট। তাতে কত জ্ঞান ভরা আছে। কতখানি শুদ্ধ পাত্র চাই। কোনোরকম সঙ্কল্প যেন না চলে। উল্টো সঙ্কল্প সব বন্ধ হয়ে যাওয়া উচিত। সব দিক থেকে বুদ্ধিযোগ সরাতে হবে। আমার সঙ্গে যোগ লাগাতে লাগাতে বুদ্ধি রূপী পাত্র টিকে সোনা পরিণত করো যাতে জ্ঞান রূপী রত্ন স্থির থাকতে পারে। তারপরে অন্যদের দান করতে থাকবে। ভারত কে মহাদানী মান্য করা হয়, তারা ধন দান তো অনেক করে। কিন্তু এই হল অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দান। দেহ সহ যা কিছু আছে সেসব ত্যাগ করে একের সঙ্গে বুদ্ধি যেন যোগ যুক্ত থাকে। আমরা তো বাবার, এতেই পরিশ্রম করতে হয়। মুখ্য উদ্দেশ্য টি তো বাবা বলে দিয়েছেন। পুরুষার্থ করা বাচ্চাদের কাজ। এখনই উচ্চ পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করতে পারবে। কোনো রকম উল্টো সঙ্কল্প বা বিকল্প যেন না আসে। বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, হৃদ বেহদের থেকে পারে আছেন। সবকিছু বসে বোঝান। তোমরা ভাবো বাবা আমাদের দেখেন কিন্তু আমি তো হৃদ-বেহদের পারে চলে যাই। আমি হলাম সেখানকার নিবাসী। তোমরাও হৃদ বেহদের পারে চলে যাও। সঙ্কল্প বিকল্প যেন কিছুই না আসে। এতেই পরিশ্রম চাই। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে পদ্ম ফুলের মতন হতে হবে। হাত কাজে ব্যস্ত, মন বাবার স্মরণে। গৃহস্থ তো অনেক। গৃহস্থরা যত জ্ঞান ধারণ করে বাবার ঘরে থাকা বাচ্চারা তত করে না। যারা সেন্টার চালায়, যারা মুরলী ক্লাস করায় তারা ফেল হয়ে যায় এবং যারা পড়াশোনা করে তারা উঁচুতে ওঠে। ভবিষ্যতে তোমরা সবকিছু জানবে। বাবা সঠিক বলেন। যারা আমাদের পড়াতে তাদের মায়া গ্রাস করেছে। মহারথীদের মায়া একদম হপ করে গিলে নিয়েছে। তারা নেই। মায়ার ট্রেটর হয়ে যায়। বিদেশেও ট্রেটর হয়ে যায়, তাই না। কোথায় কোথায় গিয়ে শরণ নেয়। যারা পাওয়ারফুল হয় তারা ওই দিকে চলে যায়। এই সময় তো মৃত্যু সামনে দাঁড়িয়ে তাইনা, তাই শক্তিশালীদের কাছে যাবে। এখন তোমরা বুঝেছ বাবা হলেন পাওয়ারফুল। বাবা হলেন সর্বশক্তিমান। আমাদের শেখাতে শেখাতে সম্পূর্ণ বিশ্বের

মালিক বানিয়ে দেন। সেখানে সবকিছু প্রাপ্ত হয়ে যায়। কোনো অপ্রাপ্ত বস্তু নেই, যার জন্য আমরা পুরুষার্থ করি। সেখানে এমন কোনো জিনিস নেই যা তোমাদের কাছে হবে না। তাও নশ্বর অনুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী পদ প্রাপ্ত হয়। বাবা ছাড়া এমন কথা কেউ জানে না। সবাই হল পূজারী। যদিও বড় বড় শঙ্করাচার্য ইত্যাদি আছে, বাবা তাদের মহিমাও শোনান। তারা প্রথমে পবিত্রতার শক্তি দিয়ে ভারতকে খুব ভালো ভাবে থামিয়ে রাখতে নিমিত্ত হন। তাও যখন সতীপ্রধান থাকে। এখন তো তমোপ্রধান হয়েছে। কি বা শক্তি আছে। এখন তোমরা যারা পূজারী ছিলে তোমরাই আবার পূজ্য হওয়ার পুরুষার্থ করছো। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে। বুদ্ধিতে ধারণ করো এবং তোমরা বোঝাতে থাকো। বাবাকেও স্মরণ করো। বাবা-ই সম্পূর্ণ বৃক্ষের রহস্য বুঝিয়ে দেন। বাচ্চাদেরকে এমন মিষ্টিও হতে হবে। যুদ্ধ তাইনা। মায়ার ঝড়ও অনেক আসে। সব সহ্য করতে হয়। বাবার স্মরণে থাকলে ঝড় ইত্যাদি চলে যাবে। হাতিমতাই -এর খেলা দেখানো হয়, তাইনা। গুলি জাতীয় বস্তু চুম্বিকার্তি (মূহলরা) মুখে দিলে, মায়া চলে যেত। চুম্বিকার্তি বের করলেই মায়া এসে যেত। লজ্জাবতী লতার মতো। হাত লাগালেই নিস্তেজ হয়ে যায়। মায়া খুব প্রবল, এত উঁচু পড়াশোনা করার সময় একেবারে নীচে নামিয়ে দেয়। তাই বাবা বোঝাতে থাকেন - নিজেদেরকে ভাই-ভাই নিশ্চয় করো, তাহলে হৃদ বেহদের পারে চলে যাবে। শরীর যদি না থাকে তাহলে দৃষ্টি কোথায় যাবে ? এত পরিশ্রম করতে হবে শুনে অবাক হয়ে যেও না। প্রতি কল্পেই তোমাদের পুরুষার্থ চলে আর তোমরা নিজের ভাগ্য লাভ করো। বাবা বলেন, এ যাবৎ যা যা পড়েছে, সব ভুলে যাও। বাকি যা কিছু পড়েনি সেসব শোনো এবং স্মরণ করো। ওটার নাম হল ভক্তি মার্গ। আর তোমরা হলে রাজশ্বশি, তাই না। জটা খুলে মুরলী চালাও। সাধু সন্ন্যাসী ইত্যাদি যা শোনান সেসব হল মানুষের মুরলী। এ হল অসীম জগতের বাবার মুরলী। সত্যযুগ-এতায় তো জ্ঞানের মুরলীর দরকার নেই। সেখানে না জ্ঞানের দরকার, না ভক্তির দরকার থাকে। এই জ্ঞান তোমরা প্রাপ্ত করো এই সঙ্গম যুগে এবং বাবা স্বয়ং প্রদান করেন। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বুদ্ধিতে জ্ঞান রত্ন ধারণ করে দান করতে হবে। হৃদ বেহদের থেকে ওপারে এমন স্থিতিতে থাকতে হবে যে কখনও উল্টো সঙ্কল্প না আসে। আমরা আত্মারা হলাম ভাই-ভাই, এই স্মৃতি যেন থাকে।

২) মায়ার ঝড় থেকে রক্ষা পেতে মুখে বাবার স্মরণের গুলি-স্বরূপ চুম্বিকার্তি রাখতে হবে। সব কিছু সহ্য করতে হবে। এত স্পর্শকাতর হবে না। মায়ার কাছে হার মানবে না।

বরদানঃ:- সর্ব সন্না গুলিকে সহযোগী করে প্রত্যক্ষতার পর্দা সরাতে সক্ষম প্রকৃত সেবাধারী ভব*
ব্যাখ্যা: প্রত্যক্ষতার পর্দা তখনই খুলবে, যখন সব সন্নাধারী একত্রে বলবে যে শ্রেষ্ঠ সন্না, ঈশ্বরীয় সন্না, আধ্যাত্মিক সন্না যদি কিছু থাকে, তবে তা হল এই একমাত্র পরমাত্ম সন্না। সকলে এক স্টেজে একত্র হয়ে এমন স্নেহ মিলন করো। এর জন্য সবাইকে স্নেহের সূত্রে বেঁধে কাছে আনো, সহযোগী করো। এই স্নেহ-ই হবে চুম্বক, যা সবাইকে এক সাথে সংগঠন রূপে বাবার স্টেজে পৌঁছাবে। অতএব এখন অস্তিম প্রত্যক্ষতার হিরো পাটে নিমিত্ত হওয়ার সেবা করো, তখন বলা হবে প্রকৃত সেবাধারী।

স্নোগানঃ:- সেবা দ্বারা সর্বজনের দুয়া বা আশীর্বাদ প্রাপ্ত করা - এই হল এগিয়ে যাওয়ার লিঙ্ক।*

"মিষ্টি বাচ্চারা - শিববাবা এসেছেন তোমাদের সব ধন- ভান্ডার ভরপুর করে তুলতে, বলাও হয়ে থাকে - ধন-ভান্ডার ভরপুর, তো কাল কন্টক দূর"

প্রশ্নঃ - জ্ঞানবান বাচ্চাদের বুদ্ধিতে কোন্ একটি বিষয়ে বিশ্বাস সুদূত ?

উত্তরঃ - তাদের এই বিশ্বাস সুদূত হবে যে, আমাদের যে পার্ট আছে সেটা কখনো ঘষে যায় না বা মুছে যায় না। আমি অর্থাৎ এই আত্মাতে ৮৪ জন্মের অবিনাশী পার্ট অনড় হয়ে আছে, এই জ্ঞানই বুদ্ধিতে থাকলে তবে জ্ঞানবান হবে। না হলে সমস্ত জ্ঞান বুদ্ধি থেকে উড়ে যাবে।

ওম্ শান্তি । বাবা এসে আত্মা রূপী বাচ্চাদের উদ্দেশ্যে কি বলছেন ? কি সেবা করছেন ? এই সময় বাবা এই আধ্যাত্মিক পার্ট পড়ানোর সেবা করেন। তোমরা এটাও জানো যে, এখানে বাবারও পার্ট আছে, টিচারের পার্টও আছে আর গুরুর পার্টও আছে। এই তিনটি পার্ট তিনি খুব সুন্দর ভাবেই পালন করছেন। তোমরা জানো যে, তিনি হলেন বাবা, সঙ্গতি প্রদানকারী গুরুও এবং সকলেরই। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের জন্যই তিনি সুপ্রিম বাবা, সুপ্রিম টিচার। তিনি অসীম জগতের শিক্ষা প্রদান করেন । তোমরা কলফারেন্সেও বোঝাতে পারো যে, আমরা সকলের বায়োগ্রাফী (জীবনী) জানি। পরমপিতা পরমাত্মা শিববাবার জীবন-কাহিনীও জানি। নম্বর অনুযায়ী সব স্মরণে আসা চাই। সমগ্র বিরাট রূপ অবশ্যই বুদ্ধিতে থাকবে। আমরা এখন ব্রাহ্মণ হয়েছি, আবার আমরা দেবতা হবো, তারপর ঋত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র হবো। এটা তো বাচ্চাদের মনে আছে। বাচ্চারা, তোমরা ব্যাভীত এই কথা আর কারোর স্মরণে থাকে না। উত্থান আর পতনের সমস্ত রহস্য বুদ্ধিতে থাকে। আমাদের উত্থান হয়েছিলো, তারপর আবার পতন হতে শুরু হয়েছে, এখন মধ্যবর্তী অবস্থা। আমরা এখন শূদ্রও নই, সম্পূর্ণ ব্রাহ্মণও হয়ে উঠিনি। এখন যদি পাক্ষা ব্রাহ্মণ হয় তো এরপর আর শূদ্রপনার অ্যাক্ট হবে না। ব্রাহ্মণদের মধ্যেও আবার শূদ্রপনা এসে যায়। তোমরা এটাও জানো- কবে থেকে পাপ শুরু করা হয়েছে ? যেদিন থেকে কাম চিতার উপর উঠেছো। সুতরাং তোমাদের বুদ্ধিতে সমগ্র চক্র আছে। উপরে থাকেন পরমপিতা পরমাত্মা বাবা, তারপর হলে তোমরা অর্থাৎ আত্মারা। এই কথা তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের বুদ্ধিতে অবশ্যই স্মরণে থাকা উচিত। এখন আমরা হলাম ব্রাহ্মণ, দেবতা হচ্ছি আবার বৈশ্য, শূদ্র ডিনাস্টিতে (বংশে) আসব। বাবা এসে আমাদেরকে শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ তৈরী করেন, আবার আমরা ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হবো। ব্রাহ্মণ হয়ে কর্মভীত অবস্থা প্রাপ্ত করে আবার ফিরে যাবো। তোমরা বাবাকেও জানো। ডিগবাজি বা ৮৪ জন্মের চক্রকেও তোমরা জানো। ডিগবাজির উদাহরণ দিয়ে তোমাদের খুব ইজি (সহজ) করে বোঝানো হয়। বাবা তোমাদেরকে খুব হাল্কা করে দেন, যাতে তোমরা নিজেকে বিন্দু মনে করো আর তাড়াতাড়ি নিজ নিকেতনের দিকে ছুটে যেতে পারো। স্টুডেন্ট ক্লাসে বসে থাকে তো বুদ্ধিতে স্টাডিই স্মরণে থাকে। তোমাদেরও এই পড়াশুনা স্মরণে থাকা উচিত। আমরা এখন সঙ্গমযুগে আছি, এরপর ওরকম ভাবে চক্রে আবর্তিত হবো। এই চক্র সর্বদা বুদ্ধিতে আবর্তিত হওয়া উচিত। এই চক্র ইত্যাদির নলেজ তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের মধ্যেই আছে, নয়তো কি শূদ্রদের কাছে ! দেবতাদের মধ্যেও এই জ্ঞান নেই। এখন তোমরা বুঝতে পারো ভক্তি মার্গে যে যে চিত্র তৈরী হয়েছে সব হলো ডিফেক্টেড। তোমাদের কাছে অ্যাকুইরেট চিত্র আছে, কারণ তোমরা অ্যাকুইরেট তৈরী হচ্ছে। তোমরা এখন জ্ঞান প্রাপ্ত করেছো, তবেই বুঝতে পারছো ভক্তি কাকে বলা যায়, জ্ঞান কাকে বলা যায় ? জ্ঞান প্রদানকারী জ্ঞানের সাগর বাবাকে এখন তোমরা পেয়েছো। স্কুলে পড়ার সময় স্টুডেন্টদের তাদের এইম অবজেক্ট তো জানা থাকে। ভক্তি মার্গে তো এম অবজেক্ট থাকে না। তোমাদের কি আর এটা জানা ছিলো যে আমরা উচ্চ দেবী-দেবতা ছিলাম আবার নীচে পড়ে গিয়েছি। এখন যখন ব্রাহ্মণ হয়েছো, তখন জ্ঞাত হয়েছো। ব্রহ্মাকুমার - কুমারী অবশ্যই আমরা আগেও হয়েছিলাম। প্রজাপিতা ব্রহ্মার নাম তো বিখ্যাত । প্রজাপিতা তো মানুষ, তাই না ! ওনার এতো বাচ্চা আছে যখন তো অবশ্যই তারা অ্যাডপ্টেড হবে। কতো কতো অ্যাডপ্টেড হয়েছে । আত্মার রূপে তোমরা সকলে তো হলে ভাই-ভাই। তোমাদের বুদ্ধি এখন বহু দূরে যায়। তোমরা জানো যেমন উপরে তারারা রয়েছে, দূর থেকে কতো ছোট দেখা যায়। তোমরাও হলে অনেক ছোট আত্মা। আত্মা কখনো ছোটো-বড় হয় না। হ্যাঁ, তোমাদের পদ-মর্যাদা অনেক উচ্চ। তাদেরও সূর্য দেবতা, চন্দ্রমা দেবতা বলে। সূর্য বাবা, চন্দ্রমা মা বলে। এছাড়া সব আত্মারা সকলে হলো নক্ষত্র-তারার। তাই আত্মারা সব একরকম, ছোট। এখানে এসে পার্টধারী হয়ে ওঠে। তোমরাই তো দেবতায় পরিণত হও।

আমরা খুবই পাওয়ারফুল তৈরী হচ্ছি। বাবাকে স্মরণ করার ফলে আমরা সতাপ্রধান দেবতা হয়ে যাবো। নম্বর অনুযায়ী

কিছু-কিছু তো পার্থক্য থাকেই। কোনো আত্মা পবিত্র হয়ে সত্যপ্রধান দেবতা হয়ে যায়, কোনো আত্মা সম্পূর্ণ পবিত্র হয় না। জ্ঞান তো এতটুকুও জানা নেই। বাবা বুঝিয়েছেন যে, বাবার পরিচয় অবশ্যই যেন সকলের পাওয়া উচিত। সর্বশেষে তো বাবাকে চিনবেই, তাই না ! বিনাশের সময় সকলে জানতে পারবে যে বাবা এসেছেন। এখনো কেউ-কেউ বলে ভগবান অবশ্যই কোথাও এসেছেন কিন্তু জানা যাচ্ছে না। মনে করে যে কোনো না কোনো রূপে এসে যাবে। মনুষ্য মত যে অনেক না ! তোমাদের হলো একই ঈশ্বরীয় মত। তোমরা ঈশ্বরীয় মতের দ্বারা কি হচ্ছে ? এক হলো মনুষ্য মত, দ্বিতীয় হলো ঈশ্বরীয় মত আর তৃতীয় হলো দৈবী মত। দেবতাদেরও মত কে দিয়েছেন ? বাবা। বাবার শ্রীমত হলোই শ্রেষ্ঠ করে তোলার। শ্রী-শ্রী বাবাকেই বলবে, না কি মানুষকে ! শ্রী-শ্রী এসেই শ্রী করে তোলেন। দেবতাদের শ্রেষ্ঠ তৈরী করার জন্য একমাত্র বাবা আছেন, ওঁনাকে শ্রী-শ্রী বলা হয়। বাবা বলেন, আমি তোমাদের ঐরকম যোগ্য করে তুলি। তারা তো আবার নিজেদের উপর শ্রী-শ্রীর টাইটেল রেখে দিয়েছে। তোমরা কনফারেন্সেও বোঝাতে পারো। বোঝানোর জন্য তোমরাই নিমিত্ত হয়েছে। শ্রী শ্রী তো হলেন একই শিববাবা, যিনি এরকম শ্রী দেবতা তৈরী করেন। সেইসব লোক তো শাস্ত্র ইত্যাদি অধ্যয়ন করে টাইটেল (উপাধি) নিয়ে আসে। তোমাদের তো শ্রী শ্রী বাবা-ই শ্রী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ তৈরী করছেন। এটা হলোই তমোপ্রধান ব্রহ্মচারী দুনিয়া। ব্রহ্মচার থেকে জন্ম নেয়। কোথায় বাবার টাইটেল, কোথায় এই পতিত মানুষ নিজেদের উপর রেখে থাকে। সত্যিকারের শ্রেষ্ঠ মহান আত্মারা তো হল দেবী-দেবতারা ! সত্যপ্রধান দুনিয়াতে একজনও তমোপ্রধান মানুষ হতে পারে না। রজোতে রজো মানুষই থাকবে, না কি তমোগুণী। বর্ণের বিষয়েও তো বলা হয়, তাই না। তোমরা এখন বুঝতে পারো, পূর্বে তো আমরা কিছুই বুঝতাম না। বাবা এখন কতো বিচক্ষণ করে তুলছেন। তোমরা কতো ধনবান হচ্ছে। শিববাবার ধন-ভান্ডার হলো ভরপুর। শিববাবার ধন-ভান্ডার কোনটি ? (অবিনাশী জ্ঞান রঞ্জের) শিববাবার ধন-ভান্ডার ভরপুর, তো কাল(মৃত্যু) কন্টক দূর। বাবা তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের জ্ঞান রত্ন দিতে থাকেন। তিনি নিজেই হলেন সাগর। জ্ঞান রঞ্জের সাগর। বাচ্চাদের বুদ্ধি অসীম জগতের প্রতি হওয়া উচিত। কতো কোটি কোটি আত্মা নিজ নিজ শরীর রূপী আসনের উপর বিরাজমান। এটা হলো অসীম জগতের নাটক। আত্মা এই আসনের উপর বিরাজমান হয়ে থাকে। এই আসন (শরীর) একটা দ্বিতীয়টার সাথে মেলে না। সকলের আলাদা-আলাদা ফিচার্স হয়, একে বলা হয় প্রকৃতি। প্রত্যেকের কেমন অবিনাশী পার্ট। এতো ছোট আত্মায় ৮৪ জন্মের রেকর্ড ভরা থাকে। অত্যন্ত সূক্ষ্ম। এর থেকে সূক্ষ্ম ওয়ান্ডার (বিস্ময়কর) হতে পারে না। এতো ছোট আত্মাতে সমগ্র পার্ট ভরা আছে, যা কিনা এখানেই ভূমিকা পালন করছে। সূক্ষ্মবতনে তো কেউ পার্ট বাজায় না। বাবা কতো ভালো করে বোঝান। বাবার দ্বারা তোমরা সব কিছু জেনে যাও। এটাই হলো নলেজ। এরকম নয় যে, সকলের অন্তরকে জানার জন্য তিনি রয়েছে। তিনি এই নলেজ জানেন, যে নলেজ তোমাদের মধ্যেও ইমার্জ (সুস্পষ্ট) হচ্ছে। যে নলেজের জন্যই তোমরা এতো উচ্চ পদ প্রাপ্ত করো। এটাও মনে থাকে যে না ! বাবা হলেন বীজরূপ। তাঁর মধ্যে বৃক্ষের আদি, মধ্য, অন্তের নলেজ আছে। মানুষ তো লক্ষ বছর আয়ু দিয়ে দিয়েছে, তাই তাদের মধ্যে জ্ঞান আসতে পারে না। এখন তোমাদের সঙ্গমে এই সমস্ত জ্ঞান প্রাপ্ত হচ্ছে। বাবার দ্বারা তোমরা সমগ্র চক্রকে জেনে যাও। এর আগে তোমরা কিছুই জানতে না। তোমরা এখন সঙ্গমে আছো। এটা হলো তোমাদের শেষের জন্ম। পুরুষার্থ করতে করতে আবার তোমরা সম্পূর্ণ ব্রাহ্মণ হয়ে যাবে। এখন হওনি। এখন তো ভালো-ভালো বাচ্চারাও ব্রাহ্মণ থেকে আবার শূদ্র হয়ে যায়। একে বলা হয় মায়ার কাছে হার মানা। বাবার কোল থেকে হার মেনে রাবণের কোলে চলে যায়। কোথায় বাবার শ্রেষ্ঠ হওয়ার কোল, কোথায় ব্রষ্ট হওয়ার কোল। সেকেন্ডে জীবনমুক্তি। সেকেন্ডে পুরো দুর্দশা হয়ে যায়। ব্রাহ্মণ বাচ্চারা ভালো ভাবে জানে- কীভাবে দুর্দশা হয়ে যায়। আজ বাবার হলে, কাল আবার মায়ার থায়ায় এসে রাবণের হয়ে যায়। আবার তোমরা বাঁচানোর চেষ্টা করলে কেউ-কেউ আবার বেঁচেও যায়। ডুবে যাচ্ছে দেখলে তোমরা বাঁচানোর চেষ্টা করতে থাকো। কতো টানা-পোড়েন হয়।

বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান। এখানে তোমরা স্কুলে পড়ো, তাই না ! তোমাদের জানা আছে কীভাবে আমরা এই চক্র আবর্তিত করি। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের শ্রীমত প্রাপ্ত হতে থাকে এরকম-এরকম করো। ভগবানুবাচ তো অবশ্যই আছে। এ হল ওঁনার শ্রীমত ! বাচ্চারা, আমি তোমাদের এখন শূদ্র থেকে দেবতা বানাতে এসেছি। এখন কলিযুগে হলো শূদ্র সম্প্রদায়। তোমরা জানো যে, কলিযুগ সম্পূর্ণ হচ্ছে। তোমরা এখন সঙ্গম যুগে বসে আছো। এটা বাবার দ্বারা তোমাদের নলেজ প্রাপ্ত হয়। যা কিছু শাস্ত্র তৈরী হয়েছে তার সব কিছুতেই হলো মনুষ্য মত। ঈশ্বর তো শাস্ত্র তৈরী করেন না। এক গীতার উপরেই কতো নাম লিখে দিয়েছে। গান্ধী গীতা, টেগোর গীতা ইত্যাদি ইত্যাদি। অনেক নাম আছে। গীতাকে মানুষ কেন এতো পড়ে ? বুঝতে তো কিছুই পারে না। কিছু অধ্যায় তুলে নিয়ে নিজের নিজের মতো অর্থ করতে থাকে। সেটাই তো সব মানুষদের তৈরী হয়ে গেল, তাই না ! তোমরা বলতে পারো মানুষের মতো তৈরী গীতা পড়ার ফলে আজ এই হাল হয়েছে। গীতাই তো প্রথম নস্বরের শাস্ত্র। সেটা হলো দেবী-দেবতা ধর্মের শাস্ত্র। এটা হলো তোমাদের ব্রাহ্মণ কুল। এটাও ব্রাহ্মণ ধর্ম যে না। কতো ধর্ম, যারা-যারা যে ধর্ম রচনা করেছে তার সেই নাম রেখে চলে। জৈনরা মহাবীর বলে। তোমরা

অর্থাৎ বাচ্চারা হলে মহাবীর-মহাবীরঙ্গনা। মন্দিরে (দিলওয়ারা মন্দির) তোমাদের স্মারক আছে। রাজযোগ যে। নীচে যোগ তপস্যায় বসে আছে, উপরে রাজস্বের চিত্র। রাজযোগের অ্যাকুউরেট মন্দির। আবার কারা- কারা কোন-কোন সব নাম রেখে দিয়েছে। স্মারক একদম অ্যাকুউরেট, বুদ্ধি সহযোগে কাজ করে ঠিক তৈরী করেছে, তবে যে যা নাম বলেছে সেই সব রেখে দিয়েছে। এটা মডেল রূপে তৈরী করেছে। স্বর্গ আর রাজযোগ সঙ্গমযুগের তৈরী। তোমরা আদি, মধ্য, অন্তকে জানো। আদিকেও তোমরা দেখেছো। আদি সঙ্গমযুগকে বলা বা সত্যযুগকে বলা। সঙ্গমযুগের সিন (দৃশ্য) নীচে দেখানো হয় আবার রাজস্ব উপরে দেখানো হয়েছে। সুতরাং সত্যযুগ হলো আদি আবার মধ্যতে হলো দ্বাপর। অন্তকে তোমরা দেখছই। এই সব শেষ হয়ে যাবে। সম্পূর্ণ স্মরণিক তৈরী হয়ে আছে। দেবী-দেবতারাই আবার বাম মার্গে যায়। তাদের দিয়েই বাম মার্গ শুরু হয়। স্মরণিক সম্পূর্ণ অ্যাকুউরেট (সঠিক)। স্মরণিক রূপে অনেক মন্দির তৈরী হয়েছে। এখানেই সব চিহ্ন আছে। মন্দিরও এখানেই তৈরী হয়। দেবী-দেবতা ভারতবাসীই, তারাই রাজস্ব করে গেছে। তারাই পরে আবার কতো কতো মন্দির বানায়। শিখ-রা, অনেকে একত্রিত হলে তারা নিজেদের জন্য মন্দির বানিয়ে ফেলবে। মিলিটারীর লোকেরাও নিজেদের মন্দির তৈরী করে। ভারতবাসী নিজেদের কৃষ্ণ বা লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির তৈরী করবে। হনুমান, গণেশের তৈরী করবে। এই সমগ্র সৃষ্টির চক্র কীভাবে আবর্তিত হয়, কীভাবে স্থাপনা, বিনাশ, প্রতিপালন হয়- এটা তোমরাই জানো। একে বলা হয় অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত। ব্রাহ্মার দিন আর ব্রহ্মার রাতই গাওয়া হয়, কারণ ব্রহ্মাই চক্রেতে (জন্ম-মরণের) আসে, এখন তোমরা হলে ব্রাহ্মণ আবার দেবতা হবে। মুখ্য তো ব্রহ্মা হলেন যে না! ব্রহ্মাকে রাখবে না বিষ্ণুকে রাখবে! ব্রহ্মা হলেন রাতের আর বিষ্ণু হলেন দিনের। তিনিই রাত্রি থেকে আবার দিনে আসেন। দিন থেকে আবার ৮৪ জন্ম পরে রাতে আসেন। কতো সহজ বোঝানো। এটাও সম্পূর্ণ স্মরণ করতে পারো না। সম্পূর্ণ নিয়মে অধ্যয়ণ না করলে নশ্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে পদ প্রাপ্ত হয়। যতো স্মরণ করবে সতোপ্রধান হবে। সতোপ্রধান ভারতই তমোপ্রধান হবে। বাচ্চাদের মধ্যে কতো জ্ঞান আছে। এই নলেজ মন্বন করতে হয়। এই জ্ঞান হলোই নূতন দুনিয়ার জন্য, যা অসীম জগতের পিতা এসে দেন। সমস্ত মানুষ অসীমজগতের পিতাকে স্মরণ করে। ইংরেজ লোকেরাও বলে ওহ্ গড ফাদার লিভের, গাইড অর্থ তো তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আছে। বাবা এসে দুঃখের দুনিয়া আইরন এজ্ থেকে বের করে গোল্ডেন এজে নিয়ে যান। অবশ্যই গোল্ডেন এজ পাস করে যায়, তাই তো স্মরণ করে যে না! বাচ্চারা, তোমাদের ভিতরে-ভিতরে অনেক খুশী থাকা উচিত আর দৈবী কর্মও করা উচিত। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) বাবার থেকে অবিনাশী জ্ঞান রঞ্জের অক্ষয় ধন-ভান্ডার প্রাপ্ত হচ্ছে- তাকে মনে রেখে বুদ্ধিকে অসীম জগতে নিয়ে যেতে হবে। এই অসীম জগতের নাটকে আত্মারা কীভাবে নিজের-নিজের আসনে বিরাজমান- এমন প্রকৃতির বিস্ময়কে সাক্ষী হয়ে দেখতে হবে।

২) সর্বদা বুদ্ধিতে যেন স্মরণ থাকে যে, আমরা হলাম সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ, বাবার শ্রেষ্ঠ কোল আমাদের প্রাপ্ত হয়েছে। আমরা রাবণের কোলে যেতে পারি না। আমাদের কর্তব্য হলো- যে ডুবে যাচ্ছে তাকেও বাঁচানো।

বরদানঃ- সেবা ভাব দ্বারা সেবায় নিযুক্ত থেকে এগিয়ে যেতে আর এগিয়ে দিতে সক্ষম নির্বিল্ল সেবাধারী ভব*
সেবা-ভাব সফলতা এনে দেয়, সেবাতে যদি অহং ভাব এসে যায়, তো তাকে সেবা ভাব বলা হবে না। যে কোনো সেবাতেই যদি অহম্-ভাব মিশ্রিত হয়ে যায় তো পরিশ্রমও বেশী, সময়ও বেশী লাগে আর নিজেরও সন্তুষ্টিতা আসে না। সেবা-ভাব সম্পন্ন বাচ্চারা নিজেও এগোতে থাকে আর অপরকেও এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকে। তারা সর্বদা উড়তি কলার অনুভব করে। তাদের উৎসাহ উদ্দীপনা স্বয়ংকে নির্বিল্ল করে তোলে আর অপরেরও কল্যাণ করে।

স্লোগানঃ- 'জ্ঞানী আত্মা' সে-ই যে আকৃষ্ট করে থাকে এমন সূক্ষ্ম সুতোর থেকেও মুক্ত।*

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা রাজস্ব প্রাপ্তির জন্য রাজযোগের পাঠ পড়ছো, তোমাদের কাছে এটা হল নুতন ধরনের পড়াশুনা"

প্রশ্নঃ - এই পড়াশুনার রাস্তায় চলতে চলতে কোনো কোনো বাচ্চা ফেল হয়ে যায় কেন ?

উত্তরঃ - কারণ এই পড়াশুনাতে মায়ার সাথে বস্ত্রি করতে হয়। মায়ার সাথে বস্ত্রি হলে বুদ্ধিতে ভীষণ আঘাত লাগে। আঘাত লাগলে বাচ্চারা বাবার কাছে আন্তরিক ভাবে সৎ থাকে না। যারা আন্তরিক ভাবে সৎ থাকে, তারা সর্বদাই সুরক্ষিত থাকে।

ওম্ শান্তি। সকল বাচ্চারা তো অবশ্যই নিশ্চিত যে আমাদেরকে অর্থাৎ আত্মাদেরকে পরমাত্মা পিতা পড়াচ্ছেন। ৫ হাজার বছর পরে কেবল একবার অসীম জগতের পিতা আসেন এবং অসীম জগতের বাচ্চাদেরকে শিক্ষা দেন। যদি নতুন কেউ এটা শোনে, তাহলে বুঝতে পারবে না। আত্মিক পিতা এবং আত্মিক সন্তান বলতে কি বোঝায় সেটাও বুঝবে না। তোমরা বাচ্চারা জানো যে আমরা সবাই ভাই-ভাই। উনি হলেন আমাদের পিতা, শিক্ষক এবং সঙ্গী। বাচ্চারা, এটা নিশ্চয়ই স্বাভাবিক ভাবেই তোমাদের মনে থাকে। এখানে বসে থাকার সময়ে নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারো যে সকল আত্মার আত্মিক পিতা তো একজনই। যে ধর্মেরই হোক না কেন, সকল আত্মারা তো তাঁকেই স্মরণ করে। সকল মানুষই তাঁকে স্মরণ করে। বাবা বুঝিয়েছেন যে আত্মা তো সকলের মধ্যেই রয়েছে। এখন বাবা বলছেন - সকল দৈহিক ধর্ম পরিত্যাগ করে নিজেকে আত্মা রূপে অনুভব করো। তোমরা আত্মারা এখন এখানে নিজেদের ভূমিকা পালন করছ। কেমন ভূমিকা পালন করছ সেটাও বোঝানো হয়েছে। *তবে বাচ্চারা তাদের পুরুষার্থের ক্রম অনুসারেই বুঝতে পারে।* তোমরা হলে রাজযোগী। আসলে সকল শিক্ষার্থীই যোগী। কারণ যিনি পড়ান, অর্থাৎ শিক্ষকের সাথে তো অবশ্যই যোগাযোগ রাখতে হয়। লক্ষ্যবস্তু সম্পর্কেও একটা ধারণা থাকে যে এই পড়াশুনার দ্বারা আমরা এইরকম হব। এটা তো এক ধরনের পড়াশুনা, এটাকে বলা হয় রাজাদের রাজা হওয়ার শিক্ষা। তাই এটা হল রাজযোগ অথবা রাজস্ব প্রাপ্তির জন্য বাবার সাথে যোগ। কোনো মানুষ কখনোই এই রাজযোগ শেখাতে পারবে না। তোমাদেরকে কোনো মানুষ এটা শেখাচ্ছে না। তোমাদের মতো আত্মাদেরকে স্বয়ং পরমাত্মা শেখাচ্ছেন। তারপর তোমরা আবার অন্যদেরকে শেখাও যে তোমরাও নিজেকে আত্মা রূপে অনুভব করো। আমাদের সকলের আত্মিক পিতা এটা শেখাচ্ছেন। এটা স্মরণে না থাকলে বুদ্ধি ক্ষুরধার হয় না। তাই এই জ্ঞান অনেকের বুদ্ধিতেই ধারণ হয় না। তাই বাবা সর্বদাই বলেন - যোগযুক্ত হয়ে, স্মরণের যাত্রাতে থেকে বোঝাও। আমরা নিজ ভাইকে বোঝাচ্ছি - তোমরাও হলে আত্মা, তিনি হলেন সকল আত্মার পিতা, শিক্ষক এবং সদগুরু। এইভাবে আত্মাকেই দেখতে হবে। হয়তো এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তির গায়ন রয়েছে, কিন্তু এতে অনেক পরিশ্রম করতে হয়। আত্ম-অভিমानी না হওয়ার জন্য তোমাদের বাণীতে শক্তি থাকে না। কারণ বাবা যেভাবে বোঝান, সেইভাবে অন্য কেউ বোঝায় না। কেউ কেউ খুব ভালো বোঝায়। কে কাঁটা আর কে ফুল - সবই তো বোঝা যায়। স্কুলে বাচ্চারা ৫-৬টা শ্রেণী পড়ার পরে ট্রান্সফার হয়ে যায়। যখন ভালো ভালো বাচ্চারা ট্রান্সফার হয়ে যায়, তখন সেই অন্য শ্রেণীর টিচাররাও ঝট করে বুঝে যায় যে এই বাচ্চা খুব ভালো পুরুষার্থী। এ নিশ্চয়ই ভালো পড়াশুনা করেছে, তাই ভালো নম্বর পেয়েছে। টিচাররা তো অবশ্যই বুঝতে পারে, তাই না ? ওগুলো সব লৌকিক পড়াশুনা। এখানে ঐরকম কোনো ব্যাপার নেই। এটা হলো পারলৌকিক পড়াশুনা। এখানে তো কেউ এইরকম বলবে না যে এই স্টুডেন্ট আগের ক্লাসে ভালো পড়াশুনা করে এসেছে বলে এখন ভালো ভাবে পড়ছে। না। হয়তো ওই পরীক্ষাতে পাশ করলে টিচার বোঝে যে এই স্টুডেন্ট খুব পড়াশুনা করেছে তাই ভালো নম্বর পেয়েছে। কিন্তু এখানে তো সম্পূর্ণ নুতন পাঠ। আগে থেকে কেউ এটা পড়েনি। *শিক্ষাও নুতন এবং শিক্ষকও নুতন।* সবকিছুই নুতন। নুতনদেরকেই শেখানো হয়। যে ভালো ভাবে পড়াশুনা করে, তাকে বলা হয় ভালো পুরুষার্থী। এটা হলো নুতন দুনিয়ার জন্য নুতন জ্ঞান। অন্য কেউ এই শিক্ষা দিতে পারবে না। যে যত মনোযোগ দেয়, সে তত ভালো নম্বর পায়। কেউ কেউ তো খুব মিষ্টি এবং বাধ্য হয়। দেখলেই বোঝা যায় যে এই বাচ্চা খুব ভালো ক্লাস করায়, এর মধ্যে কোনো খারাপ গুণ নেই। আচরন কিংবা কথাবার্তার কায়দা দেখেই বোঝা যায়। বাবা সবাইকে জিজ্ঞাসাও করেন যে এই বাচ্চা কেমন ক্লাস করায়, এর মধ্যে কোনো দুর্বলতা রয়েছে কি না। অনেকেই বলে যে আমাকে জিজ্ঞাসা না করে কখনো বাবাকে কোনো খবর দেবে না। কেউ কেউ ভালো ক্লাস করায়, আবার কেউ কেউ অতটা তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবান হয় না। মায়ার সাথে খুব যুদ্ধ হয়। বাবাও জানেন যে মায়া এদেরকে অনেক ধোঁকা দেয়। হয়তো কেউ ১০ বছর ধরে ক্লাস করাচ্ছে, কিন্তু মায়া এতটাই শক্তিশালী যে তারপরেও দেহ-অহংকার এসে যায় এবং বশীভূত হয়ে যায়। বাবা

বোঝাচ্ছেন - যারা পালোয়ান বাচ্চা, তাদের ওপরে অনেক মায়াবী আঘাত আসে। পালোয়ানের সাথে মায়াও পালোয়ান হয়ে লড়াই করে।

তোমরা নিশ্চয়ই বোঝো যে বাবা যার মধ্যে প্রবেশ করেছেন, তিনি হলেন প্রথম স্থানাধিকারী। তারপরে ক্রমানুসারে অনেকেই রয়েছে। বাবা হয়তো এক-দুইজনের উদাহরণ দেন। ক্রমানুসারে তো অনেকেই রয়েছে। যেমন দিল্লির গীতা খুবই হুঁশিয়ার এবং মিষ্টি সন্তান। বাবা সর্বদাই বলেন যে গীতা হল সত্যিকারের গীতা। মানুষ তো ওই গীতা পাঠ করে কিন্তু ওরা বোঝে না যে ভগবান কিভাবে রাজযোগ শিখিয়ে রাজাদের রাজা বানিয়েছিলেন। যখন সত্যযুগ ছিল তখন একটাই ধর্ম ছিল। গতকালের কথা। বাবা বলেন, কালকেই তোমাদেরকে এত ধনী বানিয়ে দিয়ে গেলাম, তোমরা কত অসীম ভাগ্যবান ছিলে। কিন্তু এখন তোমরা কেমন হয়ে গেছ। তোমরা নিজেরাও নিশ্চয়ই অনুভব করছ। যারা ওই গীতা পাঠ করে, তাদের কাছে কি কিছু অনুভব করা যায় ? কিছুই বোঝে না। সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রীমৎ ভগবৎ গীতার-ই মহিমা রয়েছে। ওরা তো কেবল বসে বসে গীতা পাঠ করে শোনায়। বাবা কোনো বই পড়েন না। তাই পার্থক্য তো অবশ্যই রয়েছে। ওরা কোনো স্মরণের যাত্রা করে না। ওদের তো ক্রমশঃ অধঃপতন হয়। সর্বব্যাপীর জ্ঞানের দ্বারা সবকিছু কেমন হয়ে গেছে দেখ। তোমরা জানো যে প্রত্যেক কল্পেই এইরকম হবে। বাবা বলছেন, আমি তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়ে এই বিষয় সাগর পার করে দিই। কত পার্থক্য। শাস্ত্র অধ্যয়ণ করা তো ভক্তিমার্গের বিষয়। বাবা বলছেন, এইগুলো পড়লে কেউ আমার সাথে মিলিত হতে পারে না। দুনিয়ার মানুষ মনে করে - যে পথেই যাও না কেন সবাই শেষে একই স্থানে পৌঁছাবে। আবার কখনো বলে যে ভগবান কোনো না কোনো রূপ ধারণ করে এসে শিক্ষা দেবেন। যদি সেই বাবাকেই এসে শিক্ষা দিতে হবে, তাহলে তোমরা কি পড়াছ ? বাবা বোঝাচ্ছেন - আটার মধ্যে নুনের মতো গীতাতেও অতি সামান্য সঠিক কথা লেখা রয়েছে এবং ঐগুলোকেই তোমরা ব্যবহার করতে পারো। সত্যযুগে কোনো শাস্ত্র ইত্যাদি থাকবে না। এগুলো সব ভক্তিমার্গের শাস্ত্র। এইরকম বলা যাবে না যে এগুলো সব অনাদি, শুরু থেকেই প্রচলিত রয়েছে। অনাদি কথাটার অর্থই বোঝে না। বাবা বোঝাচ্ছেন, এই ড্রামাটা হলো অনাদি। বাবা তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাচ্ছেন। তিনি বলছেন - এখন তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাচ্ছি, কিন্তু তারপর আবার গুপ্ত হয়ে যাব। তোমরা বলতে পারো যে আমাদের রাজত্ব অনাদি। রাজ্য তো সেটাই রয়েছে কেবল পবিত্র থেকে অপবিত্র হয়ে গেছে বলে নামটা পাল্টে গেছে। দেবতার পরিবর্তে হিন্দু বলে। কিন্তু বাস্তবে তো আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মেরই, তাই না ? অন্যরাও যেমন সতোপ্রধান থেকে সতো, রজো এবং তমো অবস্থায় আসে, সেইভাবে তোমরাও নীচে নামো। রজো অবস্থায় আসলে অপবিত্র হয়ে যাও বলে দেবতার পরিবর্তে হিন্দু বলে। হিন্দু নামটা তো হিন্দুস্থান থেকে এসেছে। তোমরা তো আসলে দেবী-দেবতা ছিলে। দেবতার তো সর্বদাই পবিত্র থাকে। এখন তো মানুষ পতিত হয়ে গেছে। তাই হিন্দু নাম রেখে দিয়েছে। যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে হিন্দু ধর্ম কে কবে স্থাপন করেছিল তবে বলতে পারবে না। আগে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল, ওটাকেই প্যারাডাইস ইত্যাদি অনেক ভালো ভালো নাম দিয়েছে। যেটা পূর্বে হয়েছে, সেটা পুনরায় হবে। এখন তোমরা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবকিছু জানো। এইভাবে জানতে থাকলেই বেঁচে থাকবে। কেউ কেউ মরে যায়। বাবার বাচ্চা হওয়ার পর মায়ার সাথে যুদ্ধ চলতে থাকে। যুদ্ধ হওয়ার ফলে অনেকে বিশ্বাসঘাতক হয়ে যায়। রাবণের ছিল, তারপর রামের হলো। কিন্তু রাবণ পুনরায় রামের সন্তানকে পরাজিত করে নিজের দিকে নিয়ে চলে যায়। কারোর আবার ব্যাধি হয়ে যায়। তখন সে ওদিকেও থাকে না আর এদিকেও থাকে না। না থাকে সুখ আর না থাকে দুঃখ। মধ্যখানে আটকে থাকে। তোমাদের মধ্যে এইরকম অনেকেই রয়েছে যারা মধ্যখানে আটকে আছে। পুরোপুরি বাবার হয়না, আবার পুরোপুরি রাবণেরও হয়না। তোমরা এখন পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে রয়েছ। উত্তম পুরুষ হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছ। এই বিষয়গুলো ভালো করে বুঝতে হবে। বাবা যখন জিজ্ঞাসা করে তখন তো খুব ভালো করে হাত ওঠায়। কিন্তু বুঝতে পারা যায় যে অতটা বুদ্ধি নেই। যদিও বাবা বলেন যে সর্বদা উত্তম কথা বোলো। তাই সকলেই বলে যে আমি নর থেকে নারায়ন হব। নর থেকে নারায়ন হওয়ার কথাই প্রচলিত রয়েছে। যখন জ্ঞান ছিল না তখন সত্য নারায়নের কথা শুনতে। ওখানে কেউ কোনো প্রশ্ন করতে পারে না। এখানে তো বাবা নিজেই জিজ্ঞাসা করেন - তোমরা কি মনে করো যে তোমাদের অতটা সাহস রয়েছে ? তোমাদেরকে অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। যখন কেউ আসে, তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে এই জন্মে কোনো পাপ কর্ম করেছে কি না। জন্ম-জন্মান্তর ধরে তো পাপী হয়েই রয়েছে। যদি এই জন্মের পাপ গুলো বলে দাও তবে হাল্কা হয়ে যাবে। নাহলে অন্তরে বিবেক দংশন হবে। সত্য কথা বলে দিলে হাল্কা হয়ে যাবে। কোনো কোনো বাচ্চা সত্য কথা বলে না বলে মায়া খুব জোরে ঘুঁষি মেরে দেয়। তোমাদের সাথে বিশাল বড় বক্সিং চলছে। *ওই বক্সিং-এ তো শরীরে আঘাত লাগে, কিন্তু এই বক্সিং-এ বুদ্ধিতে খুব গভীর আঘাত লাগে।* বাবাও এটা জানেন। ব্রহ্মাবাবা বলছেন - আমি এখন অনেক জন্মের অস্তিত্বে রয়েছি। সবথেকে পবিত্র ছিলাম কিন্তু এখন সবথেকে পতিত হয়ে গেছি। এরপর আবার পবিত্র হয়ে যাব। আমি কখনোই বলি না যে আমি কোনো মহাত্মা। বাবাও বলেন যে এখন এ সবথেকে পতিত হয়ে গেছে। বাবা বলেন, আমি পরের দেশে, পরের শরীরে আসি। যে সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম নিয়েছে,

আমি তার মধ্যে অনেক জন্মের অন্তিম জন্মে প্রবেশ করি। এও এখন পবিত্র হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছে। খুব হুঁশিয়ার থাকতে হয়। বাবা তো সবই জানেন। বাবার এই সন্তান তো বাবার অতি নিকটেই থাকে। কখনোই বাবার থেকে আলাদা হয় না। কখনো বাবাকে ছেড়ে যাওয়ার সংকল্পও আসে না। একদম আমার পাশেই বসে আছেন। ইনি তো আমারই পিতা। আমার ঘরেই বসে আছেন। বাবা তো জানতে পারেন এবং শিববাবার সাথে হাসি মজাও করেন - বাবা আজকে আমাকে স্নান করিয়ে দাও, খাইয়ে দাও। আমি ছোট্ট বাচ্চার মতো অনেক রকম ভাবে বাবাকে স্মরণ করি। বাচ্চারা, তোমাদেরকেও এইরকম ভাবেই স্মরণ করার উপদেশ দিচ্ছি। বাবা, তুমি কতই না মিষ্টি। আমাদেরকে একেবারে বিশ্বের মালিক বানিয়ে দাও। এইসব বিষয় তো কারোর চিন্তাতেই আসবে না। বাবা সবাইকে সতেজ করে দেন। সকলেই পুরুষার্থ করছে। কিন্তু তার সাথে আচরণও সেইরকম হওয়া উচিত। কোনো ভুল হয়ে গেলে বাবাকে পত্র লেখা উচিত - বাবা, আমার দ্বারা এইরকম ভুল হয়ে যায়। কেউ কেউ পত্র লেখে - বাবা, আমি এইরকম ভুল করে ফেলেছি, আমাকে ক্ষমা করে দিও। কিন্তু আমার সন্তান হওয়ার পরে কোনো ভুল করলে সেটা একশো গুণ বৃদ্ধি পেয়ে যায়। মায়ার কাছে পরাজিত হয়ে গেলে যেই কে সেই হয়ে যায়। অনেকেই পরাজিত হয়ে যায়। এটা বিশাল বড় বক্সিং। রাম এবং রাবণের যুদ্ধ। শাস্ত্রে দেখানো হয়েছে যে বাঁদর সেনা ব্যবহার করেছে। বাবা বলেন - এইসব বাচ্চাদের খেলা তো পূর্ব-নির্মিত। ছোট্ট শিশু যেমন অবোধ হয়, সেইরকম। বাবা বলেন - এইগুলো এদের তুচ্ছ বুদ্ধির পরিণাম। প্রত্যেকেই ঈশ্বরের রূপ বলে দেয়। তাহলে তো প্রত্যেকেই ঈশ্বর হয়ে গিয়ে স্থাপন, পালন, বিনাশ করবে। কিন্তু ঈশ্বর কি কখনো কারোর বিনাশ করতে পারে ? এরা ঘোর অজ্ঞানতার মধ্যে রয়েছে। তাই পুতুল পূজা বলা হয়। আশ্চর্যজনক। মানুষের বুদ্ধি কেমন হয়ে যায়। কত খরচ করে। বাবা বলেন - আমি তোমাদেরকে এত শ্রেষ্ঠ বানিয়ে ছিলাম, আর তোমরা কি করেছ ! তোমরাও জানো যে আমরাই দেবতা ছিলাম, আমরাই চক্র ঘুরিয়ে এখন ব্রাহ্মণ হয়েছি। এরপর আমরা আবার দেবতা হব। এটা তো ভালো ভাবে বুঝেছ, তাই না ? যখন এখানে এসে বসো, তখন বুদ্ধিতে এইসব জ্ঞান থাকা উচিত। বাবাও তো নলেজফুল। হয়তো শান্তিধামে থাকেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁকে নলেজফুল বলা হয়। তোমাদের মতো আত্মাদের মধ্যেও সমগ্র জ্ঞান থাকে। তাই অনেকে বলে এই জ্ঞানের দ্বারা আমার চোখ খুলে গেছে। বাবা তোমাদেরকে জ্ঞানচক্ষু দেন। আত্মারা সৃষ্টির আদি, মধ্য, অন্তিমের কথাগুলো জেনে গেছে। চক্র ক্রমাগত আবর্তিত হচ্ছে। ব্রাহ্মণরাই স্ব-দর্শন চক্র পায়। দেবতাদেরকে কেউ এইসব শেখাবে না। দেবতাদের এইসব শেখার দরকার-ই নেই। তোমাদেরকেই পড়তে হবে কারন তোমরাই দেবতা হবে। বাবা বসে থেকে এইসব নুতন নুতন কথা বোঝাচ্ছেন। এইসব নুতন পড়া পড়ে তোমরা শ্রেষ্ঠ হয়ে যাও। ফার্স্ট সো লাস্ট, লাস্ট সো ফার্স্ট। এটা তো পড়াশুনা। এখন তোমরা বুঝেছ যে প্রত্যেক কল্পেই বাবা এসে পতিত থেকে পবিত্র বানান। তারপর এই জ্ঞান আর থাকবে না। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) অত্যন্ত বাধ্য এবং মিষ্টভাবে থাকতে হবে। দেহ-অহংকারের বশীভূত হওয়া যাবে না। বাবার সন্তান হওয়ার পরে কোনো ভুল করা যাবে না। মায়ার সাথে এই বক্সিং-এ খুব হুঁশিয়ার থাকতে হবে।

২) নিজের বানীতে শক্তি ভরার জন্য আত্ম-অভিমানী হয়ে থাকার অভ্যাস করতে হবে। যদি স্মরণে থাকে যে বাবা আমাদেরকে যেসব শিখিয়েছেন সেগুলোই আমি শোনাচ্ছি, তবে সেটাতে শক্তি সঞ্চার হবে।

বরদানঃ:- অপবিত্রতার অংশ - অলসতা এবং অবহেলাকে পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণ নির্বিকার ভব*
সারাদিনের কোনো কর্মে স্থিতি নীচে ওপরে হওয়া, অলসতা আসা অথবা কোনো কিছু অবহেলা করা - এইগুলো সব বিকারের অংশ এবং পূজনীয় হওয়ার ওপরে এগুলোর প্রভাব পড়ে। যদি তুমি অমৃতবেলায় নিজেকে জাগ্রত অবস্থায় অনুভব না করো, বাধ্য হয়ে কিংবা আরাম করে বসে থাকো, তবে পূজারীও বাধ্য হয়ে কিংবা আরাম করে বসে পূজা করবে। তাই অলসতা - অবহেলাকেও পরিত্যাগ করো। তাহলেই সম্পূর্ণ নির্বিকার হতে পারবে।

স্লোগানঃ:- সেবা তো অবশ্যই করো, কিন্তু অযথা খরচ করো না।*

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা এসেছেন তোমাদেরকে ভক্তি-স্বরূপ আত্মা থেকে জ্ঞান-স্বরূপ আত্মা বানাতে, অর্থাৎ পতিত থেকে পবিত্র বানাতে"

প্রশ্ন:- জ্ঞানবান বাচ্চারা সদা কি এমন চিন্তায় রত থাকে?

উত্তর:- আমি এক অবিনাশী আত্মা, আমার এই শরীর বিনাশী। আমিই ৮৪-বার শরীর ধারণ করি। এটাই আমার অন্তিম জন্ম। আত্মার আকার কখনও ছোট-বড় হয় না। ছোট-বড় হয় শরীর। যদিও চোখ থাকে শরীরে কিন্তু দৃষ্টি-শক্তি আসে আসে আত্মা থেকেই। (অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে আত্মাই তা দেখে থাকে তার দৃষ্টি কোণ থেকে)! পরমাত্মা বাবা আত্মাদের এই জ্ঞান প্রদান করে তৃতীয় নেত্রের উন্মোচন ঘটান। কিন্তু যতক্ষণ না উনি কোনও শরীরকে আধার বানান, ততক্ষণ পর্যন্ত এই বিশেষ জ্ঞানের পাঠ পড়াতে পারেন না। জ্ঞানবান বাচ্চারা সদা এমন ধারার চিন্তনই করতে থাকে।

ওম্ শান্তি ! বাচ্চারা, প্রকৃত অর্থে কে বলছেন এসব কথা? --আত্মা! অবিনাশী আত্মাই এসব বলছে এই শরীর দ্বারা। অর্থাৎ আত্মা আর শরীরের মধ্যে বিস্তর তফাৎ। এই বিশাল কাঠামোর শরীর গঠিত হয় ৫-তন্ত্রের দ্বারা। শরীর যতই ছোট হোক না কেন, আত্মার আকার থেকে তা অনেক গুণ বড়। শুরুতে এই শরীর থাকে খুব ছোট আকারের এক পিণ্ডের মতন। যখন তা একটু বড় আকারের হয়, তখন তাতে আত্মার প্রবেশ ঘটে। আকার বড় হতে হতে ক্রমে তা এত বড় আকারের হয়ে ওঠে। আত্মা হলো চৈতন্য। এই আত্মা যতক্ষণ না সেই শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে, ততক্ষণ শরীর কোনও কাজেরই নয়। আত্মা আর শরীরের মধ্যে বিস্তর তফাৎ। কথা বলা, চলা-ফেরা -- এসব আসলে আত্মারই সক্রিয়তা। যদিও তা অতি ক্ষুদ্র বিন্দুর মতন। আত্মা কখনও ছোট-বড় হয় না, তার বিনাশও নেই। পরম-আত্মা বাবা স্বয়ং বাচ্চাদেরকে তা জানাচ্ছেন- উনি নিজেও অবিনাশী আত্মা এবং যে শরীরে অবস্থান করছেন তা কিন্তু বিনাশী। সেই (ব্রহ্মার) শরীরে উনি প্রবেশ করেন ওনার কর্ম-কর্তব্যের ভূমিকা পালন করার জন্য। বাচ্চারা, যা এখন তোমরা বি.কে -রা চিন্তন প্রক্রিয়ায় আনতে পারো। ইতিপূর্বে তোমরা যেমন আত্মাকে জানতে না, তেমনি পরমাত্মাকেও জানতে না। কেবল কথার কথা বলতে শুধু - "হে পরমপিতা পরমাত্মা!" যদিও বহুপূর্বে তোমরা নিজেদেরকে আত্মাই ভাবতে, কিন্তু পরবর্তীতে কেউ কেউ তোমাদেরকে বুঝিয়েছে, তোমরা নিজেরাই পরমাত্মা। কিন্তু কারা এমন ভুল কথা বুঝিয়েছে? ভক্তি-মার্গের গুরুরা এবং অস্ত্রানী পণ্ডিতদের লেখা শাস্ত্রগুলি। কিন্তু সত্যযুগে এমন ধরনের কথা কেউ বলবে না। এখন বাবা এসে তোমাদেরকে সেসব বুঝিয়ে জানাচ্ছেন - তোমরা আত্মাধারীরা পরমাত্মা বাবার সন্তান। আত্মা হলো ন্যাচারাল আর শরীর আন-ন্যাচারাল, যা মাটি (তন্ত্র) দ্বারা গঠিত। যতক্ষণ শরীরে আত্মার অবস্থান থাকে, ততক্ষণ তোমরা বলতে পারো, চলতে পারো, নানাবিধ কর্ম করতে পারো। বাচ্চারা, তোমরা এসব জানতে পারছো, যেহেতু এখন আত্মাদের বাবা পরমাত্মা স্বয়ং এসে তোমাদেরকে তা বোঝাচ্ছেন।

বাচ্চারা, নিরাকার শিববাবা এই সঙ্গমযুগেই এসে এনার (ব্রহ্মার) শরীর সাহায্যে তোমাদেরকে শোনাচ্ছেন এসব। চোখ তো শরীরেই থাকে, কিন্তু জ্ঞান-চক্ষুর উন্মোচন ঘটান বাবা। যে আত্মার সেই জ্ঞান-চক্ষু থাকে না, তাকে অস্ত্রানী-চক্ষু বলা হয়। বাবার কর্তব্য আত্মাদেরকে সেই জ্ঞান-চক্ষুর উন্মোচন ঘটানো। যেহেতু সর্বপ্রকার ভূমিকা পালন করে এই আত্মারাই। আত্মাই সেসব কর্ম-কর্তব্য করে এই শরীর দ্বারা। এবার তোমরা বুঝতে পারছো, বাবা কেন এনার শরীরকে আধার বানিয়েছেন। বাবা স্বয়ং নিজেই এসব রহস্যগুলি উন্মোচন করছেন তোমাদের কাছে। যেমন, সৃষ্টি চক্রের আদি-মধ্য-অন্তের রহস্যগুলি জানাচ্ছেন, তেমনি বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চের এই অবিনাশী নাটকের সম্পূর্ণ জ্ঞানও জানাচ্ছেন তোমাদের। যা ইতিপূর্বে জানতেই না তোমরা। হ্যাঁ, একে অবশ্যই নাটক বলা হবে। সৃষ্টি চক্রের চিত্রপটের চক্র ক্রমান্বয়ে ঘুরেই চলেছে। কিন্তু তা কিভাবে? -যা কারও জানা নেই। রচয়িতা আর ওনার রচনার আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান, যা কেবল তোমরা বি.কে -রাই পাচ্ছো এখন। বাকীরা সবাই তো ভক্তি-মার্গের। তাই বাবা এসে বি.কে.-দেরকেই "জ্ঞানী আত্মা" করে গড়ে তোলেন। পূর্বে তোমরা ভক্তি মার্গে থাকাকালীন "ভক্ত আত্মা"-ছিলে। যেহেতু তোমরা আত্মারা তখন ভক্তিতেই ছিলে। সেখানে এখন তোমরা আত্মারা সেই বিশেষ জ্ঞান শুনে-জ্ঞানে গুণান্বিত হয়ে "জ্ঞানী আত্মা হচ্ছে।" ভক্তিকে অন্ধকার বলা হয়। তাই এমনটা দাবী করা যাবে না যে, ভক্তিতে ভগবানকে পাওয়া যায়। এবার বাবা জানাচ্ছেন- বাবার এই কর্ম-কর্তব্যের ভূমিকা ভক্তির সময়ে যেমন থাকে, তেমনি থাকে জ্ঞানের সময়েও। এখন তোমরা বুঝতে পারছো, যখন

তোমরা ভক্তি করতে, তখন কেন প্রকৃত সুখ ছিলো না তোমাদের। প্রকৃত বাবাকে খুঁজতে গিয়ে ভক্তি-মার্গে কেবলই ধাক্কা-হেঁচট খেয়েছো তোমরা। এখন বুঝতে পারছো, এই যে হোম-যজ্ঞ, তপ-তপস্যা, দান-পুণ্য ইত্যাদি যা কিছুই করেছে - ভগবানকে খুঁজতে গিয়ে কেবলই ধাক্কা-হেঁচট ইত্যাদি খেতে খেতে তোমরা হয়রান হয়ে গেছো। যেহেতু সময়কালটা তমোপ্রধানের, তাই কেবলই তমোপ্রধান হয়েছে আর আত্মা অবনমনের গতিতে নামতেই থেকেছে। মিথ্যার জগতে আজ-বাজে করতে করতে কেবলই মিথ্যা আর ছিঃ-ছিঃ হয়েছে। এইভাবেই তোমরা পতিত হয়ে পরেছো। ভক্তি-মার্গে তোমরা যে ধারায় ভক্তি করে এসেছো, তাতে কিন্তু পবিত্র হওয়া যায় না মোটেই। পবিত্র না হয়ে কেউ পবিত্র দুনিয়ায় পৌঁছাতে পারেন না আর তা বানাতে পারেন একমাত্র ভগবান, অর্থাৎ একমাত্র বাবা ছাড়া আর কেউই তা পারেন না। এর অর্থ এমনটা নয় যে, পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত ভগবানের সাথে মিলন হবে না। পতিতরাই যে ভগবানকে ডাকতে থাকে- "হে ভগবান, তুমি এসো। এসে আমাদেরকে পবিত্র করো।" পতিতরাই তো ভগবানের সাথে মিলিত হবে পবিত্র হবার জন্য। পবিত্র হলে তো আর ওনার প্রয়োজন পড়বেই না। তেমনি সত্যযুগে পবিত্র হবার জন্য লক্ষ্মী-নারায়ণকে ভগবানের সাথে মিলিত হবার প্রয়োজন হয় না। ভগবান আসেন অপবিত্র পতিতদেরকে পবিত্র বানাতে। সম্পূর্ণ পবিত্র হবার পর এই ছিঃ-ছিঃ শরীর ত্যাগ করতেই হয়। যেহেতু পবিত্র আত্মারা এই তমোপ্রধান দুনিয়ায় আর থাকতে পারে না। বাবাও তেমনি তোমাদেরকে পবিত্র বানিয়ে গুপ্ত হয়ে যান। অবিনাশী এই ড্রামাতে বাবার কর্ম-কর্তব্যের ভূমিকা এমনই ওয়ান্ডারফুল।

বাচ্চারা, আত্মাকে যেমন এই চর্ম-চক্ষুতে দেখা যায় না, তেমনি পরম-আত্মার সাক্ষ্যাংকার হলেও তা স্পষ্ট ভাবে বুঝতে পারা যায় না। আত্মাদের বেলায় অবশ্য বোঝা যায় - এটা অমূকের আত্মা, তমূকের আত্মা, যেহেতু তাদেরকে স্মরণে রাখো তোমরা। তোমাদের তেমনই আগ্রহ হয়, যেমন চৈতন্যে অমূকের সাক্ষ্যাংকার হয়। যদিও তা তো কোনও কাজেরই নয়। আত্মা চৈতন্য অবস্থায় তখন তোমরা কি দেখতে পাও ? তার ফলে কি লাভ হয় ? জাস্ট সাক্ষ্যাংকার হলো আবার গুপ্ত হয়ে গেলো। যা অল্প সময়ের ক্ষণ-ভঙ্গুর সুখের আশা পূর্ণ করে। যাকে বলা হয়- "অল্প কালের ক্ষণ ভঙ্গুর সুখ।" সাক্ষ্যাংকারের ইচ্ছা হয়েছিলো - তা পূর্ণ হলো, এই যা। কিন্তু এখানকার মূল কথাই হলো- পতিত থেকে পবিত্র হওয়া। আর সম্পূর্ণ পবিত্র হতে পারলেই দেবতা হতে পারবে অর্থাৎ স্বর্গ-রাজ্যে পৌঁছাতে পারবে। অস্ত্রানী পণ্ডিতদের দ্বারা লিখিত শাস্ত্রগুলিতে কল্পের আয়ু লক্ষ-লক্ষ বছর বলে লিপিবদ্ধ আছে। সেই হিসাবে কলিযুগের আয়ু এখনও আরও ৪০-হাজার বছর অবশিষ্ট। বাবা তার প্রকৃত তথ্যে জানাচ্ছেন যে, সম্পূর্ণ কল্পের আয়ু মোট ৫-হাজার বছর। এই ভাবেই (ভুল তথ্যে) মানুষেরা ঘোর অন্ধকারে ডুবে আছে। একেই বলা হয়- "ঘোর অন্ধকার!" কারও মধ্যে এই সাধারণ জ্ঞান-টুকুও নেই। যেহেতু তারা ভক্তিভেদেই মজে আছে। রাবণের উপস্থিতির সময়ে ভক্তিও তার সাথে সাথে হাজির হয়। তেমনি বাবার যখন আগমন ঘটে, বাবার সাথে সাথে জ্ঞানও তখন হাজির হয়। বাবার এই বিশেষ জ্ঞান কেবলমাত্র এই (পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ) সনয়কালে সারা কল্পে একবারই পাওয়া যায়। বারবার বহুবার তো আর পাওয়া যায় না। সেখানে (স্বর্গ-রাজ্যে) তোমাদের কেউ জ্ঞান দিতে আসে না, যেহেতু তার প্রয়োজন নেই। জ্ঞান তো কেবল তারই প্রয়োজন, যে অজ্ঞান জগতে থাকে। অথচ, অজ্ঞান জগতের কেউই এই প্রকৃত বাবাকে জানে না। তাই তো বাবাকে গালি না দিয়ে থাকতেই পারে না তারা। বাচ্চারা, তোমরা বি.কে.-রা এখন তা বুঝতে পেরেছো। তাই তো তোমরা জোরের সাথে বলা- "ঈশ্বর মোটেই সর্বব্যাপী নন। উনি (পরমাত্মা) আমাদের অর্থাৎ আত্মাধারীদের বাবা।" কিন্তু লোকেরা বলে- "না তা নয়, পরমাত্মা তো নুড়ি-পাথরেও অবস্থান করছে।" কিন্তু বি.কে.-রা তা স্পষ্ট রূপে জানো, ভক্তি-মার্গে যে একেবারেই উল্টো জ্ঞান-মার্গ থেকে। ভক্তি-মার্গের লোকেদের এই সামান্য জ্ঞানটুকুও নেই। জ্ঞান আর ভক্তি এই দুয়ের অবস্থান সম্পূর্ণ বিপরীত দিশায়। ভক্তরা তাদের ইচ্ছামতন ভগবানের নাম যেমন বদলে দেয়, তেমনি মানুষের নামেরও বদল আনে।

বাচ্চারা, সর্বপ্রথম দেবতা, তারপর ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। যারা দৈবী-গুণ ধারণ করে তারা যেমন মানুষ, তেমনি আসুরী গুণধারী যারা তারাও মানুষ। যদিও একেবারে ছিঃ-ছিঃ পর্যায়ের তারা। তাই তো গুরু নানাক-জী বলেছেন- "অশোখ চোর " (বেশীরভাগ লোকই দুর্বৃত্ত পরায়ন, ন্যায়হীন হয়ে এই সংসারে অসৎ উপায়ে উপার্জন করে)!" কিন্তু তাদেরকে একথা বলতে গেলে উল্টে তৎক্ষণাৎ সে তোমাকে অপদম্ভ ও গালি-গালাজ করবে। তাই তো তাদের উদ্দেশ্যে বাবা বলেন- "এরা সব আসুরী সম্প্রদায়ের।" বাবা তোমাদেরকে একেবারে ক্রিয়ার করে সবকিছু বুঝিয়ে দেন। কারা রাবণ সম্প্রদায়ের আর কারা রাম সম্প্রদায়ের। যেমন গান্ধীজী বলতেন, উনি রাম-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করবেন। কিন্তু রামরাজ্যে যে সবাই নির্বিকারী। তেমনি রাবণ-রাজ্যে সবাই বিকারী। ফলে রাবণ রাজ্যকে বলা হয় বেশ্যালয়। যা ভয়ংকর দাবানলের রৌরব-নরক। মানুষেরা এখন বিষয় বৈতরণী নদীতে হাবুডুবু খাচ্ছে। মনুষ্য আর জানোয়ার সবার চরিত্র এক সমান। মনুষ্যের মধ্যে এখন এমন কোনও গুণ অবশিষ্ট নেই যে তার মহিমা করা যাবে। একমাত্র তোমরা বি.কে.-রাই ৫-বিকারকে জয় করে মনুষ্য থেকে দেবতায় পরিণত হতে চলেছো। এছাড়া বাকী যা কিছু অবশিষ্ট থাকবে সে

সবই শেষ হয়ে যাবে।

দেবতাদের অবস্থান সত্যযুগে। বর্তমানের এই কলিযুগ হলো অসুরদের। অসুরদের চিহ্নগুলি কি কি ? ৫-বিকারে আক্রান্ত। দেবতারা হলো সম্পূর্ণ নির্বিকারী আর অসুরেরা সম্পূর্ণ বিকারী। দেবতারা দিব্য গুণের ১৬-কলা সম্পূর্ণ আর অসুরদের গুণ ও শক্তির কোনও কলাই নেই। পূর্বে যেটুকু ছিলো, তা একদম শেষ হয়ে গেছে। বাবা স্বয়ং বসে সেগুলিই বোঝাচ্ছেন তোমাদের। বাবা আসেন এই পুরোনো আসুরী দুনিয়াকে পরিবর্তন করতে। বর্তমানের এই বেশ্যালয়কে শিবালয় করে গড়ে তুলতে। লোকেরা আবার এই দুনিয়াতেই "ত্রিমূর্তি-হাউস", "ত্রিমূর্তি রোড", ... কত কিছু নাম রাখে, যা পূর্বে ছিল না। কিন্তু প্রকৃত তার কি নাম হওয়া উচিত ? আসলে এই দুনিয়াটা কার ? তা তো পরমাত্মার ! পরমাত্মার এই দুনিয়ার প্রথম অর্ধকল্প থাকে পবিত্র, দ্বিতীয় অর্ধকল্প অপবিত্র। এসবেরই রচনাকার এই বাবা। তবে তা কি দাঁড়ালো - ওনারই পুরে দুনিয়া। তাই তো বাবা বলছেন- "আমিই এসবের মালিক, আমিই সেই বীজরূপ, আমি চৈতন্য স্বরূপ আবার আমিই জ্ঞানের-সাগর। একমাত্র আমার মধ্যেই যাবতীয় জ্ঞান রয়েছে, যা আর কাওর মধ্যেই নেই। এখন তোমরা বুঝতে পারছো, এই সৃষ্টি চক্রের আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান একমাত্র এই বাবার মধ্যেই আছে। অন্যেরা যা কিছু বলে, তা কেবল গাল-গল্প মাত্র।" এই আজগুবি গাল-গল্প খুবই খারাপ, তাই তো তাদের প্রতি বাবার এত অভিযোগ। একদা তোমরাই এই বাবাকে নুড়ি-পাথর, কুকুর-বিড়াল ইত্যাদি সবকিছুই ভেবে বসেছিলে। যার ফলে তোমাদের এখন এত দুর্দশা।

নতুন দুনিয়ার মানুষ আর পুরোনো দুনিয়ার মানুষের মধ্যে রাত-দিনের তফাৎ। শেষের অর্ধ-কল্প থেকে অপবিত্র মানুষেরা পবিত্র দেবতাদের উদ্দেশ্যে মাথা ঝুঁকিয়ে প্রণাম করতে থাকে। এবার বাবা বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন- ভক্তি-মার্গের শুরুর প্রথম দিকে, সর্ব প্রথম পূজা শুরু হয় শিববাবার। এই শিববাবাই আবার তোমাদের পূজ্য বানায়। আর রাবণ সেই পূজ্য থেকে পূজারী বানায় তোমাদের। ডামার প্লান অনুযায়ী বাবা এসে আবার তোমাদের পূজ্য করে গড়ে তোলেন। এইসবের পরিপ্রেক্ষিতেই রাবণ ইত্যাদি নাম এসেছে। দশহরা উৎসব পালন করতে গিয়ে বাইরের কত লোককেই তো ডাকতে হয়। কিন্তু এসবের যথার্থ মর্মার্থ কিছুই জানে না তারা। ফলে দেবতাদেরও কত নিন্দা-গ্লানি করে তারা। অথচ বাস্তবে যা সত্য নয়। যেমন তারা বলে- ঈশ্বর নাম-রূপ থেকে অস্তিত্বহীন (ন্যারা)। ঠিক এভাবেই কত প্রকারের নাটকও প্রস্তুত করে তারা, যার বাস্তবতা নেই আদৌ। মানুষের বুদ্ধি-সুদৃষ্টি এমনই। তাই তো মানুষ মতকে আসুরী মত বলা হয়। কিন্তু স্বর্গ-রাজ্য হয়- যেমন রাজা-রানী প্রজারাও তেমনই। সবাই একই সংস্কারের। এই দুনিয়াকে বলা হয় 'ডেভিল ওয়ার্ল্ড' অর্থাৎ শয়তানের দুনিয়া। এখানে একে অপরকে গালি-গালাজ করতেই থাকে। তাই তো বাবা বোঝাচ্ছেন- বাচ্চারা, তোমরা যখন এখানে বসবে, তখন নিজেদেরকে কেবল আত্মা ভেবে বাবাকে স্মরণ করতে থাকবে। যখন তোমরা অজ্ঞানী ছিলে, তখন ভাবতে পরমাত্মা অনেক উপরে কোথাও থাকেন। কিন্তু এখন তোমরা জানতে পেরেছো, উপরে কোনও বাবা নেই, তিনি স্বয়ং এখন তোমাদের কাছে এসেছেন। তোমরাই তো বাবাকে ডেকে এনেছো এখানে। যিনি এনার (ব্রহ্মার) শরীরে অবস্থান করছেন। যখন তোমরা নিজেদের সেন্টারে বসবে, তখন ভাববে, শিববাবা স্বয়ং এনার শরীরে অবস্থান করে আছেন। ভক্তি-মার্গের লোকেরা ভাবে, পরমাত্মা কেবল উপরেই থাকেন। তাই উপরের দিকে তাকিয়ে তারা বলতে থাকে- হে ভগবান...তুমি কোথায়, যেখানে তোমাকে অর্থাৎ প্রকৃত বাবা পরমাত্মাকে স্মরণ করতে পারবো। আর এখানে বসে তোমরা কি করো ? তোমরা নিশ্চিত জানো যে, পরমাত্মা স্বয়ং এখানে ব্রহ্মার শরীরে অবস্থান করছেন। ফলে তোমাদেরও এখানে বসেই সেভাবে স্মরণ করতে হবে ওনাকে। যেহেতু উনি তো আর উপরে নেই এখন। এখন উনি এখানে। অতি মহার্ঘ এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে ওনাকে যে আসতেই হয় এখানে। বাবাও তাই বলছেন, ওনার আসার কারণই হলো- তোমাদেরকে অতি উন্নত স্তরের করে গড়ে তোলার জন্যই। তোমরা বি.কে.-রা বাবার অতি আপন বাচ্চারা, এখানেই স্মরণ করবে আর ভক্তরা স্মরণ করবে উর্দ্ধমার্গে। এমনকি তোমরা বি.কে.-রা যদি বিলেতেও থাকো তবুও ভাববে যে, শিববাবা এই ব্রহ্মার শরীরেই অবস্থান করছেন। কর্ম-কর্তব্যের ভূমিকার জন্য কোনও একটা শরীরের আশ্রয় তো নিতেই হবে। তা যেখানেই বসো না কেন, মধুবনের এই বাবাকেই তো স্মরণ করবে। শিববাবাকে স্মরণ করতে গেলে, এই ব্রহ্মা বাবার শরীর নজরে তো আসবেই। কিন্তু এমন অনেক বুদ্ধিহীন আছে, তারা কোনও মতেই ব্রহ্মাকে মেনে নেয় না। বাবা অবশ্য এমন কথা বলেন না যে, ব্রহ্মাকে স্মরণ করো। কিন্তু ব্রহ্মা ছাড়া শিববাবাকে স্মরণ করবেই বা কি প্রকারে ? যেখানে বাবা স্বয়ং জানাচ্ছেন উনি অবস্থান করছেন এই ব্রহ্মার শরীরেই। অতএব এই ব্রহ্মার মাধ্যমেই বাবাকে স্মরণ করলে বাবা (শিববাবা) আর দাদা (ঠাকুর দাদা = ব্রহ্মা) দুজনকেই স্মরণ করা হয়ে যায়। তোমাদের বুদ্ধিতে এই জ্ঞান তো আছে। ব্রহ্মার নিজের আত্মা আছে ব্রহ্মার শরীরেই। যেখানে পরমাত্মা শিববাবার নিজের কোনও শরীর নেই। তাই তো শিববাবা ব্রহ্মার এই প্রকৃতিকে আধার বানায়। এখানে অবস্থান করেই বাবা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের আর সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের রহস্যগুলিকে তোমাদেরকে বোঝান। বাবা ছাড়া আর কেউই ব্রহ্মাণ্ডের এইসব জ্ঞানগুলিকে জানেই না।

ব্রহ্ম-তত্ত্ব যেখানে, সেখানেই আত্মা আরা পরমাত্মা বাস করে। অর্থাৎ সুপ্রিম বাবা পরমাত্মা আরা নন-সুপ্রিম আত্মা থাকে যেখানে। ব্রহ্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মলোক অর্থাৎ শান্তিধাম। শান্তিধাম নামটাই কত মধুর। এইসব তথ্য তোমাদের বুদ্ধিতে বিরাজমান এখন। প্রকৃত অর্থে আমরা সেই ব্রহ্মমহাতত্ত্ব বা ব্রহ্মলোকের স্থায়ী বাসিন্দা। তাকেই আবার নির্বাণধাম (শব্দহীন ধাম) ও বাণপ্রস্থও বলা হয়। এইসব তথ্যগুলি এখন তোমাদের বুদ্ধিতে পাকা হয়ে গেছে।

যখন ভক্তি থাকে তখন জ্ঞানের নামগন্ধও থাকে না। বর্তমান সময় তোমাদের জন্য পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ অর্থাৎ পরিবর্তনের সময়কাল। পুরোনো দুনিয়ায় অসুরদের বাস আরা নতুন দুনিয়ায় দেবতাদের বাস। তাই তো পরিবর্তনের করার জন্য এই কল্যাণকারী পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে বাবাকে আসতে হয়। সত্যযুগে এসবের কিছুই মনে থাকবে না তোমাদের। যেমনি কলিযুগী বুদ্ধি হওয়ার জন্য এখন সব বিষয়েই অজ্ঞানী তোমরা। তেমনি আবার নতুন পবিত্র দুনিয়ায় প্রবেশের পর এই পুরোনো দুনিয়ার কিছুই আর মনে থাকে না। যেমন এখন তোমরা পুরোনো দুনিয়ায় আছো, সেই নতুন দুনিয়ার কিছুই মনে নেই তোমাদের। সেই নতুন দুনিয়া কবে কখন ছিলো তার কিছুই এখন মনে নেই তোমাদের। অথচ লোকেরা তো তাদের খেয়াল খুশী মতো যুগের আয়ুকে লক্ষ-লক্ষ বছর বলে। তোমরা বি.কে.-রাই কেবল জানো, প্রতি কল্পের পরিবর্তনের সময়ে এমন সঙ্গম যুগেই বাবা আসেন। তিনি এসে এই অদ্ভুত কল্প-বৃক্ষের রহস্যগুলি উন্মোচন করেন। সৃষ্টির এই পটচিত্রের চক্র কিভাবে অনবরত তার নিজের নিয়মে ঘুরে চলেছে সে বিষয়েও ব্যাখ্যা করে বোঝান তোমাদের। তেমনি তোমাদেরও উচিত সেগুলি আবার অন্যদেরকে বোঝানো। এক-একজনকে আলাদা আলাদা করে বোঝাতে গেলে অনেক সময়ের দরকার, তাই বাবার কাছ থেকে তোমরা যা শুনছো, সেটাই অন্যদেরকে শোনাও। তাতেই অনেকে তা বুঝতে পারবে। খুব মিষ্টি করে বোঝাতে হবে সবাইকে। যেমন করে তোমরা প্রদর্শনী ও অন্যত্র বুঝিয়ে থাকো। বিশেষ করে শিব-জয়ন্তীতে অনেককে আমন্ত্রণ করে যুক্তি সহযোগে খুব সুন্দর রীতিতে অনেককে বোঝাতে হবে। এটা অবশ্যই বোঝাতে হবে বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চের এই নাটকের খেলার অবধি কত। (৫-হাজার বছর) একমাত্র তোমরা বি.কে.-রাই তার সঠিক সময় বর্ণনা করে বোঝাতে পারবে। এইসব 'টপিক'-গুলো যা তোমরা শিখেছো, সেগুলিই আবার অন্যদেরকে বোঝাবে। বাবা যেসব বিষয়গুলি তোমাদের বোঝান, সেগুলির ধারণা ধারণ করেই তো তোমরা দেবতা হয়ে ওঠো। আবার তোমরা যেমন দেবতা হয়ে ওঠো, অন্যদেরকেও তেমনি করে গড়ে তোলার চেষ্টা করবে। টিচার রূপী বাবা তোমাদের এমন শিক্ষাই দেন, তোমরা যাতে কারও কোনও গ্লানি না করো তোমরা। অন্যদেরকে যে বিশেষ জ্ঞানের কথা বোঝাও তা হলো 'সদগতির-মার্গ'! সবাইকে ভবসাগর পার করার সদগুরু একমাত্র এই বাবা। এমন ধরনের প্রধান প্রধান পয়েন্টগুলির উপর তাদেরকে বোঝাও। এইসব বিষয়গুলির উপর এই বিশেষ জ্ঞান একমাত্র এই বাবা ছাড়া আর কেউই তা দিতে জানে না। *আচ্ছা!*

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আরা সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা পরমাত্মা ওঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) পূজারী থেকে পূজ্য হওয়ার জন্য সম্পূর্ণ নির্বিকারী হতে হবে। জ্ঞানবান হয়ে নিজের পরিবর্তন নিজেকেই করতে হবে। স্বল্প সময়ের সুখের পিছনে দৌড়াবে না।

২) বাবা আরা দাদা (শিব ও ব্রহ্মা) দু'জনকেই স্মরণ করতে হবে। ব্রহ্মার মাধ্যমে ছাড়া শিববাবা স্মরণে আসে না। ভক্তি-মার্গে থাকাকালীন যাকে উর্দ্ধপানে স্মরণ করতে, তিনিই যখন ব্রহ্মার শরীরে অবস্থান করছেন এখন তাই দু'জনকেই স্মরণ করতে হবে।

বরদান:- জাগতিক কামনাগুলি থেকে মুক্ত থেকে সর্বপ্রকারের প্রশ্নের উর্ধ্বে থাকা প্রসন্নচিত্ত আত্মা ভব*

ব্যাখ্যা :- যে জাগতিক কামনাগুলি থেকে মুক্ত থাকতে পারে, তার চেহারাতে প্রসন্নতার ঝলক দেখা যায়। প্রসন্নচিত্ত আত্মা কোনও কিছুতেই প্রশ্ন-চিত্ত হয় না। সে সদা নিঃস্বার্থ আরা সদা সবাইকে নির্দোষ ভাবে, কারও প্রতি দোষারোপ করবে না। যেমনই পরিস্থিতি আসুক না কেন, কোনও আত্মা যদি পূর্বের কর্মফলের হিসেব-নিকেশ চুকিয়ে নেওয়ার জন্য তার মোকাবিলা করার জন্য মুখোমুখি হয়, কিংবা শরীরের কর্মভোগ মোকাবিলা করতে হয়, তবুও সন্তুষ্টতার কারণে সে সদা প্রসন্নচিত্তই থাকবে।

স্লোগান:- অ্যাটেনশনের সাথে কোনও গুলি ব্যর্থ, তার চেকিং করো, কিন্তু অমনোযোগী হয়ে নয়।*

. ཨ྘ྐྋ སྐྱའི་བློ་གྲོས་ཀྱི་རྒྱུ་ལྟར་ཤེས་པ་དང་།